ESSENTIALS OF

ENGLISH HISTORY

(IN BENGALI)

Prof. N. C. ROY, M.A.

Author of

English History Made Easy: Greek History Made Easy: Roman History Made Easy: Essentials of Roman History (in Bengali): Essentials of Greek History (in Bengali) etc. etc. etc.

All-India Publishing Co., Ltd.

BOOK SELLERS & PUBLISHERS

4[illegible], CORNWALLIS STREET

CALCUTTA-6

ESSENTIALS OF ENGLISH HISTORY

(IN BENGALI)

ইংলণ্ডের ইতিহাস

Prof. N. C. Roy, M. A.

SIXTH EDITION

(Revised & Improved)

ALL-INDIA PUBLISHING CO., LTD.

BOOK SELLERS & PUBLISHERS

30, Cornwallis Street, Calcutta—6.

Rs. 3/-

সূচীপত্র

PUBLISHED BY :—K. G. Das, B.L. *For* All-India Publishing Co., Ltd. 30, Cornwallis Street, Calcutta-6.

Printed by :—S. Choudhury at Bani-Sree Press Cal-6 & K. N. Chanda, Jagadhatri Press 5/2, Sibkrishna Daw Lane, Cal-7.

ইংলণ্ডের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন যুগ

(Pre-Historic and Ancient Period)

ভৌগোলিক অবস্থিতি—(Geographical position) ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে ছয় শত মাইল স্থান ব্যাপিয়া গ্রেট ব্রিটেন নামক দ্বীপটি অবস্থিত। এই দ্বীপের উত্তরাংশ **স্কটল্যাণ্ড** ও দক্ষিণাংশ **ইংলণ্ড** নামে পরিচিত। ইহার পশ্চিম দিকে **ওয়েলস**-এর পর্বতময় দেশ অবস্থিত। ইংলণ্ড আয়তনে বৃহৎ না হইলেও ইহার অধিবাসীরা প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

গ্রেট ব্রিটেনের অবস্থিতি

অধিবাসী পরিচয়—(Races) অতি প্রাচীনকালে এই দ্বীপে যাহারা বসবাস করিত তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তৎকালীন যুগের যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের আদিম বাসিন্দাগণ কোনপ্রকার ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার জানিত না। তাহারা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিত না। পাহাড় পর্ব্বতের গুহাতেই তাহারা বাস করিত। এই কারণে তাহাদিগকে Cave man বা গুহামানব বলা হইয়া থাকে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত তাহারা প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত। এই সকল অস্ত্রশস্ত্র তাহারা নিপুণভাবে নির্ম্মাণ করিতে পারিত না। তাহারা যে যুগে বাস করিত তাহা Palaeolithic or Old Stone Age (পুরাতন প্রস্তর যুগ) নামে পরিচিত।

পুরাতন প্রস্তর যুগ

পুরাতন প্রস্তর যুগের অবসানে ইংলণ্ডে যে নূতন যুগের অভ্যুদয় হয় তাহা Neolithic Age অথবা **নব্য প্রস্তর যুগ** নামে পরিচিত। পুরাতন যুগের বাসিন্দাদের তুলনায় এই নূতন যুগের অধিবাসিগণ অধিকতর সভ্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। তাহারা প্রস্তর নির্ম্মিত মসৃণ অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিত, কৃষিকার্য্য জানিত এবং

নব্য প্রস্তর যুগ

গো-মেষাদি প্রাণী পালন করিত। অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, স্পেন-পর্তুগালের আদিম অধিবাসীদের সহিত ইহাদের নিকট সম্পর্ক ছিল। এই কারণে ইহাদিগকে Iberian বলা হইয়া থাকে।

Celtic জাতির শাখা
(ক) Goidels ও
(খ) Brythons

Iberianদের পর ইংলণ্ডে যে নূতন জাতি আগমন করে তাহারা Celt নামে পরিচিত। ইহারা জার্মাণীর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এবং বেলজিয়মে ও হল্যাণ্ডে বাস করিত। তথা হইতে ইহারা একাধিক শাখায় বিভক্ত হইয়া বৃটেনে আগমন করে। সর্ব্বপ্রথম যে শাখা ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করে তাহারা Goidel বা গল নামে পরিচিত। বর্ত্তমান কালের আইরিশ জাতি ও স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডারগণ সম্ভবতঃ ইহাদের বংশোদ্ভূত। গ্যালিক আগমনের কয়েকশত বৎসর পর Brython বা ব্রিটন নামে পরিচিত Celt জাতির অপর শাখা ইংলণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের নামানুসারেই সমগ্র দ্বীপটি **ব্রিটেন** নামে পরিচিত হয়।

কেল্টিক জাতির সভ্য জীবনযাপন প্রণালী

কেল্টিক সভ্যতা (Celtic Civilization)—ইংলণ্ডের প্রাচীন অধিবাসিগণের মধ্যে কেল্ট আইবেরিয়ান জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য ছিল। তাহারা লৌহ, পিত্তল ও অন্যান্য ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে জানিত। বস্ত্র বয়ন, গৃহনির্ম্মাণ ও যুদ্ধবিদ্যায়ও তাহারা সমধিক পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিল। যুদ্ধকালে তাহারা রথে এবং অশ্বে চড়িয়া শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইত। খড়্গ ও কুঠার তাহাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র ছিল।

কেল্টজাতি বহু দল ও উপদলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দল বিচ্ছিন্নভাবে এক এক জন দলপতির অধীনে বাস করিত। ইহাদের মধ্যে একতা-বন্ধন ছিল না। সাধারণতঃ প্রত্যেক দলই নিজ নিজ সম্প্রদায়গত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হইত। কোন কোন সময় আকস্মিক বিপদের প্রতিকারের নিমিত্ত অথবা প্রবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত একাধিক দল পরস্পর শত্রুতা পরিহার করিয়া একই দলপতির অধীনে মিলিত হইত।

কেল্টজাতি প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য ও গো মেষাদি পালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যবসায় বাণিজ্যও করিত। ইহাদের মধ্যে বহু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। দেবতাগণের প্রীতিলাভ কামনায় এবং বিশেষতঃ যুদ্ধে শত্রু পক্ষকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা নরবলি সহযোগে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিত। তাহাদের পুরোহিতগণ **ড্রুইডস্** (Druids নামে)

পরিচিত ছিলেন। সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে ইহারা অসাধারণ প্রভাবশালী ছিলেন।

কেল্টজাতি সম্পর্কে প্রাচীন বৈদেশিক বিবরণী

(১) পাইথিয়াস

(২) জুলিয়াস সীজার

কেল্ট জাতির রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সামাজিক চালচলন ইত্যাদি সম্পর্কে কোনও আলোচনা সমসাময়িক যুগে লিখিত কোনও বিবরণীতে পাওয়া যায় না। যে কয়জন বৈদেশিক ভ্রমণকারী সুপ্রাচীন কালে ব্রিটেনে আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাদের সম্পর্কে নানারূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে **পাইথিয়াস** (Pytheas) নামক জনৈক গ্রীক পর্য্যটক ব্রিটেনে আগমন করিয়াছিলেন। তাহার বিবরণীতে কেল্ট জাতির আচার ব্যবহার ও জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকের মধ্যভাগে সুবিখ্যাত রোমান সেনাধ্যক্ষ **জুলিয়াস সীজার** (Julius Caesar) ব্রিটেনের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান চালনা করেন। ব্রিটনদের সম্পর্কে তিনি একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা পাঠেও আমরা ব্রিটেনের তদানীন্তন অধিবাসীদের সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য অবগত হইতে পারি। সুসভ্য রোমান জাতির তুলনায় ব্রিটনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচলন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। এই কারণে জুলিয়াস সীজার ব্রিটনগণকে "অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্ব্বর জাতি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জুলিয়াস সীজারের অভিযান

ব্রিটেনের বিরুদ্ধে রোমের অভিযান (Roman Expeditions in Britain)—(ক) প্রাচীনকালে ইউরোপীয় জাতি সমূহের মধ্যে রোমান জাতি বিদ্যাবুদ্ধি ও শৌর্য্যবীর্য্যে সর্ব্বাধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ জয় করিয়া তাহারা এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকের মধ্যভাগে রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক নায়ক **জুলিয়াস সীজার** গল দেশ (বর্ত্তমান ফ্রান্স) বিজয়ে লিপ্ত ছিলেন। গলদেশের অধিবাসিগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও রোমান আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে নাই। এই অবস্থায় নিতান্ত বিপন্ন হইয়া তাহারা ব্রিটন জাতির নিকট সাহায্য প্রার্থী হয়। ব্রিটনগণ ছিল গলজাতির নিকট-জ্ঞাতি। বিপন্ন গলজাতিকে তাহারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে জুলিয়াস সীজার ব্রিটনগণকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করার

উদ্দেশ্যে সীজার খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫ অব্দে ব্রিটেন আক্রমণ করেন। ব্রিটনগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সামরিক বলে অধিক বলীয়ান রোমানগণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। পরাজিত শত্রুপক্ষের নিকট হইতে বশ্যতার প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াই সীজার গলদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শত্রুসৈন্যকে সীজার পরাজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আশানুরূপভাবে রোমের শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় দান করিতে পারেন নাই।

প্রথম অভিযান

এই কারণে পর বৎসর (খৃঃ পূঃ ৫৪ অব্দ) সীজার অধিকসংখ্যক সৈন্যসামন্ত লইয়া পুনরায় ব্রিটেনের বিরুদ্ধে এক অভিযান চালনা করেন। বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত ব্রিটন জাতি পরস্পর বিচ্ছেদ ভুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে **ক্যাসিভেলেনাস** (Cassivelaunus) নামক জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে রোমান সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও তাহারা উপর্য্যুপরি কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে সামরিক বলে অধিক বলীয়ান্ রোমান বাহিনীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। পরাজিত ব্রিটন দলপতিগণ একে একে আসিয়া সীজারের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। সীজার বিজয়গর্ব্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ব্রিটেন জয় করা সীজারের আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল না। ব্রিটন জাতির নিকট রোমের সামরিক শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদানই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র ব্রিটনগণের নিকট হইতে রোমের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া সীজার সদলবলে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বিতীয় অভিযান

(খ) সীজারের প্রত্যাবর্ত্তনের পর এক শতাব্দীর অধিককাল রোমানগণ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার নানাস্থানে সাম্রাজ্য বিস্তারে লিপ্ত ছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাহারা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কোনও সামরিক অভিযান পরিচালনা করে নাই। অতঃপর রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করা হেতু এবং প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ব্রিটেনের সহিত জলপথে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন অভিপ্রায়ে ৪৩ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন রোমান সম্রাট **ক্লডিয়াস** (Emperor Claudius) এক সুচিন্তিত সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটেন জয় করিবার অভিপ্রায়ে রোম হইতে এক দুর্দ্ধর্ষ সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হয়। রোমান সৈন্যবাহিনী ব্রিটেনের দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূলে অবতরণ করা মাত্র ব্রিটনগণ তাহাদের সুদক্ষ নায়ক **ক্যারাটাকাস** (Caratacus)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল।

সম্রাট Claudius কর্ত্তৃক ব্রিটেন জয়ের পরিকল্পনা

কিন্তু ব্রিটনগণ প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দান করা সত্ত্বেও সামরিক বলে শ্রেষ্ঠতর রোমান প্রতিপক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ইহার ফলে ব্রিটেনের দক্ষিণ অঞ্চলে রোমান আধিপত্য স্থাপিত হইল। ক্রমশঃ ব্রিটেনের অন্যান্য অঞ্চলও রোমের প্রভুত্বাধীনে আনীত হইল। যে সকল সেনানায়কের চেষ্টার ফলে রোমানগণের পক্ষে বিজয়লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্লটিয়াস, স্ক্যাপুলা ও পলিনাসের নাম সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

৬০ খৃষ্টাব্দে ইসেনীদের রাণী **বোডিসিয়া-র** (Boadicea) নেতৃত্বে ব্রিটেনবাসিগণ রোমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে; কিন্তু রোমানগণ অতিশয় তৎপরতার সহিত এই বিদ্রোহ দমন করে। রাণী বোডিসিয়া ধৃত হইলে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। তাঁহার বহু সংখ্যক অনুচরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

রাণী বোডিসিয়ার বিদ্রোহ

জুলিয়াস এগ্রিকোলার শাসন—ব্রিটেনে রোমান প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়ার পর রোমানগণ বিজিত ব্রিটেনবাসিগণকে স্ববশে রাখার অভিপ্রায়ে শাসন ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করেন। এই বিষয়ে **জুলিয়াস এগ্রিকোলা** (Julius Agricola) নামক জনৈক বিচক্ষণ রাজপুরুষ সর্ব্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি ৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেনে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তাহার শাসনকাল ব্রিটেনে রোমান শাসনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে সামরিক বিজয়ের অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া শাসন ব্যবস্থার গুরু দায়িত্ব বহন করার নীতি গৃহীত হয়। শাসনকর্ত্তার পদ গ্রহণ করিয়া প্রথম কয়েক বৎসর তাহাকে যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিদ্রোহ দমনে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। তিনি ওয়েলস্ জয় সম্পূর্ণ করিয়া স্কটল্যাণ্ড বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়ী সেনাপতি অপেক্ষা বহুদর্শী রাজনীতিবিদ্ এবং সুশাসক রাজপুরুষরূপেই তিনি অধিক কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ গঠনমূলক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাহার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও সুদূরপ্রসারী ছিল। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, কেবল অস্ত্র বলের উপর নির্ভর করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিলেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে না। রোমান প্রভুত্ব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ব্রিটনগণের মধ্যে রোমান শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার ব্যাপক প্রচলন আবশ্যক, ইহা তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জনসাধারণের সদিচ্ছা লাভ কামনায়

জুলিয়াস এগ্রিকোলার নীতি ও শাসন ব্যবস্থা

তিনি তাহাদের করভার লাঘব করিয়া দিলেন এবং যাহাতে তাহারা সচ্ছল ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে তজ্জন্য কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে একাধিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। দেশের সর্ব্বত্র বহু সংখ্যক রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করিয়া একদিকে যেমন রোমান সৈন্যবাহিনীর গমনাগমনের সুব্যবস্থা করিলেন অপরদিকে তেমনি ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারের পথও সুগম করিলেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সীমান্ত অঞ্চলে বহু দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি যে সকল সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে Clyde হইতে ফোর্থ (Forth) পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ব্রিটনগণ যাহাতে রোমানগণের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য তিনি রোমান ভাষা ও আইন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার ফলে ব্রিটেনে রোমান আধিপত্য দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল।

রোমান প্রভুত্বের অবসান (End of Roman Rule)

জুলিয়াস এগ্রিকোলার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া রোমান সম্রাট **হ্যাড্রিয়ান** (Hadrian) স্বয়ং ব্রিটেনে আগমন করেন এবং সীমান্তে রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া কার্লাইল পর্য্যন্ত কয়েকটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই সকল

সম্রাট হ্যাড্রিয়ান কর্ত্তৃক ব্রিটেন পরিদর্শন

দুর্গ তিনি একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া উহার সাহায্যে পরস্পর বাঁধিয়া দেন। ইহাই হ্যাড্রিয়ানের প্রাচীর বা **Hadrian's Wall** নামে পরিচিত।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগ হইতে দলে দলে **গথ** (Goth), ভাণ্ডাল (Vandal), হূণ (Hun) প্রমুখ দুর্দ্ধর্ষ উপজাতি বিপুল সংখ্যায় রোমান সাম্রাজ্যের নানা অংশের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ চালনা করিতে থাকে। রোমানজাতির মধ্যে পূর্ব্বেকার শৌর্য্য বীর্য্য আর ছিল না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে এই আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। আক্রমণকারী

বর্ব্বরজাতির আক্রমণ; রোমানগণের ব্রিটেন ত্যাগ

গথ উপজাতি রোমানদের প্রতিরোধ ব্যর্থ করিয়া রোমের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে তদানীন্তন রোমান সম্রাট **হনোরিয়াস** (Honorius) নিতান্ত বিপন্ন হইয়া ব্রিটেনে যে সকল রোমান ছিল তাহাদিগকে অবিলম্বে ব্রিটেন ত্যাগ করিয়া রোমে উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। ফলে রোমানগণ স্বদেশ

রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালন করিবার অভিপ্রায়ে ব্রিটেন ত্যাগ করিয়া রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করে (৪১০ খ্রীঃ)। এইরূপে প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পর ব্রিটেনে রোমান শাসনের অবসান হয়।

ব্রিটেনে রোমান শাসন (**Roman rule in Britain**)—খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যভাগ হইতে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত সার্দ্ধ তিনশতাব্দীকাল ব্রিটেনে রোমান শাসন স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে রোমানগণ সর্ব্বাধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সুশাসক হিসাবেও তাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ব্রিটেনের শাসন সংরক্ষণের নিমিত্ত তাঁহারা যে সকল বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতেও তাঁহাদের শাসনদক্ষতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। **প্রথমতঃ**, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তাঁহারা সীমান্ত রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। জুলিয়াস এগ্রিকোলা ও সম্রাট

সামরিক ব্যবস্থা

হ্যাড্রিয়ান উভয়কেই সামরিক প্রয়োজনে ব্রিটেনের উত্তর সীমান্তে সুদৃঢ় প্রাচীর মালা নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। সামরিক বাহিনী ও যানবাহন চলাচলের সুবিধার জন্য দেশের সর্ব্বত্র বহুসংখ্যক প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব ও উত্তর সীমান্ত পথে শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব দুইজন স্বতন্ত্র সেনানায়কের উপর অর্পণ করা হইয়াছিল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে ব্রিটেনে রোমান সামরিক আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। **দ্বিতীয়তঃ**, দেশের

প্রাদেশিক শাসন

সর্ব্বত্র শাসনশৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত সমগ্র দেশটিকে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশের শাসনভার একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। শাসনকর্ত্তৃগণ যাহাতে স্বেচ্ছাচারীভাবে ক্ষমতা চালনা করিতে না পারেন তজ্জন্য একাধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছিল। **তৃতীয়তঃ**, প্রদেশ নির্ব্বিশেষে দেশের সর্ব্বত্র রোমের আইন কানুন প্রবর্ত্তন

আইন ও বিচার ব্যবস্থা

করা হইয়াছিল এবং বিচার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। রোম-প্রবর্ত্তিত শাসনব্যবস্থার ফলে দেশের সর্ব্বত্র শান্তিশৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। **চতুর্থতঃ**, রোমান শাসনের ফলে ব্রিটেনের নানাবিধ উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ে ব্রিটেনবাসীর সুখসমৃদ্ধি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রোমানদের তত্ত্বাবধানে কৃষির অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল। ব্রিটেনের উদ্বৃত্ত শস্য

অর্থনৈতিক উন্নত পরিকল্পনা

ইউরোপের নানাস্থানে প্রেরিত হইত। এই কারণে ব্রিটেনকে "ইউরোপের শস্যভাণ্ডার" এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। রোমানগণ দেশের নানাস্থানে যে সকল রাজপথ নির্মাণ করিয়াছিল তাহাতে একদিকে যেমন দেশের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত সহজসাধ্য হইয়াছিল, অপর দিকে বাণিজ্য দ্রব্যের চলাচলও সহজগম্য হইয়াছিল। ব্রিটেনের সহিত রোমান সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেরও বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। বাণিজ্যবিস্তারের ফলে ব্রিটেনের ধনসম্পদ অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রোমান শাসনকালে দেশের নানাস্থানে বহু সুদৃঢ় নগর নির্মিত হইয়াছিল। এই সকল নগরে বহু মনোরম হর্ম্যও নির্মিত হইয়াছিল। রোমানগণ যে সকল নগর স্থাপন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে লণ্ডন, লিঙ্কন, চেষ্টার, ইয়র্ক, গ্লষ্টার প্রমুখ নগর এখনও বর্তমান।

সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান করিয়া রোমান শাসনকর্তৃপক্ষ সুশাসকরূপে নিঃসন্দেহে স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু রোমান শাসনের ফল একান্তভাবে শুভপ্রদ হয় নাই। রোমান সংস্রবের ফলে একপক্ষে ব্রিটনদের যেরূপ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, অপর পক্ষে তাহাদের যথেষ্ট অনিষ্টও হইয়াছিল। তাহারা দীর্ঘকাল

রোমান শাসনের কুফল

বৈদেশিক শাসনের অধীনে থাকিয়া নিজেদের স্বভাবজাত শৌর্য্য বীর্য্য হারাইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং পরবর্তীকালে যখন পিক্ট, স্কট ও স্যাক্সন জাতিসমূহ তাহাদের দেশ আক্রমণ করে, তখন সে আক্রমণ প্রতিরোধ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

ব্রিটেনে রোমান শাসনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব (Historical Importance of Roman Rule in Britain):—ব্রিটেনে রোমান শাসন তিনশত বৎসরেরও অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল, তথাপি জনৈক ঐতিহাসিক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, ব্রিটেনে রোমান শাসনের কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব নাই। "The story of Roman occupation is interesting historically, but it is not important." এই মন্তব্যের মধ্যে অনেকখানি সত্য

রোমান প্রভাবের ক্ষণ-স্থায়িত্ব

নিহিত আছে। প্রকৃতপক্ষে রোমানশাসিত অপরাপর দেশের তুলনায় ব্রিটেনে রোমান শাসনের ফল সুদূরপ্রসারী হয় নাই। ফ্রান্স ও স্পেন যে পরিমাণে রোমান ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, ব্রিটেনে তদনুরূপ হয় নাই। ব্রিটেন-

বাসীদের জাতীয় জীবনের উপর রোমান প্রভাব গভীর ভাবে রেখাপাত করিতে পারে নাই। বর্তমান ইংরাজ জাতির ভাষা, ভাবধারা ও আচার অনুষ্ঠানে অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির প্রভাবই সুস্পষ্ট। রোমান ভাষা, ভাবধারা ও আচার অনুষ্ঠান ব্রিটনজাতির সর্বস্তরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; রোমান প্রভাব উচ্চশ্রেণীর নাগরিকগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে উহা ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। জনসাধারণ রোমান সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্যে অন্ধ অনুকরণ করিয়াছিল মাত্র। রোমানদের অনুকরণে তাহারা পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত, নাম ধাম গ্রহণ করিত। কিন্তু চরিত্রের যে সকল গুণাবলীর জন্য রোমানগণ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কোনটিই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

রোমান শাসনের সকল প্রভাবই অ্যাংলো-স্যাক্সন বিজয়ের ফলে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল, ইহা মনে করিলে ভুল করা হইবে। রোমানগণ যে

রোমান শাসন আমলের স্মৃতি চিহ্ন

সকল রাস্তাঘাট, প্রাচীর ও নগর নির্মাণ করিয়াছিল তাহার অনেকগুলি এখনও পরিবর্তিত আকারে টিকিয়া রহিয়াছে। বর্তমান লণ্ডন (Londonium) নগরের ভিত্তি রোমান শাসন আমলেই রচিত হইয়াছিল। লিণ্ডাম বা লিঙ্কন, এবুরেকাম বা ইয়র্ক, গ্লেভাম বা গ্লষ্টার নামে পরিচিত নগর সমূহও রোমান আমলেই সর্বপ্রথম নির্মিত হইয়াছিল।

স্থায়ী প্রভাবের দিক হইতে বিচার করিলে ব্রিটেনে রোমান শাসনের তেমন কোন গুরুত্ব ছিল, ইহা বলা চলে না। তথাপি রোমান জাতির মাধ্যমেই ব্রিটনগণ সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য মহাদেশ ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই দিক হইতে বিচার করিলে ব্রিটেনে রোমান শাসন উপেক্ষনীয় ঘটনা নহে।

Studies and Questions

1. Say what you know of the early pre-historic inhabitants of Britain.

2. Give a short sketch of the early Celtic civilization in Britain. Refer to your sources of information.

3. Trace briefly the history of the Roman conquest of Britain. (C. U. 1937, 1948, 1953)

4. Give some account of the Roman rule in Britain. (C. U. 1939, 1941, 1943)

5. What traces of Roman rule survive ? (C. U. 1941, 1943)

6. How far is it true to say that "The story of Roman occupation is interesting historically, but it is not important."
(C. U. 1939, 1943)

দ্বিতীয় অধ্যায়

অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগ

(The Period of Anglo-Saxon Rule)

রোমান শাসনের অবসানে ব্রিটেনের অবস্থা : স্যাক্সন বিজয়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম দশকে সম্রাট হনোরিয়াসের নির্দ্দেশক্রমে রোমানগণ ব্রিটেন ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সার্দ্ধ তিন শতাব্দীকাল রোমান শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ থাকার ফলে ব্রিটনজাতি স্বকীয় শৌর্য্যবীর্য্য হারাইয়া সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ, যুদ্ধবিমুখ ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া দলে দলে উত্তর অঞ্চল হইতে

পিক্ট আক্রমণ

ক্যালিডোনিয়ান বা পিক্টগণ ব্রিটেনের উপকূল ভূমির নানাস্থানে আক্রমণ চালনা করিতে থাকে। ইহাদের আক্রমণের প্রতিরোধ করা হীনবীর্য্য ব্রিটনগণের সাধ্য ছিল না। তাহারা নিরুপায় হইয়া গলদেশের রোমান শাসনকর্ত্তার শরণাপন্ন হইল। কিন্তু বর্ব্বর জাতিসমূহের আক্রমণে রোম নিজেই তখন ব্যতিব্যস্ত ; ইচ্ছা থাকিলেও

ব্রিটনগণ কর্ত্তৃক জুট-জাতির সাহায্য প্রার্থনা

ব্রিটনগণের সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া তাহাদের সাধ্য ছিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া ব্রিটন দলপতিগণ অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া নর্ডিক জলদস্যুগণের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। নর্ডিক জাতিসমূহের মধ্যে শৌর্য্যবীর্য্যে জুটগণই (**Jute**) শীর্ষস্থানীয় ছিল। তাহারাই ব্রিটেনের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল।

স্যাক্সন জাতির আগমন—ব্রিটন জাতির আমন্ত্রণ ক্রমে ৪৪৯ খৃষ্টাব্দে **জুটগণ** হেঙ্গিষ্ট ও হর্সা নামক নেতৃদ্বয়ের অধীনে ব্রিটেনের দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূলে সদলবলে অবতরণ করে। ইহারা টিউটন জাতির শাখাভুক্ত ছিল। ইহাদের অপর দুইটি প্রধান শাখা **স্যাক্সন ও অ্যাঙ্গল্‌স** নামে পরিচিত।

স্যাক্সন জাতির পরিচয়

শেষোক্ত শাখার নামানুসারেই কালক্রমে সমগ্র ব্রিটেন অ্যাঙ্গল-ল্যাণ্ড বা ইংলণ্ড নামে পরিচিত হইয়াছিল। জুটগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল ; তাহাদের তুলনায় স্যাক্সন ও অ্যাঙ্গলগণই ছিল সংখ্যায় অধিক। এই কারণে উত্তর কালে এই তিন শাখার লোকেরাই প্রথমে অ্যাংলো-স্যাক্সন (Anglo Saxon) ও পরে ইংলিশ নামে পরিচিত হয়।

জুটগণ কেণ্টে (Kent) পদার্পণ করিয়াই ব্রিটনদের সহায়তায় পিক্টগণকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্রিটনগণ তাহাদিগকে অর্থদান করে, তথাপি জুটগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অসম্মত হইয়া ব্রিটেনেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার সংকল্প গ্রহণ করে। ব্রিটেনের প্রাকৃতিক

জুটজাতি কর্ত্তৃক কেণ্ট অধিকার

সম্পদ দেখিয়া এবং ব্রিটনবাসিগণের সামরিক শক্তি-হীনতার কথা বিবেচনা করিয়া জুটগণ ব্রিটেনের দক্ষিণ অঞ্চল অধিকার করিয়া লইতে বদ্ধপরিকর হয়। এই উদ্দেশ্যে তাহারা থ্যানেট দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ সমগ্র কেণ্ট অঞ্চল অধিকারভুক্ত করিয়া লয়। জুটগণ কর্ত্তৃক কেণ্ট অধিকৃত হইবার কিছুদিন পর স্যাক্সন জাতির একটি শাখা সাসেক্স (Sussex) অধিকার করিয়া লয় এবং অপর দুইটি শাখা যথাক্রমে এসেক্স (Essex) ও ওয়েসেক্স (Wessex)-এ

স্যাক্সনগণের অধিকার বিস্তার

আপন আপন অধিকার স্থাপন করে। অ্যাঙ্গল নামে পরিচিত এই জাতির অপর শাখা জার্ম্মাণীর পশ্চিম উপকূল হইতে ব্রিটেনের পূর্ব্ব উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদের নামানুসারে এই অঞ্চল ইষ্ট অ্যাংলিয়া (East Anglia) নামে পরিচিত হয়। পরবর্ত্তী যুগে অ্যাঙ্গলদের নাম হইতেই সমগ্র ব্রিটেন ইংলণ্ড (Angle-Land or England) নামে পরিচিত হয়।

অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি কর্ত্তৃক ব্রিটেন বিজয় সম্পূর্ণ করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। বিজেতা জাতিগণের মধ্যে কোনও জাতীয় ঐক্যের ভাব ছিল না। এই কারণে তাহারা ব্রিটেন জয়ের উদ্দেশ্যে কোন সুপরিকল্পিত কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহারা খণ্ড খণ্ড যুদ্ধের সাহায্যে একটু একটু

করিয়া ব্রিটনদের নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লইয়া ক্রমশঃ সমগ্র ব্রিটেন অঞ্চলে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল; এই বিজয় অভিযান সম্পূর্ণ করিতে দেড়শত বৎসর সময় লাগিয়াছিল। অ্যাংলো-স্যাক্সন কর্ত্তৃক ব্রিটেন জয়ের ইতিহাসে দুইটি যুদ্ধ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ৫৭৭ খৃষ্টাব্দে স্যাক্সনগণ **ডিওর্হাম** (Deorham) নামক স্থানে একটি যুদ্ধে ব্রিটনদিগকে পরাজিত করিয়া সেভার্ণ নদীর মোহনা পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করে। এই যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম ব্রিটেনে স্যাক্সন আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ৬১৩ খৃষ্টাব্দে **চেষ্টার** নামক স্থানে স্যাক্সন জাতি অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে জয়লাভ করে। এই জয় লাভের ফলে স্যাক্সন প্রভুত্ব ডী (Dee) নদীর মোহনা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং উত্তর ব্রিটেনে তাহাদের অধিকার বিস্তারের পথ সহজ হয়। চেষ্টারের যুদ্ধকেই অ্যাংলো-স্যাক্সন বিজয়ের শেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পরাজিত ব্রিটনগণের অনেকেই স্যাক্সনদের বশ্যতা স্বীকার করে, আবার অনেকে স্বাধীনভাবে থাকিবার দুর্জয় সঙ্কল্প লইয়া ওয়েল্‌স্ প্রদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করিয়া থাকে। ক্রমশঃ ব্রিটেনের সর্ব্বত্র স্যাক্সন আধিপত্য বিস্তার লাভ করে।

ডিওর্হাম ও চেষ্টারের যুদ্ধ—ইহাদের গুরুত্ব

স্যাক্সন বিজয়ের ফলাফল—অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি কর্ত্তৃক ব্রিটেন জয়ের প্রকৃতি ও ফলাফল রোম কর্ত্তৃক ব্রিটেন বিজয়ের প্রকৃতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। রোমান জাতি সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা লইয়া ব্রিটেন জয়ে অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু স্যাক্সনগণ জীবন ধারণের উপযোগী ভূমি লাভের আশা লইয়া ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করিয়াছিল। রোমান প্রচেষ্টার পশ্চাতে ছিল সঙ্ঘবদ্ধ জাতির সমবেত প্রয়াস এবং কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের অপরিমিত লোক ও অর্থবল। স্যাক্সন অভিযানের পশ্চাতে কোন কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের পরিকল্পনা ছিল না। এই কারণেই মাত্র ত্রিশবৎসর কালের মধ্যে রোমানগণ সমগ্র ব্রিটেনে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু স্যাক্সন জাতি দেড়শত বৎসরের অবিরাম চেষ্টার ফলেও সমগ্র অঞ্চলে আপন অপ্রতিহত আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই।

রোমান বনাম স্যাক্সন বিজয় অভিযান

অ্যাংলো-স্যাক্সন বিজয় ব্রিটেনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এই সময় হইতেই বর্ত্তমান ইংরেজ জাতির ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্রপাত হইয়াছে। ব্রিটেনে রোমান প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। রোমানগণের

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের সকল প্রভাব প্রতিপত্তির বিলোপ ঘটিয়াছিল। কিন্তু অ্যাংলো-স্যাক্সন বিজয়ের ফল সুদূর-প্রসারী হইয়াছিল। ইহার প্রভাবে ইংরেজ জাতির জাতীয় জীবনের সকল স্তরই বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ইংরেজ জাতির ভাষা, ভাবধারা, সামাজিক রীতি নীতি, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির উপর স্যাক্সন প্রভাব সুপরিস্ফুট; অ্যাংলো-স্যাক্সনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে আশ্রয় করিয়াই পরবর্ত্তী যুগে ইংরাজ জাতির রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, অ্যাংলো-স্যাক্সনগণের Witenagemot নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হইতেই পার্লামেন্টের উদ্ভব হইয়াছিল।

অ্যাংলো স্যাক্সন বিজয়ের স্থায়ী ফল

অ্যাংলো-স্যাক্সন বিজয়ের ফলে প্রথম দিকে সভ্যতার পথে কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অ্যাংলো-স্যাক্সনগণ রোমানদের ন্যায় সভ্য জীবন-যাপন প্রণালীতে অভ্যস্ত ছিল না। রোমানগণ তিনশত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া ব্রিটেনে যে রাজ্যশাসনপ্রণালী গড়িয়া তুলিয়াছিল, স্যাক্সন আক্রমণের ফলে তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। রোমানগণের প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্ম স্যাক্সনগণ বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই। ফলে ইংলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু কিছুকাল পরেই ব্রিটন ও স্যাক্সন জাতির সংমিশ্রণের ফলে যে নূতন অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির সৃষ্টি হয় তাহা হইতেই ইংলণ্ডের ইতিহাসের গতি ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলীর প্রভাবমুক্ত হইয়া সৃষ্টিমূলক সংগঠনের পথে অগ্রসর হয়।

অ্যাংলো-স্যাক্সনগণের ধর্ম্ম, সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতিনীতি

সামাজিক—অ্যাংলো-স্যাক্সনগণ সামাজিক হিসাবে (ক) অভিজাত, (খ) স্বাধীন জনসাধারণ এবং (গ) দাস—এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।
রাজনৈতিক—অতি প্রাচীনকাল হইতেই স্যাক্সনগণের মধ্যে স্বাধীনভাবে বসবাস করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। তাহারা সমগ্রভাবে কোনও এক রাজার অধীনতা স্বীকার করিত না। কেবল যুদ্ধযাত্রা কালে তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে শৌর্য্যবীর্য্যশালী কোন একজন পুরুষকে

নায়ক নির্ব্বাচিত করিয়া লইত। কালক্রমে এই রণকুশল নায়কই রাজার স্থান অধিকার করিয়া লন। কিন্তু রাজার স্বেচ্ছাচারী হওয়ার

অ্যাংলো-স্যাক্সনগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ

উপায় ছিল না। সহরের প্রধান এবং সম্মানিত নাগরিকগণ **Town-Moot** বা নগর-সভায় মিলিত হইয়া নিজেদের শাসন-সংরক্ষণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতেন। কতকগুলি নগর লইয়া এক একটি জেলা গঠিত হইত। জেলার মাতব্বরগণ **Hundred-Moot** বা শতগ্রাম সভায় মিলিত হইয়া সমগ্র জেলার শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন। সর্ব্বোপরি সমগ্র রাজ্যের প্রতিনিধিদের লইয়া **Folk-Moot** বা জন সভা গঠিত হইত। এই সভার সদস্যগণ রাজা নির্ব্বাচন করিতেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্যশাসন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারে রাজাকে পরামর্শ দান করিতেন। কালক্রমে রাজ্যবিস্তারের ফলে

Witan বা প্রবীণ পরিষদ

যখন সমগ্র দেশের প্রতিনিধিদিগের পক্ষে একত্র সমাবেশ অসম্ভব হইয়া পড়িল তখন রাজা নিজ দায়িত্বে মনোনয়ন দ্বারা সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া এক নূতন পরামর্শ সভা গঠন করেন। এই সভা **Witan** বা **Witenagemot** নামে পরিচিত। যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজা নির্ব্বাচন প্রভৃতি রাজ্যশাসন সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে রাজা এই মন্ত্রণাসভার পরামর্শ অনুযায়ী চালিত হইতেন। **Thegn** বা রাজার শরীর-রক্ষক যোদ্ধৃগণ, **Archbishop** বা প্রধান পুরোহিত, **Bishops** বা পুরোহিতগণ, **Earls** বা প্রধান সামন্তগণ এই সভার সভ্য মনোনীত হইতেন। কালক্রমে ইহা অতি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়ায়। এই সভার সদস্যগণই দেশের আইনকানুন, রীতিনীতি, সমাজবিধি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করিত। রাজা নির্ব্বাচন করা ছাড়াও অনেক সময় **উইটান** অত্যাচারী বা অনুপযুক্ত শাসককে সিংহাসনচ্যুত করিবার অধিকার দাবী করিত।

অ্যাংলো স্যাক্সনগণ প্রথমতঃ বিভিন্ন রাজার অধীনে বাস করিত। তখন ইংলণ্ড প্রধানতঃ Northumbria, Mercia, East Anglia, Kent,

Heptarchy বা রাজ্যসপ্তক

Sussex, Essex ও Wessex—এই সাতটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহাদিগকে **Heptarchy** অথবা **সপ্তরাজ্য** বলা হইত। ইহাদের মধ্যে কোনও ঐক্যবোধ ছিল না। তবে সময় সময় কোন একটি রাজ্যের রাজা অপর রাজ্যগুলির উপর সামরিক বলের সাহায্যে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেন। এইরূপ সার্ব্বভৌম রাজাকে **Bretwalda** আখ্যা দেওয়া হইত।

ধর্ম্ম—অ্যাংলো-স্যাক্সনগণ ইংলণ্ডে আসিবার পরেও বহুদিন পর্যন্ত খৃষ্টধর্ম্ম

পৌত্তলিকতাবাদী স্যাক্সন

গ্রহণ করে নাই। তাহারা পৌত্তলিক ছিল এবং **ওডিন** (Odin) ও **থর** (Thor) নামক দুই প্রধান দেবতার উপাসনা করিত। দেবতাগণের প্রীতিকামনায় যজ্ঞকালে তাহাদের মধ্যে বলিদানের প্রথা প্রচলিত ছিল।

ইংলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার

রোমান আমলে খৃষ্টধর্ম্ম—রোমান শাসনকালে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয়। অবশ্য এই সময় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে এই ধর্ম্মের প্রচার সম্ভব হয় নাই। এই সময়ে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারকরূপে যাহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে **সাধু অ্যালবান** (St. Alban)-এর নাম

ব্রিটেনে খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থান

সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। রোমানগণ যখন ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে সাময়িকভাবে ইংলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্মের বিলুপ্তি ঘটে। অতঃপর ইংলণ্ডে যে অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি আপন প্রভুত্ব স্থাপন করে, তাহারা পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। তাহারা ইংলণ্ড হইতে খৃষ্টধর্ম্মকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্ম্মনিষ্ঠ যে মুষ্টিমেয় জনসাধারণ খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত ছিল তাহারা স্যাক্সনগণের অত্যাচারের ভয়ে ওয়েলস্ প্রদেশে পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করে।

আগষ্টাইনের ধর্ম্মপ্রচার—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে রোমের পোপ **মহামতি গ্রেগরী** (Gregory the Great) ইংলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কামনায় **আগষ্টাইন** (Augustine) নামক জনৈক সাধুপুরুষের নেতৃত্বে একদল ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। আগষ্টাইন ৪০ জন প্রচারকসহ ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে

সাধু আগষ্টাইন কর্ত্তৃক কেন্টরাজ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার

ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে অবস্থিত কেন্ট প্রদেশে পদার্পণ করেন। এই সময়ে কেন্টের রাজা ছিলেন **এথেলবার্ট** (Ethelbert)। তিনি ফরাসী দেশের খৃষ্টান রাজকুমারী বার্থাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাণীর প্রভাবে এথেলবার্ট আগষ্টাইনকে তাঁহার রাজ্যমধ্যে খৃষ্টের বাণী প্রচার করিবার অনুমতি দেন।

ইহার কিছুকাল পরে আগষ্টাইনের প্রভাবে রাজা নিজেও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ক্যাণ্টারবেরীর ধর্ম্মসঙ্ঘ

রাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কেণ্টের জনসাধারণও দলে দলে নূতন ধর্ম্মমত গ্রহণ করে এবং অচিরকাল মধ্যে কেণ্ট খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান আশ্রয়কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। এথেলবার্ট কেণ্টের অন্তর্গত ক্যাণ্টারবেরী নামক স্থানে একটি ধর্ম্মসঙ্ঘ স্থাপনের অনুমতি দেন এবং আগষ্টাইন স্বয়ং উহার প্রধান আর্চ্চবিশপ (Archbishop) হইলেন। ইনিই ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রথম আর্চ্চবিশপ।

ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানে ধর্ম্ম প্রচার—এথেলবার্ট ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করার কিছুদিন পরেই Northumbria-র রাজা **এড্‌ইন** (Edwin) খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কেণ্টরাজ এথেলবার্টের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী কন্যার সহিত এড্‌ইনের

নর্দাম্বি্রা রাজ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মের বিস্তার

বিবাহ হইয়াছিল। রাণীর অনুরোধে নর্দাম্বি্রা-রাজ, **পলিনাস** (Paulinus) নামক জনৈক যাজককে তাহার রাজ্যে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের অনুমতি দিয়াছিলেন। পলিনাসের প্রভাবে রাজা স্বয়ং এবং তাঁহার বহুসংখ্যক প্রজা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন;

পৌত্তলিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন

কিন্তু Northumbria-তে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। এড্‌ইন, প্রতিদ্বন্দ্বী Mercia-রাজ Penda-র সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হইলে Northumbria অঞ্চলে পৌত্তলিক ধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব ঘটে। Penda পৌত্তলিকতাবাদী ছিলেন এবং তাঁহার প্ররোচনায় বহু লোক নব-গৃহীত ধর্ম্মত্যাগ করিয়া পুরাতন পৌত্তলিক ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পেণ্ডার আধিপত্য বেশী

খৃষ্টধর্ম্মের পুনরুত্থান

দিন স্থায়ী হয় নাই। ৬৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এড্‌ইনের বংশধর **অসওই** (Oswy)-র সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নর্দাম্বি্রা ও মার্সিয়া অঞ্চলে খৃষ্টধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটে।

রোমান ও কেল্টিক ধর্ম্মমত—রোম হইতে যে সকল ধর্ম্মপ্রচারক আসিয়াছিলেন তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে কেণ্ট, নর্দাম্বি্রা ও মার্সিয়াতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। * কিন্তু ইতিমধ্যে আয়ার্লণ্ড হইতেও

কেল্টিক প্রচারকগণ

বহু কেল্টিক প্রচারক ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রচারের ফলে ইংলণ্ডের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বহু অধিবাসী খৃষ্ট ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল প্রচারকগণের

মধ্যে St. Columba, St. Ninian, St. Aidan প্রমুখ মনীষিগণের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য।

হুইটবীর ধর্ম্মসভা—(Synod of Whitby)—ইংলণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্র খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম্মবিষয়ক মতবিরোধ দূর হয় নাই। কেল্টিক ধর্ম্মপ্রচারকগণের সহিত রোমান যাজকদের আচার অনুষ্ঠান ও নানাবিধ ক্রিয়াপদ্ধতি লইয়া মতান্তর দেখা দেয়। এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ধর্ম্মজীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প লইয়া Northumbria-র রাজা অসওই, **হুইটবী** (Whitby) নামক স্থানে এক ধর্ম্মসভা আহ্বান করেন (৬৬৪ খৃঃ)। ইহাই **Synod of Whitby** নামে পরিচিত। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া অসওই অবশেষে রোমান পদ্ধতি মানিয়া চলার স্বপক্ষে

হুইটবী ধর্ম্মসভার সিদ্ধান্ত—ইহার গুরুত্ব

আপন অভিমত প্রকাশ করেন এবং সভার অধিকাংশ প্রতিনিধির সম্মতিক্রমে রোমান পদ্ধতিই সকলে মানিয়া চলিবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দুইটি কারণে এই ধর্ম্মসভার সিদ্ধান্ত ইংলণ্ডের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ, ইহাতে পরস্পর বিরোধী দুইটি মতবাদ প্রচলিত হওয়ার ফলে ধর্ম্মজীবনে যে অনৈক্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল তাহা লোপ পাইল। দ্বিতীয়তঃ, রোমান পদ্ধতি গৃহীত হওয়ার ফলে ইংলণ্ডের সহিত পাশ্চাত্য জগতের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রহিল এবং রোমের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণ সভ্যতর জীবনযাপন প্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল।

খৃষ্টীয় চার্চ্চের সংগঠন—হুইটবীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর হইতে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে অবাধ গতিতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার চলিতে থাকে। ৬৬৮ খৃষ্টাব্দে **থিওডোর** (Theodore of Tarsus) নামক জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ

থিওডোর কর্ত্তৃক চার্চ্চ সংগঠন—ইহার ফল

ব্যক্তি ক্যাণ্টারবেরীর আর্চ্চবিশপ বা প্রধান পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন। তিনি তাঁহার নেতৃত্বে সমগ্র ইংলণ্ডের চার্চ্চগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার বিধান অনুসারে আর্চ্চবিশপের নেতৃত্বে সমগ্র ইংলণ্ডকে কয়েকটি **Diocese**-এ ভাগ করিয়া বিশপদের উপর উহাদের পরিচালনা ভার ন্যস্ত করা হইল। প্রতিটি Diocese-কে পুনরায় **Parish** নামে পরিচিত কয়েকটি ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত করিয়া Rector অথবা Vicar উপাধিধারী পুরোহিত শ্রেণীর উপর উহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করা হইল।

ধর্মজীবনে Theodore যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে উহা বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের ফল—খৃষ্টধর্ম প্রচারের ফলে ইংলণ্ডের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মজীবন গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। সমগ্র জাতীয় জীবনে ইহার অবদান যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল। **প্রথমতঃ,** খৃষ্টধর্ম প্রচারের ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়ার সুযোগ লাভ করে। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ বর্ব্বর ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন প্রণালীতে অভ্যস্ত ছিল। 'জোর যার, মুলুক তার'—এই নীতিবাদ তাহারা নির্বিচারে মানিয়া চলিত। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিবার ফলে তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী উন্নততর হইয়াছিল। দুঃখীর দুঃখ দূর করা, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপন করা, অনর্থক রক্তপাত না করা, অনিষ্টকারীকে ক্ষমা করা ইত্যাদি শিক্ষা খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারকগণ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার

দ্বিতীয়তঃ, খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে বিচার ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি অপরাধ করিলে তাহা সমাজ-বিরোধী অপরাধ মনে না করিয়া ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে অপরাধ মাত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইত। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে যখন জনসাধারণ অধিকতর শান্তিপূর্ণ ও অহিংস উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার আদর্শ গ্রহণ করিল তখন তাহারা অপরাধীকে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত দিক হইতে বিচার না করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক হইতে বিচার করিতে অভ্যস্ত হইল। ইহার ফলে বিচার ও অপরাধ সম্পর্কে তাহাদের পূর্ব্ব প্রচলিত ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।

বিচার ব্যবস্থায় পরিবর্তন

তৃতীয়তঃ, খৃষ্টধর্ম্মের মাধ্যমে ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পাইয়াছিল। ইহার ফলে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহুল প্রচলন হয়। দেশের নানাস্থানে বহুসংখ্যক ধর্মমন্দির ও সঙ্ঘারাম (Monastery) স্থাপিত হয়। এই সমুদয় প্রতিষ্ঠান বিদ্যা-চর্চ্চার কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করে। এই সঙ্ঘারাম হইতেই ইংলণ্ডের প্রথম কবি **কেডমন** (Caedmon) ও প্রথম ঐতিহাসিক বিড (Bede) আত্মপ্রকাশ করেন। Bede প্রণীত "Ecclesiastical History of England" নামক গ্রন্থ পাঠে আমরা তৎকালীন যুগ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ তথ্য অবগত হইতে পারি। ইনি

শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রসার

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সঙ্ঘারাম-বাসী আর একব্যক্তি রাষ্ট্র ও ধর্মজগতে অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার নাম **ডানষ্টান** (Dunstan)। ধর্মযাজক হইয়াও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল মনীষী অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ডানষ্টান তাহাদের অন্যতম।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও খৃষ্টধর্ম প্রচারের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। সমগ্র ইংলণ্ডে এক ধর্মমত গৃহীত হওয়ার ফলে জনসাধারণের সম্মুখে এক মহান্ ঐক্যের আদর্শ স্থাপিত হইল। অ্যাংলো-স্যাক্সন শাসন যুগে ইংলণ্ড Heptarchy নামে পরিচিত সাতটি খণ্ড-রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। অ্যাংলো-স্যাক্সনগণ এই সমুদয় খণ্ড, ছিন্ন রাষ্ট্রকে একটি অখণ্ড সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার কোন চেষ্টাই করে নাই। কিন্তু খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হওয়ার ফলে সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া একটি চার্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ধর্মজীবনের ঐক্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য স্থাপনের প্রেরণা স্বভাবতঃই শাসক ও শাসিত উভয় শ্রেণীই অনুভব করিল। থিওডোর যে ভাবে একজন প্রধান যাজকের অধীনে ধর্ম-বিষয়ক একতা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই এক সার্ব্ব-ভৌম রাজশক্তির অধীনে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ গ্রহণ করা হইল। ইহার ফলে ইংলণ্ডে যে সাতটি প্রধান রাজ্য ছিল, অচিরকাল মধ্যেই তাহা এক অবিচ্ছিন্ন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণতি লাভ করিল। খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব ব্যতীত এই রাজনৈতিক ঐক্য এত সহজে অর্জন করা সম্ভব হইত কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব

ওয়েসেক্স-এর (Wessex) উত্থান

রাজ্যসপ্তক—অ্যাংলো-স্যাক্সন বিজয়ের প্রথমভাগে ইংলণ্ড—Kent, Mercia, East Anglia, Wessex, Sussex, Essex ও Northumbria এই সাতটি খণ্ড-রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ইহারা সমষ্টিগত ভাবে **Heptarchy** বা **রাজ্যসপ্তক** নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য এই রাজ্যসপ্তক কথাটির প্রয়োগ সর্ব্বাংশে সমীচীন নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডে সাতটির অধিক রাজ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এক Northumbria রাষ্ট্র Bernicia ও Deira নামক দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য লইয়া গঠিত ছিল। এই সকল বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিনায়কগণের

রাজ্যসপ্তকের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের সংখ্যা

পরস্পরের মধ্যে কেবলমাত্র সদ্ভাবেরই অভাব ছিল তাহা নহে, পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলিত। যদি কোন রাষ্ট্রের অধিপতি স্বীয় শক্তিসামর্থ্য বলে অপর রাষ্ট্রপতিগণকে পরাজিত করিয়া স্ববশে আনয়ন করিতে পারিতেন তবে তাঁহাকে রাজচক্রবর্ত্তী বা **Bretwalda** আখ্যা দেওয়া হইত।

ইংলণ্ডে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ক্রমাভিব্যক্তি—সাধু অগষ্টাইনের ইংলণ্ডে পদার্পণ এবং মহামতি অ্যালফ্রেড-এর (Alfred the Great) ওয়েসেক্স-এর সিংহাসন লাভের মধ্যবর্তী তিন শতাব্দী কালের ইতিহাসে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা না ঘটিলেও এই সময়ে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের ভিত্তি ক্রমশঃ রচিত হইতে থাকে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে মানমর্য্যাদায় ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে

কেণ্টের প্রাধান্য

কেণ্ট সপ্তরাজ্যের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। কেণ্ট-এর রাজা **এথেলবার্ট** (৫৬০-৬১৬ খ্রীঃ) স্বীয় সার্ব্বভৌম শক্তির প্রতীক স্বরূপ Bretwalda উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন। এথেলবার্টের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কেহই তাঁহার তুল্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না।

নর্দ্দাম্ব্রিয়ার প্রাধান্য

তাহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া এথেলবার্টের জামাতা ও Northumbria-র রাজা **এডুইন** (Edwin) চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের অধিবাসিগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়া স্বীয় রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করেন এবং রাজ্যসপ্তকের মধ্যে Northumbria-র প্রাধান্য অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত হয়।

মার্সিয়ার উত্থান

দুর্ভাগ্যক্রমে Northumbria-র আধিপত্য অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ৬৩৩ খৃষ্টাব্দে পার্শ্ববর্ত্তী Mercia রাজ্যের রাজা Penda নর্দ্দাম্ব্রিয়া আক্রমণ করিয়া এডুইনকে Heathfield-এর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। এডুইনের মৃত্যুর পর কিছুকাল পর্য্যন্ত Penda-র অধীনে Mercia রাজ্য সার্ব্বভৌম শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু Penda-র আধিপত্য বেশী দিন স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। এডুইনের বংশধর **অস্ওই** (Oswy) ৬৫৫ খৃষ্টাব্দে এক যুদ্ধে Penda-কে পরাজিত ও নিহত করিয়া Northumbria-র প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত করেন। অস্ওই যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন Northumbria-র শক্তি সামর্থ্যের হ্রাস হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর Northumbria ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী মার্সিয়া-রাজ্য পুনরায় আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে সচেষ্ট হয়। এই সময়ে Mercia-রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের

দায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে **Ethelbald** ও **Offa**-র নাম সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। Offa (৭৫৭—৭৯৬ খৃঃ) কেণ্ট ও

Ethelbald ও Offa-র রাজত্ব

এসেক্স জয় করিয়া Northumbria, East Anglia ও Wessex রাজ্যেও স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের বাহিরে ইউরোপের নানাস্থানের অধিপতিগণও Offa-কে তাঁহাদের সমকক্ষরূপে স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। Offa-র রাজত্বকালেই মার্সিয়ার গৌরব-রবি সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মার্সিয়ার সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হয়।

মার্সিয়ার পতনের পর **ওয়েসেক্স**-এর অভ্যুত্থান হয়। এগবার্ট ওয়েসেক্স-এর সার্ব্বভৌম শক্তির প্রতিষ্ঠাতা। ৮০২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি সামরিক বলের সহায়তায় অত্যল্পকাল মধ্যে ওয়েল্স, মার্সিয়া ও নর্দ্দাম্ব্রিয়া অঞ্চলে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ক্রমশঃ তাঁহার আধিপত্য Firth of Forth হইতে ইংলিশ চ্যানেল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সর্ব্বত্র স্বীকৃত

ওয়েসেক্স-এর অভ্যুত্থান, এগবার্টের শাসনকাল

হয়। তাঁহার সার্ব্বভৌম একাধিপত্যের পরিচায়ক স্বরূপ তিনি রাজচক্রবর্ত্তী বা Bretwalda উপাধি গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে কেণ্ট, নর্দ্দাম্ব্রিয়া, মার্সিয়া প্রমুখ রাষ্ট্র একে একে সার্ব্বভৌম শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল ; কিন্তু ইহারা কেহই দীর্ঘকাল ধরিয়া আপন মর্য্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে নাই। এগবার্টের নেতৃত্বে ওয়েসেক্স যে সার্ব্বভৌম শক্তিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। কালক্রমে ওয়েসেক্সকে কেন্দ্র করিয়াই ইংলণ্ড একটি অখণ্ড সার্ব্বভৌম রাষ্ট্ররূপে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

ওয়েসেক্স-এর **শ্রেষ্ঠত্বের স্থায়িত্ব লাভের কারণ**—ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাসে ওয়েসেক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া যেমন জার্ম্মানী একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, ওয়েসেক্স-কে আশ্রয় করিয়া সেইরূপ ইংলণ্ডেও একটি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কেণ্ট, নর্দ্দাম্ব্রিয়া, মার্সিয়া প্রমুখ রাষ্ট্র একে একে অপরাপর রাজ্যকে স্ববশে আনয়ন করিয়া সার্ব্বভৌম শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের কেহই স্থায়ীভাবে আপন অধিকার স্থাপন করিতে পারে নাই। অল্পকাল মধ্যেই ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিস্মৃতির গর্ভে অবলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এগবার্টের নেতৃত্বে ওয়েসেক্স যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিল তাহা

দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই শ্রেষ্ঠত্ব কি কারণে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল তাহা নির্দেশ করা কঠিন নহে।

রাজ্যমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রাজ্যের শক্তিহানি

প্রথমতঃ, ওয়েসেক্স যে সময়ে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে সেই সময়ে কেণ্ট ও নর্দাম্ব্রিয়া রাষ্ট্রদ্বয় দীর্ঘকাল যাবত পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত থাকার ফলে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ওয়েসেক্স-এর উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ কোনও রাষ্ট্রের তখন অস্তিত্ব ছিল না।

ওয়েসেক্স-এর ভৌগোলিক অবস্থান

দ্বিতীয়তঃ, ভৌগোলিক দিক হইতে ওয়েসেক্স স্বভাবতঃই একটি অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ছিল। প্রাকৃতিক অবস্থান ইহার শ্রেষ্ঠত্ব লাভের পক্ষে অতিশয় অনুকূল ছিল।

ওয়েসেক্সের রাজবংশের কৃতিত্ব

তৃতীয়তঃ, ওয়েসেক্স রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এগবার্ট একাধারে সুদক্ষ যোদ্ধা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সকলেই অল্পবিস্তর তাঁহার সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজ্যবিস্তারেই তাঁহারা কৃতি ছিলেন না, শাসন সংরক্ষণ বিষয়েও তাঁহারা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অন্য কোন রাজ্যে বংশপরম্পরা এইরূপ শক্তিশালী অধিপতি আবির্ভূত হয় নাই।

দিনেমার আক্রমণের প্রভাব

চতুর্থতঃ, এগবার্ট-এর সিংহাসনারোহণের সমসাময়িক কাল হইতে ইংলণ্ডের একাধিক অঞ্চলে দিনেমার জলদস্যুগণ অভিযান চালাইতে আরম্ভ করে। এই আক্রমণের ফলে ইংলণ্ডের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় জনসাধারণ উপলব্ধি করে যে, কোনও এক রাষ্ট্রশক্তির অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে অগ্রসর না হইলে ইহাদের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হইবে না। এই কারণে তাহারা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া ওয়েসেক্স-এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হইয়া এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে অগ্রসর হয়। জনমতের সমর্থনই ওয়েসেক্স-রাষ্ট্রের স্থায়ী শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রধান কারণ।

দিনেমারগণের জাতি পরিচয়

দিনেমার (Dane) গণের আক্রমণ—এগবার্টের পুত্র এথেলউলফের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে ডেন (Dane) বা দিনেমারগণের আক্রমণ আরম্ভ হয়। ইহারা ইউরোপের উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত ডেনমার্ক ও নরওয়ের অধিবাসী এবং নর্সম্যান (Norseman) গণের নিকট জ্ঞাতি। একদিকে দুর্ধর্ষ এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক বলিয়া ইহাদের দুর্নাম ছিল, অপর পক্ষে সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা

ইহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজেদের দেশে সচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার মত তাহাদের সংস্থান ছিল না। এই কারণে তাহারা ইউরোপের নানাস্থানে নিয়মিতভাবে দস্যুবৃত্তিদ্বারা লুণ্ঠন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহারা সমুদ্রপথে বাহির হইত এবং নৃশংসভাবে নরহত্যা ও ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া শীতের প্রথম ভাগে দেশে ফিরিয়া যাইত। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া যে অভিযান চালনা করিয়াছিল তাহা তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) **প্রথম যুগ**—এই যুগে দিনেমারগণ লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত ছিল। তাহারা স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের কোনও চেষ্টা করে নাই। (২) **দ্বিতীয় যুগ**—এই যুগে ডেন আক্রমণকারীর দল স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং (৩) **তৃতীয় যুগ**—ইংলণ্ড জয় করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে আপন প্রাধান্য স্থাপনে যত্নবান হয়।

দিনেমার আক্রমণের বিভিন্ন স্তর

প্রথম দিনেমার আক্রমণ

Offa যখন মার্সিয়ার সিংহাসনে আসীন তখন ৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ডেনগণ সর্ব্বপ্রথম ওয়েসেক্স-এর পূর্ব্ব উপকূলে অবতরণ করে। ইংলণ্ডে ইহাই ডেনদের প্রথম অভিযান। Offa এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বরাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করেন; অতঃপর দীর্ঘকাল যাবত ঐ অঞ্চলে ডেন পুনরাক্রমণ হয় নাই। কিন্তু নর্দাম্ব্রিয়া, স্কটল্যাণ্ড, আয়র্লণ্ড এবং ওয়েলস্-এর উপকূলে বহুদিন ধরিয়া ইহাদের আক্রমণ অব্যাহত থাকে।

এগবার্ট-এর রাজত্বের শেষভাগে ডেনগণ পুনরায় ওয়েসেক্স-এর উপকূলভাগে আক্রমণ চালনা করিলে এগবার্ট সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তাহাদের পরাজিত করেন। এগবার্টের বংশধর **এথেলউলফ্** একাধিক যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার চারি পুত্র (**Ethelbald, Ethelbert, Ethelred** ও **Alfred**) যথাক্রমে ওয়েসেক্স-এর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাদের রাজত্বকালে ডেনগণ অবিরামগতিতে আক্রমণ চালনা করিয়াছিল। ডেন দলপতি **Guthrum** প্রচণ্ড বাহিনী লইয়া ৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে অবতরণ করেন এবং পাঁচ বৎসর কাল অবিরাম চেষ্টার ফলে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া টেমস নদীর উত্তর তীরস্থ যাবতীয় ইংরেজ রাজ্যে আপন অপ্রতিহত আধিপত্য বিস্তার করেন। অতঃপর

Guthrum-এর অভিযান

এই শক্তিশালী নায়ক ওয়েসেক্স রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। এই আসন্ন বিপদ হইতে মাতৃভূমির নিরাপত্তা রক্ষা করিবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন Ethelwulf-এর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র **মহামতি আল্‌ফ্রেড**। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়া তিনি ইংরেজ জাতির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহামতি অ্যাল্‌ফ্রেড (Alfred the Great)—৮৭১—৯৯ খ্রীঃ

ডেন আক্রমণ—আল্‌ফ্রেড্ এথেলউল্‌ফ্-এর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ভ্রাতা Ethelred-এর মৃত্যুর পর ৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ডেন দলপতি Guthrum-এর সহিত সংগ্রাম। ডেনদিগের ইংলণ্ড আক্রমণের সহিত রাজা আল্‌ফ্রেড্-এর নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়া আছে। সিংহাসন লাভ করিবার পূর্বেই তিনি ডেনদিগের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে Marden-এর যুদ্ধে এথেলরেড নিহত হইলে তাঁহার নাবালক পুত্রের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া Witenagemot অ্যাল্‌ফ্রেডকেই রাজপদে নির্বাচিত করে। অ্যাল্‌ফ্রেড্ এই পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। সিংহাসন লাভের পর ডেন আক্রমণ প্রতিরোধ করাই অ্যাল্‌ফ্রেডের প্রধান কর্তব্য হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই আক্রমণ রোধ করিতে না পারিলে ইংলণ্ডে অ্যাংলো-স্যাক্সন শাসনের অস্তিত্ব থাকিবে না। সুতরাং প্রাণপণ শক্তিতে তিনি ইহাদের সহিত যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। কিন্তু এই দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধে তিনি এমনই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এক সময় তিনি রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অ্যাল্‌ফ্রেড অসাধারণ উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি এই পরাজয়ে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া প্রচণ্ডতর তেজে শক্তিসংগ্রহ করিয়া শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। **এডিংটন** (Edington) নামক স্থানে উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে অ্যাল্‌ফ্রেড জয়লাভ করিলেন। অতঃপর পরাজিত ডেন দলপতি Guthrum অ্যাল্‌ফ্রেডের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধি **Wedmore-এর সন্ধি** (Treaty of Wedmore) নামে পরিচিত। সন্ধির সর্ত অনুযায়ী Guthrum ও তাঁহার অনুচরগণ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ

Guthrum বনাম Alfred

এডিংটনের যুদ্ধ

ওয়েডমোরের সন্ধি

করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন এবং স্থির হইল যে, ইংলণ্ডের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে ডেন আধিপত্য এবং বাকী অংশে অ্যাল্‌ফ্রেডের আধিপত্য অব্যাহত থাকিবে। ডেন অধিকৃত স্থান **ডেনল** (Danelaw) নামে পরিচিত হইল, কারণ এই স্থানে ডেনগণের আইন কানুন অনুসারে শাসনকার্য্য পরিচালিত হইবে বলিয়া স্থির হয়। ওয়েডমোরের সন্ধি অ্যাল্‌ফ্রেডের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি ডেনগণের সহিত দীর্ঘকাল যাবত সংগ্রাম চালনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড হইতে ইহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করা সম্ভব হইবে না। এই কারণে তিনি আর অধিককাল লোকক্ষয়কারী সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া শক্তিক্ষয় করা অপেক্ষা সম্মানের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। ওয়েডমোরের সন্ধিতে অ্যাল্‌ফ্রেড যে রাজনৈতিক উদারতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার ফলে বর্বর ডেনগণ সভ্য হইয়া অ্যাংলো-স্যাক্সনগণের সহিত সমপর্য্যায়ে উন্নীত হইল এবং কালক্রমে তাহারা ইংলণ্ডকেই স্বদেশ জ্ঞান করিয়া তথায় নিরুপদ্রবে বাস করিতে আরম্ভ করিল।

ডেনল

অ্যালফ্রেডের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

সামরিক সংস্কার—ডেনগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াই অ্যাল্‌ফ্রেড নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ভবিষ্যতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হেতু যাহাতে রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত না হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি স্যাক্সন জাতির সামরিক শক্তির পুনর্গঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ডেনগণের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া সামরিক বাহিনী সুগঠিত করেন এবং সীমান্ত রক্ষার সুব্যবস্থার জন্য সীমান্ত পথে বহু সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রাকার নির্মাণ করেন। Fyrd নামে পরিচিত জাতীয় বাহিনীকে তিনি এমন ভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিলেন যাহাতে প্রত্যেকটি ভাগ পর পর এক মাস করিয়া সামরিক কার্য্যে যোগদান করিতে পারে। অ্যালফ্রেড ইহাও সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ডেন-প্রমুখ জলদস্যুগণের আক্রমণ রোধ করিতে হইলে নৌবহরের প্রয়োজন। তদনুযায়ী তিনি বহুসংখ্যক রণতরী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল হইতেই ইংলণ্ডের নৌশক্তির সূচনা হয়। পরবর্তী যুগে অ্যালফ্রেড-প্রতিষ্ঠিত এই নৌশক্তির সহায়তায় ইংলণ্ড পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই কারণে অ্যাল্‌ফ্রেডকে ইংরেজ নৌবাহিনীর জনক (Father of the English Navy) বলিয়া সম্মান করা হয়।

সামরিক শক্তিবৃদ্ধি—দুর্গ নির্মাণ

নৌবহর গঠন

শাসন পদ্ধতি—অ্যাল্‌ফ্রেড কেবল অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন যোদ্ধারূপেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেন নাই ; সুশাসকরূপেও ইংলণ্ড তথা ইউরোপের ইতিহাসে তিনি অবিনশ্বর কীর্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি অ্যাংলো স্যাক্সনগণের প্রাচীন আইনসমূহ সঙ্কলন করেন এবং এই সকল আইন যাহাতে যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয় তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। আইনসঙ্গত উপায়ে দেশের সর্বত্র শাসন সংরক্ষণের দায়িত্ব তিনি Ealdorman ও Reeve প্রমুখ স্থানীয় রাজপুরুষগণের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত উদারপন্থী ছিল। তিনি যে সকল জনহিতকর কার্য করিয়া গিয়াছিলেন শাসক হিসাবে উহাই তাঁহার সাফল্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

আইন সঙ্কলন

বিদ্যোৎসাহিতা—অ্যাল্‌ফ্রেড-এর সিংহাসনারোহণের পরবর্তী কয়েক বৎসর কাল তাঁহাকে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল, তথাপি দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য তিনি বহু সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তিনি নিজে পঠন পাঠন বিষয়ে আগ্রহশীল ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যে প্রত্যেক স্বাধীন প্রজা (Freeman) যাহাতে ইংরেজী ভাষা পড়িতে ও লিখিতে পারে তজ্জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিদ্যাচর্চার প্রসার কল্পে তিনি বহু বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইউরোপের নানাস্থান হইতে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে আনাইয়া এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভায় বহু বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী মনীষীর সমাবেশ হইয়াছিল। ইংরেজী ভাষার উন্নতিকল্পে তিনি অনেক ল্যাটিন গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। অনেক সময় তিনি নিজেও এই অনুবাদকার্যে সহায়তা করিতেন। এই সমুদয় পুস্তকের মধ্যে পোপ গ্রেগরী রচিত Pastoral, বীড প্রণীত Ecclesiastical History of England এবং অরোসিয়াস (Orosius) রচিত History and Geography সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসের প্রতি অ্যাল্‌ফ্রেডের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তাঁহার অর্থানুকূল্যে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় 'Anglo-Saxon Chronicle' নামক মূল্যবান গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। তিনি নিজেও এই গ্রন্থের রচনাকার্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে অ্যাংলো স্যাক্সন আক্রমণ কাল হইতে অ্যাল্‌ফ্রেডের রাজত্বকাল পর্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাসের যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার নির্ভরযোগ্য বিবরণ

গ্রন্থ প্রণয়ন, বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষার প্রসার

লিপিবদ্ধ আছে। কেডমন (Caedmon) যেমন ইংরেজী পদ্য সাহিত্যের প্রবর্তক, অ্যাল্‌ফ্রেডকে তেমনি ইংরেজী গদ্য সাহিত্যের জনক (Father of English Prose) বলা যাইতে পারে।

ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা—ইংলণ্ডের জনসাধারণ যাহাতে ধর্ম ও নীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করে তজ্জন্য অ্যাল্‌ফ্রেড সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। ডেনদের আক্রমণের ফলে যে সকল গির্জা ও সঙ্ঘারাম ধ্বংস হইয়াছিল অ্যাল্‌ফ্রেড তৎসমুদয় পুনর্নির্মাণ করিতে সাহায্য করেন। তিনি ধর্মযাজকদের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সর্বদাই আদর্শ জীবন যাপন করিতে উৎসাহিত করিতেন।

গির্জা ও ভজনালয় নির্মাণ

অ্যাল্‌ফ্রেডের কৃতিত্ব—বহুমুখী প্রতিভা, উদার চরিত্র, অনন্যসাধারণ বীরত্ব ও প্রজা হিতৈষণার জন্য অ্যাল্‌ফ্রেড পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসকরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া, আইন প্রণয়ন করিয়া, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া এবং অন্যান্য বহু জনহিতকর কার্য করিয়া অ্যাল্‌ফ্রেড ইংলণ্ডের জনসাধারণের অসীম কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছিলেন। সামরিক দক্ষতার গুণেই ডেন আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া তিনি ইংলণ্ডের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রজাসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে তিনি আপন শক্তি সামর্থ্য অকাতরে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সুখ, শান্তি, সভ্যতা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য তিনি একান্ত যত্নবান ছিলেন এবং এই কারণে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। একাধারে সমরকুশলতা, শাসনদক্ষতা, বিদ্যোৎসাহিতা ও প্রজাহিতৈষণা প্রমুখ সদ্গুণে তাঁহার চরিত্র অলঙ্কৃত হইয়াছিল।

অ্যাল্‌ফ্রেডের শ্রেষ্ঠত্ব

রাজা অ্যাল্‌ফ্রেডের বংশধরগণ : অ্যাংলো-স্যাক্সন বংশের পতন

এড্‌ওয়ার্ড দি এল্ডার (Edward the Elder), ৮৯৯-৯২৪ খ্রীঃ—রাজা অ্যাল্‌ফ্রেডের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ প্রায় পৌনে একশত বৎসর ইংলণ্ডের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এই সময়ে ডেনদের ক্ষমতা একেবারে লোপ পায় এবং সমগ্র ইংলণ্ডে ওয়েসেক্স রাজবংশের প্রাধান্য দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এডওয়ার্ড দি এল্ডারের রাজত্বকালে ওয়েসেক্স-এর শক্তিবৃদ্ধি

অ্যাল্‌ফ্রেডের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র এডওয়ার্ড দি এলডার্‌ ওয়েসেক্স-এর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিনি সমগ্র ইংলণ্ডকে এক সার্ব্বভৌম রাজশক্তির অধীনে আনয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি তাহার ভগ্নিপতি মার্সিয়ার শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে প্রভূত সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি সামরিক শক্তির সাহায্যে ডেন্‌ অধ্যুষিত অধিকাংশ ভূভাগ পুনরধিকার করিয়া লইলেন এবং বহু সুদৃঢ় নগর বা বুরো (borough) নির্ম্মাণ করিয়া সীমান্ত অঞ্চল সুরক্ষিত করিলেন। স্কট্‌ল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স-এর অধিপতিগণও তাহাকে অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। তাহার সার্ব্বভৌম শক্তির পরিচায়ক স্বরূপ এড্‌ওয়ার্ড ওয়েসেক্স-এর রাজার পরিবর্ত্তে 'সমগ্র ইংলণ্ডের রাজা' বা 'অ্যাংলো স্যাক্সনদিগের রাজা' এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। পঁচিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিবার পর এড্‌ওয়ার্ড ৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

এথেলষ্টান (৯২৪-৯৪০ খ্রীঃ)—এড্‌ওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র এথেলষ্টান ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতা ও পিতামহের ন্যায় তিনিও পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তাহার শাসন-কালে স্কটল্যাণ্ডের রাজা Constantine, ওয়েলস্‌-রাজ ও কতিপয় ডেন

ব্রুনানবার-এর যুদ্ধ

নায়কের সহযোগিতায়, তাহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলে এথেলষ্টান এই সম্মিলিত বাহিনীকে **ব্রুনানবার** (Brunanburh)-এর যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধ জয় লাভের ফলে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহার নামাঙ্কিত যে সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে "Rex totius Britanniae" রূপে (অর্থাৎ সমগ্র ব্রিটেনের অধিপতি) বর্ণনা করা হইয়াছে।

এডমণ্ড ও এডরেড (৯৪০-৯৪৬ খ্রীঃ, ৯৪৬-৯৫৫ খ্রীঃ)—এথেলষ্টান ৯৪০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে তাহার দ্বিতীয়ভ্রাতা **এডমণ্ড** ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ডেনদিগের বিদ্রোহ দমন করিয়া এবং ওয়েলসরাজের

এডমণ্ড

নিকট হইতে কাম্বারলণ্ড দখল করিয়া স্বীয় শক্তি ও রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করেন। পরে কাম্বারলণ্ড প্রদেশটি স্বেচ্ছায় তিনি স্কটল্যাণ্ডরাজ ম্যালকমকে প্রদান করিয়া তাহার সহিত সংখ্যতা স্থাপন করেন। মাত্র ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করিবার পর তিনি

মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা **এডরেড্‌** ইংলণ্ডের রাজা হইলেন।

এডরেড

সুবিখ্যাত রাজনীতিবিদ্‌ ডানষ্টান তাহার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি ডেনগণকে পরাজিত করিয়া নর্দাম্ব্রিয়া পুনরধিকার করিয়াছিলেন। তিনি নয় বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এডুই (৯৫৫-৯৫৯ খ্রীঃ)—এডরেডের মৃত্যুর পর এডমণ্ডের জ্যেষ্ঠপুত্র এডুই

এডুই

(Edwy) ইংলণ্ডের রাজা হন। ডানষ্টানের সহিত তিনি সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। ফলে এই প্রবীণ ও বহুদর্শী রাজনীতিবিদ্‌ ব্যক্তিকে কিছুকাল নির্ব্বাসনে থাকিতে হইয়াছিল। তাহার কুশাসনে বিরক্ত হইয়া নর্দাম্ব্রিয়া ও

এডগার

মার্সিয়ার অধিবাসিগণ একযোগে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রো-হাচরণ করে এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এডগারকে রাজপদে বরণ করে।

এড্‌গার (৯৫৯-৯৭৫ খ্রীঃ)—সিংহাসন লাভের কিছুকাল পরেই এডগার দেশের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও অশান্তি দমন করিয়া ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র তাহার

এডগারের কৃতিত্ব

একাধিপত্য স্থাপন করেন। ইনি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান শাসক ছিলেন। ওয়েসেক্স-রাজগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই অস্ত্রবলের সাহায্য ভিন্ন, সখ্য ও সাম্য নীতির সহায়তায় সমগ্র ব্রিটেনে আপন একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ডানষ্টানকে সসম্মানে ফিরাইয়া আনিয়া প্রধান উপদেষ্টার পদে পুনর্নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহার উপদেশ অনুযায়ী শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

ডানষ্টান (Dunstan), **প্রথম জীবন**—খৃষ্টীয় দশম শতকে ইংলণ্ডে ডানষ্টান নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ও বিচক্ষণ রাজপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি যৌবনে গৃহধর্ম্ম ছাড়িয়া গ্লাষ্টনবারীর মঠে (Abbey of

মঠবাসী ডানষ্টান

Glastonbury) সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তথায় কিছুকাল বাস করার পর তিনি জনসাধারণের অধিকতর হিতসাধন কামনায় এবং রাজানুগ্রহ লাভের আশায় রাজা এথেলষ্টানের দরবারে আগমন করেন এবং স্বীয় কর্ম্মদক্ষতাগুণে এডরেড ও তাহার পরবর্ত্তী

রাজসভায় আগমন

দুইজন রাজার মন্ত্রী ও উপদেষ্টারূপে ইংলণ্ডের জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করেন। প্রথম জীবনে তিনি একাদিক্রমে অধিক কাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। বিরোধী

দলের চক্রান্তে তাহাকে কিছুকাল মধ্যেই এথেলষ্টানের রাজসভা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল। পরবর্তী রাজা এডমণ্ডও (Edmund) তাহার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু এডমণ্ডের বংশধর এডরেড (Edred) ডানষ্টানের গুণের অনুরাগী ছিলেন এবং তাহাকে তাহার প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত করিয়াছিলেন। রাজা এডগারের (Edgar) রাজত্বকালে ডানষ্টান সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বোচ্চ দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পরিচালনার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ

ধর্ম্মসংস্কার—ডানষ্টানের প্রথম জীবন মঠে অতিবাহিত হইয়াছিল, সুতরাং ক্ষমতালাভের পর তিনি ইংলণ্ডের ধর্ম্মজীবনে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহা স্বাভাবিক ছিল। রাজা এডগারের শাসন আমলে তিনি ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্ঘসমূহের সংস্কার সাধন করিবার নিমিত্ত ফ্রান্সের অন্তর্গত Cluny-র মঠ হইতে এক বিরাট আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ফ্রান্সের এই আন্দোলন ক্রমশঃ সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডের তটভূমিতে পরিব্যাপ্ত হয়। ডানষ্টান স্বয়ং এই সংস্কার পন্থী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যাজকগণ যাহাতে পার্থিব আসক্তি রহিত হইয়া এবং সাংসারিক জীবনের আবিলতা পরিহার করিয়া সম্পূর্ণরূপে নীতি ও ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে নিজেদের শক্তিসামর্থ্য অকাতরে নিয়োগ করিতে পারেন তজ্জন্য ডানষ্টান সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। যাজকগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার বিষয়েও তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। যে সকল যাজক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার বিরোধী ছিলেন ডানষ্টান তাহাদিগকে অধিকতর সংখ্যায় বিবিধ দায়িত্ব-পূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। তাহার সংস্কার প্রচেষ্টা সর্ব্বাংশে সফল না হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সময়ে ইংলণ্ডের ধর্ম্মজীবনে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

Cluny-র ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন

ধর্ম্মজীবনে ডানষ্টানের আদর্শ ও নীতি

রাজনৈতিক কার্য্যাবলী—ডানষ্টানের কর্ম্মদক্ষতা কেবলমাত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ইহা পরিব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। তিনি শুধুমাত্র যাজক ছিলেন মনে করিলে ভুল করা হইবে। তিনি গভীর রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন এবং তাহার পরামর্শ অনুসারেই এডরেড [Edred) এবং এডগার (Edgar)-এর শাসনকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। তিনি

ডেনদের সহিত সৌহার্দ্দ্য

ডেনদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাহাদের সদিচ্ছা লাভের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার পরামর্শ ক্রমে এডগার বহু ডেনকে উচ্চ দায়িত্ব-পূর্ণ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এমন কি অনেককে Witan-এর সদস্যরূপেও মনোনীত করিয়াছিলেন। এই উদারনীতির ফল শুভপ্রদ হইয়াছিল। ডানষ্টান স্কটদিগের সহিতও সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি এডগারকে নব-বিজিত লোথিয়ান প্রদেশ স্কটলণ্ডের রাজাকে ছাড়িয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এডগার এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে স্কটগণের সহিত ইংরেজদের সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল। ডানষ্টানের উদারনীতির ফলে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্-এর মধ্যেও সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

স্কটলণ্ডের সহিত সদ্ভাব

ডানষ্টানের আগ্রহাতিশয্যে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার হইয়াছিল। যাজকগণের মধ্যে সংস্কারকামী মনোবৃত্তি জাগরিত হইয়াছিল এবং রাজকীয় ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে দেশের সর্ব্বত্র শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৈদেশিক নীতি পরিচালনায়ও তাহার কৃতিত্ব সর্ব্বজনবিদিত। তাহার অনুসৃত উদারনীতির ফলে ইংলণ্ডের সহিত একাধারে ডেন, ওয়েল্‌স্ ও স্কটজাতির সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ডানষ্টানই ইংলণ্ডের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি যিনি ধর্ম্মে ও রাজনীতিতে সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কারণে তাহাকে 'First Ecclesiastical statesman of England' বলা হইয়া থাকে। উত্তরকালে তাহার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া Stephen Langton, Hubert Walter, Cardinal Wolsey প্রমুখ যাজকগণ রাজনীতি ক্ষেত্রেও অসামান্য কৃতীপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন।

রাজকীয় ক্ষমতাবৃদ্ধি

ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রজীবনে ডানষ্টান-এর প্রভাব

দিনেমার আক্রমণ—মহামতি অ্যাল্‌ফ্রেড ওয়েডমোরের সন্ধি দ্বারা ডেন বা দিনেমারগণের সহিত শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শান্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। দশম শতাব্দীর শেষভাগে অ্যাল্‌ফ্রেডের বংশধরগণের সহিত পুনরায় ডেনগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এডগার-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্যাক্সন রাজবংশের প্রাধান্য ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়। এডগারের পর **এথেলরেড** (Ethelred) ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ

করেন। তিনি নিতান্ত অদূরদর্শী, অব্যবস্থিতচিত্ত এবং অত্যাচারী শাসক ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই কুশাসন ও অত্যাচার দ্বারা তিনি সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের বিরাগ উৎপাদন করেন। তাহার কুশাসনের ফলে যখন রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, তখন সুযোগ বুঝিয়া ডেনগণ দলে দলে আসিয়া ইংলণ্ডের নানাস্থান আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। সম্মুখ যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া এথেলরেড অর্থদ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি **ডেনগেল্ড** (Danegeld) নামক এক নূতন কর স্থাপন করেন। কিছু অর্থের প্রলোভনে ডেনগণ উত্তরোত্তর অধিক আক্রমণ চালনা করিতে থাকে। অবশেষে এথেলরেড নিরুপায় হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা বহু নিরপরাধ ডেনের প্রাণবধ করেন। এই কলঙ্কজনক ঘটনা **'Massacre of St. Brice's Day'** নামে পরিচিত। নিহত ব্যক্তিগণের মধ্যে ডেনরাজ **সোয়েগেন** (Swegen)-এর ভগ্নীও ছিলেন। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য ১০০০ খৃষ্টাব্দে সোয়েগেন এক শক্তিশালী বাহিনী লইয়া ইংলণ্ডে অবতরণ করেন। অপদার্থ এথেলরেড এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া রাজ্য হইতে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর ডেনরাজ নিজেকে ইংলণ্ডের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র **ক্নুট** (Cnut) বা **কেনিউট্** (Canute) ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন (১০১৭ খ্রীঃ)।

ডেন আক্রমণ প্রতিরোধে এথেলস্টানের অক্ষমতা

ডেনগেল্ড

এথেলস্টানের বিশ্বাসঘাতকতা – ডেন রাজ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার

কেনিউট্—সোয়েগেন-এর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র কেনিউট ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসন লাভের পরবর্ত্তী এক বৎসরকাল তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চালনা করিতে পারেন নাই। লণ্ডনের অধিবাসিগণ পলায়িত এথেলরেড-এর পুত্র **এডমণ্ডকে** বিধিসঙ্গত রাজা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এডমণ্ড অত্যল্পকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার মৃত্যুর পর কেনিউট ইংলণ্ডের একচ্ছত্র অধীশ্বররূপে স্বীকৃত হইলেন। সমসাময়িক কালে সমগ্র ইউরোপে তাহার ন্যায় পরাক্রমশালী নরপতি আর কেহ ছিলেন না। ইংলণ্ড ব্যতীত ডেনমার্ক ও নরওয়ে তাহার শাসনাধীন ছিল। সিংহাসন

কেনিউট-এর আদর্শ ও নীতি

লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি হিংসা ও বলপ্রয়োগের আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাজিত করা মাত্র তিনি দেশের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হইলেন। বিদেশী হইয়াও তিনি ইংলণ্ডের জনসাধারণের কল্যাণ কামনায় বহু সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা সততা ও সহানুভূতি সহকারে রাজ্যশাসন করিতেন। এডগারের শাসনকালে যে সকল আইনকানুন প্রচলিত ছিল তৎসমুদয় তিনি অক্ষুণ্ণ রাখেন। ডেন ও অ্যাংলো-স্যাক্সনগণের মধ্যে তিনি কোন ভেদ বিচার করিতেন না। স্যাক্সনগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন অভিপ্রায়ে তিনি এথেলরেডের বিধবা পত্নীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার শাসনদক্ষতাগুণে দেশের সর্ব্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ডেন ও অ্যাংলো-স্যাক্সনগণের সংমিশ্রণের ফলে উভয়জাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব দূরীভূত হইয়া একাত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি এইরূপ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, সিংহাসন লাভের অত্যল্পকাল পরেই তিনি ডেন সৈন্যদিগকে নিঃশঙ্কচিত্তে ডেনমার্কে পাঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। তাহার উত্তম শাসন ব্যবস্থার গুণে ইংলণ্ডে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ১৮ বৎসরকাল রাজত্ব করিবার পর ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে কেনিউট প্রাণত্যাগ করেন।

তাহার কার্য্যাবলী ও কৃতিত্ব

ডেন্ শাসনের অবসান—কেনিউটের মৃত্যুর পর তাহার দুই পুত্র **হ্যারোল্ড** (Harold) ও **হার্ডাকেনিউট** (Hardacanute) যথাক্রমে সাত বৎসর কাল ইংলণ্ডে রাজত্ব করেন। অতঃপর ১০৪২ খৃষ্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় হার্ডাকেনিউটের মৃত্যু হইলে ইংলণ্ডে ডেন রাজত্বের অবসান হয় এবং এথেলরেড-এর দ্বিতীয় পুত্র **সাধু-এড্ওয়ার্ডের** (Edward the Confessor) নেতৃত্বে অ্যাংলো-স্যাক্সন শাসন পুনঃস্থাপিত হয়।

হার্ডাকেনিউটের মৃত্যু ও অ্যাংলো-স্যাক্সন শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

সাধু এড্ওয়াড ও অ্যাংলো-স্যাক্সন শাসনের অবসান—হার্ডাকেনিউটের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় এথেলরেড-এর কনিষ্ঠপুত্র **সাধু এড্ওয়াড** (Edward the Confessor) চল্লিশ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতিশয় শান্তিপ্রিয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। এই কারণে তাহাকে 'সাধু এড্ওয়ার্ড' বলা হইত। এড্ওয়ার্ড তাহার জীবনের পঁচিশ বৎসর কাল নর্ম্মাণ্ডীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাজা হইয়া তিনি নর্ম্মান অনুচরদিগকে

নর্ম্মান আধিপত্য বৃদ্ধি

উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন এবং নানাভাবে নর্ম্মান আধিপত্য বিস্তারে সহায়তা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বিদেশীয়দের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে অ্যাংলো-স্যাক্সনগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং দেশময় অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে। ওয়েসেকস্-এর আর্ল গোডুইন্-এর নেতৃত্বে ইংরেজগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল এবং তাহাদের প্ররোচনায় দেশে নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইল। অবশেষে রাজা, গোডুইনকে নির্ব্বাসিত করিলেন। কিন্তু গোডুইন অল্পকাল মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় বিরোধী-দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। বিরোধীদলের শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে রাজা নর্ম্মানদিগকে উচ্চ রাজপদ হইতে অপসারিত করিতে বাধ্য হইলেন।

স্যাক্সন ও নর্ম্মান বিরোধ

ইহার কিছুকাল পরে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় এডওয়ার্ডের মৃত্যু হয় এবং উইটানের অনুমোদনক্রমে গোডুইনের দ্বিতীয় পুত্র **হ্যারোল্ড** (Harold) ইংলণ্ডের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হন। কিন্তু হ্যারোল্ড রাজবংশীয় ছিলেন না বলিয়া প্রথমাবধি তাহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। এই অবস্থার সুযোগে **নর্ম্মাণ্ডীর ডিউক উইলিয়ম** (William, Duke of Normandy) বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করেন। উইলিয়ম ঘোষণা করেন যে, নিঃসন্তান রাজা এডওয়ার্ড তাহাকেই ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং হ্যারোল্‌ডের সিংহাসনের উপর কোনই ন্যায়সঙ্গত দাবী নাই।

হ্যারোল্ডের সিংহাসন লাভ

তাহার আগমন সংবাদ পাইয়া রাজা হ্যারোল্ড তাহাকে বাধাদান করিতে অগ্রসর হইলেন। হেষ্টিংসের অনতিদূরে সেনল্যাক নামক পাহাড়ের নিকট উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। অসামান্য রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াও হ্যারোল্ড এই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। বিজয়ী উইলিয়ম সদলবলে লণ্ডন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং পথিমধ্যে উইটানের সদস্যগণ তাহাকে ইংলণ্ডের বিধিসঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে মহাড়ম্বরের সহিত উইলিয়মের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

সেনল্যাক বা হেষ্টিংস-এর যুদ্ধ। হ্যারোল্ড-এর পরাজয়; উইলিয়মের সিংহাসনারোহণ

এইরূপে ইংলণ্ডে অ্যাংলো-স্যাক্সন শাসনের অবসান এবং নর্ম্মান রাজত্বের সূচনা হইল।

অ্যাংলো-স্যাক্সন শাসনের অবসান

স্যাক্সন প্রভুত্ব বিলোপের কারণ—এগবার্ট (Egbert)-এর সিংহাসনারোহণ কাল হইতে এডগার (Edgar)-এর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত যুগকে 'অ্যাংলো-স্যাক্সন ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ' (Golden Age of the Saxon History) বলা হইয়া থাকে। এই পৌণে একশত বৎসর কালের মধ্যে যাহারা ইংলণ্ডের সিংহাসনে আসীন ছিলেন, শৌর্য্যে বীর্য্যে ও শাসন দক্ষতায় তাহারা অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

অ্যাংলো-স্যাক্সন ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ

এই সময়ে সাফল্যের সহিত বহিঃশত্রু আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছিল, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা সুরক্ষিত হইয়াছিল, শিক্ষা ও সভ্যতার সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল এবং জনসাধারণের জীবনধারণ প্রণালীর মানও উন্নত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এডগারের মৃত্যুর পর তাহার বংশধরগণের মধ্যে কেহই শাসনকার্য্যে কোনরূপ যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই। এগবার্ট, অ্যালফ্রেড, এডওয়ার্ড দি এল্ডার, এথেলষ্টান, ডানষ্টান প্রমুখ মনীষিগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগঠনমূলক প্রতিভা হেতু যে সংঘবদ্ধ রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষভাগ হইতে তাহা ক্রমশঃ অবনতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। দ্বিতীয় এথেলরেড ছিলেন অত্যন্ত অত্যাচারী ও অব্যবস্থিত-চিত্ত শাসক। তাহার কুশাসন ও অত্যাচারের ফলে ইংলণ্ডের জনমত যখন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে তখন সুযোগ বুঝিয়া ডেনগণ দলে দলে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। এই আক্রমণের গতিরোধ করা এথেলরেড-এর সাধ্য ছিল না। তিনি সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া পলায়ন করিলে ডেনরাজ সোয়েগেন ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্ত্তী ত্রিশ বৎসর কাল ডেন রাজগণ ইংলণ্ড শাসন করিয়াছিলেন। ১০৪২ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় শেষ ডেনরাজ Hardacanute-এর মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় এথেলরেড-এর কনিষ্ঠ পুত্র সাধু এড্‌ওয়ার্ড (Edward the Confessor) ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার রাজত্বকালে নর্ম্মানদের প্রভাব বিস্তার লাভ করায় অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়।

অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রাধান্যের অবসানের সূচনা

অবশেষে সাধু এড্‌ওয়ার্ডের মৃত্যুর পর স্যাক্সন জাতীয়-দলের নেতা ও ওয়েসেক্সের আর্ল গোডুইনের পুত্র হ্যারোল্ড, উইটানের সম্মতিক্রমে সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু হ্যারোল্ড অধিককাল রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। ক্ষমতাপ্রাপ্তির কয়েক মাস মধ্যেই নর্ম্মাণ্ডীর ডিউক উইলিয়মের হস্তে সেনল্যাকের যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্যাক্সন রাজত্বের অবসান এবং নর্ম্মান শাসনের সূত্রপাত হয়।

স্যাক্সন আধিপত্য বিলোপের কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে।

স্যাক্সন আধিপত্য বিলোপের কারণ

প্রথমতঃ, অ্যাংলো-স্যাক্সন আমলে রাজশক্তি আপন অধিকার বলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। রাজা স্বয়ং যদি দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হইতেন তবে রাজশক্তিও সুদৃঢ় হইত। কিন্তু ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে রাজশক্তি স্বকীয় ক্ষমতা-বলে আপন প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। **দ্বিতীয়তঃ,** অ্যাংলো-স্যাক্সন শাসকগণ ধনী সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতা হস্তগত করার কোনই চেষ্টা করেন নাই। ইহার ফলে তাহাদিগকে একাধিকবার আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

(১) প্রবল রাজশক্তির অভাব

(২) অভিজাত শ্রেণীর যথেচ্ছাচারিতা

তৃতীয়তঃ, অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির মধ্যে জাতীয় ঐক্যের অভাব—স্যাক্সন প্রভুত্ব বিলোপে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। ডেন, নর্ম্মান প্রমুখ জাতি যখন বিপুল বিক্রমে দেশ জয়ের পরিকল্পনা লইয়া ইংলণ্ড আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিল তখন স্যাক্সনগণ একযোগে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শত্রুসেনার সম্মুখীন হয় নাই। রাজা এথেলরেড অকর্ম্মণ্য ছিলেন। তাহার প্রধান পরামর্শদাতা Edric অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। ডেন আক্রমণকালে তিনি এথেলরেড-এর বিরুদ্ধে সোয়েগেণ-কে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। Edmund ও Harold-এর শৌর্য্য বীর্য্যের অভাব ছিল না। সাহস বা যুদ্ধ কৌশলের অভাব হেতু তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হন নাই। আভ্যন্তরীণ ঐক্যের অভাব হেতুই তাহারা পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গোডুইন জাতীয়তাভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া এড্ওয়ার্ডের বিরোধিতায় অগ্রসর হন নাই। পারিবারিক স্বার্থসিদ্ধিই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হ্যারোল্ড রাজপদ লাভ করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর সমর্থন লাভ করিতে পারেন নাই। Northumbria-র আর্ল প্রকাশ্যে তাহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। হ্যারোল্ডের কনিষ্ঠ ভ্রাতা Tostig পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে তাহার বিরোধিতায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। আভ্যন্তরীণ অনৈক্য হেতু হ্যারোল্ডের পক্ষে উইলিয়মের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হয় নাই। জনৈক ঐতিহাসিক স্যাক্সন প্রভুত্ব বিলোপের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে, "The falseness of Ethelred, the treachery of Edric, the selfish greed of the house of Godwin, the rebellion

(৩) জাতীয় ঐক্যের অভাব

(৪) ডেন ও নর্ম্মান আক্রমণ

(৫) আভ্যন্তরীণ অনৈক্য

of Tostig, the half-heartedness of Edwin and Morcar—these were the true causes of the Saxon downfall."

Studies and Questions

1. Give a short account of the English conquest of Britain. (C. U. 1931, 1933, 1938)

2. Write a short note on the social and political institutions of the Anglo-Saxons. (C. U. 1947)

3. Enumerate the main stages in the introduction of Christianity in England. (C. U. 1921, 1925, 1930, 1936, 1942)

4. What part did the following play in the spread of Christianity and organisation of the Church in Britain :—(a) Augustine, (b) Synod of Whitby and (c) Theodore of Tarsus ? Explain briefly the advantages gained by Britain as a result of its conversion to Christianity. (C. U. 1948)

5. Discuss fully the results of the conversion of England to Christianity. (C. U. 1934, 1937, 1942, 1945, 1950, 1955)

6. Estimate the services rendered to Anglo-Saxon England by Theodore of Tarsus and Dunstan. (C. U. 1947)

7. Give a brief history of the reign of King Alfred. (C.U. 1924, 1927, 1934, 1936, 1940)

8. "Alfred deserves to be remembered for what he did to keep his realm safe, yet no less honour is due for what he did to make it well-governed." Discuss. (C. U. 1936, 1940)

9. "Whether as a warrior, as a statesman, as a law-giver, as a scholar, as a reformer, Alfred appears equally great." Discuss. (C. U. 1946, 1956)

10. "I desire," said Alfred "to leave to them that come after me a remembrance of me in good works." Explain how far he was successful in his task. (C. U. 1948)

11. Review the career and character of Dunstan. "It would be a mistake to look upon Dunstan merely as a churchman. He was a great statesman." Discuss. (C. U. 1923, 1925, 1927, 1941, 1943, 1952, 1954)

12. Sketch briefly the policy and method followed by Canute in governing England. (C. U 1933)

13. What were the true causes of the Saxon downfall ?

তৃতীয় অধ্যায়

নর্ম্মান শাসনকাল

নর্ম্মান বিজয়ের ফলাফল—১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মাণ্ডীর ডিউক উইলিয়ম হ্যারোল্ডকে পরাজিত করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার সিংহাসনারোহণ কাল হইতে ইংলণ্ডে নর্ম্মান শাসনের সূত্রপাত হয়। এই নর্ম্মান বিজয়ের ফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। নর্ম্মান বিজয়ের ফলে অ্যাংলো-স্যাক্সন শাসনের অবসানে কেবল যে এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা নহে, পরন্তু ইংলণ্ডে এক নূতন জাতির অভ্যুত্থান হইল। উইলিয়ম-এর সহিত বহু নর্ম্মান অনুচর এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিল। প্রথম দিকে তাহাদের সহিত অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু কালক্রমে পরস্পর বিদ্বেষ-রহিত হইয়া অ্যাংলো স্যাক্সন ও নর্ম্মানগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে থাকে। শক্তিশালী নর্ম্মান জাতির সহিত অ্যাংলো-স্যাক্সন ও ডেন রক্তের সংমিশ্রণের ফলে এক নূতন বীর্য্যশালী জাতির সৃষ্টি হয়। জাতিতত্ত্বের দিক হইতে আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল জাতির মধ্যে বহু জাতির রক্তধারা মিশ্রিত হইয়াছে, অপরাপর জাতির তুলনায় শৌর্য্যবীর্য্যে তাহারা অধিকতর পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছে। প্রাচীন কালের রোমান জাতি ও বর্ত্তমান যুগের ইংরেজ জাতি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই দিক হইতে বিচার করিলে ইংরেজ জাতির গঠন ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে নর্ম্মান বিজয়ের প্রভাব অনস্বীকার্য্য।

বিভিন্ন রক্তধারার সংমিশ্রণে শক্তিশালী ইংরেজ জাতির অভ্যুত্থান

নর্ম্মান বিজয়ের ফলে ইংলণ্ডে যে কেবল এক শক্তিশালী আত্মনির্ভরশীল জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহাই নহে, ইহার ফলে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজশক্তিও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অ্যাংলো-স্যাক্সন রাজাদের অপেক্ষা নর্ম্মান শাসকগণ অধিক পরিমাণে শক্তিশালী ছিলেন। তাহাদের

আমলে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বহু গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় উইলিয়ম উভয়েই পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন। তাহারা ভূম্যধিকারী ও সামন্ত শ্রেণীর সর্ব্ববিধ ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। ১০৮৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী উইলিয়ম ইংলণ্ডের সকল স্বাধীন প্রজাকে সলস্‌বেরী নামক প্রান্তরে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে এই মর্ম্মে শপথ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন যে, অতঃপর তাহারা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে রাজার প্রতি অনুগত থাকিবে। নর্ম্মান শাসন আমলে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের উপরেও রাজার কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শেরিফ প্রমুখ কর্ম্মচারিগণ সম্পূর্ণভাবে রাজার আজ্ঞাবহরূপে শাসন কার্য্য চালনা করিতে থাকেন এবং স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় এল্ডারম্যানদের কর্ত্তৃত্ব ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

কেন্দ্রীয় প্রবল রাজশক্তির প্রাধান্য স্থাপন

নর্ম্মান বিজয়ের ফলে ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থায় আরও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগে Witenagemot বা Witan নামে পরিচিত সভা রাজকার্য্যে রাজাকে উপদেশ দান করিত। নর্ম্মান শাসকগণ এই সভার পরিবর্ত্তে Curia Regis নামক একটি নূতন সভা গঠন করিয়া ইহার সহিত পরামর্শক্রমে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। Witan সভার সদস্যগণ, বিচক্ষণ ও বহুদর্শী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতেন। কিন্তু Curia Regis ছিল রাজার অধীনস্থ সামন্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত। এই হিসাবে Witenagemot অপেক্ষা Curia Regis-এর উপর রাজার কর্ত্তৃত্ব অধিক ছিল। Curia Regis-এর সহায়তাক্রমেই নর্ম্মান রাজগণ শাসনকার্য্যে অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

Witan-এর পরিবর্ত্তে Curia Regis-এর কর্ত্তৃত্ব লাভ

নর্ম্মান শাসনের ফলে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও আয়র্লণ্ড এক রাজশক্তির অধীনে আনীত হওয়ায় সমগ্র গ্রেটব্রিটেন-এর রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। ইহা ছাড়া নর্ম্মান বিজয়ের ফলে ইউরোপীয় মহাদেশের সহিতও ইংলণ্ডের ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নর্ম্মানগণের প্রভূত আধিপত্য ছিল। ইহার ফলে বহির্জগতের সহিত ইংলণ্ডের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হইল এবং ইউরোপীয় রাজনীতিতে ইংলণ্ড ক্রমশঃ আপনার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইল।

ইংলণ্ডের সহিত ইউরোপের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন

নর্ম্মান শাসন আমলে ইংলণ্ডের ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক জীবন ইউরোপীয় ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ইউরোপে এই সময়ে ধর্ম্মগুরু ও রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে যে সঙ্ঘর্ষ চলিতেছিল তাহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ইংলণ্ডেও একাধিক নর্ম্মান রাজাকে যাজকশক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। নর্ম্মান বিজয়ের ফলে ইংলণ্ডের ধর্ম্মজীবনে কোন কোন বিষয়ে উন্নতিও সাধিত হইয়াছিল। অ্যাংলো-স্যাক্সন যাজক অপেক্ষা নর্ম্মান যাজকগণ অধিকতর শিক্ষিত ও উচ্চতর নৈতিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। বিজয়ী উইলিয়মের সহিত চার্চ্চের সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল এবং একটি আইন দ্বারা তিনি যাজকগণকে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত বিচার ক্ষমতা প্রদান করেন। এই সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডের নানাস্থানে বহু সঙ্ঘারাম ও ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে ইউরোপীয় ভাবধারার প্রভাব

নর্ম্মান বিজয়ের ফলে ইংলণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের শেষভাগে ইংলণ্ড ক্রমশঃ সামন্ততন্ত্রের পথে অগ্রসর হইতেছিল। নর্ম্মান শাসন আমলে এই সামন্তপ্রথা সুসংবদ্ধ প্রণালীতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় সামন্ত প্রথার যে সকল দোষত্রুটি ছিল তাহা বর্জ্জন করিয়া নর্ম্মান রাজগণ, বিশেষতঃ প্রথম উইলিয়ম সামন্ত শ্রেণীর অধিকার খর্ব্ব করিয়া রাজশক্তি দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সুসংবদ্ধ প্রণালীতে সামন্তপ্রথার প্রবর্ত্তন

নর্ম্মান বিজয়ের অনতিকাল মধ্যেই ইংলণ্ডের স্থপতি, শিল্পকলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। রোমান সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর মধ্যযুগে ইউরোপ মহাদেশে যে বিরাট সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, প্রধানতঃ নর্ম্মান বিজয়ের ফলে ইংলণ্ড এই নবোদ্ভূত সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

স্থাপত্য, শিল্পকলা ও সাহিত্যের উন্নতি

প্রথম উইলিয়ম বা বিজয়ী উইলিয়ম (১০৬৬—১০৮৭ খ্রীঃ)

সিংহাসনারোহণ—সেনল্যাকের যুদ্ধে হ্যারোল্ডকে পরাজিত করিয়া নর্ম্মাণ্ডীর ডিউক 'বিজয়ী উইলিয়ম' এই আখ্যা গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডের

সিংহাসনে আরোহণ করেন (১০৬৬ খ্রীঃ)। সামরিক বলের সাহায্যেই উইলিয়ম রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি উইলিয়ম সরলভাবে ইহা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। এই কারণে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে, সাধু এডওয়ার্ডের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানসূত্রেই তিনি ইংলণ্ডের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। অবশ্য উইটানও তাহার দাবী সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিয়া তাহাকেই ইংলণ্ডের ন্যায়সঙ্গত রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল।

সিংহাসনে প্রথম উইলিয়মের দাবী

বিদ্রোহ দমন—সিংহাসনলাভের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর উইলিয়মকে বিদ্রোহদমনে তৎপর থাকিতে হইয়াছিল। ক্রমাগত পাঁচ বৎসর কাল চেষ্টার পর উইলিয়ম সবল হস্তে এই সকল বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজশক্তি দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার বিরুদ্ধে যাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে **হিয়ারওয়ার্ড দি ওয়েক**-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলা বিধান—উইলিয়ম কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলা বিধান করিয়া কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি প্রতিষ্ঠাকল্পেও তিনি বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ, যে সমস্ত নর্ম্মান অনুচর ও সামন্ত সিংহাসনলাভে উইলিয়মকে সাহায্য করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ভূমিদান দ্বারা পুরস্কৃত করিলেও এই সকল ভূসম্পত্তি এমন ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কোন একজন ভূম্যধিকারীর পক্ষে একসঙ্গে অনেক জমি ভোগ করা সম্ভব ছিল না।

ভূমি বণ্টনের নূতন নীতি

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন উইটানের অস্তিত্ব লোপ করিয়া উইলিয়ম Magnum Concilium বা Curia Regis নামক এক নূতন রাজসভা গঠন করেন। ভূম্যধিকারিগণের মধ্য হইতেই এই সভার সদস্য নির্ব্বাচন করা হইত। এই সভা প্রধানতঃ রাজস্ব-সংগ্রহ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও বিচারকার্য্য পরিচালনা করিত।

Curia Regis-এর গঠন

তৃতীয়তঃ, উইলিয়ম সামন্তপ্রথার দোষত্রুটি সংশোধন করিয়া উহা সুসংবদ্ধ প্রণালীতে ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তন করেন।

সামন্তপ্রথা—মধ্যযুগে খৃষ্টীয় একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপে জমির মালিকের সহিত প্রকৃত দখলকারীর সম্পর্ক যে বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত তাহা সামন্তপ্রথা বা **Feudal System** নামে পরিচিত। এই প্রথার গোড়ার কথা এই যে, জমির সহিত প্রত্যেক মানুষের সম্পর্কের

সামন্ত প্রথার বৈশিষ্ট্য

ভিত্তিতে তাহার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক মর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হইত। এই পদ্ধতি অনুসারে রাজাকেই দেশের যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি ও জমিজমার অধিপতি বলিয়া স্বীকার করা হইত। রাজা সমগ্র ভূমির উপর তাহার অধিকার অক্ষুন্ন রাখিয়া প্রজাসাধারণকে জমি ভোগ দখল করিবার অনুমতি দিতেন। ফিউডাল প্রথা অনুযায়ী জমিদখলকারিগণ জমির মালিকের প্রতি আনুগত্যের শপথ লইতে বাধ্য থাকিতেন এবং নিয়মিত ভাবে রাজসরকারে কর প্রেরণ করিতেন। যে সকল সামন্ত সাক্ষাৎভাবে রাজার নিকট হইতে জায়গীর পাইতেন তাহাদিগকে **Tenants-in-chief** বা **মুখ্য-ভূম্যধিকারী** বলা হইত। এই সামন্তগণ আবার নিজ নিজ প্রয়োজনমত তাহাদের অধিকৃত জমি নিজেদের অনুচর মণ্ডলীর মধ্যে বিলিবণ্টন করিয়া দিতেন। ইহাদিগকে **মধ্য-ভূম্যধিকারী** বা **Mesne-tenants** বলা হইত। এই মধ্য-ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় আবার প্রয়োজন বোধ করিলে নিম্নতর প্রজাদিগকে জমি বন্দোবস্ত দিতেন। সর্ব্বনিম্নস্তরের প্রজাগণকে বলা হইত **ভিলেন** (Villein) বা সার্ফ (Serf)। মুখ্য ভূম্যধিকারিগণ রাজাকে নির্দ্দিষ্ট কর দান করা ব্যতীত যুদ্ধকালে সসৈন্যে রাজার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে রাজা তাহাদের রক্ষণ ও পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। মুখ্য-ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় আবার তাহাদের অধীনস্থ তালুকদারগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেন এবং নিজেদের প্রয়োজনমত যুদ্ধের সময় সাহায্য দাবী করিতেন। জমিদারগণ নিজ নিজ অধিকারভুক্ত প্রদেশসমূহে শান্তি রক্ষা করিতেন এবং অধীনস্থ প্রজাগণকে নিজেদের মহালের বিচারালয়ে (Manorial Court) বিচার করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে শাস্তি দিতেন।

উইলিয়ম কর্ত্তৃক সামন্ত প্রথার সংস্কার—সামন্ত প্রথা নর্ম্মান বিজয়ের পূর্ব্ব হইতে ইংলণ্ডে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও উইলিয়মই সর্ব্বপ্রথম সুসংবদ্ধ প্রণালীতে উহা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালেই ইহা পূর্ণতম বিকাশ লাভ করিয়াছিল। নর্ম্মাণ্ডীর ডিউক থাকাকালীন উইলিয়ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভূম্যধিকারিগণের ক্ষমতা হ্রাস করিতে না পারিলে রাজশক্তি দৃঢ়রূপে স্থাপন করা যাইবে না। প্রাচীন পদ্ধতী অনুযায়ী রাজার সহিত মধ্য-ভূম্যধিকারিগণের কোনই প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। তাহারা মুখ্য-ভূম্যধিকারিগণকেই যুদ্ধকালীন সাহায্য করিয়া নিষ্কৃতি পাইত। রাজশক্তি

সামন্ত প্রথার ত্রুটি—উইলিয়ম কর্ত্তৃক উক্ত প্রথার ত্রুটি দূরীকরণ

দৃঢ়ীভূত করিতে হইলে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক, ইহা উইলিয়ম সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ১০৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের সমস্ত স্বাধীন প্রজাগণকে তিনি সল্‌সবেরী প্রান্তরে এক সভায় আহ্বান করেন। এই স্থানে তাহারা এই মর্ম্মে শপথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় যে, সকল অবস্থায়ই তাহারা অন্য সকলের বিরুদ্ধে রাজার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে জমিদারগণ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিলে প্রজারা তাহাদিগকে সমর্থন না করিয়া রাজার পক্ষ অবলম্বন করিবে। এই শপথ গ্রহণের ফলে সামন্তের আদেশে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা আইন অনুযায়ী দণ্ড-যোগ্য অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইল। এইভাবে ফিউডাল পদ্ধতির কুফল দূর করিয়া উইলিয়ম রাজশক্তিকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপন করেন।

সল্‌সবেরীর শপথ

ইংলণ্ডের জমির অবস্থা, ভূ-সম্পত্তির আয়, প্রজাদের দেয় খাজনার পরিমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিদেশী উইলিয়মের বিশেষ জ্ঞান ছিল না বলিয়া ১০৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সমগ্র দেশের এক জরিপ প্রস্তুত করান। ইহা **Domesday Survey** নামে পরিচিত। ইহাতে কেবল যে জমিদার ও প্রজাগণের জমির আয়ই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা নহে, কোন্ জমীদারের অধীনে কত প্রজা, প্রত্যেক প্রজার কতগুলি গরু, কুকুর, শূকর, লাঙ্গল ইত্যাদি আছে ইহার খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এই সকল তথ্য অনুযায়ী রাজা প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের কর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। অতঃপর রাজাকে তাহার প্রাপ্য সম্বন্ধে কাহারও প্রতারণা করিবার সম্ভাবনা রহিল না।

Domesday জরিপ

উইলিয়ম ও চার্চ্চ—উইলিয়ম সর্ব্ববিষয়ে রাজশক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। মধ্যযুগে পোপ বা ধর্ম্মগুরুর অপরিসীম ক্ষমতা ছিল। যাজকগণ রাজশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। তাহারা পোপের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন। পোপ রাজার মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া যাজক নিযুক্ত করিতেন। ইহাতে রাজশক্তির মর্য্যাদাহানি ঘটিত। উইলিয়ম সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন। তিনি নিজেই যাজক নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এই মর্ম্মে এক আইন জারী করেন যে, রাজার অনুমোদন ব্যতীত পোপের কোন নির্দ্দেশ ইংলণ্ডে প্রচারিত হইতে পারিবে না। কিন্তু উইলিয়ম সর্ব্ববিষয়ে যাজক-

উইলিয়ম কর্ত্তৃক বিচার বিষয়ে যাজকগণের অধিকার বৃদ্ধি

সম্প্রদায়ের উপর রাজকীয় প্রাধান্য স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। যাজকগণ ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন অপরাধ করিলে উইলিয়ম তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিচারালয়ে বিচার পাওয়ার অধিকার দান করেন। এই সকল বিচারালয়ে ধর্ম্মানুশাসন অনুযায়ী পুরোহিতমণ্ডলী বিচারকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

দ্বিতীয় উইলিয়ম বা উইলিয়ম রুফাস (১০৮৭—১১০০ খ্রীঃ)—বিজয়ী উইলিয়মের মৃত্যুর পর তাহার দ্বিতীয় পুত্র উইলিয়ম রুফাস ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতিশয় দুর্বিনীত, অত্যাচারী ও অর্থগৃধ্নু শাসক ছিলেন। তাহার অত্যাচারে দেশের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। **Ranulf Flambard** নামক জনৈক নর্ম্মান কর্ম্মচারীর সহায়তায় তিনি প্রজাগণের নিকট হইতে নির্ম্মমভাবে কর আদায় করিতেন। তিনি **অ্যানসেলেম্** (Anselm) নামক এক প্রবীণ যাজককে ক্যান্টারবেরীর প্রধান পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার অন্যায় কার্য্যাবলীর সমর্থন করিতে অস্বীকার করায় তাহাকে কিছুকালের মধ্যেই নির্ব্বাসিত করা হইল। ১১০০ খৃষ্টাব্দে শিকার করিতে যাইয়া রুফাস কোন অজ্ঞাত আততায়ী কর্তৃক নিহত হন।

রেনল্ফ ফ্লেমবার্ড-এর অত্যাচার

প্রথম হেন্‌রী (১১০০—১১৩৫ খ্রীঃ)

সিংহাসনারোহণ—রুফাসের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রথম হেন্‌রী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রবার্ট তখন ধর্ম্মযুদ্ধ (Crusade) উপলক্ষে বিদেশে ছিলেন। হেন্‌রী জানিতেন যে, রবার্ট দেশে ফিরিয়াই সিংহাসন দাবী করিবেন, সুতরাং বলবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে তিনি প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন।

জনহিতকর কার্য্য—প্রজাগণের সদিচ্ছা পাইবার জন্য হেন্‌রী সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। রাজা হইয়াই তিনি এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন যে, ইংলণ্ডের প্রাচীন আইন কানুন তিনি রক্ষা করিয়া চলিবেন, প্রজাগণের উপর অতিরিক্ত করভার স্থাপন করিবেন না, বিশপ ও অ্যাবটগণের নির্ব্বাচনে তিনি অযথা হস্তক্ষেপ করিবেন না, তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য আত্মসাৎ করিবেন না এবং অভিভাবকত্বের অধিকার কোন অবস্থাতেই অপব্যবহার করিবেন না। এই ঘোষণাপত্র 'স্বাধীনতার প্রথম সনন্দ' নামে পরিচিত। প্রথম হেন্‌রী নর্ম্মান ও অ্যাংলো-স্যাক্সনগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য যথাসম্ভব দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি তদানীন্তন

স্বাধীনতার প্রথম সনন্দ

স্কট-রাজ এড্‌গারের ভগ্নী এডিথ্‌-এর পাণিগ্রহণ করিয়া স্কটল্যাণ্ডের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন। তিনি প্রজাসাধারণকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত রুফাসের আমলের অত্যাচারী কর্ম্মচারী ও পার্শ্বচর Ranulf-কে কারারুদ্ধ করেন এবং জনসাধারণের আস্থাভাজন Anselm-কে নির্ব্বাসন হইতে আহ্বান করিয়া পুনরায় সসম্মানে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপ বহুবিধ জনহিতকর কার্য্য দ্বারা হেন্‌রী সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিলেন এবং ইংরেজগণও তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া উঠিল।

রবার্টের সহিত যুদ্ধ—হেন্‌রীর সিংহাসন প্রাপ্তির কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রবার্ট ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নর্ম্মাণ্ডীর শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ প্রজাগণের প্রতি হেন্‌রী যে সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে নর্ম্মান অনুচরগণ তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা হেন্‌রীর রাজত্বের প্রারম্ভে নানাপ্রকার গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং এক্ষণে রবার্টকে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করিল। হেন্‌রী প্রভূত অর্থ দ্বারা ভ্রাতাকে বশ করিলেন এবং ইংরেজগণের সহায়তায় নর্ম্মান ব্যারণগণকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া রাজ্যে শৃঙ্খলা বিধান করিতে সমর্থ হইলেন। অতঃপর তিনি নর্ম্মাণ্ডীতে ইংরেজ সৈন্য প্রেরণ করিয়া রবার্টকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া নর্ম্মাণ্ডী দখল করিলেন।

ইংলণ্ড ও নর্ম্মাণ্ডীতে প্রথম হেন্‌রীর অধিকার স্থাপন

শাসন ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার—প্রথম হেন্‌রী তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা রোজার অব সলস্‌বেরীর সহায়তায় বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন করেন। তিনি রাজকার্য্যে সহায়তা লাভ করিবার নিমিত্ত অ্যাংলো-স্যাক্সন আমলের উইটানের পরিবর্ত্তে প্রধান প্রধান জমিদারগণকে আহ্বান করিয়া Magnum Concilium নামে এক মহাসভা গঠন করেন। কিন্তু দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনার জন্য এই মহাসভা আহ্বান করা অসুবিধাজনক বিবেচনা করিয়া হেন্‌রী অতঃপর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের লইয়া দুইটি কমিটি বা সমিতি গঠন করেন। বিচার সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনার জন্য যে কমিটি গঠিত হইল তাহার নাম হইল **Curia Regis** বা **King's Court**। এই আদালত প্রধান প্রধান ভূস্বামীগণের মামলার বিচার করিত এবং দেশের অভ্যন্তরস্থ নানাস্থানে বিচারক প্রেরণ করিয়া তথায় সাময়িক আদালতের

Curia Regis-এর গঠন প্রণালী

সাহায্যে স্থানীয় মোকদ্দমার বিচার পরিচালনা করিত। রাজস্ব সংগ্রহের ভার যে সমিতির উপর ন্যস্ত হইয়াছিল তাহার নাম হইল **Court of Exchequer**। এই সকল ব্যবস্থার ফলে রাজকর্ম্মচারী ও ব্যারণগণের অত্যাচারের মাত্রা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইল এবং দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। শাসন কার্য্যে শৃঙ্খলা ও বিচার বিভাগে ন্যায়পরায়ণতার নীতি প্রবর্ত্তন করিয়া প্রথম হেন্‌রী Lion of Justice আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন

যাজক সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ—প্রথম হেন্‌রী অ্যান্‌সেলেম্‌কে ফিরাইয়া আনিয়া সসম্মানে পূর্ব্বপদে পুনর্নিয়োগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত রাজার সদ্ভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। Rufus-এর সময় হইতে যে প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল তদনুসারে রাজাই বিশপ প্রমুখ ধর্ম্মযাজক নিয়োগ করিয়া তাহাদের অভিষেক সংস্কার করিতেন এবং ঐ সকল ধর্ম্মযাজক যে ভূসম্পত্তি ভোগ করিতেন তৎপরিবর্ত্তে রাজাকে নজর (homage) দিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেন। অ্যানসেলেম্ নিজেও প্রথম বার এই পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা মানিয়া চলিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বার Archbishop পদে নিযুক্ত হইয়া পুনরায় রাজাকে নজর প্রদান করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে অসম্মত হইলেন এবং কোন বিশপই যাজকসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন এইরূপ ব্যক্তি দ্বারা অভিষিক্ত (Lay Investiture) হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবেন, ইহা তিনি স্বীকার করিলেন না। প্রথম হেন্‌রী অ্যান্‌সেলেম্-এর এই যুক্তি গ্রহণ করিতে চাহিলেন না; সুতরাং ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। অ্যানসেলেম্ দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে ১১০৭ খৃষ্টাব্দে রাজার সহিত তাহার একটি আপোষ-নামা স্বাক্ষরিত হইল। এই মীমাংসার ফলে স্থির হয় যে, যাজকগণ রাজার অনুমোদন ভিন্ন নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না এবং রাজার অধীন জমিসমূহের দখলকার হিসাবে তাহারা রাজার প্রতি আনুগত্য অনুমোদন করিয়া চলিবেন। হেন্‌রী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন চার্চ্চের সহিত তাহার আর বিবাদ হয় নাই। কিন্তু এই মীমাংসা স্থায়ী হয় নাই। দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্বকালে চার্চ্চের সহিত রাজশক্তির পুনরায় প্রচণ্ড সংঘর্ষ উপস্থিত হইল।

অ্যানসেলেম-এর সহিত প্রথম হেন্‌রীর বিরোধ

Lay-Investiture

আপোষ মীমাংসা

ষ্টিফেন্ (১১৩৫-১১৫৪ খ্রীঃ)—প্রথম হেন্‌রীর জীবদ্দশায় তাঁহার

একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি তাহার কন্যা ম্যাটিল্ডাকে তাহার উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করেন। কিন্তু হেন্‌রীর মৃত্যুর পর প্রজারা ম্যাটিল্ডাকে সমর্থন না করিয়া প্রথম উইলিয়মের দৌহিত্র ষ্টিফেনকে রাজা মনোনীত করে। ইনি অতিশয় দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষ ছিলেন। সিংহাসন প্রাপ্তির পর হইতেই ম্যাটিল্ডার সহিত তাহার সংগ্রাম আরম্ভ হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া উভয় পক্ষে লোকক্ষয়কারী সংগ্রাম চলিবার পর **ওয়ালিংফোর্ডের সন্ধি** (Treaty of Wallingford) দ্বারা উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয়। সন্ধিদ্বারা স্থির হয় যে, ষ্টিফেন জীবিতকাল পর্য্যন্ত রাজা থাকিবেন কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর ম্যাটিল্ডার পুত্র হেন্‌রী ইংলণ্ডের রাজা হইবেন। ষ্টিফেনের রাজত্বকালে দেশে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১১৫৪ খৃষ্টাব্দে ষ্টিফেনের মৃত্যু হয়।

ওয়ালিংফোর্ডের সন্ধির সর্তাবলী

Studies and Questions

1. Discuss the chief effects and results of the Norman Conquest of England. (C. U. 1924, 1928)

2. What were the results of the Norman Conquest. (C. U. 1947)

3. State the measures adopted by William I to establish a strong monarchy in England.

4. What is Feudalism? What kind of Feudalism did William the Conqueror introduce in England? (C. U. 1912, 1916, 1935, 1942, 1949)

5. How did William I set up a kind of Feudalism different from that which prevailed on the continent? (C. U. 1944)

6. Describe the condition of England on of the eve of the Norman conquest. Why did William of Normandy invade England? (C. U. 1943, 1956)

7. Write a critical appreciation of the statesmanship of Henry I as seen in his dealings with (a) the Barons, (b) the Church and (c) the People. (C. U. 1929)

চতুর্থ অধ্যায়

অ্যাঞ্জেভীন (Angevin) বা প্ল্যাণ্টাজেনেট (Plantagenet) শাসনকাল

দ্বিতীয় হেন্‌রী (১১৫৪-১১৮৯ খ্রীঃ)

সিংহাসনারোহণ ও বংশপরিচয়—ওয়ালিংফোর্ডের সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী ম্যাটিল্ডার পুত্র দ্বিতীয় হেন্‌রী একুশ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত বংশ **অ্যাঞ্জেভীন** বংশ নামে পরিচিত। ইহার অপর নাম প্ল্যাণ্টাজেনেট বংশ। হেন্‌রীর পিতা জেফ্রী ফ্রান্সের অন্তর্গত আঞ্জু (Anjou) প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং যেহেতু তিনি শিরস্ত্রাণে প্ল্যাণ্টা জেনিষ্টা নামক এক প্রকার হলদে ফুলবিশিষ্ট লতা ধারণ করিতেন এই কারণে হেন্‌রীর বংশ অ্যাঞ্জেভীন অথবা প্ল্যাণ্টাজেনেট বংশ নামে অভিহিত হইত।

উদ্দেশ্য ও নীতি—রাজকীয় শক্তি ও মর্য্যাদা সম্পর্কে দ্বিতীয় হেন্‌রী অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। ষ্টিফেনের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া তাঁহার রাজত্বকালে যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় উভয়েই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। হেন্‌রী রাজ্যের সর্ব্বত্র সুশাসন ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে বদ্ধ-পরিকর ছিলেন। ষ্টিফেনের রাজত্বকাল হইতে যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলিতেছিল তিনি তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা হ্রাস করিতে না পারিলে রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না, ইহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই কারণে তাহার রাজত্বের প্রথমভাগে তাহাকে এই দুই শ্রেণীর বিরুদ্ধে তীব্র সজ্ঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ—ষ্টিফেনের রাজত্বকালে অভিজাত সম্প্রদায় অতিশয় ক্ষমতাপ্রিয় ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। রাজার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া তাহারা গড় ও কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, নিজেদের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিল এবং নানাপ্রকারে রাজশক্তির প্রতি অপরিসীম অবহেলা প্রদর্শন করিয়া চলিত। হেন্‌রী সামন্তগণের এই স্বেচ্ছাচারিতা সবল হস্তে দমন করেন। তিনি তাহাদের প্রতিষ্ঠিত কেল্লা ভূমিসাৎ করেন এবং তাহাদের নিজ নামাঙ্কিত

ষ্টিফেনের আমলে অরাজকতার অবসান

মুদ্রা প্রচলনের অধিকার কাড়িয়া লন। এতদিন সামন্তগণ তাহাদের নিজেদের জমিদারীতে বিচারালয় স্থাপন করিয়া তাহাদের অধীনস্থ প্রজাগণকে শাসন করিত। হেন্‌রী এই সমুদয় বিচারালয়ের ক্ষমতা হ্রাস করেন। তিনি এই মর্ম্মে আদেশ জারি করেন যে, এখন হইতে রাজার বিচারালয়ে রাজার নিযুক্ত বিচারকগণ কর্তৃক জুরীর সাহায্যে প্রজাগণের বিচার হইবে। ষ্টিফেনের আমলে বিদেশ হইতে অনেক ভাড়াটিয়া সৈন্য আমদানী করা হইয়াছিল। হেন্‌রী তাহাদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। ষ্টিফেনের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া সামন্তগণ রাজার খাস দখলের অনেক জমি অন্যায়ভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। হেন্‌রী এই সকল জমি পুনরুদ্ধার করিয়া রাজস্বের আয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়াছিল।

ষ্টিফেনের রাজত্বের অরাজকতার মূলোচ্ছেদ করিয়াই দ্বিতীয় হেন্‌রী নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ভবিষ্যতে যাহাতে রাজশক্তির দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া সামন্তগণ স্বেচ্ছাচারী না হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সামন্তদলন নীতি

স্কুটেজ বা ঢাল-কর

প্রথমতঃ, সামরিক সাহায্যের জন্য যাহাতে রাজাকে সামন্তশ্রেণীর মুখা-পেক্ষী হইতে না হয়, তজ্জন্য ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় হেন্‌রী **স্কুটেজ** (Scutage) বা ঢাল-কর নামে একটি কর প্রবর্ত্তন করেন। ফিউডাল প্রথা অনুযায়ী প্রজাগণ রাজাকে যুদ্ধকালীন সাহায্য দান করিতে বাধ্য থাকিত। সামন্তগণকে যুদ্ধের সময় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিতে হইত। হেন্‌রী নিয়ম করিলেন যে, বিত্তশালী প্রজাগণ নির্দ্দিষ্ট স্কুটেজ দিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবেন। সামন্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা রাজা বেতনভুক্ সৈন্যদল গঠন করিলেন। ইহার ফলে ব্যারণগণের সামরিক শক্তি বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইল।

Assize of Arms

দ্বিতীয়তঃ, ১১৮১ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রী Assize of Arms নামক এক আইন জারী করেন। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিককেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে আদেশ দেওয়া হয় এবং তাহারা বিদেশী আক্রমণকারীকে বাধা দিতে অথবা সামন্তগণের বিদ্রোহ দমন করিতে রাজাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত

হয়। এই ভাবে অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের ফার্ড (Fyrd) বা জাতীয় সৈন্যদল পুনরায় সংগঠিত হয়। এখন হইতে সামন্তগণ বিদ্রোহী হইলে রাজা জাতীয় বাহিনীর সাহায্যে তাহাদিগকে দমন করিতে পারিতেন।

তৃতীয়তঃ, সামরিক শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় হেন্‌রী শাসন কার্য্যে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার উদ্দেশ্যে শেরিফদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং **Inquest of Sheriff** নামক এক ব্যবস্থা দ্বারা এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ জারি করিলেন যে, অতঃপর সামন্তশ্রেণীভুক্ত কাহাকেও শেরিফ নিযুক্ত করা হইবে না। রাজার কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিবেন এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতেই শেরিফ মনোনীত করা হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের উপর রাজার কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

Inquest of Sheriff

চতুর্থতঃ, দ্বিতীয় হেন্‌রী রাজকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে বিচার বিভাগেও গুরুত্বপূর্ণ বহু সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(ক) মাতামহ প্রথম হেন্‌রীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দ্বিতীয় হেন্‌রী ব্যাপকতর ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ বিচারকদল গঠন করেন। এই সকল বিচারক রাজ্যের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন এবং দায়িত্বশীল গ্রামবাসিদের সহায়তায় দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তিবিধান করিতেন। রাজকীয় বিচারালয় সমূহের সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করাতে জমিদারগণের বিচার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল এবং রাজকীয় বিচারশালা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল।

বিচার বিভাগীয় সংস্কার—ভ্রাম্যমাণ বিচারক নিয়োগ

(খ) ইংলণ্ডের রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় হেন্‌রীই সর্ব্বপ্রথম **জুরী প্রথার** প্রবর্ত্তন করেন। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন গ্রামবাসীদের উপর, অন্যায়কারীদের বিচারকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার দায়িত্ব, অর্পণ করেন। এই অভিযোগকারিগণকেই **Jurors** বলা হইত। তাহারা বর্ত্তমান কালের Juror-গণের ন্যায় বিচারকের কার্য্য করিতেন না। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে শপথ গ্রহণ করিলেই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইত। ফৌজদারী মোকদ্দমা ব্যতীত দেওয়ানী ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়েও তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করা হইত।

জুরী প্রথার প্রবর্ত্তন

(গ) এই সকল আইন ছাড়া হেন্‌রী আরও কয়েকটি নূতন আইন প্রবর্ত্তন

করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে Assize of Clarendon, Assize of Northumpton, Grand Assize of Woodstock বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য আইন

যাজক সম্প্রদায়ের সহিত সঙ্ঘর্ষ—দ্বিতীয় হেন্‌রী সামন্তদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি যাজকসম্প্রদায়ের উপরেও সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র ক্ষমতালিপ্সার জন্য যাজকদের অধিকার খর্ব্ব করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিচার ব্যবস্থায় যথাসম্ভব সততা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা। বিজয়ী উইলিয়মের শাসনকাল হইতেই যাজকগণ তাহাদের নিজস্ব বিচারালয়ে অপরাধীর শাস্তিবিধান করিবার অব্যাহত অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। কোন যাজকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিত হইলে যাজকদের নিজস্ব বিচারালয়ে তাহার বিচার হইত। এই প্রথার প্রধানতঃ দুইটি কুফল ছিল। প্রথমতঃ, একই অপরাধে অভিযুক্ত যাজক ও সাধারণ শ্রেণীর লোক স্বতন্ত্র বিচারশালায় নীত হইত এবং বিভিন্ন প্রকার শাস্তি লাভ করিত। রাজকীয় বিচারশালায় অপরাধের গুরুত্ব প্রমাণিত হইলে যথোপযুক্ত দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হইত। কিন্তু যাজকগণ স্ব-শ্রেণীর লোকের প্রতি স্বভাবতঃই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তাহাদের বিচারালয়ে অনেক সময় গুরু পাপে লঘুদণ্ড হইত। ইহাতে বিচার পদ্ধতির সমতা রক্ষিত হইত না। দ্বিতীয়তঃ, সকল শ্রেণীর লোকের উপর এবং সমগ্র রাজ্যে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে রাজার প্রাধান্য স্থাপন করিতে হইলে যাজকগণের বিচার ক্ষমতা হ্রাস করা অত্যাবশ্যক ছিল। হেন্‌রী স্বভাবতঃই ক্ষমতাপ্রিয় রাজা ছিলেন। তাহার পক্ষে যাজকগণের স্বাতন্ত্র মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। তিনি ধর্ম্মযাজকগণের বিচার ক্ষমতা হ্রাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

হেন্‌রীর নীতি ও উদ্দেশ্য

যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থা

এই সময়ে রাজার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করার এক সুযোগও উপস্থিত হইল। ১১৬২ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টারবেরীর আর্চ্চবিশপের পদ শূন্য হইলে হেন্‌রী তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু **টমাস বেকেটকে** (Thomas Becket) উক্তপদে নিযুক্ত করিলেন। বেকেট ইতিপূর্ব্বে Chancellor of the Exchequer-এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পদে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি রাজার প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।

ক্যান্টারবেরীর আর্চ্চ-বিশপ পদে বেকেট

হেন্‌রী ভাবিয়াছিলেন যে, বেকেটের সহায়তাক্রমে তিনি যাজকসম্প্রদায়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবেন। কিন্তু শীঘ্রই রাজার ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। প্রধান পুরোহিতের পদ লাভ করিয়াই বেকেট সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়া গেলেন। তিনি ধর্ম্মযাজকের কর্ত্তব্য সম্পর্কে বিশেষ অবহিত হইলেন এবং চার্চ্চের মর্য্যাদা ও যাজকসম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

ক্লারেণ্ডনের বিধানাবলী

১১৬৪ খৃষ্টাব্দে যাজকগণের বিচার বিষয়ক স্বাতন্ত্র্য হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে হেন্‌রী **Constitution of Clarendon** নামে এক বিধান জারি করেন। এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে, প্রথমে অপরাধি মাত্রকেই রাজকীয় বিচারালয়ে উপস্থিত করিতে হইবে। যদি অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয় যে, সে প্রকৃতই ধর্ম্মযাজক, তবে তাহাকে যাজকদের জন্য সংরক্ষিত আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে। বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে ধর্ম্মযাজকের পদ হইতে অপসারিত করিয়া পুনরায় রাজকীয় আদালতে আনয়ন করিয়া রাজ্যের প্রচলিত আইন অনুসারে দণ্ডদান করা হইবে।

বেকেটের সহিত হেন্‌রীর সঙ্ঘর্ষ

প্রথমে এই নূতন ব্যবস্থায় সম্মতিদান করিলেও বেকেট পরে তাহার সম্মতি প্রত্যাহার করেন। ইহাতে রাজার সহিত আর্চ্চবিশপের মনোমালিন্য ঘটে। রাজা বেকেটকে সমুচিত শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া বেকেট ছদ্মবেশে স্বদেশ হইতে পলায়ন করেন। ছয় বৎসর তিনি ইউরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অতিবাহিত করেন। অতঃপর রাজার সহিত তাহার আপোষ হইলে তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বপদে বহাল হইলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব বেশী দিন স্থায়ী হইল না। বেকেটের অনুপস্থিতিতে হেন্‌রী ইয়র্কের আর্চ্চবিশপ দ্বারা তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করান। কিন্তু একমাত্র ক্যাণ্টারবেরীর প্রধান পুরোহিতই এই অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিবার অধিকারী, এই অজুহাতে বেকেট ইয়র্কের আর্চ্চবিশপ ও তাহার সাহায্যকারী পুরোহিতগণকে সমাজচ্যুত (Excommunicate) করিলেন। ফলে হেন্‌রী ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। উদ্ধত পুরোহিতের প্রতি রাজার ক্রোধাতিশয্য দেখিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত চারিজন দেহরক্ষী সৈনিক তৎক্ষণাৎ ক্যাণ্টারবেরীতে যাইয়া উপাসনারত বেকেটকে ধর্ম্মমন্দিরের মধ্যে নৃশংসভাবে

হত্যা করে। এই নিদারুণ দুর্ঘটনায় জনসাধারণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়ে। বেকেট ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছেন এই ধারণায় জনসাধারণের মধ্যে

বেকেটের হত্যার ফল

রাজার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ বেকেটের সমাধিক্ষেত্র খৃষ্টানগণের নিকট পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া হেন্‌রী বেকেটের সমাধিক্ষেত্রে যাইয়া তাহার পরলোকগত আত্মার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিলেন।

হেন্‌রীর অসাফল্য

অতঃপর ক্ল্যারেণ্ডনের প্রস্তাবিত বিধি প্রত্যাহার করিয়া তিনি যাজকগণের স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে বাধ্য হইলেন।

অভিজাতশ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া হেন্‌রী কেন্দ্রীভূত রাজকীয় শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু যাজকসম্প্রদায়ের অধিকার হ্রাস করিয়া তিনি যে শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ মনে মনে পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসতি হইল।

৩৫ বৎসর রাজত্ব করিবার পর দ্বিতীয় হেন্‌রী শেষ জীবনে পারিবারিক অশান্তিতে কাটাইয়া ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

প্রথম রিচার্ড (১১৮৯—১১৯৯ খ্রীঃ)

চরিত্র—দ্বিতীয় হেন্‌রীর জীবদ্দশায় তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। এই কারণে, তিনি পরলোকগমন করিলে, তাহার দ্বিতীয় পুত্র রিচার্ড পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইলেন। ফরাসী দেশে তাহার জন্ম হইয়াছিল এবং শৈশব ও কৈশোরের অধিকাংশ সময়ই তিনি তথায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রতি তাহার কোনও আন্তরিক অনুরাগ ছিল না। প্রাচ্যদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের খ্যাতি অর্জ্জন করাই তাহার জীবনের

রিচার্ডের চরিত্র—তাহার জনপ্রিয়তা

একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাহার দশ বৎসর ব্যাপী রাজত্বের মধ্যে তিনি মাত্র দুইবার ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। অবশিষ্ট সময় তিনি Crusade বা ধর্ম্মযুদ্ধ উপলক্ষে প্যালেষ্টাইনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ ব্যতীত তাহার অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি যে দুইবার ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ দশ মাসের বেশী সময় তিনি তথায় বাস করেন নাই। জন্ম, রুচি, শিক্ষাদীক্ষায় ইংরেজ ভাবাপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও প্রথম রিচার্ড অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সমসাময়িক যুগে

রচিত গ্রন্থাদিতে তাহার শৌর্য্যবীর্য্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হইয়াছে। ইংরেজ জাতি তাহাকে বিদেশীয় মনে করিয়া অনাত্মীয় ভাবিতে পারে নাই। তাঁহার গৌরবে তাহারা নিজেদের গৌরবান্বিতই মনে করিত। অস্বাভাবিক হইলেও রিচার্ডের প্রতি ইংরেজ জাতির এই অকৃত্রিম অনুরাগ অযৌক্তিক নহে। তাহার চরিত্রের গুণাবলীর জন্যই তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি ল্যাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কাব্য সাহিত্যে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। অসাধারণ বীররূপেও তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অসামান্য সাহসিকতার জন্য তিনি **'পুরুষ সিংহ রিচার্ড'** বা **Richard Coeur de Lion** নামে পরিচিত ছিলেন। একদিকে সমরস্পৃহা, অন্যদিকে উদারতা তাহার চরিত্রকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল। রাজ্যশাসন করিবার ক্ষমতাও তাহার যথেষ্ট ছিল; কিন্তু রাজ্যশাসন অপেক্ষা যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া গৌরব অর্জ্জন করাই তিনি অধিকতর গৌরবজনক মনে করিতেন। রাজত্বের অধিকাংশ সময় তিনি ইংলণ্ডের বাহিরে অতিবাহিত করিলেও তাহার অনুপস্থিতিকালে দ্বিতীয় হেন্‌রীর সুব্যবস্থার ফলে রাজ্যে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার মন্ত্রিগণ শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ইহাদের মধ্যে হুবার্ট ওয়ালটার-এর (Hubert Walter) নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য।

রিচার্ড ও ক্রুশেড বা ধর্ম্মযুদ্ধ—খৃষ্টীয় একাদশ শতকে যীশুখৃষ্টের জন্মভূমি জেরুজেলেম নগরী তুরস্কের সুলতানের হস্তগত হয়। খৃষ্টানগণের নিকট

ধর্ম্মযুদ্ধের কারণ

জেরুজেলেম স্বভাবতঃই অতি পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। মধ্যযুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে খৃষ্টভক্ত বহু নর-নারী জেরুজেলেমে তীর্থ করিতে যাইত। কিন্তু মুসলমান বিজয়ের পর হইতে খৃষ্টান তীর্থযাত্রীগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিতে থাকে। তাহারই প্রতিবাদ কল্পে ইউরোপের খৃষ্টানগণ বিধর্ম্মী মুসলমানদের অধিকার হইতে খৃষ্টের পুণ্য জন্মভূমি পুনরুদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হয়। খৃষ্টীয় একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতক—প্রায় দুই শতাব্দীকাল খৃষ্টানদের সহিত মুসলমানদের তুমুল সংগ্রাম চলিতে থাকে। এই সংগ্রামই Crusade বা ধর্ম্মযুদ্ধ নামে পরিচিত।

দ্বাদশ শতকের শেষভাগে সিরিয়ার রাজা **স্যালাদিন** (Saladin) জেরুজেলেম অধিকার করিয়া তথা হইতে খৃষ্টানদিগকে বিতাড়িত করেন। তখন খৃষ্টান রাজগণ জেরুজেলেম পুনরধিকার করিবার জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত হন।

এই ধর্ম্মযুদ্ধই **তৃতীয় ক্রুশেড** নামে পরিচিত। প্রথম রিচার্ড সসৈন্যে এই

তৃতীয় ধর্ম্মযুদ্ধ

ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করেন। ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডের কোন রাজা ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করেন নাই। রিচার্ড পাঁচ বৎসর কাল প্যালেষ্টাইনে থাকিয়া মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করেন। কিন্তু

স্যালাদিন বনাম রিচার্ড

ইংরেজ ও ফরাসীদের পরস্পর কলহের ফলে এবং দৈব-দুর্ব্বিপাক হেতু রিচার্ড কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত জেরুজেলেম দখল করিতে পারেন নাই। অবশেষে ১১৯২ খৃষ্টাব্দে স্যালাদিনের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তিনি স্বদেশ অভিমুখে অগ্রসর হন।

কারাগারে রিচার্ড

কিন্তু পথিমধ্যে ভিয়েনার নিকট তাহার অন্যতম শত্রু অষ্ট্রীয়ার ডিউক লিওপোল্ড (Leopold, Duke of Austria) তাহাকে বন্দী করিয়া জার্ম্মাণ সম্রাট ষষ্ঠ হেন্‌রীর হস্তে সমর্পণ করেন। অবশেষে মুক্তিপণ স্বরূপ প্রভূত অর্থের বিনিময়ে

রিচার্ডের মৃত্যু

রিচার্ড মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর তিনি ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের এক দুর্গ অবরোধকালে শরবিদ্ধ হইয়া রিচার্ড মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জন (১১৯৯—১২১৬ খ্রীঃ)

চরিত্র—অপুত্রক অবস্থায় প্রথম রিচার্ডের মৃত্যু হইলে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জন ইংলণ্ডে রাজা হইলেন। জনের ন্যায় ধূর্ত্ত, কপট, লোভী, নিষ্ঠুর ও উদ্ধত চরিত্রের রাজা ইংলণ্ডের সিংহাসনে আর আরোহণ করেন নাই। রাজ্যশাসন করিবার কোন যোগ্যতাই তাহার ছিল না। তাহার স্বেচ্ছাচারিতায় সকল শ্রেণীর লোকই তাহার প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার রাজত্বকালে ফরাসীরাজ, পোপ এবং ইংলণ্ডের সামন্তশ্রেণীর সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হয়।

ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ—ফ্রান্সের অন্তর্গত নর্ম্মাণ্ডী, আঞ্জু প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশ ইংলণ্ডের শাসনাধীনে ছিল। ফরাসীদেশের রাজা ঐ সকল প্রদেশ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। ফিউডালপ্রথা অনুযায়ী ইংলণ্ডের রাজা ফরাসীদেশের জমিদারীর জন্য ফরাসীদেশের রাজার আজ্ঞাবহ সামন্তরূপে পরিগণিত হইতেন। নানাবিধ কুকার্য্য করায় এবং অন্যায়পূর্ব্বক

রাজ্যনাশা জন

ভ্রাতুষ্পুত্র আর্থারকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করায় ফরাসীরাজ, জনকে তাহার দরবারে তলব করিয়া পাঠান। জন এই আদেশ অমান্য করায় ফরাসীরাজ, জনের অধিকৃত প্রদেশসমূহ বাজেয়াপ্ত

করিয়া লন। ইহাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জন পরাজিত হন ও ফরাসীদেশের যাবতীয় ভূসম্পত্তি তাহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়। ইহাতে তিনি Lackland বা রাজ্যনাশা আখ্যা প্রাপ্ত হন।

পোপের সহিত বিরোধ—১২০৫ খৃষ্টাব্দে পোপের সহিত জনের বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময়ে ক্যান্টারবেরীর প্রধান পুরোহিতের মৃত্যু হয়। তাহার শূন্য স্থান পূরণ করিবার জন্য প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যাজকগণ Reginald নামক একজন ধার্ম্মিক সন্ন্যাসীকে উক্ত পদে মনোনীত করেন। রাজার সহিত পরামর্শ না করিয়া ঐ ব্যক্তিকে আর্চ্চবিশপ মনোনীত করায়, জন ঐ নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া জন ডি গ্রে (John De Gray) নামক তাহার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর উভয় ব্যক্তিই রোমে উপস্থিত হইয়া পোপের অনুমোদন প্রার্থনা করিলে পোপ **তৃতীয় ইনোসেন্ট** (Innocent III) উভয়ের নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া **ষ্টীফেন ল্যাংটন** (Stephen Langton) নামক এক সুযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কিন্তু জন পোপের আদেশের বিরোধিতা করিয়া ল্যাংটনকে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে দিলেন না। ফলে তৃতীয় ইনোসেন্ট ও জন-এর মধ্যে তীব্র সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। পোপ Interdict জারি করিয়া সমগ্র দেশে ধর্ম্ম সম্পর্কিত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু জন তাহাতেও বিচলিত না হওয়াতে পোপ তাহাকে Ex-communicate বা সমাজচ্যুত করিলেন এবং ফরাসীরাজ ফিলিপ অগাষ্টাসকে (Philip Augustus) ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। অবশেষে জন ভীত হইয়া পোপের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। তিনি ল্যাংটনকেই প্রকৃত আর্চ্চবিশপ বলিয়া মানিয়া লইলেন। এমন কি তিনি পোপকে বাৎসরিক কর দিতেও স্বীকৃত হইলেন। এই অবস্থার ফলে ইংলণ্ডের রাজা পোপের অধীন সামন্তরূপে পরিগণিত হইলেন।

জন বনাম তৃতীয় ইনোসেন্ট

জন কর্ত্তৃক পোপের আনুগত্য স্বীকার

ব্যারণগণের সহিত কলহ—মহাসনন্দ লাভ

জনের অত্যাচারে ও কুশাসনে দেশের সকল শ্রেণীর লোকই তাহার প্রতি অতিশয় উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জন্ তাহাদের নিকট হইতে অন্যায় ভাবে কর আদায় করিতেন এবং নানাভাবে তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিতেন। তাহার অক্ষমতার জন্য ফ্রান্সে ইংলণ্ডের আধিপত্য বিনষ্ট হইয়াছিল এবং

পোপের অধীন সামন্তরূপে পরিগণিত হওয়ায় জনের প্রতি জনসাধারণের বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা ছিল না।

কি উপায়ে রাজার অত্যাচারের প্রতিকার করা যায়, সে সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য ষ্টিফেন ল্যাংটনের নেতৃত্বে ব্যারণগণ এক বৃহৎ সভায় মিলিত হইলেন। এই সভায় প্রজার অধিকারসমূহ নির্দ্দেশ করিয়া একটি সনন্দ প্রস্তুত করা হয়। ১২১৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে টেমস্ নদীর তীরে Runnymede নামক স্থানে সশস্ত্র ব্যারণগণ রাজাকে এই সনন্দে সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য করেন। এই সনন্দ **ম্যাগ্না কার্টা** (Magna Carta) বা **মহাসনন্দ** নামে পরিচিত।

জনের নিকট হইতে মহাসনন্দ লাভ

মহাসনন্দের সর্ত্তসমূহ—মহাসনন্দে সর্ব্বসমেত ৬৩টি সর্ত্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি সর্ত্ত যাজকসম্প্রদায় ও চার্চ্চের অধিকার রক্ষাকল্পে রচিত হইয়াছিল। অপর কয়েকটি সর্ত্ত দ্বারা ধনী ভূম্যধিকারী ও নাগরিক শ্রেণীর অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। অধিকাংশ সর্ত্তের উদ্দেশ্যই ছিল অভিজাত শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থের অধিকার ও মর্য্যাদা রক্ষা এবং সম্ভব হইলে বৃদ্ধি করা। প্রথম সর্ত্ত অনুসারে স্থির হয় যে, রাজা চার্চ্চের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং যাজকগণের প্রাচীন অধিকার সমূহ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া চলিবেন। এই সর্ত্ত দ্বারা ভবিষ্যতে রাজার প্রভাব মুক্ত হইয়া বিশপগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অপর একটি সর্ত্ত দ্বারা রাজার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয় যে, তিনি লণ্ডন প্রভৃতি কয়েকটি সহরের নাগরিকগণের ন্যায্য অধিকার সমূহ রক্ষা করিয়া চলিবেন। রাজা এই মর্ম্মেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, তিনি বণিক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কর আদায়ের চেষ্টা করিবেন না। অপর কয়েকটি সর্ত্ত দ্বারা রাজা অঙ্গীকার করিলেন যে, অধীনস্থ সামন্তশ্রেণীর নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি প্রাপ্য ব্যতীত অপর কিছুই তিনি দাবী করিতে পারিবেন না। Relief, Wardship এবং Scutage এই তিনটি প্রাপ্য রাজা দাবী করিতে পারিবেন, কিন্তু ইহাদের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

উপরি-লিখিত বিধান ভিন্ন মহাসনন্দের অপর কয়েকটি সর্ত্ত ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। এই সকল সর্ত্তের মধ্যে ১২, ১৪, ৩৯, ৪০ সংখ্যক ধারা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১২ সংখ্যক সর্ত্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে, Relief, Wardship

১২ সংখ্যক সর্ত্ত

ও Scutage ভিন্ন অপর কোন প্রাপ্য আদায় করিতে হইলে রাজাকে প্রতিনিধিমূলক সভা আহ্বান করিয়া ইহার সম্মতি (consent of the common council of the realm) গ্রহণ করিতে হইবে। ১৪ সংখ্যক ধারায় কি ভাবে এই সভা আহ্বান করিতে হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ধারায় উল্লিখিত আছে যে, রাজা প্রধান ভূম্যধিকারিগণকে প্রত্যক্ষভাবে এবং মধ্য ও ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণকে শেরিফের মারফত আমন্ত্রণলিপি পাঠাইবেন। তাহারা সকলে মিলিতভাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন তাহাই গ্রহণ করিতে রাজা বাধ্য থাকিবেন।

১৪ সংখ্যক সর্ত

৩৯ সংখ্যক সর্ত

৩৯ নং সর্ত্তে ঘোষণা করা হইল, অতঃপর কোন স্বাধীন প্রজাকে (Freeman) রাজ্যে প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার ব্যতীত কারারুদ্ধ বা দণ্ডিত করা হইবে না। জুরীর সাহায্যে বিচার ভিন্ন কাহারও শাস্তি বা কারাদণ্ড হইতে পারিবে না এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির সমপর্য্যায়ের লোকের মধ্য হইতে জুরী নির্ব্বাচন করিতে হইবে। "No free man shall be taken or imprisoned or dispossessed, or outlawed, or exiled or in any way destroyed; nor will we go upon him, nor will we sent upon him, unless by the lawful judgment of the peers or by the law of the land.")। ৪০ সংখ্যক সর্ত্তে বলা হইয়াছে যে, কোন প্রজাকেই ন্যায়সঙ্গত বিচার লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না ("To none will we sell, to none will we deny or delay, right or justice"). ৬৩ নং সর্ত্ত অনুসারে সাব্যস্ত হইল যে, রাজা মহাসনন্দের সর্ত্তসমূহ পালন না করিলে ২৫ জন অভিজাত শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি লইয়া গঠিত একটি সমিতি রাজাকে বাধা দান করিবে এবং প্রয়োজন হইলে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। রাজার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রজার বিদ্রোহ করিবার অধিকার আইন দ্বারা স্বীকৃত হইল।

৪০ সংখ্যক সর্ত্ত

মহাসনন্দের ঐতিহাসিক গুরুত্ব—মহাসনন্দের সর্ত্তসমূহের প্রকৃতি ও তাৎপর্য্য লইয়া পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই মহাসনন্দের ভিতরেই নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বীজ নিহিত আছে। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই সনন্দ দ্বারা কেবলমাত্র ধনিক সামন্ত ও যাজকশ্রেণীর স্বার্থ-ই রক্ষিত হইয়াছিল; সাধারণ প্রজাদের স্বার্থরক্ষার কোন চেষ্টাই ইহাতে

করা হয় নাই। অপক্ষপাত দৃষ্টিতে বিচার করিতে গেলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রজার সংগ্রাম জয়যুক্ত করিতে এই মহাসনন্দ প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে যখনই পার্লামেণ্টে রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে তখনই প্রজাসাধারণের দাবীর স্বপক্ষে এই মহাসনন্দের কোন না কোন ধারার উল্লেখ করা হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন ষ্টুয়ার্ট রাজগণের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্ট সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তখন এই মহাসনন্দের নজির বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম জেমসের আমলের বিচারক Coke ইহার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে এই মহাসনন্দের নীতি ভিত্তি করিয়াই 'Petition of Rights'-এর সর্ত্তাবলী রচনা করা হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা William Pitt এই মহাসনন্দকে 'Bible of the English Constitution' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উনবিংশ শতকের Hallam, Bishop Stubbs প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই মহাসনন্দকে ইংলণ্ডের নিয়মানুবর্ত্তী শাসনতন্ত্রের প্রথম সোপান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা এইরূপ সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র, জুরীর বিচার, ন্যায়ানুমোদিত আইনের শাসন প্রভৃতির অঙ্কুর এই মহাসনন্দের সর্ত্তাবলীর মধ্যেই উপ্ত রহিয়াছে।

মহাসনন্দের তাৎপর্য্য লইয়া ঐতিহাসিকগণের মতবিরোধ

ষ্টাবস-এর অভিমত

আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকগণ উপরি-উদ্ধৃত মতবাদের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না। Pollard, Mckechnie, Dutaillis প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, মহাসনন্দের শাসনতান্ত্রিক গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ব্বেকার ঐতিহাসিকগণ অতিশয়োক্তি করিয়াছেন। ম্যাগ্না কার্টার সর্ত্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার অভিপ্রায়েই ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহার ফলে রাজার ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল মাত্র। সাধারণ শ্রেণীর প্রজার স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থাই ইহাতে অবলম্বিত হয় নাই। অবশ্য এই মহাসনন্দে ভিলেন বা সার্ফগণের (Serf) ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ সর্ত্তই প্রধানতঃ স্বাধীন প্রজার (freeman) প্রতি প্রযোজ্য ছিল। ৩৯ নং ধারায় জুরী প্রথার অবতারণা করা

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের অভিমত

হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা দ্বারা রাজকীয় বিচারালয়ের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়া সামন্ত প্রভুদের বিচার ক্ষমতাই বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। এই মহাসনন্দ দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর কোনই উপকার সাধিত হয় নাই; মুষ্টিমেয় ধনিক ও অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার অভিপ্রায় লইয়াই ইহা রচিত হইয়াছিল। এই হিসাবে ইহাকে প্রগতিশীল না বলিয়া প্রতিক্রিয়াশীল বলাই অধিকতর সঙ্গত। এই কারণেই আধুনিক যুগের জনৈক ঐতিহাসিক ইহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে, "In the main the Great Charter was a bond between a feudal king and feudal barons, it runs on feudal lines."

তথাপি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে Magna Carta সম্পূর্ণরূপে শ্রেণীসার্থ সংরক্ষক ছিল, ইহা মনে করা যায় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহার রচনাকালে ইহা শ্রেণী স্বার্থের প্রাধান্যই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে জনসাধারণের মধ্যে উত্তরোত্তর রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে পার্লামেন্টের নেতৃস্থানীয় সদস্যগণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইহার ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যার পশ্চাতে বাস্তবতা অপেক্ষা আদর্শবাদের অনুপ্রেরণাই অধিক ছিল। কিন্তু এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীই রাজার বিরুদ্ধে প্রজার সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। রাজতন্ত্র আইন নিরপেক্ষ নহে এবং রাজশক্তি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এই মূলনীতির বীজ মহাসনন্দের ভিতরেই নিহিত ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই মহাসনন্দ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

মহাসনন্দের তাৎপর্য্য

শেষজীবন ও মৃত্যু—জন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া এই মহাসনন্দে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহার সর্তগুলি মানিয়া চলিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তাহার ছিল না। কিছুকাল মধ্যেই তিনি পোপের নিকট হইতে এই সনন্দ মানিয়া চলিবার আবশ্যকতা নাই, এই মর্ম্মে এক আদেশ আনয়ন করেন। বিদেশ হইতে বেতনভুক্ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি ব্যারণদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সামন্তশ্রেণী এই সনন্দ রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাহারা ফরাসী যুবরাজ Louis-কে ইংলণ্ডের রাজপদ গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। এইরূপে যখন ইংলণ্ডের বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের

জনের মৃত্যুতে গৃহ যুদ্ধের সম্ভাবনা লোপ

সূচনা দেখা দিল, তখন ইংরেজগণের সৌভাগ্যক্রমে জন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (১২১৬ খৃঃ)।

তৃতীয় হেন্‌রী (১২১৬—১২৭২ খ্রীঃ)

রাজ্যলাভ—জন্-এর মৃত্যুর পর পেম্ব্রোকের প্রবীণ ও বিচক্ষণ আর্ল উইলিয়ম মার্শাল ও অন্যান্য প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহায়তায়, তাঁহার নবম বর্ষীয় নাবালক পুত্র তৃতীয় হেন্‌রী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তৃতীয় হেন্‌রী নাবালক থাকাকালীন শাসন ব্যবস্থা

রাজা নাবালক ছিলেন বলিয়া প্রথমে পেম্ব্রোকের আর্ল ও পরে হিউবার্ট ডি বার্গ রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। ইহারা উভয়েই বিচক্ষণ রাজপুরুষ ছিলেন। ক্ষমতা লাভ করিয়াই তাহারা প্রচার করিলেন যে, মহাসনন্দের নীতি ও কার্য্যক্রম অনুযায়ী তাহারা শাসনকার্য্য চালনা করিবেন। এই ঘোষণার ফলে রাজা ও রাজপ্রতিনিধি উভয়ের জনপ্রিয়তাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং ফরাসী যুবরাজ লুই ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভের আশা সুদূরপরাহত মনে করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ব্যক্তিগত শাসন:—১২৩২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় হেন্‌রী কতিপয় কুপরামর্শদাতার চক্রান্তে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হুবার্ট ডি বার্গকে পদচ্যুত করিয়া শাসনক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তিনি ফরাসীদেশের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাণীর প্ররোচনায় হেন্‌রী রাণীর স্বদেশবাসী ও আত্মীয় দলভুক্ত বহু অযোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগ করেন। Peter de Roches নামক জনৈক স্বার্থান্বেষী ফরাসী দেশীয় ব্যক্তি তাহার প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইলেন। Peter শাসনকার্য্যে কোনপ্রকার যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই। অধিকন্তু তিনি বিদেশীয় ছিলেন এবং বহু বিদেশীয় ব্যক্তিকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কারণে জনসাধারণ তাহার প্রতি অতিশয় বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে তৃতীয় হেন্‌রী পিটারকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ইহাতেও ইংলণ্ডে বৈদেশিক প্রভাব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। কারণ, রাণীর বহু আত্মীয়স্বজন তখনও রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সকল বৈদেশিক অমাত্যদের প্ররোচনায় রাজা হেন্‌রী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল। তথাপি হেন্‌রী পর বৎসর পোপকে

বৈদেশিক প্রভাব

রাজার সহিত প্রজার বিরোধের কারণ

সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইটালিতে জার্ম্মাণ সম্রাটের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের কোন স্বার্থই ছিল না। অধিকন্তু এই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রজাসাধারণকে অতিরিক্ত কর দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। ইহার ফলে অভিজাত শ্রেণীর সহিত রাজার সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

সাইমন ডি মণ্টফোর্ট

প্রথম জীবন:—তৃতীয় হেন্‌রীর কুশাসনের বিরুদ্ধে যখন ইংলণ্ডে প্রবল জনমত গঠিত হইতেছিল তখন সাইমন ডি মণ্টফোর্ট (Simon de Montfort) নামক ফরাসীদেশীয় জনৈক বীরপুরুষ রাজার বিপক্ষে অভিজাত শ্রেণীর বিরোধিতার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে ফরাসী ছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডে তাহার বিস্তৃত জমিদারী ছিল। তিনি রাজা তৃতীয় হেন্‌রীর ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সূত্রে রাজপরিবারের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কয়েক বৎসর তিনি হেন্‌রীর প্রতিনিধি-রূপে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত গ্যাস্কনী (Gascony) প্রদেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শাসন ব্যাপারে তৃতীয় হেন্‌রীর সহিত তাহার মতবিরোধ হওয়াতে তিনি ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আগমন করেন। এই সময়ে অভিজাত শ্রেণীর সহিত তৃতীয় হেন্‌রীর সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্যরূপে দেখা দিয়াছিল। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে সাইমন হেন্‌রীর প্রতি যে বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিতেন তাহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তিনি রাজার বিরোধী অভিজাত শ্রেণীর দলে যোগদান করিলেন এবং স্বীয় দক্ষতা ও সংগঠন প্রতিভাগুণে অল্পকাল মধ্যেই তিনি অভিজাত শ্রেণীর দলপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

গ্যাস্কনীর শাসনকর্ত্তা

তৃতীয় হেন্‌রীর সহিত ব্যক্তিগত বিরোধিতা

অক্সফোর্ডের বিধানাবলী—তৃতীয় হেন্‌রীর বিরুদ্ধে অভিজাত শ্রেণীর প্রধানতঃ দুইটি অভিযোগ ছিল। প্রথমতঃ, রাজা উপযুক্ত ইংরেজ প্রার্থিগণের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া রাণীর বৈদেশিক আত্মীয় স্বজনকে নানাবিধ দায়িত্বশীল উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের কোন স্বার্থ না থাকা সত্বেও তিনি ফ্রান্স ও সিসিলিতে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এই অর্থ পূরণ করিবার নিমিত্ত তিনি জনসাধারণের, বিশেষতঃ ব্যারণ অভিজাত শ্রেণীর উপর অতিরিক্ত করভার চাপাইয়াছিলেন।

অভিজাত শ্রেণী এই অবস্থার আশু প্রতিকারের আশায় সাইমন ডি মণ্টফোর্ট-এর নেতৃত্বে সশস্ত্র অবস্থায় অক্সফোর্ড নগরে এক মহাসভায় মিলিত হয়। এই **মহাসভা Mad Parliament** বা উন্মাদ মহাসভা নামে পরিচিত। রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে এই মহাসভা এক নূতন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। এই পরিকল্পনা ইতিহাসে **Provisions of Oxford** নামে পরিচিত। এই মহাসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে, (ক) বিদেশীয় অমাত্যবর্গকে অবিলম্বে পদত্যাগ করিতে বলা হইবে; (খ) ১৫ জন সদস্য লইয়া একটি স্থায়ী সমিতি শাসন কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবে; (গ) রাজা এই সমিতির পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে রাজ্যের সমস্ত কার্য্য চালাইবেন এবং (ঘ) প্রয়োজন হইলে ১২ জন সভ্য লইয়া একটি অস্থায়ী সমিতি গঠন করা হইবে; এই সমিতি আবশ্যকমত প্রথমোক্ত সমিতির সভ্যগণকে উপদেশ ও পরামর্শ দান করিবে। সাইমন-এর নেতৃত্বে অভিজাত শ্রেণী এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল যে, তৃতীয় হেন্‌রী অনন্যোপায় হইয়া অক্সফোর্ডের সর্ত্তাবলীতে সম্মতি দান করেন। ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজশক্তি (Constitutional Monarchy) স্থাপনের ইতিহাসে অক্সফোর্ডের বিধানগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। এই ব্যবস্থা দ্বারা অন্ততঃ সাময়িক ভাবে রাজশক্তির সর্ব্বময় প্রাধান্যের সঙ্কোচ সাধন করা হয় এবং অভিজাত শ্রেণীর অবিসংবাদী নেতারূপে সাইমন ডি মণ্টফোর্ট শাসনকার্য্য পরিচালনার অধিকার লাভ করেন।

উন্মাদ মহাসভা, অক্স-ফোর্ডের বিধানাবলী

শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব

তৃতীয় হেন্‌রীর সহিত সাইমন ডি মণ্টফোর্টের প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষ:—

অনন্যোপায় হইয়াই তৃতীয় হেন্‌রী অক্সফোর্ডের বিধানাবলী মানিয়া চলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোন অভিপ্রায়ই তাহার ছিল না। তিনি পোপের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক অনুজ্ঞা পত্র আনয়ন করেন যাহাতে তাহাকে এই বিধানাবলী মানিয়া চলিতে না হয়। ইতিমধ্যে সাইমন ডি মণ্টফোর্টের নেতৃত্বে ব্যারণশ্রেণীর মধ্যে যে ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতেও ভাঙ্গন দেখা দেয়। জনসাধারণের মধ্যে অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসন অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেও সকলেই একবাক্যে সাইমনকে তাহাদের অবিসংবাদী নেতারূপে মানিতে চাহিল না। তাহাদের মধ্যে দলাদলি দেখা দিল। এই অবস্থার সুযোগ

লইয়া তৃতীয় হেন্‌রী অক্সফোর্ডের বিধানাবলী নাকচ করিতে উদ্যত হইলেন।

তৃতীয় হেন্‌রী বনাম সাইমন ডি মণ্টফোর্ট

সাইমন ও তাহার সমর্থকগণ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ফরাসীদেশের রাজা নবম লুই-র উপর এই বিরোধ মীমাংসার ভার অর্পণ করা হয়। লুই উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া অবশেষে তৃতীয় হেন্‌রীর স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। সাইমন এই অভিমত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ফলে রাজার সহিত তাহার সমর্থক দলের প্রকাশ্য সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ১২৬৪ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে লুই-এর রণক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তৃতীয় হেন্‌রী সাইমনের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। এই অবস্থায় রাজ্যশাসনের সকল দায়িত্ব সাইমন ডি মণ্টফোর্টের হস্তগত হইল। প্রকৃতপক্ষে সাইমনই রাজ্য মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন।

তৃতীয় হেন্‌রীর পরাজয়; সাইমনের কর্তৃত্ব লাভ

১২৬৫ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট—রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের সর্ব্ববিধ অধিকার লাভ করিয়া সাইমন ডি মণ্টফোর্ট এক নূতন শাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা **লুই-এর বিধান** (Mise of Lewis) নামে পরিচিত। এই বিধান অনুযায়ী সাইমনের নেতৃত্বে নয় জন সভ্য লইয়া গঠিত একটি সমিতির উপর রাষ্ট্রশাসনের সর্ব্ববিধ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই সমিতির সভ্যগণ সকলেই সাইমন কর্তৃক মনোনীত হওয়ায় কার্য্যতঃ তিনিই রাষ্ট্রের একমাত্র নিয়ামকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু সাইমন নিরঙ্কুশভাবে অধিককাল এই নবলব্ধ ক্ষমতা চালনা করিতে পারেন নাই। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই তাহার ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাহারা গোপনে রাজার সমর্থক দলের সহিত যোগদান করিয়া সাইমনের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই অবস্থায় জনমতের সমর্থন লাভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার অভিপ্রায়ে ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে সাইমন একটি পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন। এই পার্লামেণ্টের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য সাইমনের পক্ষ সমর্থনকারী অভিজাত শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ভিন্ন প্রত্যেক শায়ার হইতে চারিজন নাইট (Knight) এবং কয়েকটি শহর হইতে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি আহ্বান করা হইয়াছিল।

লুই-এর বিধান

সাইমনের শক্তিহানি

ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ১২৬৫ খৃষ্টাব্দের এই পার্লামেণ্ট একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সাইমনই

ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন নাই, ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল পার্লামেণ্টের কোন একটিতেও শহরের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করা হয় নাই। বর্ত্তমান যুগের গণতান্ত্রিক পরিবেশে যে ভাবে পার্লামেণ্ট গঠিত, তাহাতে শহর ও শায়ারের প্রতিনিধিগণই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান হাউস অব কমন্স, শহর ও শায়ারের প্রতিনিধিদের সম্মেলনের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। সাইমন ডি মণ্টফোর্টই সর্ব্বপ্রথম পার্লামেণ্টের অধিবেশনে ইহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই দিক হইতে বিচার করিলে সাইমনকে কমন্স সভার জনক (Father of the House of Commons) বলা যায়। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিনিধিমূলক নীতির দিক হইতে ১২৬৫ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট ত্রুটিপূর্ণ ছিল। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই ইহাতে আমন্ত্রিত হন নাই। নিম্নশ্রেণীর যাজকগণের কোনও প্রতিনিধি এই সভায় আহূত হন নাই। প্রত্যেক শহর ও শায়ারের প্রতিনিধিকেই ইহাতে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই। যাহারা সকল অবস্থাতেই সাইমনের সহিত সহযোগিতা করিবেন কেবলমাত্র তাহাদিগকেই ইহাতে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। শায়ার ও শহরের প্রতিনিধিরূপে যাহারা অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের সকলেই গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এইরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যাই না। এই কারণে বহু ঐতিহাসিকের মতে সাইমনের পার্লামেণ্টকে জাতীয় মহাসভা না বলিয়া দলীয় অধিবেশন বলাই সঙ্গত। পরবর্ত্তীকালে সাইমনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া প্রথম এড্‌ওয়ার্ড **'আদর্শ পার্লামেণ্ট'** (Model Parliament) আহ্বান করিয়াছিলেন।

১২৬৫ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট ও ইহার গুরুত্ব

House of Commons-এর প্রতিষ্ঠাতারূপে সাইমন

সাইমনের পরিণাম—সাইমন-এর ক্ষমতা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। তাহার একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর ছাড়া রাজ্যের অন্যান্য ব্যারণগণ তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুযোগ বুঝিয়া যুবরাজ এড্‌ওয়ার্ডও কৌশলে বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া এই চক্রান্তকারী ব্যারণদের সাহায্যে সাইমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। **ইভ্‌সামের যুদ্ধে** সাইমন পরাজিত ও নিহত হইলেন। সাইমন নিহত হইলেন বটে কিন্তু তাহার

সাইমনের পরাজয় ও মৃত্যু

চিন্তাধারা ও আদর্শ বিনষ্ট হইল না। উহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই উত্তরকালে প্রথম এড্ওয়ার্ড ইংলণ্ডে জাতীয়তার ভিত্তি দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিদেশী হইয়াও সাইমন ইংলণ্ডের জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত নিজেকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত করিয়াছিলেন। এই কারণে বিদেশী তৃতীয় উইলিয়াম ও ইটালিয়ান ডিসরেলীর ন্যায় তাহার নাম আজিও জনসাধারণের চিত্তে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

তৃতীয় হেন্‌রীর শেষ জীবন—সাইমন ডি মণ্টফোর্টের পরাজয় ও মৃত্যুর পর তৃতীয় হেন্‌রী পুনরায় দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। যাহারা সাইমনের পক্ষাবলম্বন করিয়া রাজার বিরোধিতা করিয়াছিল তাহারা একে একে রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও অনৈক্য দুরীভূত হইয়া যায়। ১২৭২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় হেন্‌রী পরলোক গমন করেন।

প্রথম এড্ওয়ার্ড (১২৭২—১৩০৭ খ্রীঃ)

রাজ্যলাভ—তৃতীয় হেন্‌রীর মৃত্যুকালে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এড্ওয়ার্ড ধর্ম্মযুদ্ধ উপলক্ষে প্রাচ্যদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার অনুপস্থিতিতে তাহাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়, এবং একটি Regency বা রাজপ্রতিনিধি সমিতি রাজার পক্ষে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। প্রায় দুই বৎসর পর প্রথম এড্ওয়ার্ড ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন।

চরিত্র—তৃতীয় হেন্‌রীর রাজত্বকালেই প্রথম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে রাজকার্য্য পরিচালনায় প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সিংহাসন লাভের পর শাসনকার্য্যে তিনি অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি সাহসী, বুদ্ধিমান, উৎসাহী এবং ক্ষমতাপ্রিয় পুরুষ ছিলেন। কিন্তু ক্ষমতাপ্রিয় হইলেও তিনি নিরর্থক প্রজা পীড়নের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শাসনকার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে তিনি সাইমনের আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রজাবর্গের সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসন পদ্ধতির সংস্কার সাধন করেন।

প্রথম এড্ওয়ার্ডের কৃতিত্ব

ইংলণ্ডের রাজগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ তাহার

একচ্ছত্র শাসনাধীনে আনিবার চেষ্টা করেন। আইনপ্রণেতা ও পার্লামেণ্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে তিনি অবিনশ্বর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ওয়েলস্ বিজয়—স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস্ জয় করিয়া প্রথম এড্ওয়ার্ড সমগ্র বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমতঃ ওয়েলস্-এর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। তৃতীয় হেন্‌রীর রাজত্বকালে ওয়েলস্-এর অন্তর্ভুক্ত স্নোডন রাজ্যের অধিপতি লিউএলিন (Lewelyn) সাইমন ডি মণ্টফোর্টের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এড্ওয়ার্ড সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর লিউএলিন তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। ফলে ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে এড্ওয়ার্ড তাহার রাজ্য আক্রমণ করেন। লিউএলিন পরাজিত হইয়া কনওয়ে নামক স্থানে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী লিউএলিন এড্ওয়ার্ডকে তাহার রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু এই সন্ধি অধিককাল স্থায়ী হইল না। কিছুকাল মধ্যেই লিউএলিন পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে এড্ওয়ার্ড ওয়েলস্-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। যুদ্ধে লিউএলিন পরাজিত ও নিহত হন। তখন তাহার ভ্রাতা David তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ চালনা করিতে থাকেন। বৎসরকাল যুদ্ধের পর ডেভিড পরাজিত ও নিহত হইলেন। অতঃপর সমগ্র ওয়েলস্ অঞ্চলে এড্ওয়ার্ডের একচ্ছত্র আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ওয়েলস্ অঞ্চলে এডওয়ার্ডের আধিপত্য বিস্তার

স্কটল্যাণ্ড জয়ের চেষ্টা—ওয়েলস্ জয় করিবার পর প্রথম এড্ওয়ার্ড স্কটল্যাণ্ডে নিজ আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী হইলেন। প্রথম এড্ওয়ার্ডের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের একাধিক রাজা স্কটল্যাণ্ডের উপর প্রভুত্ব দাবী করিয়াছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের রাজারা কেহ কেহ মৌখিক ভাবে এই দাবী স্বীকারও করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ এই দাবী কখনও অন্তরের সহিত গ্রহণ করে নাই। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে স্কটল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় আলেকজাণ্ডার (Alexander III) অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থিগণের মধ্যে যে বিবাদ উপস্থিত হয় তাহার সুযোগ লইয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রথম এড্ওয়ার্ড স্কটল্যাণ্ডের উপর প্রত্যক্ষ আধিপত্য স্থাপনে উদ্যত হইলেন।

স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া যুদ্ধ

স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন সংক্রান্ত বিবাদ—১২৮৬ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় আলেক-জাণ্ডার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার দৌহিত্রী নরওয়ের রাজকন্যা মার্গারেটকে (Margaret, Maid of Norway) তাহার উত্তরাধি-কারিণী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্কটল্যাণ্ডকে নিজ দখলে আনিবার ইচ্ছায় এড্‌ওয়ার্ড রাজকুমারী মার্গারেটের সহিত তাহার জ্যেষ্ঠ-পুত্রের বিবাহ স্থির করেন। Treaty of Bingam-এর সর্ত্ত অনুসারে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এই বিবাহ স্থির হয় এবং স্কটল্যাণ্ডের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করা হয়। এড্‌ওয়ার্ডের এই পরিকল্পনা সার্থক হইলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উভয় রাজ্যের মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাব স্থাপিত হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই অকস্মাৎ মার্গারেট মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মার্গারেটের মৃত্যুর ফলে স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া পরলোকগত তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে তীব্র প্রতি-দ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মধ্যে **জন ব্যালিয়ল** (John Balliol) ও **রবার্ট ব্রুস** (Robert Bruce)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থিগণ নিজেদের মধ্যে কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া অবশেষে প্রথম এড্‌ওয়ার্ডের মধ্যস্থতায় তাহাদের বিরোধ মীমাংসা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

সিংহাসনের অধিকার লইয়া বিভিন্ন প্রার্থিগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

মধ্যস্থতা করিবার পূর্ব্বে এড্‌ওয়ার্ড বিরোধকারিগণকে স্বীকার করাইয়া লইলেন যে, তিনি স্কটল্যাণ্ডের অধিরাজ (Overlord)-রূপেই বিরোধ মীমাংসা করিবেন। নরহ্যাম নামক স্থানে স্কটল্যাণ্ডের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে এক সম্মেলনে আহ্বান করিয়া এড্‌ওয়ার্ড তাহার এই সার্ব্বভৌমত্বের দাবী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। সিংহাসনের প্রার্থিগণ এই দাবী মানিয়া লইলেন। তখন এড্‌ওয়ার্ড জন ব্যালিয়লকে (John Balliol) সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। ব্যালিয়ল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এড্‌ওয়ার্ডের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ—ব্যালিয়লের সহিত প্রথম এড্‌ওয়ার্ডের সদ্ভাব অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। স্কটল্যাণ্ডের অভিজাত শ্রেণীর জনৈক ব্যক্তি ব্যালিয়লের বিচারে সন্তুষ্ট না হইয়া এড্‌ওয়ার্ডের নিকট আবেদন করিলে স্কটল্যাণ্ডের অধিরাজরূপে এড্‌ওয়ার্ড, ব্যালিয়লকে তাহার দরবারে আহ্বান করিয়া পাঠান। ব্যালিয়ল এই আহ্বানক্রমে ইংলণ্ডেশ্বরের দরবারে

উপস্থিত হইলে স্বাধীনতাপ্রিয় স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ তাহার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠে এবং অনতিকালমধ্যে ইংলণ্ডের সহিত স্কটল্যাণ্ডবাসীদের প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়।

ব্যালিয়লের সহিত এড্‌ওয়ার্ডের বিরোধ

প্রথম এড্‌ওয়ার্ডের শত্রু ফরাসীরাজের প্ররোচনায় স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ ব্যালিয়লকে ইংলণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে বাধ্য করে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র এড্‌ওয়ার্ড স্বয়ং সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া স্কটল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হওয়ার পর ব্যালিয়ল যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। বিজয়ী এড্‌ওয়ার্ড স্কটল্যাণ্ড নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া দুইজন প্রতিনিধির হস্তে রাজ্য রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সাধক স্কটজাতি ইংলণ্ডের এই সার্ব্বভৌম আধিপত্য নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করে নাই। অচিরেই স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পুনরায় তাহারা সংগ্রাম ঘোষণা করিল। **স্যার উইলিয়ম ওয়ালেস্** (Sir William Wallace) নামক এক মহাবীর পুরুষ এই স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক হইলেন।

ওয়ালেস্ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

তিনি অসীম সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়া ইংরেজ সেনাদলকে পরাস্ত ও দেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন। এড্‌ওয়ার্ড তখন বিদ্রোহীদের শাস্তি বিধান করিতে স্বয়ং সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। উভয়পক্ষে **ফলকার্ক** (Falkirk) নামক স্থানে এক যুদ্ধ হয়। অসামান্য বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াও স্কটগণ এই যুদ্ধে পরাজিত হইল। ইংলণ্ডের বশ্যতা স্বীকারের অগৌরব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ওয়ালেস্ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও দেশের সর্ব্বত্র বিদ্রোহের আন্দোলন পরিচালনা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমাগত সাত বৎসর কাল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন।

ওয়ালেস্-এর মৃত্যু

অবশেষে কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে তিনি ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ওয়ালেস্-এর মৃত্যুর পর **রবার্ট ব্রুস** (Robert Bruce) নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। স্কটজাতি ব্রুসকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করে। এই সংবাদ পাইয়া প্রথম এড্‌ওয়ার্ড পুনরায় বিদ্রোহ দমন কামনায় সসৈন্যে স্কটল্যাণ্ড অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৩০৭ খ্রীঃ)।

স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতি—প্রথম এড্‌ওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় এড্‌ওয়ার্ড ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার ন্যায় বিচক্ষণ ও পরাক্রমশালী ছিলেন না। তাহার দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া রবার্ট ব্রুস্ ক্রমশঃ সমগ্র স্কটল্যাণ্ড অঞ্চলে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। অবশেষে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় এড্‌ওয়ার্ড সসৈন্যে স্কটল্যাণ্ডে গমন করেন। কিন্তু ব্যানকবার্ণের যুদ্ধে তিনি রবার্ট ব্রুস্ কর্ত্তৃক চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। তাহার রাজ্যচ্যুতির পর তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে নর্দ্দাম্পটনের সন্ধি দ্বারা ব্রুসকে স্কটল্যাণ্ডের বৈধ ও স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। এই ভাবে দীর্ঘ-কালব্যাপী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনার ফলে স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় প্রতিরোধের নিকট ইংলণ্ডের প্রবল রাজশক্তি পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

ব্যানকবার্ণের যুদ্ধ

Northampton-এর সন্ধি

প্রথম এড্‌ওয়ার্ড ও আইন প্রণয়ন—প্রথম এড্‌ওয়ার্ড কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই, বহু পুরাতন আইন সঙ্কলন ও নূতন আইন লিপিবদ্ধ করিয়াও তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আইন সঙ্কলনের প্রতি তাহার অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক তাহাকে রোমের বিখ্যাত সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের (Emperor Justinian) সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি যে সকল আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অধিকাংশই ছিল জমিজমা সংক্রান্ত। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া রাজকীয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার অভিপ্রায়েও তিনি বহুবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্ন-লিখিত বিধান সমূহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইংলণ্ডের জ্যাষ্টিনিয়ান

(ক) **Statute of Westminister I** (১২৭৫ খ্রীঃ)—এই আইন দ্বারা মহাসনন্দের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সর্ত্ত পুনরায় সমর্থন করা হয়।

(খ) **Statute of Gloucester** (১২৭৮ খ্রীঃ)—এই আইন অনুসারে ব্যারণগণের প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়সমূহের বৈধতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়। Quo Warranto নামে এক প্রকার সমন জারি করিয়া ব্যারণগণ কোন্ অধিকার বলে ঐ সকল বিচারালয় স্থাপন করিয়াছেন তৎসম্পর্কে সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

(গ) **Statute of Mortmain** (১২৭৯ খ্রীঃ)—এই বিধান দ্বারা রাজার বিনা অনুমতিতে চার্চ্চ বা যাজক সম্প্রদায়ের নামে দানপত্র দ্বারা কোনও ভূসম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইবে না বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। সামন্ত প্রথার রীতি অনুসারে সামন্তের মৃত্যু হইলে তাহার বৈধ উত্তরাধিকারীকে সম্পত্তি লাভ করিবার জন্য উর্দ্ধতন ভূ-স্বামীকে সেলামী দিতে হইত। এই সেলামী হইতে অব্যাহতি লাভের অভিপ্রায়ে অনেক সময় সামন্তগণ মৃত্যুর পূর্ব্বে চার্চ্চ বা যাজক সম্প্রদায়কে জমি দান করিয়া যাইতেন। এই ব্যবস্থা ভূ-স্বামীর পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু চার্চ্চের মৃত্যু হইতে পারে না। এই কারণে চার্চ্চকে যে জমি দান করা হইত তাহা হইতে ভূ-স্বামীর পক্ষে সেলামী পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। Statute of Mortmain দ্বারা এইরূপ দান নিষিদ্ধ করিয়া এই মর্ম্মে ঘোষণা জারি করা হইল যে, যদি কেহ মৃত্যুর পূর্ব্বে চার্চ্চ বা অপর কোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানকে জমি দান করেন তবে তাহা আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না।

(ঘ) **Statute of Westminister II** or **De Donis Conditionalibus** (১২৮৫ খ্রীঃ)—এই বিধান অনুসারে সাব্যস্ত হয় যে, কোন জমিদারীর মালিক কোন একজন উত্তরাধিকারীকে বংশপরম্পরায় ভোগ করিবার জন্য জমি দান করিয়া যাইতে পারিবেন। অতঃপর কোনও ভূ-স্বামী ইচ্ছা করিলেই তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার জ্যেষ্ঠপুত্রকে এই সর্ত্তে দান করিতে পারিবেন যে, ঐ সম্পত্তি জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যতীত অপর কেহ উত্তরাধি-কারসূত্রে বংশপরম্পরায় ভোগ করিতে পারিবে না অথবা দানপত্রাদি দ্বারা হস্তান্তরিত করিতে পারিবে না। এইরূপে ইংলণ্ডে Primogeniture বা প্রথমজাত পুত্রের উত্তরাধিকার প্রথার উদ্ভব হয়। এই ব্যবস্থার একটি সুফল এই ছিলে যে, ইংলণ্ডে অভিজাত সম্প্রদায় একটি সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠিতে পরিণত হইতে পারে নাই। কারণ জমিদারের পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তানগণকে বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত মেলামেশা করিতে হইত।

(ঙ) **Statue of Westminister III** or **Quia Emptores**(১২৯০ খ্রীঃ)—এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে, কোন ভূমি হস্তান্তরিত হইলে নূতন অধিকারী বা প্রাপক বিক্রেতার অধীন না হইয়া বিক্রেতা যাহার অধীন ছিলেন তাহার অধীনস্থ বলিয়া গণ্য হইবেন। এই ব্যবস্থার বলে Sub-infeudation অর্থাৎ বড় সম্পত্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করার প্রথা

রহিত হয়। ইহাতে ব্যারণগণের ক্ষমতা বহুল পরিমাণে খর্ব্ব করা হয়। কারণ এই ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার ফলে তাহারা ভূমির নূতন নূতন বন্দোবস্ত দিয়া আপনাদের অধীনস্থ ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হন।

শাসন বিষয়ক আইন:—প্রথম এড্ওয়ার্ডের আমলে কেবল জমিজমা সংক্রান্ত আইনই প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাহার রাজত্বকালে শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানও অবলম্বিত হইয়াছিল। ১২৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত **Statute of Winchester** নামক আইন অনুসারে স্থির হয় যে, প্রত্যেক Hundred-এর অধিবাসিগণকে মিলিতভাবে স্ব স্ব এলাকার শান্তি রক্ষার জন্য দায়ী থাকিতে হইবে। শেরিফকে শান্তি রক্ষা কার্য্যে সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে Conservators of Peace নামে পরিচিত এক শ্রেণীর অবৈতনিক অথবা দায়িত্বশীল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয়। **Circumspecte Agatis** নামে পরিচিত একটি আইন অনুসারে ঘোষণা করা হয় যে, যাজকসম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিচারালয়সমূহ কেবলমাত্র ধর্ম্মসংক্রান্ত বিরোধের প্রতিকার করিতে পারিবে। ইহাদের পক্ষে রাজ্য-শাসন সম্পর্কিত কোন বিরোধের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ দান করা হয়। **Quo Warranto** জারি করিয়া ইতিপূর্ব্বে প্রথম এড্ওয়ার্ড ব্যারণ শ্রেণীর বিচার ক্ষমতা বহুল পরিমাণে খর্ব্ব করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলে জমিদার শ্রেণীর শাসনবিষয়ক আধিপত্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং রাজাই যে বিচার ক্ষমতার একমাত্র উৎস, ইহা প্রমাণিত হয়।

বিচার বিষয়ক ব্যবস্থা:—দেশে সুবিচার প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথম এড্ওয়ার্ড লণ্ডনের উইনচেষ্টার অঞ্চলে তিনটি স্থায়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—(১) ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য Court of the King's Bench, (২) রাজস্বসংক্রান্ত বিচারের জন্য Court of Exchequer এবং (৩) জনসাধারণের বিচারের জন্য Court of Common Pleas। অধিকন্তু দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্বকালে পল্লী অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ বিচারকদল প্রেরণ করিবার যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল তাহা অধিকতর কার্য্যকরী করিবার অভিপ্রায়ে প্রথম এড্ওয়ার্ড সমগ্র ইংলণ্ডকে চারিটি circuit বা বিভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাহার সময়ে Court of Equity নামে এক নূতন বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সাধারণ বিচারালয় সমূহ যে সকল বিরোধের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না, এই নূতন বিচারালয় সেই সকল ব্যাপারের মীমাংসার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

প্রথম এড্ওয়ার্ড ইংলণ্ডের বিচার পদ্ধতি ও শাসন ব্যবস্থার প্রভূত সংস্কার সাধন করিয়া ইংলণ্ডের ইতিহাসে অবিনশ্বর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রাচীন যুগে প্রসিদ্ধ সম্রাট জাষ্টিনিয়ান যেরূপ রোমান আইন সমূহের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে প্রথম এড্ওয়ার্ড তেমনই ইংলণ্ডের আইন বিধিবদ্ধ ও বিচারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া **ইংলণ্ডের জাষ্টিনিয়ান** (The English Justinian) নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

প্রথম এড্ওয়ার্ড ও পার্লামেণ্ট—তৃতীয় হেন্‌রীর রাজত্বকালে যুবরাজ এড্ওয়ার্ড, সাইমন ডি মণ্টফোর্ট ও তাহার অনুচরবর্গকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজশক্তির প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই দূরদর্শী এড্ওয়ার্ড বুঝিতে পারিলেন যে, জনমত উপেক্ষা করিয়া তিনি কখনই রাজশক্তি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন না। তিনি জনসাধারণকে কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় অধিকার দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই সময় ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্স ও স্কটল্যাণ্ডের মনোমালিন্য চলিতেছিল। এই মনোমালিন্যহেতু ইংলণ্ডের সহিত এই দুইটি রাষ্ট্রের সজ্ঘর্ষ ক্রমশঃ অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছিল। এইরূপ বিপজ্জনক আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে প্রথম এড্ওয়ার্ড সমগ্র প্রজামণ্ডলীর সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

১২৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম এড্ওয়ার্ড, সাইমন ডি মণ্টফোর্টের পার্লামেণ্টের অনুকরণে এক মহাসভা আহ্বান করেন। এই সভায় ধর্ম্মযাজক ও ভূম্যধিকারিগণ ব্যতীত প্রত্যেক শায়ার বা বিভাগের দুইজন প্রতিনিধি, প্রত্যেক সহরের দুইজন প্রতিনিধি এবং নিম্নতর ধর্ম্মযাজকগণেরও প্রতিনিধি স্থান লাভ করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে এই প্রকার সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক মহাসভা আর আহূত হয় নাই। কারণ নিম্নশ্রেণীর যাজকগণ পরে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা পরিত্যাগ করেন। এই মহাসভা ইংলণ্ডের ইতিহাসে Model Parliament বা **আদর্শ মহাসভা** নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। যাহাতে সকলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, তাহাতে সকলের অনুমোদন থাকা আবশ্যক (Whatever touches all must be approved by all)—মহাসভার এই অন্তর্নিহিত নীতি অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তীকালের পার্লামেণ্টসমূহ সংগঠিত হইয়াছিল।

১২৯৫ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট

এই মহাসভা আহূত হওয়ার কিছুকাল পরেই প্রথম এড্ওয়ার্ডের সহিত ব্যারণ সম্প্রদায়ের তীব্র মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। এড্ওয়ার্ড যুদ্ধ বিগ্রহাদির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অনেক সময় আপন ইচ্ছানুযায়ী কর আদায় করিতেন। ধর্ম্মযাজকগণ মিলিতভাবে এই অতিরিক্ত কর প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। ফ্রান্সের সহিত এই সময় ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলিতেছিল। এড্ওয়ার্ড ব্যারণদিগকে তাহার ভ্রাতা এড্মণ্ডের অধীনে ফরাসী দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে আদেশ দেন। কিন্তু ব্যারণগণ রাজা ব্যতীত অপর কাহারও অনুগমন করিতে সম্মত হইলেন না। এড্ওয়ার্ড যুদ্ধ উপলক্ষে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে গমন করিলে ব্যারণগণ যুবরাজ এড্ওয়ার্ডের নিকট কতিপয় দাবী উপস্থিত করেন। যুবরাজ এই সকল দাবী পূরণ করিতে বাধ্য হন। তদনুসারে স্থির হয় যে, রাজা ম্যাগ্নাকার্টারের মূল নীতি অনুসারে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন; Malatole নামক পশমের উপর আরোপিত বাণিজ্যকর পরিত্যাগ করিবেন এবং ভবিষ্যতে পার্লামেণ্টের সম্মতি ব্যতীত কোন নূতন কর আদায় করিতে পারিবেন না। ইহাই **Confirmatio Cartarum** (১২৯৭ খ্রীঃ) নামে পরিচিত। এই সর্ত্তাবলী

মহাসনন্দের পুনরাবৃত্তি

রাজা এডওয়ার্ডের নিকট ফ্রান্সে প্রেরিত হইলে তিনি অনিচ্ছা সহকারে উহাতে সম্মতি প্রদান করেন। এইরূপে ৮২ বৎসর ক্রমাগত চেষ্টার পর Runnymede-এ প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থার যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল রাজানুমোদন লাভ করিয়া শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উহা এক বিরাট মহীরুহে পরিণতি লাভ করিল। ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে পার্লামেণ্ট তাহার ন্যায্য আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয় এড্ওয়ার্ড—(১৩০৭-২৭ খ্রীঃ) প্রথম এড্ওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় এড্ওয়ার্ড ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাহার পিতার সদ্গুণের অধিকারী হইতে পারেন নাই। তাহার ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত নরপতি ইংলণ্ডের সিংহাসনে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। তিনি সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ ও বিলাস ব্যসনে নিযুক্ত থাকিতেন। রাজকার্য্য পরিচালনায় তিনি অত্যন্ত অমনোযোগী ছিলেন ও তাহার রাজত্বকালে নানাবিধ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। প্রজাসাধারণের মধ্যে তাহার কুশাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের সঞ্চার হয় এবং ২০ বৎসরকাল রাজত্ব করিবার পর তিনি রাজপদ হইতে অপসারিত হন।

রাজা প্রথম এড্ওয়ার্ডের রাজত্বকালেই রবার্ট ব্রুসের নেতৃত্বে স্কটজাতি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। এড্ওয়ার্ড বিদ্রোহ দমন করিবার অভিপ্রায়ে স্কটল্যাণ্ড অভিমুখে অগ্রসর হন; কিন্তু পথিমধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় এড্ওয়ার্ডের রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর ইংরেজগণ স্কটল্যাণ্ড পুনরধিকার

স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভ

করিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। ফলে স্কটগণ ইংরেজাধিকৃত স্কটল্যাণ্ডের প্রায় সমস্ত প্রদেশই নিজেদের শাসনাধীনে ফিরাইয়া আনে। অবশেষে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় এড্ওয়ার্ড স্বয়ং স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্যানকবার্ণের যুদ্ধে (Battle of Bannockburn)

ব্যানকবার্ণের যুদ্ধ; নর্দ্দাম্পটনের সন্ধি

তিনি রবার্ট ব্রুস কর্ত্তৃক পরাজিত হন। অতঃপর ব্রুস স্বাধীন নরপতিরূপে স্কটল্যাণ্ডে রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে নর্দ্দাম্পটনের সন্ধি (Treaty of Northampton) দ্বারা স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

দ্বিতীয় এড্ওয়ার্ড স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন না। তিনি কতিপয় অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া পরম নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করিতেন। এই কারণে ব্যারণ সম্প্রদায় তাহার প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ ছিল। এড্ওয়ার্ড প্রথমতঃ **পিয়ার্স গেভস্টোন** (Piers Gaveston) নামক জনৈক ব্যক্তিকে তাহার মন্ত্রণাদাতা নিযুক্ত করেন। কিন্তু ব্যারণ সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে গেভস্টোন কিছুকাল পরেই পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হন। ১৩১৯ খৃষ্টাব্দে **Lords-Ordainers** নামক ২১ জন সভ্য লইয়া ব্যারণদের গঠিত এক

অভিজাত শ্রেণীর প্রতিরোধ

সমিতি রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হ্রাস করিয়া রাজ্যশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু Lords-Ordainersদের ক্ষমতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। তাহাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। ইহার সুযোগ লইয়া দ্বিতীয় এড্ওয়ার্ড এই সমিতির হস্ত হইতে সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা কাড়িয়া লন। অতঃপর রাজা, **হিউ ডিস্পেন্সার** (Hugh Dispenser) নামক এক ব্যক্তি এবং তাহার পুত্রের

Dispenserগণের কুশাসন

উপর রাজ্যশাসনের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু ইহারা উভয়েই অযোগ্য ও অত্যাচারী শাসক ছিলেন। তাহাদের অত্যাচার ও কুশাসনের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে

থাকিলে রাজার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে পুনরায় তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। ল্যাঙ্কেষ্টার-এর ডিউক টমাস-এর (Thomas, Duke of Lancaster) নেতৃত্বে ব্যারণগণ এক সভায় সমবেত হইয়া Dispensergণের পদচ্যুতি দাবী করেন। এড্ওয়ার্ড এই দাবী মানিতে অস্বীকৃত হইয়া সসৈন্যে ব্যারণ সম্প্রদায়কে দমন করিতে অগ্রসর হন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে টমাস পরাজিত ও নিহত হইলেন। ১৩২২ খৃষ্টাব্দে ইয়র্ক নগরে এক পার্লামেন্টের অধিবেশন হয়। এই মহাসভায় ১৩১১ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থা নাকচ করা হয় এবং এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, অতঃপর রাজ্যসংক্রান্ত কোন ব্যবস্থাই রাজা নিজ দায়িত্বে অবলম্বন করিতে পারিবেন না। যাজক, ব্যারণ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত মহাসভাই কেবলমাত্র শাসনসংক্রান্ত নীতি ও কার্য্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে। ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির ইতিহাসে ইয়র্কের পার্লামেন্টে গৃহীত এই নীতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইয়র্কের পার্লামেন্ট ও ইহার গুরুত্ব

ইতিমধ্যে রাজকীয় প্রভাব প্রতিপত্তির আয়ুষ্কাল স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। ব্যানকবার্ণের যুদ্ধে স্কটগণের হস্তে পরাজয়, ডিস্পেন্সারগণের কুশাসন, টমাসের প্রাণদণ্ড, ব্যারণগণের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ—এই সকল কারণে রাজার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্ট হইয়াছিল। স্বয়ং রাজমহিষী ইসাবেলা (Isabella) স্বামীর বিরুদ্ধে মার্টিমার নামক এক ব্যক্তির সহিত ব্যারণগণের সহযোগিতায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে হতভাগ্য রাজাকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করা হয়। কারারুদ্ধ অবস্থায় কয়েকমাস মধ্যেই দ্বিতীয় এড্ওয়ার্ড গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন।

দ্বিতীয় এড্ওয়ার্ডের পদচ্যুতি

তৃতীয় এড্ওয়ার্ড (১৩২৭-১৩৭৭ খৃঃ)—সিংহাসনারোহণ কালে তৃতীয় এড্ওয়ার্ড পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক মাত্র ছিলেন। তিনি যতদিন নাবালক ছিলেন ততদিন রাজমাতা ইসাবেলা ও তাঁহার প্রণয়ী মার্টিমার শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্টিমার বেশীদিন শান্তিতে ক্ষমতা ভোগ করিতে পারেন নাই। রাজ্যশাসন বিষয়ে তাহার অপ্রতীহত ক্ষমতা দেখিয়া অন্যান্য ব্যারণগণ তাহার উপর ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন। ইসাবেলার সহিত তাহার অশোভন ঘনিষ্ঠতার কথাও চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং রাজ্যমধ্যে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। সুযোগ

বুঝিয়া রাজা তৃতীয় এড্ওয়ার্ড মার্টিমারকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনার সর্ব্বময় দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মার্টিমার ও ইসাবেলার শাসনের অবসান

স্কটল্যাণ্ডের সহিত বিরোধ—১৩২৮ খৃষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত নর্দ্দাম্পটনের সন্ধি দ্বারা স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষিত হইলেও তৃতীয় এড্ওয়ার্ড স্বয়ং রাজ্যশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই স্কটল্যাণ্ডে ইংরেজ আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে স্কটল্যাণ্ডের রাজা রবার্ট ব্রুসের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে উত্তরাধিকার লইয়া ব্রুসের পুত্র **ডেভিড ব্রুস** (David Bruce) ও ভূতপূর্ব্ব রাজা জন ব্যালিয়লের পুত্র **এড্ওয়ার্ড ব্যালিয়ল**-এর (Edward Balliol) মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ উপস্থিত হয়। তৃতীয় এড্ওয়ার্ড এই গৃহযুদ্ধে ব্যালিয়লের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই যুদ্ধে ইংরেজ সাহায্যপুষ্ট ব্যালিয়ল প্রথমে জয়ী হইলেও শেষ পর্য্যন্ত সিংহাসন রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। স্কটগণ তাহাকে বিতাড়িত করিয়া ডেভিড ব্রুসকে রাজারূপে গ্রহণ করে। ফলে তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের স্কটল্যাণ্ড বিজয়ের আশা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় এবং স্কটল্যাণ্ড স্বাধীন রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়।

ডেভিড ব্রুস বনাম এড্ওয়ার্ড ব্যালিয়ল

স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভ

শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ—(Hundred Years' War)—১৩৩৮-১৪৫৩—তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের রাজত্বের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের শতবর্ষব্যাপী সংগ্রামের সূচনা। তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের রাজত্বের প্রারম্ভে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ষষ্ঠ হেন্‌রীর রাজত্বকালে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। ইউরোপের ইতিহাসে ইহা শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (Hundred Years' War) নামে পরিচিত। একশত বৎসর ধরিয়া উভয়পক্ষে অবিরাম যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাহা ছাড়া কয়েকবার উভয়পক্ষে অস্থায়ী সন্ধিও স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। কিন্তু মোটের উপর এই এক শতাব্দী কাল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র শত্রুতা দেখা গিয়াছিল।

শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের কারণ:—প্রথমতঃ, ফরাসী ও ইংরেজগণের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া বিদ্বেষের ভাব প্রবল আকার ধারণ করিতেছিল। ফরাসী রাজগণ সুযোগ সুবিধা পাইলেই ইংরেজগণের বিরুদ্ধে স্কটলণ্ডের অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিয়া ইংলণ্ডকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। ডেভিড ব্রুসের নেতৃত্বে যখন স্কটগণ

স্কটল্যাণ্ড লইয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে বিরোধ

ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন ফরাসীরাজ ষষ্ঠ ফিলিপ (Philip VI) ডেভিডকে সৈন্য ও অর্থবল দ্বারা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলে ফিলিপ ও তৃতীয় এডওয়ার্ডের মধ্যে শত্রুতা জন্মে। দ্বিতীয়তঃ, ষষ্ঠ ফিলিপ কেবলমাত্র স্কটদিগকে সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি ইংলণ্ডের

গ্যাস্কনী সংক্রান্ত বিবাদ

অধীন ফরাসীদেশস্থ গ্যাস্কনী প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন; ফিলিপ ফরাসীদেশে ইংরেজ আধিপত্য সমূলে বিনষ্ট করিবেন বলিয়া বদ্ধপরিকর ছিলেন। তৃতীয় এডওয়ার্ড ফরাসীদেশে তাহার অধিকার কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এমতাবস্থায় একমাত্র যুদ্ধ ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর ছিল না। তৃতীয়তঃ, ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত Flanders প্রদেশের বণিকগণ ইংলণ্ডের পশম ক্রয় করিয়া বস্ত্রবয়ন করিত। এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার ফলে তাহাদের প্রভূত অর্থাগম

বাণিজ্যগত স্বার্থের সংঘাত

হইত। ফ্লেমিশগণ কতকটা স্বাধীনভাবেই এই ব্যবসা চালাইত। কিন্তু ফরাসী রাজের আদেশে Flanders-এর Count তাহাদের এই বাণিজ্যের অবাধগতিতে বাধা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং রাজা Philip পশমের ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিলেন। ফ্লেমিশ বণিকগণ তখন ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি ইংলণ্ডে পশমের সুবিধার জন্য এবং ফরাসীরাজের সহিত শত্রুতা সাধনের নিমিত্ত তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে শত্রুতার ইহাও একটি প্রধান কারণ। চতুর্থতঃ, ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে অপুত্রক

ফরাসী সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ

অবস্থায় ফরাসীরাজ চতুর্থ ফিলিপের মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ষষ্ঠ ফিলিপ ফরাসীদেশের রাজা হইলেন। কিন্তু তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড ঘোষণা করিলেন যে, ষষ্ঠ ফিলিপের সিংহাসন প্রাপ্তি আইনসঙ্গত হয় নাই। তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের মাতা ইসাবেলা চতুর্থ ফিলিপের কন্যা ছিলেন। এড্‌ওয়ার্ডের মতে মাতার উত্তরাধিকারসূত্রে ফরাসী সিংহাসনে তাহার দাবী অগ্রগণ্য। ফিলিপ ও

তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড কর্ত্তৃক ফরাসী সিংহাসন দাবী—শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ

তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের এই পরস্পর বিরোধী দাবী লইয়া উভয়ের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি হয়। এড্‌ওয়ার্ডের দাবী আইন সঙ্গত ছিল না। কারণ, ফরাসীদেশে প্রচলিত Salic Law অনুসারে স্ত্রীলোকের স্বত্বে কেহ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিতেন না। সুতরাং তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড তাহার মাতার স্বত্বে ফরাসী দেশের সিংহাসনে প্রকৃত দাবীদার হইতে

পারেন না। যাহা হউক ফরাসী সিংহাসনের উপর ইংলণ্ডের রাজার এই দাবী শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ।

ঘটনা (Incident)—তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের রাজত্বের প্রথমভাগে ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূচনা হয়। প্রথম দুই বৎসরকাল নানা স্থানে উভয়পক্ষে একাধিক খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে শ্লুই-এর (Sluys) উপকূলে এক জলযুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ জয়লাভ করে। ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুত্র Black Prince বা কৃষ্ণকুমারের অধিনায়কত্বে ক্রেশীর (Crecy) যুদ্ধে ইংরেজগণ

ক্রেশী ও পয়টিয়াস-এর যুদ্ধ

ফরাসী প্রতিপক্ষকে নিদারুণভাবে পরাজিত করে। ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পয়টিয়ার্স (Poitiers)-এর যুদ্ধে ফরাসীপক্ষ পুনরায় ইংরাজগণের নিকট চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ক্রেশী ও পয়টিয়ার্স এই উভয় যুদ্ধেই ইংরেজ তীরন্দাজগণ অসামান্য বীরত্ব ও কৌশল প্রদর্শন করে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই দুইটি যুদ্ধ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উপর্যুপরি পরাজয়ের ফলে ফরাসিগণ হীনবল হইয়া

ব্রেটিনির সন্ধি

পড়ে। অবশেষে ব্রেটিনি (Bretigny) নামক স্থানে উভয়পক্ষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় (১৩৬০ খ্রীঃ)। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড ফরাসী সিংহাসনে স্বীয় দাবী

ইংলণ্ডের লাভ

প্রত্যাহার করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে Aquaitaine, Calais প্রমুখ কয়েকটি স্থানের অধিপতিরূপে স্বীকৃত হন।

ব্রেটিনির সন্ধি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের পুনরায় সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং ফরাসীরাজ পঞ্চম চার্লস ইংরেজদিগকে পরাজিত করেন। ইহার ফলে Calais প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ব্যতীত ইংরেজ আধিপত্য সর্ব্বত্র লোপ পায়। তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের মৃত্যুকালে ইংরেজদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন ছিল।

তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের রাজত্বকাল সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহার গৌরব নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য ছিল। ("Edward III's reign was one of barren glory")। এই মন্তব্য কতকাংশে গ্রহণযোগ্য। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়ে তৃতীয় এডওয়ার্ড ফরাসী প্রতিপক্ষকে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে ব্রেটিনির সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সন্ধিপত্র দ্বারা Calais, Aquaitaine প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন তৃতীয় এড্‌ওয়াড সিংহাসন আরোহণ করেন তখন ইংলণ্ডের পরিস্থিতি যেরূপ ছিল

সে তুলনায় ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জ্জাতিক জগতে ইংলণ্ডের প্রভাব প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সন্ধির ফলে ইংলিশ চ্যানেল ও সমুদ্র অঞ্চলে ইংরেজ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পশমের ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার ফলে ইংরেজ বণিকগণের প্রভূত ধনাগমের উপায় দেখা দিয়াছিল, সামরিক ক্ষেত্রে ইংরেজ তীরন্দাজগণের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং Calais বন্দর ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত হওয়ার ফলে ইংলণ্ডের সীমান্ত অঞ্চল সুরক্ষিত হইয়াছিল। এই সকল লাভের কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের এই সাফল্য স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে, বিশেষতঃ Black Prince-এর মৃত্যুর পর হইতে ইংলণ্ডের ভাগ্যবিপর্য্যয় আরম্ভ হয় এবং ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের যখন মৃত্যু হয় তখন ইংরেজগণ অত্যন্ত সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পতিত হইয়াছিল। তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের সাফল্যের স্থায়িত্বের অভাব লক্ষ্য করিয়াই তাহার রাজত্বের গৌরবকে অন্তঃসারশূন্য বলা হইয়া থাকে।

তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের সাফল্যের অস্থায়ীত্ব

কাল মহামারী (Black Death)—তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের রাজত্বের মধ্যভাগে ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে Black Death নামক এক ভয়াবহ মহামারীর আবির্ভাব হয়। এই ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি চীন, মিশর, ক্রিমিয়া প্রভৃতি দেশ ধ্বংস পূর্ব্বক ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া ইউরোপের নানাস্থানে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে। মনুষ্য, পশুপক্ষী কেহই এই নিদারুণ ব্যাধির কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। একাদিক্রমে তিন বৎসর অবাধে এই মহামারীর তাণ্ডবলীলা চলে। দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক ইহাতে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক সহর ও গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়ে এবং বহু জমিজমা অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

মহামারীর প্রকোপ

এই নিদারুণ মহামারীতে ইংলণ্ডের যে কেবল প্রভূত লোকক্ষয় হইয়াছিল তাহাই নহে, ইহা দ্বারা দেশের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনেও বহু পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছিল। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যেই মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাধিক হইয়াছিল। লোকাভাব হেতু জমিজমার চাষ-আবাদ বন্ধ ছিল। যে মুষ্টিমেয় শ্রমিক বাঁচিয়াছিল তাহারা উচ্চতর হার ব্যতীত চাষাবাদ করিতে সম্মত হইল না। জিনিষপত্র ও খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অসম্ভব হারে বাড়িয়া গিয়াছিল; এই অবস্থায়

ইহার ফলাফল

উপায়ান্তর না দেখিয়া ভূম্যধিকারী শ্রেণী দাসশ্রম (Serfdom or Villeinage) পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় অবশেষে জমিদার শ্রেণী পার্লামেন্টের দ্বারস্থ হইলেন। পার্লামেন্টে তখন এই শ্রেণীরই সর্ব্বাধিক আধিপত্য ছিল। সুতরাং ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট **The Statute of Labourers** নামে পরিচিত শ্রমজীবী সংক্রান্ত এক আইন জারি করিল। এই আইন অনুসারে ঘোষণা করা হইল যে, ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রচলিত মজুরী অথবা মূল্য অপেক্ষা অধিক মজুরী বা মূল্য দাবী করিলে তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। দাসগণ পূর্ব্ব প্রচলিত রীতি অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবে, ইহাই স্থির হইল। কিন্তু এই আইন কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। কারণ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অসম্ভব হারে বাড়িয়া যাওয়াতে উচ্চতর হার ব্যতীত শ্রমজীবী সম্প্রদায় কাজ করিতে সম্মত হইল না। পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক আইন জারি করিয়া তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষা করায় শ্রমিক সাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সঞ্চারিত হইল। এই অবস্থায় অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে জমিদার সম্প্রদায় যথাসম্ভব বর্দ্ধিত হারে শ্রমিক নিয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন।

শ্রমজীবী সংক্রান্ত আইন, ইহার ব্যর্থতা

পোপের ক্ষমতাহ্রাসকারী ব্যবস্থা (Anti-Papal Legislation) পোপের সহিত ইংলণ্ডের রাজাদের বহুদিন হইতে অসদ্ভাব চলিতেছিল। চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে ইংলণ্ডে পোপের মর্য্যাদা ও অধিকার বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইতে থাকে। এই সময় হইতে পোপগণ ফ্রান্সের রাজার অধীন হইয়া ফ্রান্সের অন্তর্গত Avignon নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইংরেজদের সহিত ফরাসীদের গভীর মনোমালিন্য থাকায় ফরাসী-শাসিত পোপের সম্বন্ধে ইংলণ্ডে জনসাধারণের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি হয়। পার্লামেন্ট পোপের ক্ষমতা হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত **Statute of Provisors** নামক এক বিধানে স্থির হয় যে, অতঃপর পোপ তাহার ইচ্ছাক্রমে ইংলণ্ডে যাজক নিয়োগ করিতে পারিবেন না। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে **Statute of praemunire** নামক অপর একটি আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইন দ্বারা ইংরেজ বিচারালয়সমূহের রায়ের বিরুদ্ধে কোন বিদেশীয় আদালতে (অর্থাৎ পোপের আদালতে) আপীল

পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক পোপ-বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন

করা যাইবে না বলিয়া সাব্যস্ত হয়। জনের আমল হইতে ইংলণ্ড হইতে পোপকে যে বার্ষিক কর দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাও এই সময়ে পরিত্যক্ত হয়।

উইক্লিফ ও ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন—তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের রাজত্বকালে জন উইক্লিফ নামক জনৈক ধর্ম্মসংস্কারক ইংলণ্ডে আবির্ভূত হন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে ইংলণ্ড তথা ইউরোপের ধর্ম্মজীবনে নানারূপ কলুষ ও অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল। ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় দারিদ্র্য ও পরহিত-ব্রতের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিলাসিতায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। গির্জ্জা ও সঙ্ঘারামসমূহের যে অর্থ সঞ্চিত ছিল তাহা পুণ্যকার্য্যে ব্যয় না করিয়া তাহারা নিজেদের ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যয় করিতেন। স্বয়ং ধর্ম্মগুরু পোপ ধর্ম্মকার্য্যের প্রতি নিদারুণ অবহেলা প্রদর্শন করিয়া রাজনৈতিক চক্রান্তে সমুদয় শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মজীবনের এই সকল দুর্নীতি ও অনাচার দূর করিবার মহান সঙ্কল্প লইয়া উইক্লিফ **The Poor Priests** বা 'দীন পুরোহিত মণ্ডলী' নামে এক সঙ্ঘ স্থাপন করিলেন। এই সঙ্ঘের সহায়তায় পোপের প্রাধান্য ও অর্থলিপ্সার বিরুদ্ধে জনমত উদ্বুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এক সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের কয়েকটি মতবাদের যৌক্তিকতা সম্পর্কেও তিনি প্রকাশ্যে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। তিনি পোপকে স্বয়ং ভগবানের অবতার বলিয়া মানিতে অসম্মত হইলেন। জনসাধারণের কল্যাণ কামনায় তিনি সর্ব্বপ্রথম বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উইক্লিফের মত ও কার্য্যাবলী

উইক্লিফের অনুচরগণ **Lollard** নামে পরিচিত। ইহাদিগকে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। উইক্লিফ নিজেও নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে ক্যাণ্টারবেরীর আর্চ্চবিশপের নিকট অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হওয়ায় তাহার প্রতি কঠিন দণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু ডিউক অব ল্যাঙ্কাষ্টারের সহায়তায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাহাকে সম্পর্কচ্ছেদ করিতে বাধ্য করা হয়। অতঃপর দুই বৎসরকাল তিনি নিভৃত জীবন যাপন করেন এবং এই সময়ে ল্যাটিন

তাহার প্রচার কার্য্যের ফল

ও ইংরেজী ভাষার সাহায্যে তাহার মতবাদ সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। প্রত্যেকেই সাধনা বা ভগবৎ আরাধনা দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারে, পরমাত্মা ও স্রষ্টার মধ্যে কোন পুরোহিতের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নাই—উইক্লিফের এই মতবাদ ভিত্তি করিয়াই উত্তরকালে মার্টিন লুথার তাহার প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমতের ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন। উইক্লিফ ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ এবং জনসাধারণকে বাইবেল পাঠ ও বুঝিবার সুযোগ প্রদান করিয়া পোপ ও তাহার সমর্থকদলের একাধিপত্য বিনষ্ট করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতকে যদি মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার জানা থাকিত তবে হয়ত মার্টিন লুথারের পরিবর্ত্তে উইক্লিফকেই ধর্ম্মসংস্কারের প্রবর্ত্তক বলা যাইত। যাহা হউক ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্ম্মসংস্কারের যুগে উইক্লিফের ভাবধারা অনেকাংশে গৃহীত হইয়াছিল। এই কারণে তাহাকে '**Morning-Star of the Reformation**' অথবা "ধর্ম্মসংস্কারের শুকতারা" বলা হইয়া থাকে।

উইক্লিফের কার্য্যাবলী

মার্টিন লুথারের পথ প্রদর্শক রূপে উইক্লিফ

পার্লামেণ্টের ক্ষমতাবৃদ্ধি—তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের অর্দ্ধশতাব্দীকালব্যাপী রাজত্বে পার্লামেণ্টের মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহার রাজত্বের প্রথমভাগে পার্লামেণ্ট যথাক্রমে House of Lords এবং House of Commons এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত থাকা হেতু রাজা সর্ব্বদাই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বোধ করিতেন। অথচ শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী পার্লামেণ্টের সম্মতি ব্যতীত অর্থ লাভ করিবার কোন উপায় ছিল না। এই কারণে রাজাকে সর্ব্বদাই পার্লামেণ্টের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইত। তাহার পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বকালে ৪৮ বার পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। এই সকল বিভিন্ন অধিবেশনে যে সকল নীতি ও প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ধারাসমূহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা নিজ ক্ষমতাবলে কোন কর আদায় করিতে পারিবেন না; দ্বিতীয়তঃ, আইন প্রণয়ন বিষয়ে পার্লামেণ্টের লর্ড এবং কমন্স এই উভয় শাখার অনুমোদন আবশ্যক হইবে এবং তৃতীয়তঃ, শাসন বিভাগের অনাচার ও দুর্নীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার অধিকার কমন্স সভার অব্যাহত থাকিবে। ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের যে অধিবেশন হয় তাহা Good Parliament

কমন্স ও লর্ডস্ সভার উৎপত্তি

নামে পরিচিত। এই পার্লামেণ্ট কমন্স সভার সদস্যগণ রাজার দুইজন প্রধান কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে লর্ডস সভার নিকট নানাবিধ অভিযোগ উপস্থাপিত করে। লর্ডস্ সভার বিচারে অভিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এই প্রকার অভিযোগকে **Impeachment** বলা হইয়া থাকে। এই প্রথা দ্বারা রাজকর্ম্মচারিগণের দুষ্কৃতি দমনে এক নূতন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

পার্লামেণ্টের অধিকার বৃদ্ধি

৫০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দ্বিতীয় রিচার্ড (১৩৭৭—১৩৯৯ খ্রীঃ)—তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের মৃত্যু হইলে তাহার দশম বর্ষীয় পৌত্র 'দ্বিতীয় রিচার্ড' নাম ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কয়েক বৎসর অভিভাবক পরিষদের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবার পর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রিচার্ড স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন।

রিচার্ডের রাজত্বকালে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটে নাই। রিচার্ড ফরাসী রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করাতে সাময়িকভাবে উভয় পক্ষে যুদ্ধ স্থগিত থাকে। দুই বৎসর পর উভয় পক্ষে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ফরাসী জাহাজ ইংরেজ নাবিকগণের সামরিক শক্তিহানীর সুযোগ লইয়া ইংলণ্ডের উপকূলভাগে অবস্থিত বন্দর সমূহের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতে থাকে। এই সময় স্কটগণও সুযোগ বুঝিয়া ফরাসী পক্ষে যোগদান করিয়া তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি করে। কিন্তু ইংরেজ পক্ষ অল্পকাল মধ্যেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া পূর্ণোদ্যমে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হয় এবং অচিরেই ইংলিশ প্রণালী হইতে শত্রু জাহাজসমূহকে বিতাড়িত করিয়া ইংলণ্ডের নিরাপত্তা রক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ

কৃষক বিদ্রোহ—দ্বিতীয় রিচার্ডের রাজত্বের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কৃষক-বিদ্রোহ। প্রথমতঃ, তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে যে সময় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তখন হইতেই দেশের অর্থনৈতিক জীবনে দারুণ বিপর্য্যয় ঘনাইয়া আসে। ১৩৪৭ সাল হইতে ১৩৫০ সাল পর্য্যন্ত এই মহামারীর তাণ্ডবলীলা চলে। ইহার ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যেই মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাধিক হইয়াছিল। শ্রমজীবী

কৃষক-বিদ্রোহের কারণ

সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে কৃষিকার্য্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছিল। কৃষিকার্য্যের ক্ষতি হওয়াতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অনুরূপ বৃদ্ধি পাইল। যে অল্প সংখ্যক শ্রমিক বাঁচিয়াছিল তাহারা মজুরীর হার বৃদ্ধি না করিলে কাজ করিতে অসম্মত হইল। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে ধনিক ভূম্যধিকারিগণের প্রভাবে পার্লামেণ্ট জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখিবার অভিপ্রায়ে শ্রমজীবী-সংক্রান্ত এক আইন জারি করে। এই আইন অনুসারে মহামারীর পূর্ব্বে প্রচলিত মজুরী পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব্বের মজুরীতে কাজ করা শ্রমিক সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে শ্রমিকদের অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় জমিদার শ্রেণী দাস-শ্রমের প্রথা পুনরায় প্রবর্ত্তন করিতে চাহিলে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ আরও ঘনীভূত হয়। দ্বিতীয়তঃ, লোলার্ডগণ এই সময়ে ধনিক ভূম্যধিকারী ও বণিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালাইতে থাকে। তাহারা এই মর্ম্মে প্রচার কার্য্য চালায় যে, অবৈষম্যমূলক ধনবণ্টনের নীতিই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অস্বাভাবিক পার্থক্য রচনা করিয়াছে। তাহারা অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে নানাবিধ যুক্তি প্রয়োগ করে। তাহাদের প্রচার কার্য্যের ফলে ধনিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ঘনীভূত হয়। তৃতীয়তঃ, ফ্ল্যাণ্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যে সকল সৈন্য ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহারা প্রচার করে যে, ঐ অঞ্চলের কৃষকগণ অত্যাচারী শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাহাদের নিজেদের অধিকার পুনরুদ্ধার করিয়াছে। ইংরেজ কৃষকগণ মনে করে যে, তাহারাও সমবেত চেষ্টার ফলে অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে। চতুর্থতঃ, দ্বিতীয় রিচার্ডের পিতৃব্য John of Gaunt-এর অত্যাচারের ফলে রাজ্যমধ্যে ঘোরতর অশান্তি দেখা দেয়। কৃষক বিদ্রোহের ইহাও অন্যতম কারণ। পঞ্চমতঃ, এইরূপে দেশের সর্ব্বত্র যখন তীব্র অসন্তোষ সঞ্চারিত হইতেছিল তখন Poll-tax বা জিজিয়া-কর নামে এক নূতন কর ধার্য্য করা হয়। অর্থাভাবহেতু প্রজা সাধারণ এই কর দেওয়া বিশেষ কষ্টকর বলিয়া মনে করে। কিন্তু রাজার কর্ম্মচারিগণ তাহাদের সুখ দুঃখের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া নির্দ্দয় ভাবে কর আদায় করিয়া চলে। তাহারা নানাভাবে প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। ফলে কৃষকগণ অনন্যোপায় হইয়া ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে

অর্থনৈতিক

সামাজিক

রাজনৈতিক

বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা দলে দলে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ধনীব্যক্তিদের প্রাসাদ লুণ্ঠন করিতে থাকে ও তাহাদের সম্পত্তি ধ্বংস করে, অনেককে নির্দ্দয়ভাবে হত্যাও করে। **ওয়াট টাইলার** (Wat Tyler) নামক জনৈক নেতার নেতৃত্বে কেণ্টবাসী লক্ষাধিক কৃষক লণ্ডনে উপস্থিত হয়। রাজকর্ম্মচারিগণ আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু নাবালক রাজা অসমসাহসে নির্ভর করিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হন এবং তাহাদের অভাব অভিযোগের যথোচিত প্রতিকার করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করেন। রাজার এই অসমসাহসিকতায় বিপদ কাটিয়া যায়। ক্রমে বিদ্রোহের অবসান হয়।

ওয়াট টাইলারের নেতৃত্ব ; বিদ্রোহের অবসান

কৃষক-বিদ্রোহের ফল—রিচার্ড দাসত্ব প্রথা রহিত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদ্রোহীদলকে শান্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। কৃষক নেতাগণ ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। কিন্তু রাজা প্রতিকার না করিলেও জমিদারগণ বুঝিতে পারিলেন যে, বলপূর্ব্বক কৃষকদিগকে অধীনে রাখা নিতান্ত বিপজ্জনক। তাহারা পূর্ব্ব প্রথা রহিত করিয়া কৃষকদিগের নানাবিধ দাবী স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। ফলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইল এবং ক্রমশঃ দাসত্ব প্রথা লোপ পাইল। জমিদারগণ পুরাতন হারে মজুরি দিয়া শ্রমজীবী সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ফলে কৃষিকার্য্যে ক্ষতি হইতেছিল। অতঃপর জমিদারগণ জমি চাষের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য জমি ইজারা দিতে লাগিলেন। ইজারা লইয়া এক শ্রেণীর লোক মজুরের সাহায্যে জমি চাষের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই ভাবে তখন ইংরেজ কৃষক শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। অনেক জমিদার কৃষি লাভজনক হইবে না মনে করিয়া জমিতে চাষ না করিয়া মেষপালন আরম্ভ করিলেন। মেষপালনের সুবিধার জন্য খোলা জমি চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রাখার প্রথা (Enclosure System) অবলম্বিত হয়। ইহার ফলে ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কৃষক বিদ্রোহ ইংলণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূত্রপাত করে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষক বিদ্রোহের সুদূরপ্রসারী ফল

দ্বিতীয় রিচার্ডের সহিত অভিজাতগণের বিবাদ ও তাহার পদচ্যুতি :—বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রিচার্ড শাসন কার্য্যের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। শাসনসংরক্ষণ কার্য্যে তাহার কোনওরূপ দক্ষতা ছিল না। তিনি পার্লামেণ্টের

মতামতের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছামত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ফলে পার্লামেণ্ট ও প্রধান প্রধান ব্যারণগণের সহিত তাহার সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। খুল্লতাতগণও তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি অভিজাত শ্রেণীর ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রিয়জনদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে থাকেন। ইহার ফলে ব্যারণগণ সমবেতভাবে ইহার প্রতিকার করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। রিচার্ডের পিতৃব্য **গ্লষ্টারের ডিউক টমাস** (Thomas, Duke of Gloucester) এই বিরোধী দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট, চ্যান্সেলার Michael de la Pole, Earl of Suffolk-এর পদচ্যুতি দাবি করিলে রাজা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তখন কমন্স সভা সাফোক্‌কে লর্ডস্ সভার নিকট অভিযুক্ত করে। বিচারে সাফোক্ দোষী সাব্যস্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ব্যারণগণ নিজেদের মধ্য হইতে ১১ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের হস্তে শাসন কার্য্যের সর্ব্ববিধ দায়িত্ব অর্পণ করেন। রাজা প্রথমে এই ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই গোপনে শক্তি সঞ্চয় করিয়া তিনি ব্যারণগণের সহিত প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন এবং ব্যারণগণের সমিতি ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। পার্লামেণ্ট এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ রাজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা করে। উভয়পক্ষে যুদ্ধের ফলে রাজকীয় বাহিনী পরাজিত হইলে ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহূত হয়। বিজয়ী ব্যারণগণ এই পার্লামেণ্টে উপস্থিত হইয়া রাজা এবং তাহার সমর্থকদলের প্রতি এরূপ কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, ইতিহাসে এই পার্লামেণ্ট **নির্দ্দয় পার্লামেণ্ট** (Merciless Parliament) নামে পরিচিত হইয়াছে। এই পার্লামেণ্টের যে সকল নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি রাজার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া শাসনপদ্ধতির সংস্কার সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা **আপীলকারী লর্ড** বা **Lords-Appellant** নামে পরিচিত। ইহারা রাজার বিশ্বাসভাজন কয়েকজন অত্যাচারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। অপরাধকারী কয়েকব্যক্তি প্রাণদণ্ডেও দণ্ডিত হইলেন। রাজা ব্যারণগণের শাসনব্যবস্থা মানিয়া

ব্যারণ সম্প্রদায়ের সহিত দ্বিতীয় রিচার্ডের বিরোধ ; কারণ ও পরিণাম

Merciless পার্লামেণ্ট

Lords Appellant

লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন এবং আপীলকারী লর্ডগণই রাজ্যমধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন।

এক বৎসরকাল রিচার্ড নির্ব্বিবাদে ব্যারণগণের এই প্রভুত্ব মানিয়া চলিলেন। অবশেষে পুনরায় তিনি তাহার সমর্থক দলের সাহায্যে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন এবং আপীলকারী লর্ডগণের প্রাধান্য বিনষ্ট করিয়া স্বীয় অপ্রতিহত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিলেন। কিন্তু রিচার্ড শাসন কার্য্যে নিতান্ত অনুপযুক্ত ছিলেন। কুশাসন ও অত্যাচার দ্বারা তিনি শীঘ্রই জনসাধারণের নিতান্ত অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। তিনি কতিপয় অনুগ্রহভাজন ও অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা পরিবৃত হইয়া অতীব স্বেচ্ছাচারিতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তাহার অধীনে যে সকল বেতনভুক্ত তীরন্দাজ সৈন্য ছিল তাহারাও প্রজাগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল। দ্বিতীয় রিচার্ড তাহার খুল্লতাত-পুত্র হেন্‌রীকে অন্যায়ভাবে তাহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করেন। ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড, আয়র্লণ্ডে গমন করিলে তাহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া হেন্‌রী ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন। রিচার্ডের কুশাসন হেতু যে সকল ব্যারণ তাহার উপর নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাদের নিকট হইতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া হেন্‌রী প্রকাশ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া উহা দমন করিবার অভিপ্রায়ে রিচার্ড আয়র্লণ্ড হইতে

রিচার্ডের পদচ্যুতি

যথাসম্ভব সত্বর ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি কোন সম্প্রদায়েরই সাহায্য লাভ করিতে পারিলেন না। হেন্‌রীর নিকট পরাজিত হইয়া রিচার্ড পদত্যাগ পত্র স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর পার্লামেণ্টের সম্পূর্ণ অনুমোদনক্রমে হেন্‌রী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রিচার্ডকে কারারুদ্ধ করা হইল। ইহার কিছুকাল পরে কারাগৃহে অতি শোচনীয় ভাবে হতভাগ্য রিচার্ড প্রাণত্যাগ করিলেন।

Studies and Questions

1. How did Henry II put an end to the disorders of Stephen's reign? (C. U. 1912

2. By what measures did Henry II reduce the power of the barons and strengthen royal justice? (C. U. 1944)

3. Briefly describe the steps taken by Henry II to make the royal position secure against the barons? (C. U. 1948)

4. How far is it true to say that Henry II is one of the greatest legislators in English history? (C. U. 1948, 1950)

5. "Over the barons Henry triumphed, the Church on the otherhand, had worsted him." Explain. (C. U. 1921, 1935)

6. "The quarrel between Henry II and Becket had its root deep in the past." Elucidate. (C. U. 1926)

7. "If even a dead man won a fight, it was Thomas Becket." Explain (C. U. 1923)

8. What were the points of dispute between Henry II and Thomas Becket? Did he win? (C. U. 1940)

9. What do you know about the quarrel between Henry II and Thomas Becket? (C. U. 1943, 1951)

10. "But with all his qualities Richard was not essentially English." Explain. In what sense is he considered a hero? (C. U. 1927)

11. Mention the leading provisions of the Magna Carta. (C. U 1916, 1918, 1942)

12. "Magna Carta may justly be regarded as marking the beginning of English liberty—the Bible of the English constitution." Why? C. U. 1926, 1939, 1941, 1945, 1949, 1952)

13. "In the main the Great Charter is a bond between a feudal king and feudal barons, it runs on feudal lines". Illustrate (C. U. 1926, 1937, 1949)

14. "From his birth John had been the curse of all who had to deal with him." Form an estimate of King John's character in the light of this remark and show briefly how he managed to lose the support of all sections of his subjects. (C. U. 1944)

15. Why is the Magna Carta so important in English constitutional history? (C. U. 1945, 1947)

16. Give an account of the opposition put up by the barons against Henry III's misrule (C. U. 1943)

17. Indicate the part played by Simon de Montfort in English history. (C. U. 1919, 1925, 1928, 1930, 1940, 1948)

18. "Simon de Montfort is one example out of many which history offers of an alien to whom England owes much." Expand. (C. U. 1922, 1945)

19. Describe the relations of England with Scotland under Edward I. (C. U, 1941, 1944)

20. Describe the attempts of the first three Edwards to unite Britain. (C. U. 1947)

21. What part did Wallace and Bruce play in Scotland's struggle against England ? (C. U. 1942)

22. Form as estimate of Edward I as a law-giver and administrator. (C. U. 1936, 1954)

23. What achievements of Edward I entitle him to the epithet of English Justinian ? (C. U. 1931)

24. Describe the part played by Edward I in the history of English Parliament. (C. U. 1915)

25. "The years 1295 and 1297 saw the fulfilment of what had been shadowed eighty-two years before." Discuss. (C. U. 1927)

26. "Edward I's policy may be summed up as one of orderly consolidation."Explain. (C. U. 1923, 1934, 1938)

27. In what ways is the reign of Edward I regarded as memorable one ? (C. U. 1946)

28. Edward III's reign is sometimes described as being one of barren glory rather than of substantial gains. Do you agree ?

29. Indicate the causes that led to the Peasants' Revolt of 1381 and point out the results of the movement.
(C. U. 1918, 1923, 1930, 1937, 1940, 1944, 1951, 1953)

30. Indicate notes on the following and show how they were interconnected : The Black Death ; the Statute of Labourers ; the Peasants' Revolt . (C. U. 1948)

31. What were the causes of the Hundred Years' Wars ? (C. U. 1946, 1952, 1954, 1956)

পঞ্চম অধ্যায়

ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান রাজবংশ

(The Lancastrian Dynasty)

চতুর্থ হেন্‌রী (১৩৯৯-১৪১৩ খ্রীঃ)—দ্বিতীয় রিচার্ডের সিংহাসনচ্যুতির পর পার্লামেণ্টের অনুমোদনক্রমে ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ল্যাঙ্কাষ্টারের ডিউক 'চতুর্থ হেনরী' উপাধি ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রিচার্ডের ন্যায় তিনিও তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের পৌত্র ছিলেন বটে, কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে তাঁহার দাবী অগ্রগণ্য ছিল না। তৃতীয় এড্‌-ওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র লায়োনেল অব ক্লারেন্স-এর সন্তানসন্ততিগণ তখনও জীবিত ছিলেন। রিচার্ডের পর উত্তরাধিকার সূত্রে ইংলণ্ডের সিংহাসন তাহাদেরই প্রাপ্য ছিল। চতুর্থ হেন্‌রী তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের তৃতীয় পুত্র জন অব গণ্টের পুত্র ছিলেন। এই কারণে ক্লারেন্সের বংশধরগণের তুলনায় সিংহাসনে তাহার দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। তথাপি পার্লামেণ্টের অনুমোদনক্রমে চতুর্থ হেন্‌রীই ইংলণ্ডের রাজপদে অভিষিক্ত হন। সিংহাসনলাভের পূর্ব্বে তিনি ল্যাঙ্কাষ্টারের ডিউক নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়া তিনি এবং তাহার বংশধরগণ ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

সিংহাসনের উপর চতুর্থ হেন্‌রীর দাবী

চতুর্থ হেন্‌রীর রাজ্যলাভের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর বিদ্রোহ দমনে অতি-বাহিত হয়। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই চতুর্থ হেন্‌রী সর্ব্বপ্রথম দ্বিতীয় রিচার্ডের সমর্থনকারী ব্যারণদের উপাধি কাড়িয়া লইয়া তাহাদের সম্পত্তির কতকাংশ রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করেন। ইহাতে ব্যারণ সম্প্রদায় রাজার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রাজপরিবারভুক্ত কয়েকজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ব্যারণদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া একযোগে রাজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। চতুর্থ হেন্‌রী সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করেন। ষড়যন্ত্রকারিগণ ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৪০২ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ হেনরীকে ওয়েলস্ প্রদেশে এক ব্যাপকতর বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হয়। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন **ওয়েন-গ্লেণ্ডোয়ার** (Owen Glandower)। নর্দ্দাম্বারল্যাণ্ডের আর্ল, ওয়েলস্-এর

গ্লেণ্ডোয়ারের বিদ্রোহ

বিদ্রোহীদলে যোগদান করিয়া উহার শক্তিবৃদ্ধি করেন। এই বৎসরেই ফরাসীদের সাহায্য লাভ করিয়া স্কটগণও সুযোগ বুঝিয়া ইংলণ্ড-রাজের সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। হেন্‌রী অসমসাহসের সহিত বিদ্রোহীদলের সম্মুখীন হইলেন এবং নর্দাম্বারল্যাণ্ডের আর্ল প্রমুখ বিদ্রোহীদের পরাস্ত ও বন্দী করিয়া রাজকীয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু গ্লেণ্ডোয়ার পরাজিত হইয়াও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ওয়েলস্-এর পার্ব্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন।

লোলার্ড দমন

চতুর্থ হেন্‌রীর রাজত্বকালে **লোলার্ড** নামে পরিচিত উইক্লিফের শিষ্যগণ সামাজিক আচার ব্যবহার ও প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালনা করেন। ১৪০১ খৃষ্টাব্দে যাজকসম্প্রদায়ের অনুরোধ ও পার্লামেণ্টের অনুমোদনক্রমে হেন্‌রী **Statute de Herectio Comburendo** নামে এক নিষ্ঠুর আইন প্রবর্ত্তন করেন। এই আইনের মর্ম্ম অনুসারে লোলার্ডগণকে বিধর্ম্মী বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং স্থির করা হয় যে, লোলার্ড বলিয়া পরিচিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহাকে আইন অনুযায়ী জীবন্ত দগ্ধ করা হইবে।

উত্তরাধিকারসূত্রে যাহাদের দাবী অগ্রগণ্য তাহাদের অতিক্রম করিয়া চতুর্থ হেন্‌রী প্রধানতঃ পার্লামেণ্টের অনুমোদনক্রমে ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাসের ক্রমবিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে এই ঘটনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। Bishop Stubbs লিখিয়াছিলেন যে, "The Lancastrian Revolution is a landmark in the constitutional history of England." চতুর্থ হেন্‌রী জানিতেন যে, পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত তাহার পক্ষে সিংহাসন লাভ করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে তিনি পার্লামেণ্টের সহিত সর্ব্বদাই যথাসম্ভব সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাহার রাজত্বকালে রাজস্ব সংগ্রহ, ব্যয়মঞ্জুর এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা বিষয়ে পার্লামেণ্টের অধিকার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল অধিকার পার্লামেণ্ট অধিককাল ভোগ করিতে পারে নাই।

Lancastrian Constitutional Experiment

এই কারণেই Prof. Tout মন্তব্য করিয়াছেন যে, "The constitutional importance of the Lancastrian Revolution was more restricted and negative, since it did not secure permanent results, and since it allowed constitutional progress to outrun administrative order." তাহার এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে ১৪ বৎসরকাল রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চতুর্থ হেন্‌রী পরলোক গমন করেন।

পঞ্চম হেন্‌রী (১৪১৩-২২ খ্রীঃ)—চতুর্থ হেন্‌রীর মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র "পঞ্চম হেন্‌রী' উপাধি ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র নয় বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ফ্রান্সের সহিত একাধিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের সহিত শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে সাফল্যলাভ তাহার রাজত্বের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে ইংলণ্ডের সাফল্য

সিংহাসনলাভের অল্পকাল মধ্যেই হেন্‌রী তাহার পূর্ব্বপুরুষ তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ফ্রান্সের সিংহাসন দাবী করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে ফ্রান্স ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছিল। অধিকন্তু এই সময় ফ্রান্সের তদানীন্তন রাজা ষষ্ঠ চার্লস উন্মাদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় রাজ্য মধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। উচ্চাভিলাষী অভিজাত শ্রেণী স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি কামনায় রাজকীয় শক্তির বিরোধিতা করিয়া উহার ক্ষমতা সঙ্কোচ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। এই সকল কারণে ফরাসীদেশে অরাজকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। ক্ষমতালাভ কামনায় এই সময় Duke of Orleans এবং Duke of Burgundy পরস্পর প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। পঞ্চম হেন্‌রী ফরাসীদেশের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া Duke of Orleans-এর সহায়তায় ফরাসীদেশে আপন প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন।

আজিনকোর্টের যুদ্ধ

ফরাসীদের সহিত ইংরেজপক্ষের **আজিনকোর্টের** রণক্ষেত্রে (Battle of Agincourt) তুমুল যুদ্ধ হয় (১৪১৫ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে ফরাসিগণ শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পাঁচ বৎসর উভয়পক্ষে ক্রমাগত যুদ্ধ চলিবার পর ১৪২০ খৃষ্টাব্দে ফরাসিগণ ট্রয়ের সন্ধি (Treaty of Troyes) স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে, পঞ্চম হেন্‌রীর সহিত ফরাসী রাজকন্যা ক্যাথারিণের বিবাহ হইবে। ষষ্ঠ চার্লসের জীবিত কালে পঞ্চম হেন্‌রী তাহার নামে রাজ্যশাসন করিবেন এবং চার্লসের মৃত্যু হইলে তিনি ফরাসীদেশের অধিপতি বলিয়া স্বীকৃত হইবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পঞ্চম হেন্‌রী ফরাসীদেশের

সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন নাই। কারণ চার্লসের মৃত্যুর পূর্ব্বেই ১৪২২ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম হেন্‌রীর রাজত্বকালে সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতাপ্রিয়তার ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইহা দমন করিতে না পারিলে রাজশক্তি আপন অপ্রতিহত অধিকার রক্ষা করিতে পারিবে না, ইহা আশঙ্কা করিয়াই পঞ্চম হেন্‌রী ফরাসীদেশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদেশীয় শত্রুর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলে অভিজাত শ্রেণী আভ্যন্তরীণ শাসনক্ষেত্রের দায়িত্ব গ্রহণে উৎসুক হইবে না, ইহা মনে করিয়াই হেন্‌রী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় স্বীয় শক্তি সামর্থ্য অকাতরে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার দূরদর্শিতার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই ব্যবস্থা দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় নাই; ইহা দ্বারা সমস্যা এড়ানো হইয়াছিল মাত্র। তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পঞ্চম হেন্‌রী ফরাসী সিংহাসন উপলক্ষ্য করিয়া বৈদেশিক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে সাময়িক ভাবে রাজশক্তির প্রাধান্য রক্ষা পাইয়াছিল। তিনি যদি সপ্তম হেন্‌রীর ন্যায় প্রত্যক্ষ ভাবে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস করিতে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে রাজকীয় শক্তি দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইত। সামন্তশ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব্ব করার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই। বরং বৈদেশিক যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে ইহারা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। ষষ্ঠ হেন্‌রীর রাজত্বকালে এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে তাহারা বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে নাই। এই কারণেই জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'Henry V neglected his opportunity and Henry VI paid for the neglect. The father sowed the wind and the son reaped the whirlwind.'

পঞ্চম হেন্‌রীর কার্য্যাবলীর সমালোচনা

ষষ্ঠ হেন্‌রী (১৪২২-১৪৬১ খ্রীঃ)

পঞ্চম হেন্‌রী মৃত্যুর পর তাহার শিশুপুত্র 'ষষ্ঠ হেন্‌রী' উপাধি ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যতদিন তিনি নাবালক ছিলেন ততদিন রাজ্যশাসনের যাবতীয় দায়িত্ব একটি অভিভাবক পরিষদ বা Council of Regency-র উপর অর্পণ করা হইয়াছিল। ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া মাত্র ষষ্ঠ হেন্‌রী স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল-চরিত্র লোক ছিলেন; অভিজাত শ্রেণীকে স্ববশে রাখিবার

ক্ষমতা তাহার মোটেই ছিল না। তাহার রাজত্বকালে নানাপ্রকার অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও গৃহবিবাদের সূচনা দেখা দিয়াছিল।

শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান—পঞ্চম হেন্‌রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের পুনরায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। হেন্‌রীর মৃত্যুর অল্পকাল মধ্যেই ষষ্ঠ চার্লস্ পরলোক গমন করেন। এই অবস্থায় ফরাসিগণ ট্রয়ের সন্ধির সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিয়া ষষ্ঠ চার্লসের পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তিনি **সপ্তম চার্লস** উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইয়াছে এই অজুহাতে ইংলণ্ড তখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফরাসিগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোন প্রকার সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। গৃহবিবাদের ফলে এবং জাতীয়তাবোধের অভাব হেতু তাহারা ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতে লাগিল, তাহাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কোন আশাই অবশিষ্ট রহিল না।

এই বিপন্ন অবস্থায় **জোয়ান অব আর্ক** নামে এক দরিদ্র কৃষককন্যা ফরাসী জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বদেশের দুঃখে তীব্র দুঃখ অনুভব করিতেন এবং কি ভাবে এই অবস্থার প্রতিকার করা যায় তাহাই সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। অবশেষে তাহার বদ্ধমূল ধারণা হইল যে, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাহাকেই স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি এক দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য বাহিনী গঠন করিয়া বিপুল বিক্রমে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার প্রচণ্ড এবং অতর্কিত আক্রমণে শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তাহার দুর্জ্জয় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া ফরাসিগণ ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিয়া Orleans নগর পুনরুদ্ধার করেন। এই সময় হইতে জোয়ান, Maid of Orleans নামে পরিচিতা হইলেন। অতঃপর Rheims নগর পুনরধিকার করিয়া জোয়ান যুবরাজ চার্লসকে সপ্তম চার্লসরূপে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু এই ঘটনার অল্পকাল পরেই Compeigne অবরোধ কালে জোয়ান ইংরেজদের হস্তে বন্দিনী হইলেন। ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে ডাকিনী স্থির করিয়া ইংরেজগণ এই বীরাঙ্গনাকে অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করে। জোয়ানের মৃত্যুর পর তাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ফরাসিগণ অমিতবিক্রমে যুদ্ধ চালনা করিতে লাগিল। ইংরেজগণ পুন পুনঃ তাহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। অবশেষে

জোয়ান অব আর্কের নেতৃত্বে ফরাসিগণের শক্তি সঞ্চয়

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সমাপ্তী ঘোষণা করা হয়। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ইংরেজগণ ক্যালে বন্দর ব্যতীত ফ্রান্সের অন্যান্য স্থানের উপর তাহাদের দাবী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের বহু লোকক্ষয় ও অর্থনাশ ব্যতীত আর কোন লাভই হয় নাই।

যুদ্ধের অবসান, ইহার ফলাফল

জ্যাক কেডের বিদ্রোহ—দীর্ঘকাল ধরিয়া ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে ইংলণ্ডের প্রভূত অর্থব্যয় হইয়াছিল ; এই অর্থ পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে রাজসরকার হইতে প্রজাসাধারণের উপর অতিরিক্ত কর স্থাপন করা হয়। ইহাতে দেশব্যাপী প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে **জ্যাক কেড** (Jack Cade) নামে এক ব্যক্তি আয়র্লণ্ডের কয়েকটি সরকার বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীদল লণ্ডন অভিমুখে অগ্রসর হইলে লণ্ডনবাসিগণ প্রথমতঃ তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ; কিন্তু যখন তাহারা দোষী নির্দ্দোষী নির্ব্বিশেষে সকলকে নির্ম্মমভাবে হত্যা ও লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে তখন লণ্ডনের অধিবাসিগণ তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করে। অচিরেই তাহাদের সহায়তায় এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

গোলাপের যুদ্ধ (Wars of the Roses)

কারণ—ষষ্ঠ হেন্‌রীর রাজত্বকালে ইংলণ্ডের শাসনকার্য্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। হেন্‌রী অতিশয় নির্ব্বিরোধ ও দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন। দুর্দ্দান্ত সামন্তগণকে দমন করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার যোগ্যতা তাহার ছিল না। তাহার নাবালক অবস্থায় অভিভাবক-পরিষদ যখন দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন, তখনও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পরিষদে প্রাধান্য লাভ করিবার চেষ্টাতেই অভিভাবকগণ ব্যাপৃত থাকিতেন ; রাজ্যের মঙ্গলকামনায় কোনও সুব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সদিচ্ছা তাহাদের একেবারেই ছিল না ; ফলে দেশের সর্ব্বত্র চরম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর রাজা যখন স্বহস্তে শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন তখনও এই বিশৃঙ্খলার প্রতিকার করার কোন চেষ্টাই তিনি করিতে পারেন নাই।

গোলাপের যুদ্ধের কারণ

রাজশক্তির দুর্ব্বলতা

ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান শাসনকালে রাজশক্তির প্রাধান্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যারণ সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময় সামন্ত প্রথার কুফল চরম আকার ধারণ করিয়াছিল। একদিকে দুর্ব্বল রাজশক্তি, অপরদিকে শাসন

পরিচালনায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পার্লামেণ্ট, ইহাদের কেহই শাসন সংরক্ষণ কার্য্যের দায়িত্ব পালনের উপযোগী ছিল না। ফলে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। উচ্চাভিলাষী ব্যারণ সম্প্রদায় এই অবস্থার সুযোগ লইয়া আপন প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। অভিজাত শ্রেণীর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতেই গোলাপের যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল।

ব্যারণ সম্প্রদায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা

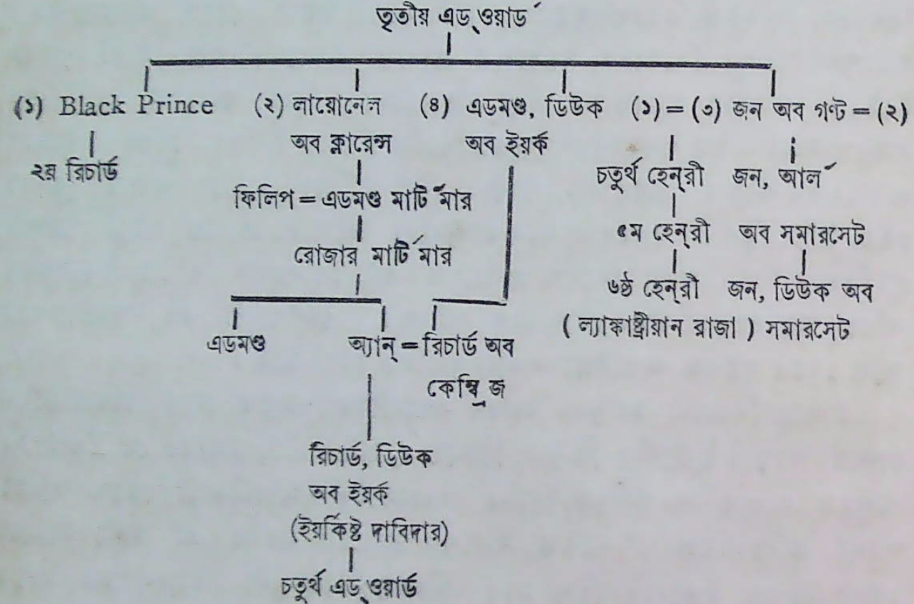
একেত ষষ্ঠ হেন্‌রীর সামন্ত শ্রেণীকে স্ববশে রাখিবার উপযোগী ক্ষমতা ছিল না, অধিকন্তু ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সহসা উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হন। ব্যারণগণ তখন নিজেদের ব্যক্তিগত প্রাধান্য স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠেন। রাজ্যের শুভাশুভের বিষয় তাহারা আর চিন্তা করিলেন না। এই সময় ফ্রান্সের সহিত শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের বিরতি হওয়ায় ইংরেজ সৈন্যগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া তাহারা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যারণগণ যখন রাজ্যমধ্যে নিজেদের প্রাধান্য লইয়া পরস্পর গৃহবিবাদে উদ্যত, তখন বিদেশ প্রত্যাগত এই সৈনিকদল বিভিন্ন পক্ষাবলম্বন করিয়া অন্তর্বিপ্লবের ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। দেশব্যাপী এই অরাজকতার ফলে ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে অন্তর্বিপ্লবের বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠে।

রাজার বিরোধী দলভুক্ত ব্যারণ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন রাজার আত্মীয় **ইয়র্কের ডিউক, রিচার্ড** (Richard, Duke of York)। অপুত্রক রাজার অবর্ত্তমানে তিনিই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যারণ-সম্প্রদায়ের সকলে এই দাবী মানিয়া লইবে এইরূপ সম্ভাবনা ছিল না। রিচার্ডের বিরোধী ব্যারণদলের নায়ক ছিলেন **সমারসেটের ডিউক, জন** (John, Duke of Somerset)। ইহারা উভয়েই তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের বংশধর ছিলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বহু বৎসর যাবত বংশানুক্রমিক বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠ হেন্‌রী উন্মাদরোগাক্রান্ত হইলে ইয়র্কের ডিউক রাষ্ট্ররক্ষক বা Protector নিযুক্ত হন। রিচার্ডের এই নিয়োগ রাণী মার্গারেটের মনঃপূত হয় নাই। রাণী ও সমারসেটের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে রিচার্ড অধিক কাল স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। এই সময় ষষ্ঠ হেন্‌রীর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অপুত্রক রাজার মৃত্যুর পর রিচার্ড তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত হইবেন, এই আশায় তিনি এতদিন কালাতিপাত করিতেছিলেন। এক্ষণে হেন্‌রী পুত্রলাভ করায় তাহার আর নিরুপদ্রবে রাজা হওয়ার সম্ভাবনা রহিল না। সুতরাং তিনি সৈন্য সংগ্রহ

সিংহাসনের উপর দাবী

করিয়া বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এইরূপে ইয়র্কিষ্ট ও ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান এই দুই দলের মধ্যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়। প্রথমোক্ত দলের চিহ্ন ছিল শ্বেতবর্ণ গোলাপ এবং দ্বিতীয় দলের প্রতীক ছিল রক্তবর্ণের গোলাপ। ইয়র্কিষ্ট ও ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান দলের এই গৃহযুদ্ধ ইতিহাসে **গোলাপের যুদ্ধ** (Wars of the Roses) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ইয়র্কিষ্ট ও ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ানগণের দাবী



ঘটনা—(Incidents):—গোলাপের যুদ্ধ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। দুই দলেই ব্যারণগণ যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে Earl of Warwick-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Warwick প্রথমতঃ ইয়র্কিষ্ট দলকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার সহায়তা লাভ করিয়াই চতুর্থ এড্ওয়ার্ড, ষষ্ঠ হেন্‌রীকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু Warwick পরে Lancastrian দলে যোগদান করিয়া ষষ্ঠ হেন্‌রীকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করেন। এই কারণে তিনি (Warwick) 'the king-maker' নামে পরিচিত।

১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে **সেণ্ট আলবানস্**-এর প্রথম যুদ্ধে (First Battle of St. Albans) ষষ্ঠ হেনরী পরাজিত হন। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে **ওয়েক্‌ফিল্ডের যুদ্ধে** (Battle of Wakefield) ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান দল জয়লাভ করে এবং ইয়র্কের

ডিউক নিহত হন। ইয়র্কিষ্ট দল অতঃপর রিচার্ডের পুত্র এড্ওয়ার্ডের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং **মার্টিমার ক্রস** (Mortimer Cross) ও **টাউটনের** (Towton) যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এড্ওয়ার্ডকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। ষষ্ঠ হেন্‌রী ও তাহার পত্নী মার্গারেট পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। এইরূপে সাময়িকভাবে ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান রাজত্বের অবসান হয়।

গোলাপের যুদ্ধের ফলাফল—দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল যুদ্ধ চলিবার পর ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান বংশের সহিত সংশ্লিষ্ট হেন্‌রী রিচমণ্ড টিউডর, বস্‌ওয়ার্থের যুদ্ধে তৃতীয় রিচার্ডকে পরাজিত করিয়া এই লোকক্ষয়কারী ধ্বংসযজ্ঞের পরিসমাপ্তি করেন। হেন্‌রী, ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান বংশের সন্তান হইয়াও ইয়র্কিষ্ট বংশের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বিবদমান

ইয়র্কিষ্ট ও ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান বংশের মিলন

দুইটি বংশের মিলন সাধিত হইয়াছিল। হেন্‌রী, টিউডর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের রাজগণ এক শতাব্দীরও অধিককাল ইংলণ্ডের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। গোলাপের যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডে কেবল এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাই নহে, ইহার ফলে অভিজাত শ্রেণীও বিশেষভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত বহু নাগরিক হৃতসর্ব্বস্ব অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক হইতে এই অভিজাত সম্প্রদায়ই কেন্দ্রীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে এই সম্প্রদায় শক্তিহীন হওয়ায়

অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা হ্রাস

রাজকীয় ক্ষমতার প্রতিকূলতা করিতে পারে, এমন কোন সম্প্রদায়ের আর অস্তিত্ব রহিল না। ফলে রাজনৈতিক জীবনে গভীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইল এবং টিউডরবংশীয় রাজগণের শাসনাধীনে ইংলণ্ডে এক প্রবল সার্ব্বভৌম নিরঙ্কুশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। বংশগত কৌলিন্য ভিত্তি করিয়া ইংলণ্ডে যে অভিজাত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা শক্তিহীন হওয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা

রাজকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি

দিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের সামাজিক ক্ষেত্রে এক নূতন স্বপ্রতিষ্ঠ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এই সম্প্রদায় ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিল। ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ইহারা শীঘ্রই আপন প্রভাব বিস্তার করিল। টিউডর রাজগণ সামাজিক জীবনের এই পরিবর্ত্তনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সপ্তম হেন্‌রী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহায়তায় রাজশক্তি দৃঢ়তর ভিত্তিতে

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান আমলের দুর্ব্বল শাসনের পরিবর্ত্তে সবল, আত্মনির্ভরশীল রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য হ্রাস, সামন্ত প্রথার অবসান এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা—ইহাই গোলাপের যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফল।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান

Studies and Questions

1. Discuss the causes of the Wars of the Roses. What were the effects of these Wars. (C. U. 1945, 1955)
2. Indicate the main causes that led to the Wars of the Roses. (C. U. 1920)
3. "The Wars of the Roses were a series of struggle for the crown between the descendants of Edward III." Illustrate. (C. U. 1920)
4. What were the effects of the Wars of the Roses on the society and Government of England? (C. U. 1911, 1920)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইয়র্কিষ্ট রাজবংশ (The Yorkist Kings)

চতুর্থ এডওয়ার্ড (১৪৬১-১৪৮৩ খ্রীঃ)—টাউটনের যুদ্ধে ষষ্ঠ হেন্‌রীকে পরাজিত করিয়া ইয়র্কের ডিউক এডওয়ার্ড (Edward, Duke of York) 'চতুর্থ এডওয়ার্ড' এই নাম ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সিংহাসন লাভ করিয়া তিনি নিরুপদ্রবে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। রাণী মার্গারেট তখনও ষষ্ঠ হেন্‌রীকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। এই সময়ে ইয়র্কিষ্ট দলের নেতাদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হওয়ায় মার্গারেটের চেষ্টা সাফল্য লাভ করে। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান দল এডওয়ার্ডকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ষষ্ঠ হেন্‌রীকে পুনরায় রাজপদে নির্ব্বাচিত করে। কিন্তু ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান দলের এই সাফল্য অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। অল্পদিন মধ্যেই চতুর্থ এডওয়ার্ড টিউক্‌স্‌বেরীর যুদ্ধে (Battle of Tewkesbery) শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। ষষ্ঠ হেন্‌রী কারারুদ্ধ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ এডওয়ার্ডের মৃত্যু হয়।

পঞ্চম এডওয়ার্ড (১৪৮৩ খ্রীঃ)—চতুর্থ এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র পঞ্চম এডওয়ার্ড সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তিনি ও তাহার ভ্রাতা, খুল্লতাত রিচার্ডের চক্রান্তে প্রথমে বন্দী ও পরে নিহত হন।

তৃতীয় রিচার্ড (১৪৮৩-১৪৮৫ খ্রীঃ)—তৃতীয় রিচার্ড তাহার নিরপরাধ ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া সিংহাসন লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি অধিককাল ক্ষমতা ভোগ করিতে পারেন নাই। তাহার অত্যাচার ও কুশাসনের ফলে ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান দল তৃতীয় এডওয়ার্ডের বংশধর হেন্‌রী টিউডরের (Henry Tudor) নেতৃত্বে শক্তি সংগ্রহ করিয়া ইয়র্কিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উভয়পক্ষে বসওয়ার্থের (Bosworth) রণক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তৃতীয় রিচার্ড শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে হেন্‌রী টিউডর **'সপ্তম হেন্‌রী'** (Henry VII) এই নাম ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইরূপে ইংলণ্ডে ইয়র্কিষ্ট রাজত্বের অবসান ও টিউডর যুগের সূত্রপাত হয়।

বসওয়ার্থের যুদ্ধ

Studies and Questions

1. Write notes on the battle of Bosworth.
2. Trace the circumstances that led to the elevation of Henry Tudor to the English throne.

সপ্তম অধ্যায়

টিউডর রাজবংশ (The Tudor Kings)

টিউডর রাজবংশ

(১) সপ্তম হেন্‌রী (১৪৮৫-১৫০৯)
|
(২) অষ্টম হেন্‌রী (১৫০৯-১৫৪৭)
|
(৩) ষষ্ঠ এডওয়ার্ড (১৫৪৭-১৫৫৩) — (৪) মেরী (১৫৫৩-৫৮) — (৫) এলিজাবেথ (১৫৫৮-১৬০৩)

টিউডর যুগে মধ্যযুগের অবসান—ইহার বৈশিষ্ট্য :—১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে বসওয়ার্থের যুদ্ধে তৃতীয় রিচার্ডকে পরাজিত করিয়া সপ্তম হেন্‌রী ইংলণ্ডের

সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাহা সর্ব্বসমেত ১১৮ বৎসর কাল রাজত্ব করে। টিউডর শাসিত এই এক শতাব্দীরও অধিককাল ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই যুগে ধর্ম্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

সার্ব্বভৌম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা

টিউডর যুগের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাজশক্তির প্রাধান্য স্থাপন। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ও গোলাপের যুদ্ধের ফলে ব্যারণগণের সংখ্যা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাইয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চলিবার ফলে প্রাক্-টিউডর যুগে দেশের সর্ব্বত্র অশান্তি ও অরাজকতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বস্‌ওয়ার্থের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সপ্তম হেন্‌রী যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন দেশের সকল শ্রেণীর লোকই রাজশক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রজা-সাধারণের সম্মতিক্রমে সপ্তম হেন্‌রী সামন্তশ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস করিয়া রাজশক্তির প্রাধান্য স্থাপন করেন। তাহার উত্তরাধিকারিগণ তাহার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া ক্রমে রাজশক্তির প্রাধান্যকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ

টিউডর-শাসিত যুগে ইংলণ্ড ও ইউরোপের অপরাপর দেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়। ফিউডাল প্রথার কার্য্যকারিতা এই সময়ে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়। ফলে একদিকে যেমন রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে, অপরদিকে তেমনই জনসাধারণের মধ্যে গভীর জাতীয়তাবোধ জাগরিত হইতে থাকে। মধ্যযুগে পোপ-শাসিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্ঘে যে ঐক্য ও সংহতি দেখা গিয়াছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাহা একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়। ধর্ম্মজীবনে নানাপ্রকার অনাচার ও কলুষ প্রবেশ করে। ইহার ফলে পোপের প্রাধান্য উপেক্ষা করিয়া ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই জনসাধারণ জাতীয়তার ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি পুনর্গঠিত করিতে সচেষ্ট হন। ফ্রান্স, স্পেন, জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ডের জনসাধারণ নিজেদের মাতৃভূমির কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত অধিকতর আগ্রহশীল হন।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ইউরোপীয় জাতিসমূহের ভৌগোলিক দৃষ্টি প্রসার লাভ করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ও জাতীয়তাবোধের বিকাশ প্রভৃতি নানাসূত্র অবলম্বন করিয়া তাহাদের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত হয়। এই সময়ে 'Mariner's Compass' বা দিগদর্শন যন্ত্র আবিষ্কৃত

হওয়ার ফলে পৃথিবীর নানা দেশে সামুদ্রিক অভিযান প্রেরণ করা সম্ভব হয়। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে **কলম্বস** (Columbus) আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ও **ভাস্কো দা গামা** (Vasco-da-gama) ভারতবর্ষের সহিত জলপথে ইউরোপের সংযোগ সাধন করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন। এই সময়ে **সেবাষ্টিয়ান ক্যাবোট** (Sebastian Cabot) নামক একজন ইতালীয়ান নাবিক নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন। এইরূপে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন লোকের ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধি পাইতে থাকে, তেমনি অপর দিকে পৃথিবী-ব্যাপী বাণিজ্য স্থাপনের বিরাট সম্ভাবনাও দেখা দেয়।

ভৌগোলিক আবিষ্কার

Constantinople-এর পতন ও নব জাগরণের সূত্রপাত

এই যুগের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য রেনাসাঁস (Renaissance) বা নব-জাগরণ। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্ট্যান্টিনোপলে (Constantinople) তুর্কী আধিপত্য স্থাপিত হইলে দলে দলে গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতগণ পশ্চিম ইউরোপের নানা দেশে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন ও তাহাদের অনুপ্রেরণায় ইউরোপের সর্ব্বত্র নব-জাগরণের সূত্রপাত হয়। সহস্র বৎসর যাবত অবহেলিত লুপ্তপ্রায় প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য পুনরায় আলোচিত হইতে থাকে। ইহার ফলে ইউরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীন ভাবধারা বিকাশ লাভ করে। তাহাদের মন হইতে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রতি আশক্তি ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে এই ভাববিপ্লবই রেনাসাঁস বা নব-জাগরণ নামে অভিহিত। ইংলণ্ডেও এই সময় হইতে নব-জাগরণের সূচনা হয়। ১৪৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে **Colet** ও **Erasmus** নামক দুইজন সুপণ্ডিত মনীষী ইংলণ্ডে আগমন করেন। তাহাদের অনুপ্রেরণায় দেশে নূতন চিন্তাধারা প্রবর্ত্তিত হয়। **সার টমাস মুর** (Sir Tomas More) এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি **Utopia** নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল মনীষীদের আলোচনার ফলে ইংলণ্ডের জ্ঞানরাজ্যে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহু প্রতিভাবান কবি, নাট্যকার ও সাহিত্যিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই কারণে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে টিউডর শাসনকাল স্বর্ণযুগ (Golden age) নামে পরিচিত।

রেনাসাঁস বা নব-জাগরণের ফলে যে স্বাধীন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন হয় তাহার সহায়তায় ধর্ম্মজগতেও অতি শীঘ্রই বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। পোপ-শাসিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্ঘে নানাপ্রকার অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল। যাজকগণও তাহাদের

ধর্ম্মকার্য্যে নানাপ্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেন। ফলে জনসাধারণ তাহাদের প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অনাচার দমন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব জাগরিত করিবার অভিপ্রায়ে যে বিরাট আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তাহাই **Reformation movement** বা ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন নামে পরিচিত।

ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন

ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনেও টিউডর যুগে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। Gun-Powder বা বারুদের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় মধ্যযুগের সংগ্রাম পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ফিউডাল যুগ হইতে ব্যারণ সম্প্রদায় যে সামরিক ক্ষমতা ও পদমর্য্যাদা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারও পরিসমাপ্তি ঘটে। ব্যারণগণের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করে। অতঃপর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় রাজকার্য্য পরিচালনায় উত্তরোত্তর অধিক অংশ গ্রহণ করিতে থাকে।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ক্রমোন্নতি

সপ্তম হেন্‌রী (১৪৮৫—১৫০৯ খ্রীঃ)

বসওয়ার্থের যুদ্ধে তৃতীয় রিচার্ডকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সপ্তম হেন্‌রী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে তাহার দাবী অগ্রগণ্য ছিল না। ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান রাজবংশের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাহার বংশপঞ্জী আলোচনা করিলে এই মাত্র বলা চলে যে, পিতার দিক হইতে তিনি পরোক্ষভাবে রাজা পঞ্চম হেন্‌রীর সম্পর্কিত, আর মাতার দিক হইতে জন-অব-গণ্ট-এর বংশধরের দৌহিত্র। কিন্তু বংশগত দাবী যতই অপ্রধান হউক না কেন, ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট ইংলণ্ডের সিংহাসনে তাহার দাবী স্বীকার করিয়া লয়। সিংহাসন লাভের পর সপ্তম হেন্‌রী চতুর্থ এড্‌ওয়ার্ডের কন্যা এলিজাবেথের পাণিগ্রহণ করেন। চতুর্থ এড্‌ওয়ার্ডের উভয় পুত্রই নিহত হওয়ায় এই কন্যাই তাহার উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। সুতরাং এই কন্যাকে বিবাহ করিয়া সপ্তম হেন্‌রী সিংহাসনে তাহার দাবী দৃঢ়তর করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ল্যাঙ্কাষ্টার ও ইয়র্ক বংশদ্বয়ের মিলন ঘটাইয়া সুদীর্ঘ গোলাপ যুদ্ধের অবসান করিলেন।

সিংহাসনে সপ্তম হেন্‌রীর দাবী

সপ্তম হেন্‌রী অতিশয় পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। সুদীর্ঘকালব্যাপী গৃহ যুদ্ধের ফলে দেশের সর্ব্বত্র যে অভূতপূর্ব বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, সপ্তম হেন্‌রী তাহা সবল হস্তে দমন করিয়া রাজশক্তির প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং রাজ্য মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। শত্রু ও অন্যায়কারিগণকে নির্ম্মমভাবে শাস্তি দান করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি স্বভাবতঃই স্বার্থপর, সন্দেহপরায়ণ ও অর্থ-লোভি ছিলেন। অর্থসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদাই বৈধ বা অবৈধ সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি নিষ্ঠুর ও অকৃতজ্ঞ ছিলেন। তথাপি অরাজকতার উচ্ছেদ সাধন করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ইংলণ্ডের ইতিহাসে তাহার নাম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

চরিত্র

সিংহাসনারোহণের পরবর্ত্তী প্রথম কয়েক বৎসর সপ্তম হেন্‌রী নিরুপদ্রবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন নাই। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে ইয়র্কিষ্ট দলের কয়েকজন নায়ক ল্যাম্বার্ট সিমনেল্ (Lambert Simnel) নামক অক্সফোর্ডের এক দরিদ্র গৃহস্থ সন্তানকে ডিউক অব ওয়ারউইকরূপে প্রচার করিয়া তাহাকে ইংলণ্ডের সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রকৃত ডিউক অব ওয়ারউইক তখন কারারুদ্ধ ছিলেন। সপ্তম হেন্‌রী অবিলম্বে তাহাকে বন্দীশালা হইতে মুক্ত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন এবং ব্যারণগণের সহায়তায় ল্যাম্বার্ট সিমনেলের অনুচরগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। এই বিদ্রোহের অবসান হওয়ার কিছুকাল পরে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ইয়র্কিষ্ট দল পার্কিন ওয়ারবেক (Parkin Werbeck) নামক এক ব্যক্তিকে চতুর্থ এডওয়ার্ডের কনিষ্ঠপুত্র ডিউক অব ইয়র্করূপে প্রচার করিয়া তাহাকে সিংহাসনের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করে। ওয়ারবেক স্কটল্যাণ্ডের রাজার সহায়তায় হেন্‌রীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু হেন্‌রী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রথমে বন্দী ও পরে নিহত হন। অতঃপর হেন্‌রীর বিরুদ্ধে আর কোন বিদ্রোহ হয় নাই।

বিদ্রোহ দমন

ল্যাম্বার্ট সিমনেল

পার্কিন ওয়ারবেক

বিদ্রোহ দমনের পর সপ্তম হেন্‌রী আত্মনির্ভরশীল, সবল, কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি স্থাপনে উদ্যত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। **প্রথমতঃ**, তিনি King's Council নামে পরিচিত সমিতির গঠন প্রণালীর সংস্কার সাধন করেন। পূর্ব্বে অভিজাত শ্রেণীর সদস্য ব্যতীত অপর কেহ এই সমিতির সদস্য মনোনীত হইতে পারিতেন না। সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে অভিজাত সম্প্রদায় যে ক্ষমতা ও পদমর্য্যাদার অধিকারী ছিলেন তাহাতে রাজার

কেন্দ্রীয় রাজশক্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সপ্তম হেন্‌রী কর্ত্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ

পক্ষে তাহাদের মতামত উপেক্ষা করা সহজসাধ্য ছিল না। হেন্‌রী এই মনোনয়ন প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে সমিতির সভ্য মনোনয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল নব-মনোনীত সদস্য স্বভাবতঃই ধনিক ভূম্যধিকারী অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে রাজার পক্ষ সমর্থন করিতেন। তাহাদের সমর্থন লাভ করায় রাজার পক্ষে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চালনা করা সম্ভব হইল। **দ্বিতীয়তঃ,** আর্থিক বিষয়ে যাহাতে রাজাকে পার্লামেণ্টের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হইয়া না থাকিতে হয় তজ্জন্য সপ্তম হেন্‌রী বৈধ ও অবৈধ সকল উপায়ে প্রজাসাধারণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। এই সকল বিষয়ে তিনি **Empson** ও **Dudley** নামক দুইজন মন্ত্রীর নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের সহায়তায় তিনি **Benevolance** ও **Forced Loans** নামে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিয়া রাজকোষে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি এই ভাবে এত অধিক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, অতঃপর তাহাকে রাজস্বের জন্য আর পার্লামেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, সপ্তম হেন্‌রী কেবলমাত্র অর্থবলে বলীয়ান হইয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, অভিজাত শ্রেণীর সামরিক শক্তি হ্রাস করিতেও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। অভিজাতবর্গ যাহাতে ভবিষ্যতে রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে তিনি ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে Statute of Livery and Maintenance নামে এক আইন প্রবর্ত্তন করেন। এই আইন অনুসারে ঘোষণা করা হয় যে, (১) অতঃপর ব্যারণগণ সশস্ত্র অনুচর পোষণ করিতে পারিবেন না। (২) উচ্চপদস্থ ও বিশেষ ক্ষমতাপন্ন অপরাধীদের বিচারের জন্য তিনি **Court of Star Chamber** নামক এক নূতন বিচারশালা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে Chancellor প্রমুখ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও পরে রাজার

Court of Star Chamber

কাউন্সিলের সদস্যগণ ইহার বিচারকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এই বিচারালয় প্রকৃতপক্ষে রাজকীয় সভার একটি শাখামাত্র ছিল। এই আদালতে জুরীর বিচার হইত না; ইহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলও করা যাইত না। এই বিশেষ আদালত অভিজাতশ্রেণীর স্বেচ্ছাচারিতা খর্ব্ব করিতে এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

উপরি-লিখিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিয়া সপ্তম হেন্‌রী ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান যুগের কুশাসনের মূলোৎপাটন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার রাজত্বের গুরুত্ব এখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তাহার রাজত্বকালে ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক

নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। যে সকল বৈশিষ্ট্য টিউডর-শাসিত যুগকে ইংলণ্ডের ইতিহাসে গৌরবদান করিয়াছে তাহাদের সূচনা সপ্তম হেন্‌রীর রাজত্বকালে হইয়াছিল। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, 'The reign of Henry VII was a period of remedy and a period of seed-time' প্রথমতঃ, আত্মনির্ভরশীল কেন্দ্রীয় রাজশক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অভিজাত

রাজকীয় স্বেচ্ছাতন্ত্র

শ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া সপ্তম হেন্‌রী প্রবল রাজশক্তির যে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাই পরবর্ত্তী শাসকদের আমলে উত্তরোত্তর ক্ষমতা লাভ করিয়া স্বৈরতন্ত্রে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারহেতু সপ্তম হেন্‌রীর রাজত্বকালে যে অর্থবান্ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে ইংলণ্ডের

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক নূতন অধ্যায় সূচিত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে কলম্বাস, ভাস্কো দা গামা, সেবাষ্টিয়ান, ক্যাবোট প্রমুখ নাবিকগণের চেষ্টার ফলে যে নূতন দেশ ও জলপথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে ইংলণ্ড তথা ইউরোপের অধিবাসিগণের ভৌগোলিকদৃষ্টি প্রসার লাভ করিয়াছিল। অষ্টাদশ

সামুদ্রিক বাণিজ্য

ও পরবর্ত্তী শতকে ইংলণ্ড পৃথিবীব্যাপী যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল তাহার সূচনা সপ্তম হেন্‌রীর রাজত্বকালে হয়। চতুর্থতঃ, যে নবজাগরণের ফলে পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারার যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল তাহার সূচনাও সপ্তম হেন্‌রীর রাজত্বকালে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নবজাগরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে অষ্টম হেন্‌রীর রাজত্বকালে ইংলণ্ডে ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ, ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ইউরোপীয়

ফ্রান্সের সহিত সন্ধি

জাতীসমূহের মধ্যে যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহার বীজও সপ্তম হেন্‌রীর রাজত্বকালেই উপ্ত হইয়াছিল, বলা চলে। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহে প্রভাব বিস্তার করিয়া ইংলণ্ডের সম্মান ও প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্স আক্রমণ করিলে ফরাসিগণ পরাজিত হইয়া এটাপোলস্-এর সন্ধি দ্বারা তাহাকে প্রভূত অর্থদান করিতে সম্মত হয়। স্পেনের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিবার

Dynastic marriage

অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার জ্যৈষ্ঠপুত্র আর্থারের সহিত স্পেন রাজ-দুহিতা ক্যাথারিণের বিবাহ দেন। পর বৎসর আর্থারের মৃত্যু হইলে পোপের বিশেষ অনুমতিক্রমে তিনি তাহার দ্বিতীয় পুত্র হেন্‌রীর

সহিত ক্যাথারিণের পুনর্বিবাহ স্থির করেন। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্কটল্যাণ্ডের রাজা চতুর্থ জেমস্-এর সহিত নিজের কন্যা মার্গারেটের বিবাহ দিয়া উভয় দেশের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করেন। এই বিবাহের ফলে চতুর্থ জেমস্-এর পৌত্র ষষ্ঠ জেমস্ "প্রথম জেমস্" নামে উত্তরকালে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আয়র্লণ্ডে ইংরেজ আধিপত্য দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রীর অনুমোদনক্রমে আয়র্লণ্ডের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা সার এড্‌ওয়ার্ড পয়নিংস (Sir Edward Poynings) **'পয়নিংস আইন'** নামে পরিচিত এক আইন প্রবর্ত্তন করেন। এই আইনের মর্ম্ম অনুসারে ঘোষণা করা হয় যে, ইংলণ্ডের প্রচলিত আইনসমূহ আয়র্লণ্ডে সমভাবে প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজা ও মন্ত্রিসভার অনুমোদন ব্যতীত আইরিশ পার্লামেণ্টের কোন আইন কার্য্যতঃ সিদ্ধ হইবে না। ২৪ বৎসর কাল রাজত্ব করিবার পর ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সপ্তম হেন্‌রী পরলোকগমন করেন।

পয়নিংস আইন

অষ্টম হেন্‌রী (১৫০৯—১৫৪৭ খ্রীঃ)

সপ্তম হেন্‌রীর মৃত্যুর পর তাহার দ্বিতীয় পুত্র অষ্টম হেন্‌রী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি সবলকায়, প্রিয়দর্শন পুরুষ ছিলেন। অশ্বারোহণ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ক্রীড়ায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন। তিনি বিদ্বজ্জনের সঙ্গ কামনা করিতেন এবং স্বয়ং একাধিক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। চরিত্রের এই সকল গুণের নিমিত্ত তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার চরিত্রে দোষেরও অভাব ছিল না। তিনি অতিশয় স্বার্থপর, অর্থলোভী, নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছিলেন। রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসর তিনি নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন ও উল্‌সি-নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক নীতি পরিচালনার জন্য তাহার রাজত্ব ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

চরিত্র

টমাস উল্‌সি ও ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতি—অষ্টম হেন্‌রীর রাজত্বের প্রায় ২০ বৎসরকাল টমাস উলসি নামক এক বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রণাদাতা-রূপে শাসনকার্য্য পরিচালনায় অষ্টম হেন্‌রীকে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। টমাস উলসি এক ধনাঢ্য বণিকের পুত্র ছিলেন। প্রথম জীবনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া ইনি যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন। পরে স্বীয় প্রতিভা ও কর্ম্মদক্ষতা গুণে সপ্তম হেন্‌রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাহার আমন্ত্রণক্রমে যাজকবৃত্তি পরিত্যাগ

প্রথম জীবন

করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। অষ্টম হেন্‌রীও তাহার গুণের সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি উল্‌সিকে লিঙ্কনের বিশপ পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে উল্‌সি রাজার প্রধান উপদেষ্টা হইলেন এবং আমরণ তিনি ইংলণ্ডের শাসননীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় উলসি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার বৈদেশিক নীতির দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমতঃ, ইউরোপের কোন একটি দেশে যাহাতে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিয়া আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গ করিতে না পারে তজ্জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রভাবপ্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে ফ্রান্স ও স্পেন সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী দেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। ইউরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপন কামনায় উভয় দেশই প্রায়শঃ পরস্পর কলহে লিপ্ত থাকিত। উল্‌সির পরামর্শ অনুযায়ী অষ্টম হেন্‌রী কোন পক্ষের সহিতই স্থায়ীভাবে সহযোগিতা না করিয়া উভয়ের সমতা রক্ষা করিতেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের পক্ষে ফ্রান্সের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। অষ্টম হেন্‌রী স্পেন-রাজ ফার্ডিন্যাণ্ডের কন্যা ক্যাথারিণকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ফার্ডিন্যাণ্ডের অনুরোধে স্পেন, পোপ ও ইংলণ্ড এই তিন শক্তির সহযোগিতায় ফ্রান্স-বিরোধী যে Holy League নামক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল হেন্‌রী তাহাতে যোগদান করেন। এই সঙ্ঘে যোগদান করার ফলে ইংলণ্ডকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়। কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর অষ্টম হেন্‌রী দেখিলেন যে, এই যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের কোন স্বার্থ নাই। তখন উল্‌সির পরামর্শক্রমে ইংলণ্ডের বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্ত্তন সাধন করা হয়। উল্‌সি গোপনে সপ্তম হেন্‌রীর কনিষ্ঠা কন্যা মেরীর সহিত ফরাসিরাজ দ্বাদশ লুই-র বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন, ইহার ফলে Holy league ভাঙ্গিয়া যায়। অতঃপর ইংলণ্ড, ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্পেনের সহিত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইল। ইংলণ্ড যদি পূর্ব্বের ন্যায় স্পেনের পক্ষভুক্ত থাকিত, তবে পরাক্রান্ত স্পেন আরও অধিক শক্তিশালী হইত এবং ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষিত হইত না। ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে শক্তিসাম্য রক্ষার অভিপ্রায়েই উল্‌সি এই প্রকার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পররাষ্ট্রনীতির আদর্শ

ইংলণ্ড বনাম ফ্রান্স

ইংলণ্ড কর্ত্তৃক Holy League-এ যোগদান

কিন্তু এই নূতন নীতি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজ দ্বাদশ লুই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পর বৎসর স্পেনরাজ ফার্ডিন্যাণ্ডের মৃত্যু হইলে তাহার দৌহিত্র পঞ্চম চার্লস স্পেনীয় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। স্পেন ব্যতীত বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, ইটালি, অষ্ট্রিয়া ও আমেরিকার কতকাংশ পঞ্চম চার্লসের দখলভুক্ত হইল। স্পেনরাজের এই শক্তিবৃদ্ধিতে উল্‌সি আশঙ্কা-গ্রস্ত হইলেন। স্পেনরাজ অদূর ভবিষ্যতে যাহাতে ইউরোপের শান্তিভঙ্গ করিতে না পারেন এই অভিপ্রায়ে উল্‌সি ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও পোপকে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিতে প্ররোচিত করিলেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে স্পেন কর্ত্তৃক ইউরোপের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা তিরোহিত হইল। এইরূপে উলসির কৃতিত্বে শান্তি অব্যাহত রহিল এবং পাশ্চাত্য জগতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষভাবে স্বীকৃত হইল। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ সম্রাট Maximilian-এর মৃত্যুতে উত্তরাধিকার লইয়া স্পেনরাজ পঞ্চম চার্লস এবং ফরাসীরাজ প্রথম ফ্রান্সিসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। উভয় পক্ষই নিজ নিজ শক্তিবৃদ্ধি কামনায় ইংলণ্ডের সাহায্য প্রার্থী হইলে উল্‌সি এই ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। কিন্তু উল্‌সির এই নিরপেক্ষতা অষ্টম হেন্‌রীর মনঃপূত হয় নাই। তিনি উল্‌সির মত উপেক্ষা করিয়া স্পেনের পক্ষা-বলম্বন করিয়া ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর হেন্‌রী দেখিলেন যে, এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের কোন স্বার্থ সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টও যুদ্ধের ব্যয়মঞ্জুর করিতে অস্বীকৃত হইল। তখন রাজা উল্‌সিকে ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপনে উদ্যোগী হইতে নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু এই নির্দ্দেশ যথারীতি পালিত হওয়ার পূর্ব্বেই রাজ-আদেশে উল্‌সি ক্ষমতাচ্যুত হইলেন।

ইংলণ্ড ও স্পেনের মৈত্রী

অষ্টম হেন্‌রী স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের রাজা, হেন্‌রীর ভগ্নীপতি, ফ্রান্সের সহিত যোগদান করিয়া ইংলণ্ডের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ফলে অষ্টম হেন্‌রী তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ফ্লোডেন ফিল্ড-এর (Floden Field) যুদ্ধে স্কটল্যাণ্ডের রাজা চতুর্থ জেমস্‌ পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর ইংলণ্ডের সহিত স্কটল্যাণ্ডের সদ্ভাব স্থাপিত হয়।

ইংলণ্ড বনাম স্কটল্যাণ্ড

সমসাময়িক রাজনীতিবিদ্‌ পুরুষগণের মধ্যে উল্‌সি ছিলেন অদ্বিতীয়। কূটনীতি পরিচালনায় তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার

দূরদর্শিতার প্রমাণ এই যে, সমসাময়িক রাষ্ট্রনায়কগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন, স্পেনই ইংলণ্ডের প্রকৃত ও প্রধান শত্রু। এই কারণে ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তিনি স্পেনের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে উল্‌সি রাজার নিকট হইতে যথোপযুক্ত সমর্থন পান নাই। এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, অষ্টম হেন্‌রীর নিকট হইতে যথাযথ সাহায্য লাভ করিলে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্‌সি ইংলণ্ডের প্রভাব প্রতিপত্তি আরও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারিতেন; শেষ পর্য্যন্ত রাজার সহিত উল্‌সির সদ্ভাব রক্ষিত হয় নাই। ক্যাথারিণের সহিত প্রস্তাবিত বিবাহ বিচ্ছেদ উপলক্ষ্য করিয়া উভয়ের মধ্যে বৈরিতার সঞ্চার হয় এবং হেন্‌রীর মনে বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, উল্‌সির শৈথিল্য বশতঃ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধিতে বিলম্ব ঘটিতেছে। এইজন্য অষ্টম হেন্‌রী উল্‌সিকে পদচ্যুত করিয়া তাহার যাবতীয় সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করেন। কিছুকাল পরে উল্‌সি রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। পরে লণ্ডনে আসিবার পথে সহসা তাহার মৃত্যু হয়।

উল্‌সির পতন ও মৃত্যু

ধর্ম্মসংস্কার-আন্দোলন:—

ইংলণ্ডে ধর্ম্মবিপ্লবের কারণ:—পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে পোপ-শাসিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্ঘে নানাবিধ অনাচার ও কলুষ প্রবেশ করিয়াছিল। পোপ ও তাহার অনুচরবর্গ ধর্ম্মকার্য্যাদির প্রতি নিদারুণ অবহেলা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বদা বিলাস ব্যসনে নিমগ্ন থাকিতেন। ইহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে পোপ ও তাহার অনুচরবর্গের বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষ দেখা দেয়। চতুর্থ হেন্‌রীর রাজত্বকালে উইক্লিফ ইংলণ্ডে পোপের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার (Martin Luther) নামক Wurtemburg বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক পোপের অনাচার সমূহের বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলন চালাইতে থাকেন। এই সময়ে সুইজারল্যাণ্ডে **Zwingli** ও **Calvin** নামক দুইজন ধর্ম্মনিষ্ঠ মনীষীর নেতৃত্বে পোপের পার্থিব আসক্তি ও অর্থলিপ্সার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অত্যল্পকাল মধ্যে এই আন্দোলন ইউরোপের নানাদেশে বিস্তার লাভ করে। খৃষ্টভক্তগণ দুইটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। —যাহারা লুথার, ক্যালভিন, জুইংলি প্রমুখ সংস্কারকগণের মতানুযায়ী পোপের

ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনের উৎপত্তি

রোমান ক্যাথলিক বনাম প্রোটেষ্ট্যাণ্ট

প্রাধান্য অস্বীকার করিতেন তাহারা প্রোটেষ্ট্যাণ্ট (Protestant) নামে পরিচিত হইলেন ; আর যাহারা পোপের সর্ব্বময় প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া রহিলেন তাহারা **Papist** বা **Roman Catholic** এই আখ্যায় পরিচিত হইলেন।

মার্টিন লুথার প্রবর্ত্তিত এই ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন যখন ইউরোপের নানাদেশে ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতেছিল তখন ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন অষ্টম হেন্‌রী। তিনি পোপের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। মার্টিন লুথার যখন পোপের অনাচারের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন এবং লেখার সাহায্যে প্রচারকার্য্য করিতেছিলেন তখন হেন্‌রী লুথারের মতবাদ খণ্ডন করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এইজন্য তিনি পোপের নিকট হইতে 'Defender of the faith' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাবধি ইংলণ্ডের রাজগণ এই উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু হেন্‌রীর সহিত পোপের এই সদ্ভাব অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণেই অষ্টম হেন্‌রী পোপের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র ইংলণ্ডীয় চার্চ্চ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

অষ্টম হেন্‌রীর ধর্ম্মমত

হেন্‌রী পিতার আদেশক্রমে এবং পোপের বিশেষ অনুশাসন বলে পরলোকগত ভ্রাতা আর্থারের বিধবা পত্নী ক্যাথারিণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্যাথারিণ হেন্‌রী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না। একটি কন্যা ব্যতীত তাঁহার আর কোন সন্তানাদিও জীবিত ছিল না। এই সকল কারণে হেন্‌রী ক্যাথারিণের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অ্যান্ বলিন (Anne Boleyn) নাম্নী এক পরমা সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন। ক্যাথারিণ আর্থারের বিধবা পত্নী, তাঁহার সহিত হেন্‌রীর বিবাহ সাধারণ খৃষ্টীয় বিধি ব্যবস্থা অনুসারে অসিদ্ধ, এই অজুহাতে রাজা পোপের নিকট বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ক্যাথারিণ স্পেনের রাজা প্রবল প্রতাপান্বিত পঞ্চম-চার্লস-এর নিকট আত্মীয়া ছিলেন বলিয়া পোপ সহসা বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দিতে সাহসী হইলেন না। নানা অজুহাতে তিনি কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন। তিনি কার্ডিন্যাল উল্‌সিকে হেন্‌রীর দাবী সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি পাইতে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। অষ্টম হেন্‌রী তখন পোপের কর্ত্তৃত্ব অমান্য করিয়া ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হেন্‌রী কর্ত্তৃক পোপের বিরোধিতার কারণ

কিন্তু ইহাতেও বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষ পরস্পর বিরোধী মত জ্ঞাপন করিলেন। ব্যর্থমনোরথ হইয়া হেন্‌রী স্থির করিলেন যে, তিনি পোপের প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়া তাহার অনুমতি ব্যতীতই অ্যান্ বলিনকে বিবাহ করিবেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি প্রজাসাধারণের সমর্থন লাভে সচেষ্ট হইলেন। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রী পার্লামেণ্টের এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করিলেন।

Reformation Parliament-এর কার্য্যাবলী—১৫২৯ খৃষ্টাব্দে অষ্টম হেন্‌রী যে জরুরী পার্লামেণ্ট আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা পোপের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া পরোক্ষভাবে ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনকে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া Reformation Parliament নামে পরিচিত। রাজার আদেশক্রমে এই পার্লামেণ্ট পোপের ক্ষমতা সঙ্কোচসাধনহেতু যে কয়টি আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছিল তাহা নিম্নে আলোচিত হইল। **প্রথমতঃ**, ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত **Act of Annates** অনুযায়ী স্থির হয় যে, যাজকগণ কোন নূতন পদে নিযুক্ত হইলে তাহারা প্রথম বৎসরের আয় পোপের পরিবর্ত্তে রাজার ধনভাণ্ডারে দান করিবে। **দ্বিতীয়তঃ**, ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে **Act of Appeals** নামক এক আইন দ্বারা ব্যবস্থা করা হয় যে, যাজকগণের বিচারালয় হইতে কোনও বিচার সম্পর্কে পোপের নিকট আপীল করা চলিবে না। **তৃতীয়তঃ**, ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে **Act of Supremacy** নামে যে আইন প্রবর্ত্তিত হয় তাহাতে ঘোষণা করা হয় যে, অতঃপর পোপের পরিবর্ত্তে রাজাকেই ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রধান গুরুরূপে (Head of the English Church) স্বীকার করিতে হইবে। এইভাবে পোপের ক্ষমতা লুপ্ত করিয়া তৎস্থানে রাজার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। যাহারা এই ব্যবস্থা মানিতে অস্বীকৃত হইলেন তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। Act of Supremacy অনুসারে ধর্ম্মবিষয়ে রাজার প্রাধান্য মানিতে অস্বীকার করার অপরাধে Sir Thomas More এবং Jhon Fisher প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

Reformation Parliament-এর কার্য্যাবলী

ইংলণ্ডে ধর্ম্মসংস্কারের প্রকৃতি—মার্টিন লুথার, জন ক্যালভিন প্রমুখ ধর্ম্মসংস্কারকগণের চেষ্টার ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, ইংলণ্ডে অষ্টম হেন্‌রী প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মব্যবস্থার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। মার্টিন লুথার এবং অন্যান্য সংস্কারকগণ নিছক ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া পোপের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু অষ্টম হেন্‌রী কেবলমাত্র

ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-সংস্কার-আন্দোলন রাজনৈতিক, ধর্ম্মবিষয়ক নহে

ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়েই পোপের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া ইংলণ্ডে স্বাধীন চার্চ্চ স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের সহিত এই আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না। হেন্‌রী পোপের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্যাথলিক ধর্ম্মমতের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্রও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। বরং প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মতাবলম্বিগণকে হেন্‌রী শত্রুবৎ জ্ঞান করিতেন। দেশে যাহাতে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মের প্রসার ঘটিতে না পারে তজ্জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লামেণ্টের অনুমোদনক্রমে **Statute of Six Articles** নামে এক আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন দ্বারা ধর্ম্মবিষয়ক আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে রোমান ক্যাথলিকগণের মতবাদই সমর্থিত হয়। যাহারা পোপের প্রাধান্যের পরিবর্ত্তে রাজার কর্ত্তৃত্ব মানিয়া চলিতে অস্বীকৃত হইলেন তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। বহুসংখ্যক ব্যক্তি স্বধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ইহা হইতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, অষ্টম হেন্‌রী প্রবর্ত্তিত এই সংস্কার ধর্ম্মমূলক ছিল না। রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্তই তিনি পোপের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র ইংলণ্ডীয় চার্চ্চ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। পার্লামেণ্টের সহযোগিতায় তিনি যে সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। ব্যক্তিগত কারণে রাজা পোপের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চাতে ইংলণ্ডের শিক্ষিত জনসাধারণের সমর্থন ছিল। বিদেশী পোপের কর্ত্তৃত্বের পরিবর্ত্তে ইংলণ্ডের রাজার অধীনে চার্চ্চ পুনর্গঠনের পরিকল্পনা জনসাধারণের নিকট নীতির দিক হইতে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। অষ্টম হেন্‌রী এই মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

মঠ লুণ্ঠন—কার্ডিন্যাল উলসির পতনের পর **টমাস ক্রমওয়েল** (Thomas Cromwell) অষ্টম হেন্‌রীর প্রধান পরামর্শদাতার পদ লাভ করেন। তিনি অতিশয় কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজার যাবতীয় ইচ্ছাই তিনি চরিতার্থ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। হেন্‌রীর ইচ্ছাক্রমে তিনি ইংলণ্ডের মঠসমূহের (Monasteries) সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মধ্যযুগে এই সকল মঠ জনসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী বহু আত্মত্যাগী সন্ন্যাসীর নিঃস্বার্থ চেষ্টার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে এই সকল মঠবাসী সন্ন্যাসিগণের নানাভাবে নৈতিক অবনতি ঘটে। তাহারা লোকহিতকর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া উঠেন। বহুকাল হইতে এই সকল মঠে অর্থ ও নানাপ্রকার

সম্পদ সঞ্চিত ছিল। মঠবাসিগণের নৈতিক অবনতির বিরুদ্ধে দেশে প্রতিকূল মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। জনমতের এই প্রতিকূলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অর্থলোভী অষ্টম হেন্‌রী মঠসমূহ ধ্বংস করিয়া উহাদের সঞ্চিত অর্থ আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইলেন। ক্রমওয়েলের চেষ্টায় ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের এক আইনের সাহায্যে ছোট ছোট মঠগুলির যাবতীয় সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইল। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ কল্পে ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহ **Pilgrimage of Grace** নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহ অচিরেই কঠোর হস্তে দমন করা হয় এবং এই অজুহাতে বড় বড় মঠগুলির সম্পত্তিও রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে এক আইন বলে রাজা মঠসংশ্লিষ্ট সমুদয় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হন।

মঠ লুণ্ঠনের ফলাফল

হেন্‌রীর শেষজীবন—জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অষ্টম হেন্‌রী নিতান্ত স্বেচ্ছাচারিভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। যে অ্যান্ বলিনকে লাভ করিবার জন্য বিরাট ধর্ম্মবিপ্লবের সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি পরে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি আরও চারিবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের তিন জনই কোন না কোন অজুহাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন; কেবল শেষপত্নী ক্যাথারিণ কোন প্রকারে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। যে ক্রমওয়েল তাহার বিশ্বাসভাজন মন্ত্রিরূপে মঠসমূহের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন তিনিও পরিণামে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৫৪৭ খৃঃ হেন্‌রী পরলোক গমন করেন।

ষষ্ঠ এড্‌ওয়ার্ড (১৫৪৭-১৫৫৩ খ্রীঃ)—১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে অষ্টম হেন্‌রীর মৃত্যু হইলে তাহার একমাত্র পুত্র ষষ্ঠ এড্‌ওয়ার্ড মাত্র নয় বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন; রাজা নাবালক থাকায় শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য যে অভিভাবক পরিষদ (Council of Regency) গঠিত হয় তাহাতে প্রথমে Duke of Somerset এবং পরে Duke of Northumberland নেতৃত্ব করেন।

ডিউক অব সমারসেট শাসনপরিষদের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া ইংলণ্ডের বালক-রাজার সহিত স্কটল্যাণ্ডের বালিকা রাণী মেরীর বিবাহ দিয়া উভয় দেশকে এক রাজার শাসনাধীনে আনয়ন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। অষ্টম হেন্‌রীও এই বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে বিশেষ উৎসুক ছিলেন। সমারসেট শাসনকর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াই বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে স্কটল্যাণ্ড আক্রমণ করেন।

স্কটল্যাণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক

সমারসেট মনে করিয়াছিলেন যে, স্কটগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেই তাহারা বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করিতে সম্মত হইয়া সন্ধিপত্র সাক্ষর করিবে। Pinkie-র রণক্ষেত্রে স্কটগণ পরাজিত হইল বটে, কিন্তু তাহারা বালিকারাণী মেরীকে এড্ওয়ার্ডের সহিত বিবাহ না দিয়া ফরাসী যুবরাজের সহিত বিবাহ দিল।

স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ

ষষ্ঠ এড্ওয়ার্ডের রাজত্বকাল প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মের অগ্রগতির জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। অষ্টম হেন্‌রী পোপের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করেন নাই। ডিউক অব সমারসেট কিন্তু প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মমতের সমর্থক ছিলেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণের এক অংশ এই নূতন ধর্ম্মমতকে আগ্রহাতিশয্যের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং সমারসেট কর্ত্তৃক ক্ষমতা লাভের পর প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মমত প্রাধান্য লাভ করে। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে সাধারণ লোকের বোধগম্য মাতৃভাষায় **প্রথম প্রার্থনা পুস্তক** (First Prayer Book) প্রচারিত হয়। এই সময় ক্যাথলিক উপাসনা পদ্ধতির বিরুদ্ধে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। ধর্ম্মমন্দির সমূহ হইতে যীশু, মেরীমাতা ও দেবদূতগণের বিগ্রহ বলপূর্ব্বক স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রার্থনা পুস্তক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া **দ্বিতীয় প্রার্থনা পুস্তক** (Second Prayer Book) প্রচারিত হয়। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মতবাদসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া **দ্বিচত্বারিংশত বিধানাবলী** বা Forty-two Articles of Religion নামে এক তালিকা প্রকাশিত হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের মধ্যে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করার সুযোগ পায়। অষ্টম হেন্‌রীর আমলে যে Statute of Six Articles জারি হইয়াছিল তাহাও এই সময়ে নাকচ করিয়া দেওয়া হয়।

প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মের প্রসারকল্পে অবলম্বিত ব্যবস্থা

প্রথম প্রার্থনা পুস্তক

দ্বিতীয় প্রার্থনা পুস্তক

দ্বিচত্বারিংশত বিধানাবলী

ষষ্ঠ এড্ওয়ার্ডের রাজত্বকালে শ্রমিকগণের মধ্যে দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। কালমহামারীর পর হইতে ইংলণ্ডে চাষ-আবাদের পরিবর্ত্তে মেষপালন প্রথার প্রচলন হইয়াছিল। ইহার ফলে শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের মধ্যে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়। দরিদ্রগণ এতদিন মঠবাসী সাধুদিগের নিকট হইতে নানাভাবে আর্থিক সাহায্য পাইত। কিন্তু অষ্টম হেন্‌রীর রাজত্বকালে মঠসমূহের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিত হইয়াছিল

অর্থনৈতিক অসন্তোষ

তাহার ফলে দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে সাহায্য লাভের পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আর্থিক অভাব অনটনে অতিষ্ট হইয়া ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে রবার্ট কেট নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে Norfolk প্রদেশের কৃষক ও শ্রমজীবিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদেশ হইতে ভাড়াটিয়া সৈন্য আনাইয়া এই বিদ্রোহ দমন করা হইল বটে, কিন্তু ডিউক অব সমারসেট-এর প্রভাব প্রতিপত্তি এই ব্যাপারের পর একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর তাহাকে পদচ্যুত করিয়া ডিউক অব নর্দ্দাম্বারল্যাণ্ডকে অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়।

শ্রমিক বিদ্রোহ

ষষ্ঠ এড্ওয়ার্ড ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

মেরী টিউডর (১৫৫৩-১৫৫৮ খ্রীঃ)—ষষ্ঠ এড্ওয়ার্ডের মৃত্যুর পর অষ্টম হেন্‌রীর প্রথমা স্ত্রী ক্যাথারিণের গর্ভজাত মেরী টিউডর ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাহার মাতাকে শেষ জীবনে যে অসহনীয় লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি ষষ্ঠ এড্ওয়ার্ডের রাজত্বকালে প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসংস্কার প্রত্যাহার করিয়া অষ্টম হেন্‌রী অবলম্বিত ধর্ম্মনীতি পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। অতঃপর তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মের একনিষ্ঠ পূজারী স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের জনসাধারণ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ফিলিপের সহিত বিবাহ প্রস্তাব একেবারেই অনুমোদন করিল না। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে মেরী যখন জনমত উপেক্ষা করিয়া এই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন তখন দেশে সশস্ত্র বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মেরী সবল হস্তে বিদ্রোহ দমন করিলেন। বিদ্রোহীদলের অন্যতম নায়ক সার টমাস ওয়াট ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

চরিত্র ও নীতি

মেরীর স্বল্পকালস্থায়ী রাজত্বের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন। সিংহাসন প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই মেরী পোপের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে মেরীর আদেশ মত পার্লামেণ্ট পোপের সর্ব্বময় প্রাধান্য পুনরায় স্বীকার করিয়া লয়। এই কারণে অষ্টম হেন্‌রী ও ষষ্ঠ এড্ওয়ার্ডের ধর্ম্মসংস্কার চেষ্টার ফল একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। অতঃপর মেরী প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নির্য্যাতনমূলক বহু আইন প্রণয়ন করেন। যাহারা ক্যাথলিক ধর্ম্মমত মানিয়া লইতে অসম্মতি প্রকাশ করিত, তাহাদিগকে পার্লামেণ্টের আইন অনুসারে

রক্তপিপাসু মেরী

জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করিবার ব্যবস্থা হইল। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে রোজার ও হুপার নামক দুইজন ধর্ম্মযাজক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ক্রমে দণ্ডিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ল্যাটিমার ও রিডলে নামক দুইজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠার নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। সাধারণ শ্রেণীভুক্ত বহু লোকও মেরীর নিষ্ঠুর বিধানের ফলে চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইল। এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচারের ফলে মেরী ইতিহাসে 'রক্ত-পিপাসু মেরী' (Bloody Mary) নামে পরিচিতা হইলেন।

স্পেনের সহিত যুদ্ধ—ইংলণ্ডের পরাজয় ও ক্ষতি

স্পেনরাজের সহিত মেরীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পর হইতে স্পেনের শত্রু ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে স্পেনের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ফিলিপকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত মেরী স্পেনের পক্ষাবলম্বন করিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের কোন প্রকার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ছিল না। এই কারণে ইংরেজ জনসাধারণ এই যুদ্ধের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করিত। অনেকে প্রথমাবধি প্রকাশ্যে এই যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিল। জনমতের সমর্থনের অভাব হেতু মেরী এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই। ফরাসিগণ ইংরেজ সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া ক্যালে বন্দর হইতে বিতাড়িত করেন। ইহার এক বৎসর পরে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে মেরী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

এলিজাবেথ (১৫৫৮—১৬০৩ খ্রীঃ)

এলিজাবেথের গৌরবময় রাজত্ব

সিংহাসনারোহণ—১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে মেরীর মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠা বৈমাত্রেয় ভগিনী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অষ্টম হেন্‌রীর দ্বিতীয়া পত্নী অ্যান বলিনের গর্ভজাত সন্তান। সিংহাসন আরোহণ কালে তিনি ২৫ বৎসর বয়স্কা ছিলেন। তাহার রাজত্বকাল ৪৫ বৎসর স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। নানা কারণে তাঁহার শাসনকাল ইংলণ্ডের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অ্যালফ্রেডের পর ইংলণ্ডে এই প্রকার গৌরবময় রাজত্ব আর হয় নাই।

চরিত্র, আদর্শ ও নীতি—এলিজাবেথ অসাধারণ বিদুষী, বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী নারী ছিলেন। স্ত্রীলোক হইয়াও শাসন কার্য্যে তিনি অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে নারীসুলভ বিলাসপ্রিয়তা ছিল

চরিত্র ও কৃতিত্ব

বটে, কিন্তু রাষ্ট্র শাসন সম্পর্কিত ব্যাপারে তিনি অসামান্য ধীরতা সহকারে কার্য্য পদ্ধতি স্থির করিতেন। লোক-চরিত্র জানিবার তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাহার সিংহাসনারোহণকালে ইংরেজ জাতির শান্তি ও স্বাধীনতা নানাভাবে বিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি নিজ বুদ্ধিবলে প্রজাগণকে বিপন্মুক্ত করেন; তিনি একাধারে আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া দেশের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে আত্মঘাতী প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক কলহের অবসান হয়, ইংলণ্ডের নৌ-শক্তি প্রবল আকার ধারণ করে, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। এই সকল কারণে এলিজাবেথের যুগ ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ।

ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সমস্যা সমূহের রাজনৈতিক সমাধান

ধর্ম্ম সম্পর্কিত ব্যবস্থাঃ—অষ্টম হেন্‌রীর রাজত্বকালে ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-জীবনে নানরূপ বৈষম্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ষষ্ঠ এড্‌ওয়ার্ডের রাজত্বকালে চরম প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। মেরীর আমলে ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বহু নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াও মেরী প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। ফলে এলিজাবেথ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে তীব্র ধর্ম্মবিষয়ক মতানৈক্য ছিল। এই সময়ে প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব দেখা যায়—গোঁড়া ক্যাথলিক, মধ্যপন্থি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট এবং পিউরিটান বা চরমপন্থী প্রোটেষ্ট্যাণ্ট। এলিজাবেথ স্বয়ং ধর্ম্ম বিষয়ে কোন মতবাদের সমর্থক ছিলেন না। তিনি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ধর্ম্ম সম্পর্কিত বৈষম্যের অবসান করিতে সচেষ্ট হইলেন। কোন প্রকার চরম ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া তিনি উভয় ধর্ম্মের যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিলেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, পরস্পর বিরোধী দলের কোনটির সহিত যোগদান না করিয়া অষ্টম হেন্‌রীর আমলের মধ্যপন্থা অনুসরণ করাই বিজ্ঞজনোচিত হইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ষষ্ঠ এড্‌ওয়ার্ড ও মেরীর রাজত্বকালে ধর্ম্ম বিষয়ক যে সকল আইন রচিত হইয়াছিল তাহা রহিত করিয়া অষ্টম হেন্‌রীর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সম্পর্কিত আইন সমূহের পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। এলিজাবেথের পক্ষে পোপের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলা সম্ভবপর ছিল না। অষ্টম হেন্‌রীর সহিত তাহার মাতা অ্যান বলিনের বিবাহ, পোপ আইনানুমোদিত বলিয়া মনে করিতেন না।

এই কারণে পোপের ক্ষমতা হ্রাস করার সঙ্কল্প লইয়া তিনি পার্লামেণ্টের সম্পূর্ণ অনুমোদন ক্রমে ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে **Act of Supremacy** নামক এক আইন প্রবর্ত্তন করেন। এই আইন অনুসারে রাজ্ঞী এলিজাবেথকে ইংলণ্ডীয় চার্চ্চের সর্ব্বোচ্চ অধিনায়িকা (Supreme Head) বলিয়া ঘোষণা করা হয়। একই সময়ে প্রবর্ত্তিত **Act of Uniformity** নামক অপর একটি আইন দ্বারা ষষ্ঠ এড্ওয়ার্ডের রাজত্বকালে প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রার্থনা পুস্তকের মতবাদ সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইহার চারি বৎসর পর এলিজাবেথ ষষ্ঠ এড্ওয়ার্ডের সময়ে প্রচারিত **Forty-Two Articles** নামক বিধান পরিবর্ত্তিত করিয়া **Thirty Nine Articles** নামে বিধান প্রবর্ত্তন করেন।

পোপ বিরোধী আইনকানুন

উপরিলিখিত সকল বিধি ব্যবস্থার ফলে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট এই উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক মোটের উপর সন্তুষ্ট হইল। কারণ, উভয় দলের মতের সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই এলিজাবেথ তাহার ধর্ম্মনীতি গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু গোঁড়া ক্যাথলিক অথবা চরমপন্থী প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইহাদের কেহই এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে সম্মত হইল না। এলিজাবেথ ধর্ম্ম বিষয়ক ঐক্য স্থাপনে কৃত সঙ্কল্প ছিলেন। এই কারণে তিনি বিরোধী দলের বিরুদ্ধে কঠোর নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। যে সকল ধর্ম্ম-যাজক ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার প্রাধান্য মানিয়া চলিতে অসম্মত হইলেন তাহাদিগকে রাণীর আদেশ ম পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করা হইল। তাহাদের স্থলে এলিজাবেথের ধর্ম্মনীতির সমর্থকগণের মধ্য হইতে যাজক মনোনীত হইলেন। ধর্ম্ম সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা যাহারা মানিবে না তাহাদের শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে Court of High Commission নামক বিশেষ আদালত সৃষ্টি করা হইল।

এলিজাবেথ অনুসৃত মধ্যপন্থা

এলিজাবেথের ধর্ম্ম বিষয়ক ব্যবস্থা ইংলণ্ডের জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। ধর্ম্মজগতে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি মেরীর ন্যায় নির্ম্মম অত্যাচার করেন নাই।

এলিজাবেথের ধর্ম্মনীতির সাফল্য

এলিজাবেথ বনাম Counter-Reformation—ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে মনীবী মার্টিন লুথার-এর (Martin Luther) অধিনায়কত্বে যে বিরাট ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহা Reformation Movement নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের ফলে খৃষ্টান জগৎ প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক এই দুইটি পরস্পর বিরোধী স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইউরোপের বহু দেশে ক্রমশঃ প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ক্যাথলিক ধর্ম্মের নায়কগণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় ষোড়শ শতকের শেষভাগে পোপের নেতৃত্বে ক্যাথলিকগণ তাহাদের বিনষ্ট গৌরব ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধার কামনায় এক নূতন আন্দোলন উপস্থাপিত করেন। এই আন্দোলনই **Counter-Reformation** নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পোপ, স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ এবং Ignatius Loyola প্রতিষ্ঠিত Society of Jesus নামে পরিচিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়। এলিজাবেথের রাজত্বকাল এই Counter-Reformation-এর সমর্থক শক্তিসমূহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অতিবাহিত হইয়াছিল। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে,"Elizabeth's reign was one long struggle against the Counter-Reformation"। এই সংগ্রামের ইতিহাস চারিটি বিভিন্ন পর্য্যায়ে আলোচনা করা যাইতে পারে—(ক) এলিজাবেথ বনাম মেরী; (খ) এলিজাবেথের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক ষড়যন্ত্র; (গ) এলিজাবেথ বনাম স্পেন এবং (ঘ) এলিজাবেথের রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসর।

Counter-Reformation আন্দোলন, ইহার উদ্দেশ্য

এলিজাবেথ বনাম স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী—এলিজাবেথের রাজত্বের প্রথমভাগে স্কটল্যাণ্ডের তদানীন্তন রাজা পঞ্চম জেমস্-এর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয় এবং তাহার কন্যা মেরী স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের সহিত মেরীর অল্পবয়সে বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের অল্পকাল পরেই ফ্রান্সিসের মৃত্যু হওয়ায় মেরী স্কটল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। বাল্যকাল হইতেই মেরী গোঁড়া, চরমপন্থী ক্যাথলিক আবেষ্টনীতে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, প্রজাগণের সহিত তাহার বিরোধ অনিবার্য্য, কারণ স্কটল্যাণ্ডের অধিকাংশ লোকই John Knox-এর নেতৃত্বে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া Presbyterian নামে পরিচিত হইয়াছিল। ধর্ম্মবিষয়ক মতানৈক্য হেতু তাহার সহিত প্রজাসাধারণের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া মেরী ইংলণ্ডের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। তাহার পিতা, অষ্টম হেন্‌রীর ভাগিনেয় ছিলেন। সুতরাং নিঃসন্তান অবস্থায় এলিজাবেথের মৃত্যু হইলে ইংলণ্ডের সিংহাসনে তাহার দাবীই সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই সময়ে

মেরীর সহিত এলিজাবেথের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

এলিজাবেথের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ক্যাথলিকগণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সঞ্চারিত হইয়াছিল। ক্যাথলিকগণ এলিজাবেথকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মেরীকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ করিল। মেরী সুযোগ বুঝিয়া এই ষড়যন্ত্রকারিগণের সহিত নানাভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল পরেই মেরীর সহিত প্রজাসাধারণের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। ধর্ম্মবিষয়ে প্রজাগণের সহিত তাহার গভীর মতানৈক্য হইয়াছিল। তিনি সিংহাসনারোহণকালে প্রজাগণকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মবিষয়ে তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হইবে না। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করিতে পারেন নাই। প্রজাসাধারণের সহিত যখন সংঘর্ষের উপক্রম হইল তখন মেরীর ব্যক্তিগত জীবনেও দুর্য্যোগের ঘনঘটা দেখা দিল। ভাগ্যের বিড়ম্বনা না হইলে মেরীর নাম ইংলণ্ডের ইতিহাসের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইত না। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে মেরী তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা লর্ড ডার্নলিকে (Lord Darnley) বিবাহ করেন। কিন্তু এই বিবাহবন্ধন অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। এই সময়ে মেরী, ডেভিড্ রিৎসিও (David Rizzio) নামক জনৈক ইতালীয় কর্ম্মচারীর সহিত নানাভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইহাতে ঈর্ষাপরবশ হইয়া ডার্নলি কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারির দ্বারা Rizzio-কে হত্যা করাইলেন। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই আর্ল অব বথওয়েল (Earl of Bothwel) নামক অভিজাতবংশীয় পুরুষের সহিত মেরীর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে বথওয়েল-এর ষড়যন্ত্রে হতভাগ্য ডার্নলি নিহত হন। এই ঘটনার মাত্র তিনমাস পরেই মেরী বথওয়েল-এর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। এই ব্যক্তিগত দুর্ব্বুদ্ধির জন্য মেরী প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা ও সমর্থন হারাইলেন। রাণীর সৈন্যদল প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বথওয়েল পরাজিত হইয়া ডেনমার্কে পলায়ন করিলেন। মেরীকে কারারুদ্ধ করা হইল। বন্দিনী অবস্থায় তাহাকে রাজ্যত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া তাঁহার শিশুপুত্রকে ষষ্ঠ জেমস নামে স্কটল্যাণ্ডের রাজপদে অভিষিক্ত করা হইল। পর বৎসর মেরী কৌশলক্রমে বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া এলিজাবেথের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। এলিজাবেথ তাহাকে আশ্রয়দান করিলেন বটে, কিন্তু তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হইল এবং নজরবন্দী অবস্থায় তিনি ইংলণ্ডে বাস করিতে অনুমতি পাইলেন।

মেরীর অবিমৃষ্যকারিতা

মেরীর সিংহাসনচ্যুতি

মেরী যখন নজরবন্দী অবস্থায় ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন তখন ক্যাথলিকগণ এলিজাবেথকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মেরীকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে উপর্য্যুপরি কয়েকটি ষড়যন্ত্র করে। এই সকল ষড়যন্ত্রের মধ্যে Babington ষড়যন্ত্র অন্যতম। এই ষড়যন্ত্রে মেরী স্বয়ং লিপ্ত ছিলেন এইরূপ অনুমান করার সঙ্গত কারণ ছিল। এলিজাবেথ তখন নিজেকে নিরাপদ করিবার জন্য মেরীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন করিলেন। বিচারে মেরী দোষী সাব্যস্ত হইলেন এবং তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে ঘাতকের হস্তে শোচনীয় পরিণামের মধ্যে মেরীর জীবনান্ত হইল। মেরীর জীবনের ইতিহাস অতিশয় ভাগ্যবিড়ম্বিত; নিজের দুর্ব্বুদ্ধিতার জন্যই তিনি প্রথমে সিংহাসন এবং পরে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে অবস্থান

মেরীর বিচার ও প্রাণদণ্ড

এলিজাবেথের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক ষড়যন্ত্র—এলিজাবেথ ধর্ম্মবিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া যে ভাবে ধর্ম্মনীতির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন তাহা চরমপন্থী ক্যাথলিকগণের মনঃপূত হয় নাই। ক্যাথলিক জগতের ধর্ম্মগুরু পোপের সহিতও এলিজাবেথের সদ্ভাব ছিল না। অষ্টম হেন্‌রীর সহিত অ্যান্ বলিনের বিবাহ পোপ আইন-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই কারণে ইংলণ্ডের সিংহাসনে এলিজাবেথের দাবীও তিনি বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন না। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে পোপ এলিজাবেথকে সমাজচ্যুত করেন এবং ক্যাথলিকগণকে রাণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অথবা বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করেন। ইহার ফলে রাণীর জীবন নাশ করিবার অভিপ্রায়ে পর পর কয়েকটি ষড়যন্ত্রমূলক চেষ্টা হয়। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে স্পেন ও ইংলণ্ডের কয়েকজন ক্যাথলিক এলিজাবেথের প্রাণনাশ করিয়া স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে এক ষড়যন্ত্র করে। এই ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন **Ridolfi** নামক ইটালী দেশীয় জনৈক বণিক। কিন্তু এলিজাবেথের মন্ত্রিগণের সতর্কতায় এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে **Francis Throgmorton** নামক জনৈক ক্যাথলিকের নেতৃত্বে পুনরায় এলিজাবেথকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র হয়। কিন্তু এবারেও এলিজাবেথের গুপ্তচরগণের সতর্কতায় এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে Antony Babington নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে পুনরায় রাণীর জীবননাশ কল্পে এক ষড়যন্ত্র হয়, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও মন্ত্রিগণের

এলিজাবেথ বনাম পোপ

ক্যাথলিক ষড়যন্ত্র সমূহের ব্যর্থতা

তৎপরতায় এই ষড়যন্ত্র ফাঁসিয়া যায়। Babington-এর ষড়যন্ত্রে স্কটল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাণী মেরী ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এই অভিযোগক্রমে মেরীর প্রাণদণ্ড হয়। মেরীর জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথলিক ষড়যন্ত্রও নির্ম্মূল হইয়া যায়।

এলিজাবেথ বনাম দ্বিতীয় ফিলিপ—এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্পেনের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম। তখন স্পেনের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় ফিলিপ (Philip II)। তিনি ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। Counter-Reformation আন্দোলনে তিনি ছিলেন সর্ব্বাধিক উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ ছিল তাহার আন্তরিক অভিপ্রায়। ফিলিপ ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাণী মেরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং মেরীর সাহায্যে ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মেরীর রাজত্বকালে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণভাবে স্পেন রাজের অভিপ্রায় অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। মেরীর মৃত্যুর পর এলিজাবেথ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলে ফিলিপ তাঁহার সহিত সদ্ভাব রক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। এলিজাবেথকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে স্পেনীয় আধিপত্য স্থাপনই ছিল ফিলিপের আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু এলিজাবেথ বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ফিলিপের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না।

স্পেনের সহিত ইংলণ্ডের বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ

এলিজাবেথ নরমপন্থী প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মমতের সমর্থক এবং উগ্র ক্যাথলিকগণের বিরুদ্ধে কঠোর নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ফিলিপের বিরাগভাজন হইলেন; এলিজাবেথ ফিলিপের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করায় ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ইংলণ্ডে শান্তিপূর্ণভাবে ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তন সম্ভব নহে এবং ইংলণ্ড স্পেনের অধীন তাবেদার রাষ্ট্ররূপে অবস্থান করিতে প্রস্তুত নহে।

ধর্ম্ম বিষয়ক বৈষম্য

ফিলিপ কেবলমাত্র ধর্ম্মের গোঁড়ামি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই ইংলণ্ডের শত্রুতা সাধনে উদ্যত হন নাই; তাহার নীতির পশ্চাতে বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রেরণাও ছিল। নবাবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশে স্পেনের একছত্র বাণিজ্যিক অধিকার স্থাপনের পথে প্রধানতম অন্তরায় ছিল ইংলণ্ড। আমেরিকায় ফিলিপের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ছিল। ইংরেজগণ বাণিজ্য উপলক্ষে অনেক সময় আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া স্পেন-অধিকৃত আমেরিকায় গমনাগমন করিত এবং নানা অজুহাতে স্পেনীয় বণিকগণের সহিত খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হইত। অনেক সময় ইংরেজ নাবিকগণ স্পেনীয় জাহাজসমূহ আক্রমণ করিয়া মালপত্র লুণ্ঠন করিত। ইহাতে ইংলণ্ড ও স্পেনের মধ্যে শত্রুতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের অধিবাসিগণ তখন স্পেন সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। এই দুই অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকেই প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিল ইহার ফলে ফিলিপ তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেন। অবশেষে অত্যাচারের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে উক্ত অঞ্চলের বাসিন্দাগণ স্পেনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

বাণিজ্য বিষয়ক স্বার্থের সংঘাত

রাণী এলিজাবেথ এই সকল বিদ্রোহীকে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়া নানাভাবে সাহায্য করিতেন। এই কারণে ফিলিপের সহিত এলিজাবেথের শত্রুতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফিলিপ ইংলণ্ডে ক্যাথলিকগণকে এলিজাবেথের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে নানাভাবে প্ররোচিত করেন। কিন্তু এলিজাবেথের মন্ত্রী ও গুপ্তচরগণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ফলে কয়টি ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হইয়া যায়। গোপন ষড়যন্ত্র দ্বারা এলিজাবেথকে দমন করিতে না পারিয়া ফিলিপ অবশেষে তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড আক্রমণ উদ্দেশ্যে ফিলিপ সাতাশ সহস্র সৈন্যসহ সুসজ্জিত ১৩০ খানি বৃহৎ রণপোতের এক বিরাট নৌবহর প্রেরণ করিলেন। ফিলিপ মনে করিয়াছিলেন যে, এই আক্রমণের প্রচণ্ডতা ইংরেজ পক্ষ সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং তিনি এই রণবহরের অপরাজেয় **(Invincible) Armada** নামকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজগণ এই আক্রমণে ভীত হইল না। স্বদেশরক্ষার পবিত্র দায়িত্ব লইয়া তাহারা Drake, Frobisher, Howard প্রমুখ সেনাপতিগণের নেতৃত্বে সজ্ঘবদ্ধ হইল। সম্মুখ যুদ্ধে স্পেনীয় বহরের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না মনে করিয়া, ইংরেজগণ কৌশলে স্পেনীয় জাহাজ আক্রমণ করিতে লাগিল। স্পেনীয় জাহাজগুলি অতিকায় ছিল বলিয়া তৎপরতার সহিত চলাচল করিতে পারিত না। ফলে যুদ্ধে স্পেনীয়গণ বিপর্যস্ত হইতে লাগিল। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া দুঃসাহসী ইংরেজ নাবিকগণ কয়েকখানি ক্ষুদ্র জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিয়া স্পেনীয় বহরের মুখে ছাড়িয়া দিল। তখন আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া স্পেনীয়গণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং স্কটল্যাণ্ড ঘুরিয়া মাত্র ৫৩ খানা ভগ্নাবশেষ জাহাজ লইয়া কোন প্রকারে স্পেনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এলিজাবেথ কর্ত্তৃক নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহীদের সাহায্য দান

রণবহরের শোচনীয় পরাজয়

আর্ম্মাডার পরাজয়ের ফলাফল

(ক) ইংলণ্ড

স্পেনীয় আর্ম্মাডার এই শোচনীয় পরাজয় ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। ফিলিপের এই পরাজয়ের ফলে ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তনের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হইল এবং স্পেনের প্রভাব প্রতিপত্তি লোপ পাইল; পক্ষান্তরে ইংরেজ জাতি এক নূতন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা রহিত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন বহির্জগতে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার সম্ভব হইল, অপর দিকে তেমনি শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রেও গুরুতর পরিবর্ত্তন সূচিত হইল। এতকাল বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া প্রজাগণ পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া রাণীর সকল স্বেচ্ছাচারই সমর্থন করিয়াছিল কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়া মাত্র জনসাধারণ আপন ন্যায্য অধিকার ফিরিয়া পাইবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল। ষ্টুয়ার্ট আমলে রাজায় প্রজায় যে তীব্র সঙ্ঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এলিজাবেথের রাজত্বের শেষভাগে তাহার সূচনা দেখা দিয়াছিল। এই কারণেই জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন 'The last years of the Tudors shade off almost imperceptibly into the first years of the Stuarts'.

(খ) স্পেন

(গ) নেদারল্যাণ্ডস্

স্পেনের ইতিহাসেও আর্ম্মাডার পরাজয় অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই পরাজয়ের পর হইতে স্পেন ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হয় এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতিতে উহার প্রভাবপ্রতিপত্তি লোপ পায়। নেদারল্যাণ্ডবাসিগণ স্পেনের এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সুযোগ লইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং অনতিকাল মধ্যেই স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা লাভ করে।

Lord Mountjoy-এর নেতৃত্বে আয়র্লণ্ড বিজয়

এলিজাবেথ ও আয়র্লণ্ড—আয়র্লণ্ডের তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসী ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, এই কারণে তাহারা এলিজাবেথ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মনীতি ও সংস্কার মানিয়া লইতে অসম্মত হয়। আইরিশ ক্যাথলিকগণের এই মনোভাবের সুযোগ লইয়া পোপ ও স্পেনের রাজা উভয়েই আইরিশগণকে এলিজাবেথের বিরুদ্ধে শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইতে প্ররোচিত করেন। ফলে ১৫৭৯ ও ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে দুইবার আয়র্লণ্ডে এলিজাবেথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। প্রথমে Earl of Essex-এর অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে আয়র্লণ্ডে প্রেরিত

হয় কিন্তু তাহারা ব্যর্থকাম হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। অতঃপর Lord Mountjoy নামে এক সুদক্ষ অভিজ্ঞ সেনাপতি উক্ত সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাহার সুদক্ষ নেতৃত্বগুণে ইংরেজ পক্ষ কঠোর হস্তে বিদ্রোহীদের দমন করে। অতঃপর তাহারা এলিজাবেথের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং বহুসংখ্যক ইংরেজ স্থায়ীভাবে আয়র্লণ্ডে বসবাস করিতে আরম্ভ করে।

এলিজাবেথিয় যুগের সাহিত্যিক

বেকন, হুকার

সিডনে, সেক্সপীয়ার, মার্লো

এলিজাবেথের যুগে ইংরেজী সাহিত্য—ষোড়শ শতকের শেষভাগে ইংরেজী সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল। এলিজাবেথের আমলকে ইংরেজী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ (Golden Age of English Literature) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই যুগের প্রথম বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন স্পেন্সার (Spenser)। তাহার রচিত 'Faire Queen' ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের এক অমর অবদান। **Francis Bacon** রচিত গভীর তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ ও **Richard Hooker's**-এর অনুসন্ধিৎসা এই যুগের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এই যুগে বহু গীতিকাব্যও রচিত হইয়াছিল। গীতিকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে **Sir Philip Sydney**-র নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ড তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার **William Shakespeare** এলিজাবেথের রাজত্বকালেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি Macbeth, Othello, Hamlet, Tempest, Romeo-Juliet প্রমুখ অমর নাটকসমূহের রচয়িতা। সমগ্র পৃথিবীতে সেক্সপীয়রের ন্যায় এইরূপ বিরাট নাট্যপ্রতিভার আর অভ্যুদয় হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এই যুগে সেক্সপীয়র ব্যতীত আরও নাট্যকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে **Marlow**-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইযুগে বাইবেলের প্রতি ইংরেজ জাতির মন আকৃষ্ট হয় এবং সাহিত্য ও সমাজে বাইবেলের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এলিজাবেথের পরবর্তী রাজা প্রথম জেমস্-এর সময়ে বাইবেলের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

সামুদ্রিক অভিযান

নৌ-শক্তি, বাণিজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্যের সূত্রপাত—এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই সময়ে শিল্প ও বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য প্রসার লাভ করে। সপ্তম ও অষ্টম হেন্‌রীর রাজত্বকালে ইংরেজ বণিকগণ আটলান্টিক সমুদ্র পার হইয়া আমেরিকার নানাস্থানে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতে থাকে। John Cabot, William Hawkins, Richard Chancellor প্রমুখ সুকৌশলী

নাবিকগণের চেষ্টায় ইংলণ্ডের বাণিজ্য ও নৌ-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া Sir John Hawkins, Frncis Drake, Sir Walter Raleigh, Martin Frobisher প্রমুখ দুঃসাহসিক নাবিকগণ জলপথে দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া ব্যবসায় ও বাণিজ্যজগতে এবং সাম্রাজ্যবিস্তারক্ষেত্রে ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ উন্নতির সূত্রপাত করেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে Chancellor নামক জনৈক ইংরেজ নাবিক আর্কেঞ্জেল পর্য্যন্ত গমন করিয়া পরে স্থলপথে মস্কো পরিভ্রমণ করেন। তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের পর রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন উদ্দেশ্যে এক ব্যবসায়ী সঙ্ঘ গঠিত হয়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য **East India Company** নামে এক যৌথ ব্যবসায়ী সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। ইহারা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের পথ সুগম করে। এই সময়ে আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে **Frobisher** সুমেরু-অঞ্চল অতিক্রম করিয়া আমেরিকার Hudson উপসাগরের তীরবর্ত্তী দেশসমূহ আবিষ্কার করেন। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে **Gilbert** নামক জনৈক নাবিক Newfoundland আবিষ্কার করেন। এই যুগেই **Drake** সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এই সকল নাবিক কর্ত্তৃক বিভিন্ন দেশ আবিষ্কারের ফলে ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্য প্রসার লাভ করে এবং ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ সম্পদ ও সমৃদ্ধি বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয়। ইংলণ্ডবাসী সাধারণ গৃহস্থদিগের দৈনন্দিন জীবনেও ইহার প্রভাব লক্ষিত হইয়াছিল।

বাণিজ্যের প্রসার

সাম্রাজ্যের উৎপত্তি

এলিজাবেথের শেষ জীবন—এলিজাবেথ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। আর্মাডার পরাজয়ের ফলে ইংলণ্ড বহিঃশত্রুর আক্রমণের আতঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করায় ইংরেজ জাতি আপন বৈশিষ্ট্য ও সহজাত প্রতিভা অনুযায়ী আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। দেশে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ রহিত হওয়ায়, ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতি ও ধর্ম্মজীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণাশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করায় ইংলণ্ডের জনসাধারণ আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠে। এতকাল তাহারা নির্ব্বিবাদে রাণীর সকল স্বেচ্ছাচার সহ্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রমধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

পার্লামেন্টের বিরোধিতা

এলিজাবেথের মৃত্যু

পার্লামেণ্ট রাণীর স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করে। তথাপি এলিজাবেথ যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন ততদিন প্রজাসাধারণের সহিত তাহার কোন প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ হয় নাই। সত্তর বৎসর বয়সে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথ পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে টিউডর বংশের রাজত্বের অবসান হয়।

Studies and Questions

1. How did Henry VII succeed in establishing a strong Government.

2. Discuss the claim of Henry VII to the throne of England. (C. U. 1914)

3. Review the home policy of Henry VII. By what measures did Henry VII seek to restore royal authority in England ? (C. U. 1913) What was the condition of England at the time of the accession of Henry VII ? What changes resulted from the policy and measures adopted by that monarch ? (C. U. 1912)

4. Review the foreign policy of Henry VII. (C. U. 1918)

5. Discuss the importance of Henry VII's reign. In what respect can the reign of Henry VII be said to mark an epoch in English history ? (C. U. 1928, 1938, 1948)

6. "The reign of Henry VII was a period of remedy and a period of seed time." Elucidate. (C. U. 1951, 1955)

7. Mention the chief characteristics of the age of the Tudors. (C. U. 1920, 1927)

8. Describe briefly the foreign and ecclesiastical policy of Henry VIII. (C. U. 1917, 1954)

9. Sketch the career of Cardinal Wolsey. (C. U. 1916, 1921)

10. "Wolsey is the last eminence in the long chain of ecclesiastical statesmen that tower through English history from Dunstan onwards. None of them, great as they were, overtops Wolsey." Elucidate. (C. U. 1924)

11. Critically examine the foreign policy of Cardinal Wolsey. To what extent was he successful in raising England to a great place in European politics ? (C. U. 1944, 1946)

12. Trace the gradual stages by which a complete breach between Henry VII and the Pope took place. (C. U. 1921, 1943)

13. Trace the history of the Reformation in England. (C.U. 1946, 1956)

14. "The English Reformation was a political movement." Examine. (C. U. 1923, 1927, 1936, 1939)

15. State the circumstances which led to the dissolution of monasteries in England and mention some of its important consequences. (C. U. 1912, 1937)

16. Form an estimate of Henry VIII's services to England.

17. Give a brief account of the reign of Mary Tudor. What were the causes of religious persecution under Queen Mary ? Give an account of the distinguished persons who suffered martyrdom under Mary. (C. U. 1912)

18. Describe the character and policy of Elizabeth. (C. U. 1916, 1949)

19. "Elizabeth was a true Tudor in that she understood the people better than her ministers did ; singularly unscrupulous, yet magnificently successful" (C. U. 1937)

20. Show how the character of Elizabeth was reflected in her policy, both home and foreign. (C. U. 1914, 1933)

21. Give an account of Queen Elizabeth's Church settlement with reference to her dealings with the Puritans and the Catholics. (C. U. 1913, 1930)

22. Mention the dangers arising from Roman Catholicism to Elizabeth's throne and the liberty of her subjects and summarise the policy and measures by which she overcame these dangers. (C. U. 1911)

23. Describe Elizabeth's struggle with Mary Queen of Scots. (C. U. 1932, 1935, 1943)

24. Analyse the causes of England's quarrel with Philip of Spain. What were the effects of the destruction of the Spanish Armada ? (C. U. 1920, 1933)

25. Narrate the story of the Spanish Armada and account for its failure. (C. U. 1944)

26. "Elizabeth's reign was a struggle against the Counter Reformation." Discuss. (C. U. 1921, 1923, 1934, 1940, 1942, 1946, 1955)

27. Indicate the parts played in the reign of Queen Elizabeth by the following persons—(a) Archbishop Parker, (b) Sir Francis Drake, (c) Sir Francis Walsingham, (d) Sir Robert Cecil and (e) Count Mountjoy.

28. "The age of Elizabeth may rightly be regarded as the Golden Age of the English literature." Discuss. (C. U. 1920, 1927)

অষ্টম অধ্যায়

ষ্টুয়ার্ট রাজবংশ (The Stuart Kings)

প্রথম জেমস্ (১৬০৩-১৬২৫ খ্রীঃ)

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর স্কটল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেমস্ এলিজাবেথের মনোনয়ন ক্রমে 'প্রথম জেমস্' উপাধি গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এলিজাবেথের প্রতিদ্বন্দ্বিনী স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীর পুত্র। প্রায় এক শতাব্দীকাল পূর্ব্বে সপ্তম হেন্‌রীর কন্যা মার্গারেটের সহিত স্কটল্যাণ্ডের রাজা চতুর্থ জেমস্-এর বিবাহ হইয়াছিল। জেমস্ তাহাদেরই বংশধর। জেমস্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ **ষ্টুয়ার্ট বংশ** নামে পরিচিত।

সিংহাসনারোহণ

স্কটলণ্ডের রাজা ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করায় উভয় দেশই এক

রাজশক্তির অধীনে আনীত হইল। বহু শত বৎসর যাবৎ উভয় দেশে যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল, জেমস্-এর সিংহাসন লাভের ফলে সাময়িক ভাবে তাহার অবসান হয়। কিন্তু উভয় দেশ এক রাজশক্তির অধীনে আনীত হইলেও ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিল। জেমস্-এর সিংহাসনারোহণের প্রায় এক শতাব্দী কাল পরে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড এক পার্লামেণ্টের অধীনে আনীত হইয়াছিল।

এক রাজার শাসনাধীনে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড

জেমস্-এর চরিত্রে রাজোচিত গুণের অভাব ছিল না। তিনি বুদ্ধিমান, কার্য্যদক্ষ ও নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বিদ্বান্ হইলেও তাহার ব্যবহারিক জ্ঞান বিন্দুমাত্রও ছিল না। এই কারণে তাহাকে খ্রীষ্টান জগতের পণ্ডিতমূর্খ বা 'Wisest fool of Christendom' বলা হইত। তিনি নিতান্ত দাম্ভিক ও যথেচ্ছাচারী শাসক ছিলেন। ইংরেজ জাতির চরিত্র এবং ইংলণ্ডের আইন ও শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন; অথচ কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করা তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিতেন। পার্লামেণ্টের মতামত সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া তিনি স্বেচ্ছাচারের সহিত শাসন কার্য্য পরিচালনা করিয়া সকল শ্রেণীর জনসাধারণের অনাস্থাভাজন হইয়াছিলেন।

জেমস্-এর চরিত্র ও ইহার দোষগুণ

জেমস্-এর মাতা ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তিনি মাতার সংস্রবের বাহিরে পিউরিটান আবেষ্টনীতে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি সিংহাসন লাভ করিবার পর পিউরিটানগণ আশা করিয়াছিল যে, তিনি এলিজাবেথের ধর্ম্মব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিয়া তাহাদের সুখসুবিধা বৃদ্ধি করিবেন। এলিজাবেথের সময়ে পিউরিটানগণকে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই সকল অসুবিধা যাহাতে দূর করা হয় এই উদ্দেশ্যে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে পিউরিটানগণ জেমস্-এর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন পেশ করে। জেমস্ **হ্যাম্পটন্ কোর্ট** (Hampton Court) নামক স্থানে ধর্ম্মসংক্রান্ত সমস্যাসমূহের আলোচনার উদ্দেশ্যে এক সভা আহ্বান করেন। কিন্তু এই সভায় পুরাতন বিধি ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং পিউরিটানগণের অবস্থা যথাপূর্ব্বই থাকে। ক্যাথলিকগণও এইরূপ আশা করিয়াছিল যে, জেমস্ এলিজাবেথের নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে অধিকতর সুযোগ সুবিধা দান করিবেন। কিন্তু তাহাদের

ধর্ম্মসংক্রান্ত সমস্যা, হ্যাম্পটন্ কোর্ট কনফারেন্স

আশাও সফল হইল না। ফলে ক্যাথলিক ও পিউরিটান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই গভীর অসন্তোষ সঞ্চারিত হয়। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে রবার্ট কেটস্‌বী (Robert Catesby) নামক জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে ক্যাথলিকগণ জেমস্‌কে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে এক ষড়যন্ত্র করে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, রাজা যখন পার্লামেণ্ট সভায় উপস্থিত হইবেন তখন তাহারা বারুদের সাহায্যে সভাগৃহ উড়াইয়া দিবে। এই ষড়যন্ত্র **বারুদ ষড়যন্ত্র** বা Gun-Powder Plot নামে পরিচিত। Guy Fawkes নামক এক ব্যক্তি এই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই ষড়যন্ত্র ফাঁসিয়া যায়। ইহার ফলে জেমস্ ক্যাথলিকগণের প্রতি অধিকতর বিরক্ত হন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে জেমস্-এর আদেশক্রমে **Authorised Version of the Bible** নামে বাইবেলের একটি প্রামাণিক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

জেমস্-এর বিরুদ্ধে ক্যাথলিক ষড়যন্ত্র

বাইবেল-এর প্রামাণিক সংস্করণ

জেমস্-এর রাজত্বের অধিকাংশ কালই পার্লামেণ্টের সহিত সঙ্ঘর্ষে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই কারণে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় জেমস্ কোনই সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাহার রাজত্বকালে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে ইংলণ্ডের প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ধর্ম্মসংক্রান্ত বিরোধ উপলক্ষ করিয়া জার্ম্মাণীর প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিকগণের মধ্যে যে কলহের সৃষ্টি হয়, কালক্রমে তাহা ইউরোপব্যাপী এক বিরাট যুদ্ধে পরিণতি লাভ করে। ইউরোপের ইতিহাসে উহা **ত্রিংশবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ** বা Thirty Years' War নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে জেমস্-এর জামাতা Frederick, Elector of Palatinate ক্যাথলিক প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইলেন। ফ্রেডারিক প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই কারণে ইংলণ্ডের জনসাধারণ স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। কিন্তু জেমস্ তাহাকে যথোচিত সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হওয়ায় পার্লামেণ্ট রাজার প্রতি বিরক্ত হয়। অতঃপর জেমস্ ইংলণ্ডের চিরাচরিত শত্রু স্পেনের রাজকন্যার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চার্লসের বিবাহ দিতে চেষ্টা করিয়াও জনসাধারণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

(১৬১৮-৪৮)

ত্রিংশবৎসর ব্যাপী যুদ্ধে জেমস্-এর অসাফল্য

জেমস্-এর রাজত্বকালে উত্তর আমেরিকায় ইংলণ্ডের একাধিক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে **Virginia** এবং কয়েক বৎসর পর

আমেরিকার নানাস্থানে বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপন

Maryland-এ ইংরেজ বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে Barbados দ্বীপেও ইংরেজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে **Pilgrim Fathers** নামে পরিচিত ইংরেজ ঔপনিবেশিকগণ আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকায় উপস্থিত হয় এবং উত্তর আমেরিকার যে অংশ পরে **New England** নামে পরিচিত হয় তথায় বসতি স্থাপন করে। এইরূপে আমেরিকা অঞ্চলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচিত হয়।

ভারতে বাণিজ্য বিস্তার

প্রথম জেমস্-এর রাজত্বকালেই সর্ব্বপ্রথম ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত ও প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সুরাটে সর্ব্বপ্রথম ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয়। জেমস্ তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজসভায় সার টমাস্ রো (Sir Thomas Roe) নামক এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

জেমস্-এর সহিত পার্লামেণ্টের বিরোধের কারণ

প্রথম জেমস্ ও পার্লামেণ্ট—প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক প্রথা অনুযায়ী জেমস্ কয়েকবার পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন বটে কিন্তু পার্লামেণ্টের সহিত প্রতিবারই মতান্তর ঘটিয়াছিল। পার্লামেণ্টারী শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে তাহার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। তদুপরি জেমস্ মনে করিতেন যে, তিনি ঈশ্বরদত্ত অধিকার বলে রাজক্ষমতা লাভ করিয়াছেন সুতরাং ভগবান ভিন্ন অপর কাহারও নিকট তিনি জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন। তিনি মনে করিতেন যে, তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবার অথবা কার্য্য করিবার অধিকার কাহারও নাই। পার্লামেণ্ট এই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং রাজার সহিত পার্লামেণ্টের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী ছিল।

প্রথম পার্লামেণ্ট

১৬০৪ খৃষ্টাব্দে জেমস্ তাহার **প্রথম পার্লামেণ্ট** আহ্বান করেন। রাজার সহিত কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় পার্লামেণ্ট তাঁহার প্রয়োজন মত কর ধার্য্য করিতে অস্বীকৃত হয়। তখন জেমস্ পার্লামেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়া বাণিজ্য দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক স্থাপন করিয়া স্বীয় অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে **Bates** নামক জনৈক বণিক এই শুল্ক পার্লামেণ্টের অনুমোদিত নহে, এই কারণ দেখাইয়া উহা প্রদান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। রাজাদেশ

অমান্য করার অপরাধে বেটস্‌কে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারকগণ রাজার কার্য্য সম্পূর্ণ আইনানুমোদিত বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পার্লামেণ্ট; স্যার এড্‌ওয়ার্ড কোকের পদচ্যুতি

১৬১৪ খৃষ্টাব্দে জেমস্ দ্বিতীয়বার পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন। এই পার্লামেণ্ট রাজার আদেশ অনুযায়ী অর্থ মঞ্জুর করিতে অসম্মত হওয়ায় জেমস্ বিরোধীদলভুক্ত নেতৃস্থানীয় কয়েক ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিয়া পার্লামেণ্ট ভঙ্গ করিয়া দেন। অতঃপর রাজা, Robert Carr এবং Duke of Bucking-hum নামক দুইজন সভাসদের সাহায্যে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অপরাধে (?) ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি **স্যার এড্‌ওয়ার্ড কোক** (Sir Edward Coke) রাজার বিরাগভাজন হইয়া তাঁহার আদেশক্রমে পদচ্যুত হন। ক্রমাগত সাত বৎসর কাল জরিমানা, অবৈধ কর, জুলুম কর্জ্জ (Forced loans), খয়রাত প্রভৃতি আদায় করিয়া জেমস্ শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন।

তৃতীয় পার্লামেণ্ট; বেকনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

অতঃপর ১৬২১ খৃষ্টাব্দে জেমস্ **তৃতীয় পার্লামেণ্ট** আহ্বান করেন। এই পার্লামেণ্ট রাজার বৈদেশিক নীতির তীব্র বিরোধিতা করে এবং রাজমন্ত্রী Bacon-এর বিরুদ্ধে লর্ড সভার নিকট উৎকোচ গ্রহণ এবং দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ উপস্থাপিত করে। জেমস্ পার্লামেণ্টের কার্য্যাবলী বিধি-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ এই ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইলে জেমস্ বলপূর্ব্বক পার্লামেণ্ট ভঙ্গ করিয়া দেন।

চতুর্থ পার্লামেণ্ট

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে জেমস্-এর রাজত্বকালে **চতুর্থ এবং শেষ পার্লামেণ্ট** আহ্বান করা হয়। কিন্তু শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সদস্যগণের সহিত রাজার মতানৈক্য হওয়ায় উভয়পক্ষে পুনরায় বিবাদের সৃষ্টি হয়। এই বিবাদ চলিতে থাকা কালে ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে জেমস্ পরলোক গমন করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা বনাম পার্লামেণ্টের সংগ্রামের কারণ

রাজা বনাম পার্লামেণ্ট—ষ্টুয়ার্ট রাজগণের সহিত পার্লামেণ্টের বিরোধ সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডের ইতিহাসে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টিউডর যুগে রাজশক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। সপ্তম হেন্‌রী, অষ্টম হেন্‌রী এবং এলিজাবেথ ইহারা প্রত্যেকেই স্বেচ্ছাচারিতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। পার্লামেণ্ট তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিল এবং

কখনও রাজশক্তির বিরোধিতা করে নাই। টিউডর রাজগণ বিশেষতঃ অষ্টম হেন্‌রী যাজকশক্তির সহিত সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত থাকায় পার্লামেণ্টের সহযোগিতা কামনা করিতেন এবং ইহাতে বহু বিষয়ে পার্লামেণ্টের অধিকার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই ভাবে শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পার্লামেণ্ট ক্রমশঃ আপন অধিকার ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বের শেষভাগে স্পেনীয় রণবহরের পরাজয়ের পর হইতেই পার্লামেণ্ট অধিকতর ক্ষমতালিপ্সু হইয়া উঠিয়াছিল এবং এলিজাবেথ আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে তাহার রাজত্বকালেই খুব সম্ভবতঃ রাজশক্তির সহিত পার্লামেণ্টের প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ দেখা দিত। এলিজাবেথের রাজত্বের শেষ ভাগে পার্লামেণ্টের সহিত রাজশক্তির যে কলহের সূচনা দেখা দিয়াছিল ষ্টুয়ার্ট রাজগণের আমলে তাহা প্রবল সংঘর্ষে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই কারণেই Prof. Pollard এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, "The last years of the Tudors shade off almost imperceptibly into the first years of the Stuarts."

(১) পার্লামেণ্টের ক্ষমতালিপ্সা

(২) ষ্টুয়ার্ট রাজাদের স্বেচ্ছাচারিতা

প্রথম জেমস্ স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে আসীন থাকাকালে কখনও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সাহায্যে শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন নাই। সুতরাং পার্লামেণ্টের সহিত সহযোগিতা দ্বারা সদ্ভাব রক্ষা করিয়া রাজ্যশাসন করিতে তিনি সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ছিলেন। তদুপরি জেমস্ ও তাহার বংশধরগণ আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতা ও অধিকার বলে (Divine Right of Kingship) তাহারা রাজা মনোনীত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর জন্য তাহারা একমাত্র ভগবান ব্যতীত অপর কাহারও নিকট কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রথম জেমস্ এইরূপ দাবী করেন যে, "it is atheism and blashphemy to dispute what God can do; good Christians content themselves with His will revealed in His words: So it is presumption and high contempt in a subject to dispute what a king can do or say that a king cannot do this or that." এলিজাবেথের রাজত্বের শেষভাগ হইতেই পার্লামেণ্টের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ রাজার এই প্রকার অসঙ্গত দাবী মানিয়া লইতে প্রস্তুত

Divine Right of Kingship

ছিলেন না। পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সভ্যই মনে করিতেন যে, প্রজাসাধারণের মতামত উপেক্ষা করিয়া রাজ্য শাসন করা নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত।

পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় পিউরিটান সম্প্রদায়ভুক্ত বহু ব্যক্তি সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্ট রাজগণ পিউরিটান ধর্ম্মমতের সমর্থক ছিলেন না। তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে জনসাধারণের মতামতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অকারণ হস্তক্ষেপ করিতেন এবং নানা ভাবে পিউরিটানগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। ইহাতে সমগ্র পিউরিটান সম্প্রদায় রাজশক্তির প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। পার্লামেণ্টের অধিক সংখ্যক সদস্যই তখন পিউরিটান মতাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং ধর্ম্মবিষয়ে মতান্তর লইয়া রাজশক্তির সহিত তাহাদের প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

(৩) ধর্ম্মবিষয়ক মতানৈক্য

প্রথম জেমস্ ও তাহার পুত্র প্রথম চার্লস্-এর ব্যক্তিগত চরিত্রও রাজা-প্রজায় সঙ্ঘর্ষের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। তাহারা উভয়েই নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী, অসহিষ্ণু ও অনুদার প্রকৃতির শাসক ছিলেন। ইংলণ্ডের রাজনীতি সম্পর্কে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাহারা যদি অষ্টম হেন্‌রী বা এলিজাবেথের ন্যায় উদার ও সহিষ্ণু মনোভাব লইয়া জনসাধারণের মতামত ও আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া রাজ্যশাসন করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ রাজায় প্রজায় এই বিরোধ উপস্থিত হইত না।

(৪) প্রথম চার্লস ও জেমস্-এর ব্যক্তিগত চরিত্র

সর্ব্বশেষে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ষোড়শ শতাব্দীতে প্রজাসাধারণ আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার কামনায় স্বেচ্ছায় রাজশক্তির সার্ব্বভৌম প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। টিউডর সুশাসনের ফলেও দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে এই পরিবর্ত্তিত ও উন্নততর অবস্থায় প্রজাসাধারণ রাজশক্তিকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সচেষ্ট হয়। এই কারণে জেমস্ ও তাহার বংশধরগণের স্বেচ্ছাচারিতা তাহারা নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিতে পারে নাই।

(৫) বহিঃশত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা তিরোহিত হওয়া-জনিত পরিস্থিতি

প্রথম চার্লস (১৬২৫-১৬৪৯ খ্রীঃ)—

রাজ্যারোহণ—১৬২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম জেমস্-এর মৃত্যু হইলে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'প্রথম চার্লস' উপাধি ধারণপূর্ব্বক ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রথম চার্লস পিতার ন্যায় অহঙ্কারী, দুর্বিনীত ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় বিদ্বান, বুদ্ধিমান, এবং নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ধর্ম্মপ্রাণ, বন্ধুবৎসল ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং পিতারন্যায় দৈবস্বত্বে(Divine Right of Kingship) বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং তাহার রাজত্বকালে পার্লামেন্টের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। অবশেষে পার্লামেন্টের নিকট পরাজিত হইয়া চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিছুকাল কারারুদ্ধ অবস্থায় যাপন করিবার পর প্রজার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার অপরাধে পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

চরিত্র

প্রথম চার্লস বনাম পার্লামেন্ট—প্রথম জেমস্-এর রাজত্বকালে পার্লামেন্টের সহিত রাজশক্তির যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে তাহা চরম অবস্থায় উপনীত হয়। জেমস্-এর রাজত্বকালে শাসনতন্ত্র বিষয়ে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল তাহার সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়ায় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য ছিল, অথচ কোন পক্ষই আপোষ মীমাংসা করিতে সম্মত ছিল না। এই বিরোধ কেবল শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ধর্ম্ম ও পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা সম্পর্কেও উভয় পক্ষের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল।

চার্লস-এর সহিত পার্লামেন্টের বিরোধের কারণ

সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পরেই ত্রিংশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চার্লস **প্রথম পার্লামেন্ট** আহ্বান করেন। ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী স্পেন-রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারে চার্লস ইংলণ্ডের প্রোটেষ্ট্যান্ট জনসাধারণের নিকট হইতে অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ করিবেন বলিয়া একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। চার্লস মনে করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কর ধার্য্য করিলে পার্লামেন্ট কোন আপত্তি উত্থাপন করিবে না। কিন্তু চার্লসের ধারণা শীঘ্রই ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। চার্লসের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন ডিউক অব বাকিংহাম। ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাহাকে মোটেই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। জেমস্-এর রাজত্বকালে যে সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তৎসমুদয়ের জন্য তাহারা বাকিংহামকে দায়ী মনে করিত। সুতরাং বাকিংহামকে পদচ্যুত করিবার পূর্ব্বে পার্লামেন্ট যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিতে অসম্মত হইল। চার্লস এই দাবী

প্রথম পার্লামেন্ট

অসঙ্গত মনে করিয়া বলপূর্ব্বক পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দেন। অতঃপর ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে চার্লস তাহার **দ্বিতীয় পার্লামেন্ট** আহ্বান করেন। **স্যার জন এলিয়ট** (Sir John Elliot) নামক জনৈক স্বাধীনচেতা পুরুষের নেতৃত্বে এবারেও কমন্স-সভা ডিউক অব বাকিংহামকে লর্ড-সভার নিকট অভিযুক্ত (Impeach) করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে। চার্লস কমন্স সভার এই অনমনীয় মনোভাব দেখিয়া তাহার আস্থাভাজন সহকর্ম্মীকে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও বলপূর্ব্বক পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেন। ইহার পরবর্ত্তি দুই বৎসর কাল চার্লস কোন পার্লামেন্ট আহ্বান করেন নাই। এই সময়ে তিনি যথেচ্ছাচারের সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন এবং প্রজাসাধারণের নিকট হইতে বাধ্যতামূলক ঋণ এবং অন্যান্য আইন বহির্ভূত কর আদায় করেন। রাজার আদেশ অনুযায়ী অনেক সময় সৈন্যগণ জনসাধারণকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিয়া বলপূর্ব্বক কর আদায় করিত। ইহার ফলে প্রজাসাধারণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সঞ্চারিত হইয়াছিল। **ডার্নেল** প্রমুখ পাঁচজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অতিরিক্ত কর দিতে অস্বীকৃত হইলে রাজাদেশে তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করা হয়। আদালতের বিচারে তাহারা রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পার্লামেন্ট

Darnell's case

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে চালর্স **তৃতীয় পার্লামেন্ট** আহ্বান করেন। স্যার এড্ওয়ার্ড কোক, পীম, স্যার জন এলিয়ট, স্যার টমাস্ ওয়েন্টওয়ার্থ প্রমুখ স্বাধীনচেতা ব্যক্তির নেতৃত্বে পার্লামেন্ট রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং তাহাদের অভাব অভিযোগ সমূহের প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা রাজার ব্যয়সংক্রান্ত দাবী মঞ্জুর করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে এলিয়টের নেতৃত্বে পার্লামেন্ট **Petition of Rights** নামে এক আবেদন-পত্র রাজার নিকট উপস্থাপিত করে। এই আবেদনে বলা হয় যে, (ক) পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা প্রজাসাধারণের উপর কর ধার্য্য করিতে পারিবেন না ; (খ) উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে রাজা কাহাকেও ধৃত অথবা কারারুদ্ধ করিতে পারিবেন না; (গ) কোন সময়েই সৈন্যদিগকে প্রজাদের গৃহে বাস করিতে দেওয়া হইবে না ; এবং (ঘ) যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে সামরিক আইন বা Martial law প্রবর্ত্তন করা যাইবে না। বিরোধীদলের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে আতঙ্কিত হইয়া রাজা অনিচ্ছায় এই সকল

তৃতীয় পার্লামেন্ট

পিটিশন্ অব রাইটস্

দাবী মানিয়া লন। ইহার কিছুকাল পরে চার্লস-এর বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা ডিউক অব্ বাকিংহাম আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন এবং রাজার সহিত পুনরায় পার্লামেন্টের বিরোধ উপস্থিত হইল। চার্লস পূর্ব্বোক্ত আবেদনের সর্ত্ত রদ করিয়া যথেচ্ছভাবে কর আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট পুনরায় রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। এই সময় কমন্সসভা এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, পার্লামেন্টের সম্মতি ব্যতীত যদি কেহ রাজাকে কর প্রদান করে তবে তাহাকে দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকরূপে গণ্য করা হইবে। চার্লস নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া এলিয়টকে কারারুদ্ধ করেন।

বিনা পার্লামেন্টে শাসন—চার্লস বুঝিলেন যে, পার্লামেন্টের সহিত সহযোগীতা ক্রমে তাহার পক্ষে শাসনকার্য্য পরিচালনা করা অসম্ভব, কারণ পার্লামেন্টের দাবী সমূহ মানিয়া লইলে রাজকীয় শক্তি ও মর্য্যাদা সম্পর্কে তিনি যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন তাহা ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, অতঃপর কোনও পার্লামেন্ট আহ্বান না করিয়া তিনি রাজ-শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেশ শাসন করিবেন। ১৬২৯ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ এই এগার বৎসর চার্লস পার্লামেন্টের সহায়তা ব্যতীত নিজের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন আর্ল অব ষ্ট্রাফোর্ড (Earl of Strafford) এবং আর্চ্চবিশপ লড (Archbishop Laud)। ইহাদের পরামর্শক্রমে রাজা অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত সম্ভব-অসম্ভব নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

চার্লসের স্বেচ্ছাচারিতা

Strafford আয়ার্লণ্ডে গমন করিয়া এক সৈন্যবাহিনী সংগঠন করেন এবং ইহার সহায়তায় আইরিশগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কর আদায়করিতে আরম্ভ করেন। স্বাধিকার-পত্রের বিধানাবলী অমান্য করিয়া চার্লস Star Chamber ও High Commission Court নামক দুইটি বিচারালয়ের সাহায্যে স্বেচ্ছাচারীভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই সকল আদালতে জুরীর সাহায্যে বিচার হইত না। অতঃপর অর্থসংগ্রহের আশায় চার্লস টনেজ ও পাউণ্ডেজ পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলেন; নিজের ইচ্ছানুসারে 'monopoly' বণ্টন করিতে লাগিলেন এবং কয়েকটি অ-প্রচলিত আইনপুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া কর বৃদ্ধি করিলেন। পূর্ব্বে জলদস্যুগণের অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত সমুদ্রের তীরবর্ত্তি জনপদবাসিগণের নিকট হইতে **Ship-money** নামে এক বিশেষ কর আদায় করা হইত।

ইহাকে নিয়মিত বার্ষিক কর হিসাবে গণনা করা হইত না। আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলেই উপকূলভাগের অধিবাসিগণের নিকট হইতে এই কর সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত বিধি ভঙ্গ করিয়া ইংলণ্ডের প্রত্যেক জেলা হইতে এই কর আদায় করিবার জন্য চার্লস এক আদেশ জারী করিলেন। ইহাতে প্রজাসাধারণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ সঞ্চারিত হইয়াছিল। **John Hampden** নামক জনৈক স্বাধীনচেতা ব্যক্তি এই কর, পার্লামেন্টের অনুমোদিত নহে এই অজুহাতে, দিতে অসম্মত হইলেন। ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই সম্বন্ধে আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে বিচারকগণ রাজার কার্য্যই সমর্থন করেন, কিন্তু ইহাতে জনসাধারণের মনে রাজার প্রতি বিতৃষ্ণা গভীরতর হইয়া উঠে।

Ship money case

চার্লসের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে যখন ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসী রাজার প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল তখন ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় লইয়া স্কটল্যাণ্ডের সহিতও চার্লসের বিরোধ উপস্থিত হয়। ধর্ম্মবিষয়ে চার্লস-এর প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন Archbishop Laud। তিনি যাজকসম্প্রদায়ের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিতে এবং তাহার নিজ মতানুযায়ী জনসাধারণের ধর্ম্মগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিলেন **Presbiterian** সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহারা যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের বিরোধী ছিলেন। ধর্ম্মসংক্রান্ত মতানৈক্য লইয়া তাহাদের সহিত লড ও চার্লস-এর সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই সঙ্ঘর্ষই **Bishop's War** নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে চার্লস স্কটগণকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাদের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

Bishop's War

স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে চার্লস ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে পুনরায়, দীর্ঘ এগার বৎসরকাল পরে, পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে বাধ্য হন। এই পার্লামেন্টও রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। তিন সপ্তাহব্যাপী বিতর্কের পর চার্লস **Short Parliament** নামে পরিচিত এই পার্লামেন্ট জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দেন।

দীর্ঘ পার্লামেন্ট (Long Parliament)—স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ অবসানের পরেও চার্লস-এর অর্থকষ্ট ঘুচিল না। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী তিনি স্কটসৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজকোষে অর্থ ছিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া চার্লস পুনরায় পার্লামেন্ট আহ্বান করিলেন।

১৬৪০ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পার্লামেন্টের স্থিতিকাল ছিল বলিয়া ইহা Long Parliament নামে পরিচিত। পার্লামেন্টে বিরোধীদলের নেতা ছিলেন **Pym**। তাহার নেতৃত্বে প্রথমেই পার্লামেণ্ট এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, সভ্যগণের বিনা অনুমোদনে রাজা নিজ দায়িত্বে অথবা ক্ষমতাবলে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিতে অথবা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন না।

Long Parliament-এর কার্য্যাবলী

অতঃপর রাজার স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করিয়া যাহাতে প্রজাসাধারণের অধিকার সমূহ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এতদুদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করে। (১) ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে Act of Attainder নামে এক আইন পাশ করিয়া রাজার বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী আর্ল অব ষ্ট্রাফোর্ডকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ইহার চারি বৎসর পর Archbishop Laud ও অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। (২) অপর একটি আইন দ্বারা Star Chamber, High Commission Court প্রভৃতি যে সকল বিচারালয়ের সহায়তায় রাজা প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়াছিলেন সেই সকল বিচারালয় অবৈধ বলিয়া উঠাইয়া দেওয়া হয়। (৩) পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত চার্লস Ship-Money প্রভৃতি যে সকল কর আদায় করিয়াছিলেন তাহা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। (৪) Triennial Act নামে পরিচিত অপর একটি আইন জারী করিয়া ঘোষণা করা হইল যে, প্রত্যেক তিন বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার পার্লামেণ্ট আহ্বান করিতে হইবে। (৫) ইহার পর **Grand Remonstrance** নামে পরিচিত এক আবেদন পত্রে দাবী করা হইল যে, অতঃপর রাজা পার্লামেন্টের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন এবং ধর্ম্মবিষয়ক সমুদয় ব্যাপারে যাজকসম্প্রদায়ের পরামর্শক্রমে পরিচালিত হইবেন। চার্লস বাধ্য হইয়া এই সকল দাবী স্বীকার করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু তিনি গোপনে পার্লামেন্টের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন।

Grand Remonstrance

অবশেষে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে চার্লস কমন্স সভার নেতৃস্থানীয় Pym, Hampden প্রমুখ পাঁচজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য স্বয়ং সসৈন্যে পার্লামেণ্ট গৃহে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু উক্ত সভ্যগণ রাজার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর রাজার সহিত পার্লামেন্টের পুনর্মিলনের আর সম্ভাবনা রহিল না। অত্যল্পকাল মধ্যেই অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হইল।

মহাবিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ (Great Rebellion and Civil War): শান্তিপূর্ণ উপায়ে যখন রাজা-প্রজার বিরোধমীমাংসার সম্ভাবনা রহিল না তখন পার্লামেণ্ট রাজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। চার্লস-এর সহিত পার্লামেন্টের এই যুদ্ধ **মহাবিদ্রোহ বা গৃহযুদ্ধ** নামে পরিচিত। রাজার সমর্থনকারিগণ **Cavalier** এবং পার্লামেন্টের সমর্থকগণ **Roundhead** নামে অভিহিত হয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজা অথবা পার্লামেণ্ট প্রধান—এই দুরূহ প্রশ্ন হইতেই গৃহযুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছিল। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে চার্লস নটিংহামে রাজপতাকা উত্তোলন করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেন। রাজার পক্ষে প্রধান সেনাপতি ছিলেন তাহার ভাগিনেয় Prince Rupert, আর পার্লামেণ্টপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী চালনা করিয়াছিলেন Sir Thomas Fairfax এবং **Oliver Cromwell**. নিউবেরীর প্রথম যুদ্ধে, মার্স টনমুরের যুদ্ধে এবং নেসবীর যুদ্ধে রাজপক্ষভুক্ত সৈন্যদল ক্রমান্বয়ে পরাজিত হয়। অবশেষে ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে চার্লস আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। কিন্তু বন্দী অবস্থায়ও চার্লস পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ফলে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্টের আদেশে গঠিত এক বিশেষ বিচারালয়ে তাহার বিচার হয় এবং তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে প্রকাশ্য রাজপথে তাহার শিরশ্ছেদ করা হয়।

রাজকীয় বাহিনীর পরাজয়

প্রথম চার্লস-এর প্রাণদণ্ড—১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী তারিখে প্রথম চার্লস বিচারকের বিধান অনুযায়ী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বিরোধীদলের নায়ক অলিভার ক্রমওয়েল রাজার প্রাণদণ্ডের পর রাত্রিযোগে মৃতদেহ দেখিতে গিয়া এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, প্রাণদণ্ড নিষ্ঠুর হইলেও আবশ্যক ছিল, ('A cruel necessity')। চার্লসের হত্যাকাণ্ড যে অতীব নৃশংস ঘটনা, এতৎসম্পর্কে কোন মতভেদের অবকাশ নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা একান্ত আবশ্যক ছিল কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তে চার্লস যেরূপ সাহসিকতা এবং মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। বধ্যভূমিতে নীত হইয়া মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রথম চার্লস বলিয়াছিলেন, "For the people truly I desire their liberty and freedom as much as any body whatsoever: but I must tell you that their liberty and freedom consists in

having good government." চার্লস-এর শেষোক্তি উপস্থিত সকলের মন গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল এবং কেহই চার্লস-এর আন্তরিকতায় সন্দেহ পোষণ করিতে পারেন নাই। চার্লসের মৃত্যুদণ্ডের বিধান না হইলে প্রজাসাধারণের অধিকার চিরতরে খর্ব্ব হইত কিনা, মৃত্যুদণ্ড ভিন্ন অন্য কোন দণ্ডে দণ্ডিত করিলে সমস্যার সমাধান হইত কিনা এতৎ-সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু চার্লসের প্রাণদণ্ড যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নামান্তর মাত্র, এ সম্পর্কে কোনও মতভেদ থাকিতে পারে না। তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া পার্লামেন্টের নেতৃবৃন্দ গুরুতর রাজনৈতিক ভ্রম করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণ চার্লসের প্রতি বিরূপ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করা হউক, ইহা তাহাদের অভিপ্রায় ছিল না। রাজার প্রাণদণ্ডের অব্যবহিত পরেই **Eikon Basilike** নামে এক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে রাজার অন্তিমকালীন চিন্তাধারা সংগৃহীত হইয়াছিল। জনসাধারণের মধ্যে এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইয়াছিল এবং সকলেই পরম শ্রদ্ধার সহিত এই পুস্তকে আলোচিত বিষয়সমূহ পাঠ করিত। অনেকের মনে ক্রমশঃ এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, চার্চ্চ ও শাসনতন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে গিয়াই চার্লসকে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল। ফলে শীঘ্রই ইংলণ্ডে চার্লস ও রাজতন্ত্রের অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হইল। ইহার ফলে ক্রমওয়েল-এর নেতৃত্বে যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা দশ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বিপুল উৎসাহের মধ্যে চার্লস-এর পুত্র দ্বিতীয় চার্লস ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রথম চার্লস-এর প্রাণদণ্ডের যুক্তিযুক্ততা

Studies and Questions

1. "The great event of the Stuart period is the struggle between King and Parliament." Amplify. (C. U. 1920, 1935)

2. What were the questions at issue in the struggle of Parliament with the Crown in the 17th Century? (C. U. 1942, 1945)

3. Discuss the causes of the quarrel between King and Parliament during the reign of James I. (C. U. 1949)

4. Analyse briefly the causes of the struggle between King and Parliament during the Stuart period. (C. U. 1923, 1925, 1927, 1940, 1946, 1952)

5. Give an account of the various Parliaments of James I and his relation to each of them. (C. U. 1919)

6. What were the grounds of dispute between Parliament and Charles I? (C. U. 1917, 1936)

7 Describe Charles I's experience with his first three parliaments. (C. U. 1943)

8 Write a short history of the reign of Charles I during the period between 1629—1640. (C. U. 1918, 1934, 1941)

9. Sketch the history of Long Parliament from 1640 to the beginning of the Civil War. (C. U. 1944)

10. Say what you know of the Great Rebellion of 1642. (C. U. 1937)

11. Briefly relate the circumstances that led to the execution of Charles I. (C. U. 1926, 1938)

12. How far was the execution of Charles I a cruel necessity? (C. U. 1932), Would you justify his execution? (C. U. 1926)

নবম অধ্যায়

প্রজাতন্ত্র ও ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

প্রজাতন্ত্র—প্রথম চার্লস-এর প্রাণদণ্ডের পর ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র শাসন রহিত করিয়া যে নূতন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার নেতা ছিলেন পার্লামেন্টারী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক **অলিভার ক্রমওয়েল**। প্রধানতঃ ইহারই বুদ্ধিমত্তা, সমরকৌশল এবং সাহসিকতার জন্য পার্লামেন্টের সমর্থকদল জয়লাভ করিয়াছিল ; সুতরাং নূতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর প্রকৃতপক্ষে ক্রমওয়েলই রাষ্ট্রমধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। নূতন শাসন ব্যবস্থা নামেমাত্র সাধারণতন্ত্র ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ শাসনকার্য্য পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব ক্রমওয়েলের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল।

আভ্যন্তরীণ শাসন—১৬৪৯ হইতে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অলিভার ক্রমওয়েল অসাধারণ ব্যক্তিত্ববলে রাষ্ট্রমধ্যে স্বীয় অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপন করিয়া পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চার্লস-এর ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতা ধ্বংস করিয়া ক্রমওয়েল প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু নূতন শাসন-ব্যবস্থা নামেমাত্রই প্রজাতন্ত্র ছিল। প্রকৃতপক্ষে সেনাদলের সর্ব্বাধিনায়করূপে ক্রমওয়েলই স্বেচ্ছাচারিতার সহিত শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেন।

পার্লামেণ্টের যে-সকল সদস্য তাহার মত বা কর্ম্মপন্থার বিরোধিতা করিতেন তাহাদিগকে তিনি বলপূর্ব্বক সকল ক্ষমতা ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। Long Parliament-এর যে সকল সদস্য তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে সম্মত ছিলেন না, তাহাদের সদস্যপদ তিনি নির্ব্বিচারে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। অবশিষ্ট ৯০ জন সদস্য লইয়া তিনি শাসনকার্য্য চালনা করিতে উদ্যত হইলেন। কেবল মাত্র তাহার আস্থাভাজন সদস্যগণই এই পার্লামেণ্টে স্থানলাভ করিয়াছিলেন। ইহা **Rump Parliament** নামে পরিচিত। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলিয়াছিল। অতঃপর এই পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া ক্রমওয়েল নিজের মনোনীত কয়েকজন সভ্য লইয়া এক নূতন পার্লামেণ্ট গঠন করেন। ইহা **Barebone's Parliament** নামে পরিচিত। কিন্তু এই পার্লামেণ্টের সঙ্গেও ক্রমওয়েল সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। তিনি অবৈধ ভাবে এই পার্লামেণ্টও ভাঙ্গিয়া দিলেন। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে

Instrument of Government

ক্রমওয়েলের অনুচরগণ **Instrument of Government** নামে এক নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করেন এবং ক্রমওয়েলকে Lord Protector আখ্যা দেওয়া হয়। ইহার দুই বৎসর পরে ক্রমওয়েলের সমর্থকগণ **Humble Petition and advice** নামে এক দরখাস্ত উপস্থিত করিয়া তাহাকে রাজা উপাধি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সৈন্যগণ অসন্তুষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় ক্রমওয়েল এই অনুরোধ রক্ষা করেন

Humble Petition and Advice

নাই। তবে এই আহ্বানের ফলে ক্রমওয়েল নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিবার অধিকার লাভ করিলেন এবং লর্ড সভা পুনঃ স্থাপনের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। এই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পর ক্রমওয়েল সামরিক প্রথা অনুসারে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন। সমগ্র দেশকে এগারটী জেলায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক জেলার শাসনভার Major-General নামক এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত করা হয়।

ক্রমওয়েল স্বেচ্ছাচারী হইলেও অত্যাচারী ছিলেন না। অকারণ উৎপীড়নের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তাহার কঠোর শাসনব্যবস্থার ফলে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি পিউরিটানগণের সুখ সুবিধা ও অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ক মতানৈক্যের জন্য তিনি কোনও সম্প্রদায় বিশেষকে অযথা উৎপীড়ন করেন নাই।

শাসনতান্ত্রিক গুরুত্বের দিক হইতে বিচার করিলে ক্রমওয়েলের শাসন-পদ্ধতি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, ইহা বলা চলে না। প্রজাতন্ত্রকে দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখিবার উপযোগী প্রতিষ্ঠান তিনি গঠন করিতে পারেন নাই। ফলে তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাতন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং পুনরায় রাজতন্ত্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ক্রমওয়েল কোনও স্থায়ী অবদান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

পররাষ্ট্রনীতি—টিউডর বংশের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই ইংরেজজাতি বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়। সাধারণতন্ত্রশাসিত যুগেও এই বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে আভ্যন্তরীণ অশান্তি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হওয়ায় সাধারণতন্ত্রের নায়কগণ বৈদেশিক নীতি পরিচালনা বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিবার সুযোগ লাভ করেন। সাধারণতন্ত্রের কর্ণধাররূপে ক্রমওয়েল বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার পররাষ্ট্রনীতির তিনটি মূলসূত্র ছিল—যথা (১) ষ্টুয়ার্ট রাজবংশ যাহাতে ইউরোপের অন্য কোন রাজশক্তির সহায়তায় ইংলণ্ডে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে তাহার

ক্রমওয়েলের বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্য

উপযোগী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা; (২) ইউ-রোপের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট রাষ্ট্রসমূহের সহিত যথাসম্ভব মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং (৩) ইংলণ্ডের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারে সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ক্রমওয়েলকে ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। জনৈক ঐতিহাসিক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের

আয়র্লণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমন

অবসান হইতে ক্রমওয়েলের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ইংলণ্ড এতটা যুদ্ধলিপ্সার পরিচয় প্রদান করে নাই। ক্ষমতা লাভ করিবার অব্যবহিত পরেই ক্রমওয়েলকে আয়র্লণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। আয়র্লণ্ডে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে ইংলণ্ডের ন্যায়সঙ্গত রাজা বলিয়া প্রচার করেন। ক্রমওয়েল তাহাদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে আয়র্লণ্ড অভিমুখে অগ্রসর হইয়া **ড্রগহিডা** (Drogheda) ও **ওয়েক্সফোর্ড** (Wexford)-এর যুদ্ধে আইরিশ বিদ্রোহীদলকে নির্ম্মমভাবে পরাজিত করেন

Earl of ~~Earl~~ Clarendon.

এবং ক্রমশঃ সমগ্র আয়র্লণ্ড অঞ্চলে স্বীয় অপ্রতিহত আধিপত্য স্থাপন করেন। আয়র্লণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্কটগণও দ্বিতীয় চার্লসকে ইংলণ্ডের প্রকৃত অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ক্রমওয়েল স্কটল্যাণ্ড আক্রমণ করেন এবং **ডানবারের যুদ্ধে** স্কটগণকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। পরবৎসর উর্ষ্টারের যুদ্ধে (Battle of Worcester) চার্লসের সমর্থকগণ পুনরায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। উপর্যুপরি এই দুইটি যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে স্কটল্যাণ্ডে সাধারণতন্ত্র-শাসন অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্লণ্ড এক শাসনশক্তির অধীনে আনীত হয়।

আয়র্লণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমন করিয়া ক্রমওয়েল ইউরোপীয় রাজনীতির প্রতি মনোনিবেশ করেন। এই সময় বাণিজ্য ক্ষেত্রে হল্যাণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। হল্যাণ্ডের বণিকগণ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডের বাণিজ্যের প্রসারের পথে দুরতিক্রম্য অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল। ওলন্দাজ জাহাজসমূহ বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া সমুদ্র পথে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। ইহাতে তাহাদের প্রভূত অর্থাগম হইত। ওলন্দাজগণের এই প্রাধান্য নাশ করিবার

হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ

অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে **Navigation Act** নামে এক আইন বিধিবদ্ধ করে। এই আইন অনুসারে ঘোষণা করা হয় যে, ইংলণ্ডে কোন বিদেশী মাল আমদানী করিতে হইলে তাহা ইংলণ্ডে নির্ম্মিত জাহাজে অথবা ঐ মাল যে দেশে উৎপন্ন সেই দেশে নির্ম্মিত জাহাজে আনয়ন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ওলন্দাজ বণিকগণের প্রভূত স্বার্থহানি ঘটে। বাণিজ্যবিষয়ক এই স্বার্থের সংঘাত লইয়া ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রকাশ্য সংগ্রাম আরম্ভ হয়। দুই বৎসর কাল যুদ্ধ চলিবার পর ওলন্দাজগণ পরাজিত হইলে বাণিজ্যজগতে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জনের প্রধানতম অন্তরায় দূরীভূত হইল।

হল্যাণ্ডের সহিত বিরোধের অবসান হওয়া মাত্র ক্রমওয়েল পর্ত্তুগাল, ডেনমার্ক ও সুইডেন-এর সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি

পর্ত্তুগাল, ডেনমার্ক ও সুইডেন-এর সহিত মিত্রতা

করেন। অতঃপর ক্রমওয়েল স্পেনের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন। তিনি স্পেন রাজের নিকট এই মর্ম্মে অধিকার দাবী করিলেন যে, স্পেন সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ইংরেজগণকে স্বধর্ম্মপালনের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ইংরেজ বণিকগণের

বাণিজ্যিক অধিকার মানিয়া লইতে হইবে। স্পেনরাজ এই দাবী মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলে ইংলণ্ডের সহিত স্পেনের শত্রুতা অনিবার্য্য হইয়া

স্পেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

উঠে। ইংরেজ নৌবাহিনী অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা স্পেনীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত Jamaica অধিকার করিয়া লয় এবং ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্লেকের অধিনায়কত্বে ইংরেজ নৌবহর একটি স্পেনীয় নৌবহর ধ্বংস করে। ইহার অত্যল্পকাল পরেই ক্রমওয়েল ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপন করতঃ Dunkirk আক্রমণ ও অধিকার করিয়া স্পেনের শক্তি খর্ব্ব করেন।

ক্রমওয়েলের শাসনকালে Blake-এর নেতৃত্বে ইংরেজ নৌবহর Tunis নগর আক্রমণ করে। ভূমধ্যসাগরের ইহাই ইংরেজগণের প্রথম অভিযান।

Tunis অভিযান

ইতিমধ্যে ফ্রান্সে Duke of Savoy যখন প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করিতেছিলেন তখন ক্রমওয়েল ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাহার প্রতিবাদের ফলেই অত্যাচারমূলক যাবতীয় বিধিব্যবস্থা উঠাইয়া লওয়া হয়।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক Earl of Clarendon ক্রমওয়েলের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শাসননীতির তুলনামূলক সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "Cromwell's greatness at home was a mere shadow of his greatness abroad"। তাহার এই মন্তব্য সর্ব্বদা সমর্থনযোগ্য। প্রথম জেমস্ এবং তাহার উত্তরাধিকারী প্রথম চার্লস বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় কোনরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। এই সময়ে ইংলণ্ডের নীতি ও কার্য্যকলাপ কোনপ্রকার সাফল্যই অর্জ্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু

বৈদেশিক নীতির সাফল্য ও ক্রমওয়েলের কৃতিত্ব

ক্রমওয়েলের সুদক্ষ নেতৃত্বাধীনে সাধারণতন্ত্রশাসিত ইংলণ্ড ইউরোপীয় রাজনীতিতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। হল্যাণ্ড ও স্পেনের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া ক্রমওয়েল বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংলণ্ডের একাধিপত্য স্থাপনের পথ সুগম করিয়াছিলেন। স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহদমন করিয়া তিনি সমগ্র বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জকে এক রাষ্ট্র-শাসনের অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের শাসকগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভূমধ্যসাগরে সাফল্যমণ্ডিত সামরিক অভিযান চালনা করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগাল, সুইডেন ও ডেনমার্কের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তিনি ইংলণ্ডের শক্তি অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি ইংলণ্ডের গৌরব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি আর কয়েক বৎসর জীবিত থাকিলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রজগতে ইংলণ্ডের অবিসংবাদী প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিতেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সাধারণতন্ত্রের পতন ও ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা—১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র **রিচার্ড ক্রমওয়েল** 'Lord Protector' উপাধি ধারণ করিয়া শাসনক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার কোন ক্ষমতাই তাহার ছিল না। প্রতি পদক্ষেপে তিনি তাহার অক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। ক্রমে সৈন্যদলও তাহার প্রতি উত্যক্ত হইয়া উঠিল। তাহারা প্রকাশ্যে তাহার প্রতি অনুগত থাকিতে অস্বীকৃত হইলে রিচার্ড পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সৈন্যদলের উপযুক্ত কোন নায়ক ছিল না। এই কারণে রাষ্ট্রে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। কিছুদিন বিশৃঙ্খলা চলিবার পর স্কটল্যাণ্ডস্থিত ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক General Monk পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কামনায় সসৈন্যে ইংলণ্ডে আগমন করেন। আইনতঃ পার্লামেণ্ট আহ্বান করার কোনও ক্ষমতা তাহার ছিল না। তথাপি দেশের বৃহত্তম কল্যাণ কামনায় তিনি সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে এক পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন। এই পার্লামেণ্টের সদস্যগণ প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে ইংলণ্ডের সিংহাসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। চার্লস ব্রেডার ঘোষণা (Declaration of Breda) দ্বারা প্রতিশ্রুতি দান করিলেন যে, তিনি ভূতপূর্ব্ব রাজদ্রোহিদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন এবং সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর প্রজাকে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে রাজ্যময় আনন্দ উৎসবের মধ্যে দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসনলাভ পর্ব্ব সম্পন্ন হয়।

রিচার্ড ক্রমওয়েলের পদচ্যুতি ও রাজতন্ত্রের পুনরুত্থান

দ্বিতীয় চার্লস্ (১৬৬০-১৬৮৫ খ্রীঃ)—দ্বিতীয় চার্লস কর্ত্তৃক সিংহাসন লাভ ইংলণ্ডের ইতিহাসে ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের পুনরাগমন বা **Restoration** নামে পরিচিত। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম চার্লসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার পর পার্লামেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিল যে, কোন এক ব্যক্তির উপর শাসনতন্ত্র পরিচালনার সর্ব্ববিধ ক্ষমতা ও অধিকার ন্যস্ত করিলে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে বাধ্য, সুতরাং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত না করিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের উপর অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত। এই নীতি অনুসরণ করিয়াই ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে চার্লস যখন Convention Parliament-এর আমন্ত্রণক্রমে ইংলণ্ড শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন তখন পুনরায় এক ব্যক্তির হস্তেই শাসনসংক্রান্ত সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত হইল। এই দিক হইতে বিচার করিলে মনে হইবে যে, ষ্টুয়ার্ট শাসন আমল হইতে জনসাধারণের পক্ষ লইয়া পার্লামেণ্ট যে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিল ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, দ্বিতীয় চার্লসের অধীনে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা দ্বারা পার্লামেণ্টের শক্তিহানির পরিবর্ত্তে শক্তি বৃদ্ধিই হইয়াছিল। প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে স্বেচ্ছাতন্ত্রী রাজশক্তির বিরুদ্ধে পার্লামেণ্ট দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সংগ্রাম চালনা করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। রাজার ক্ষমতার সঙ্কোচ সাধন করিয়া Long Parliament-এ যে সকল আইন গৃহীত হইয়াছিল, দ্বিতীয় চার্লস তাহা মানিয়া লইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ষ্টার চেম্বার ও হাইকমিশন কোর্ট বে-আইনী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল। রাজার পক্ষে পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত কর আদায় করা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। বিনা বিচারে প্রজাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার যে ক্ষমতা রাজা দাবী করিতেন, তাহা নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, "The restoration of Charles II was not only a restoration of the Monarchy but a restoration of Parliament as well."

দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসন লাভের তাৎপর্য্য

পার্লামেণ্টের মর্য্যাদা ও অধিকার বৃদ্ধি

দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে Breda-র ঘোষণা অনুযায়ী রাজা সৈন্যবাহিনীর প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিয়া General Monk-এর অধীনে পাঁচ সহস্র সৈন্য রাখিয়া অপর সমস্ত সৈন্যকে কার্য্যচ্যুত করিলেন। এই সময়ে **Convention Parliament**-এর সিদ্ধান্তক্রমে প্রথম চার্লসের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত রাজদ্রোহিগণকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হইল। রাজতন্ত্রের সমর্থকগণের যে সকল জমিজমা সাধারণতন্ত্র শাসনকালে রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল তাহাও প্রত্যর্পণ করার ব্যবস্থা হইল।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে Convention Parliament-এর অধিবেশন অন্তে যে নূতন পার্লামেণ্ট আহূত হয় তাহা রাজার প্রতি এত সহানুভূতিসম্পন্ন ও পক্ষপাতী ছিল যে, ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইহা Cavalier বা 'রাজবন্ধু' Parliament নামে পরিচিত। এই সময়ে রাজার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন Lord Clarendon। তাহার মন্ত্রিত্বকালে Clarendon Code নামে পরিচিত কয়েকটি বিধান অবলম্বিত হইয়াছিল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত Corporation Act-এর বিধান অনুযায়ী স্থির হয় যে, ইংলণ্ডের অনুমোদিত অর্থাৎ অ্যাংগ্লিকান চার্চ্চের লোক ভিন্ন অপর কেহ কোনও মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য মনোনীত হইতে পারিবেন না। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে গৃহীত Act of Uniformity অনুসারে সাব্যস্ত হয় যে, প্রত্যেক গির্জ্জায় অতঃপর **পরিশোধিত প্রার্থনা পুস্তক** (Revised Prayer Book) ব্যবহার করিতে হইবে। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে Conventicle Act নামে এক আইন জারি হয়। এই আইনের ফলে স্থির হয় যে, পাঁচজনের অতিরিক্ত লোক ইংলণ্ডীয় চার্চ্চের অনুমোদিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য মিলিত হইতে পারিবেন না। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত Five Miles Act অনুযায়ী ধার্য্য হয় যে, কোন পদচ্যুত যাজক তাহার পূর্ব্বতন বাসভূমির পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন স্থানে প্রচার কার্য্য চালাইতে অথবা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন না। এই সকল বিধি ব্যবস্থার ফলে পিউরিটানগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল এবং ফলে তাহাদের মধ্যে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল।

Clarendon Code

Cabal মন্ত্রিসভা—চার্লসের সিংহাসনারোহণের পর হইতে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লর্ড ক্লারেণ্ডন তাহার প্রধান পরামর্শদাতার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পদত্যাগের পর চার্লস পাঁচজন সদস্য লইয়া একটি মন্ত্রি-পরিষদ গঠন করেন এবং উহার উপর শাসন কার্য্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত করেন। মন্ত্রিগণের নামের (Clifford, Ashley, Buckingham, Arlington, Lauderdale) আদ্যক্ষর সম্মিলিত করিয়া এই মন্ত্রিসভাকে Cabal আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। Test Act প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এই মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। অতঃপর **লর্ড ডেনবী** প্রধান পরামর্শদাতার পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু ফরাসী-রাজ চতুর্দ্দশ লুই-এর চক্রান্তের ফলে ডেনবী পার্লামেণ্টের বিরাগ-ভাজন হন এবং ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে তাহাকে লর্ড সভার সম্মুখে অভিযুক্ত (Impeached) করা হয়। তাহার পতনের পর দ্বিতীয় চার্লস আর কোনও মন্ত্রী নিযুক্ত করেন নাই। অতঃপর তিনি নিজ দায়িত্বে এবং নিতান্ত স্বেচ্ছা-চারিতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন।

ধর্ম্মনীতি—দ্বিতীয় চার্লস প্রকাশ্যভাবে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অন্তরে অন্তরে তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। ফরাসী-রাজ চতুর্দ্দশ লুই-এর প্রভাবে তিনি এক গুপ্ত সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া চার্লস বুঝিতে পারিলেন যে, প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মমতে হস্তক্ষেপ করিলে তিনি প্রজাসাধারণের বিরাগভাজন হইবেন। সুতরাং তিনি অতি সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইলেন। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে Declaration of Indulgence নামে এক ঘোষণাপত্র দ্বারা ক্যাথলিক ও ডিসেণ্টারদের প্রতি যে সকল কঠোর বিধিনিষেধ এতকাল আরোপিত ছিল তাহা রাজাজ্ঞায় রহিত করা হইল। কিন্তু পার্লামেণ্টের অধিকসংখ্যক সদস্যই অ্যাংগ্লিকান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতার ফলে এই ঘোষণা কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। অধিকন্তু প্রোটেষ্ট্যাণ্টগণের প্রভাবে ক্যাথলিকদের দুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য পার্লামেণ্ট ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে Test Act নামে এক নূতন আইন প্রবর্ত্তন করেন। এই আইন অনুসারে সাব্যস্ত হয় যে, ইংলণ্ডীয় চার্চ্চের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ না করিলে কেহ কোনও রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে না।

Test Act
১৬৭৩

পররাষ্ট্রনীতি—সিংহাসন লাভ করিয়া দ্বিতীয় চার্লস ক্রমওয়েল-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ফ্রান্সের সহিত মৈত্রীবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই বন্ধুত্ব সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তদানীন্তন ফরাসী-রাজ **চতুর্দ্দশ লুই** (Louis XIV) অসামান্য প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। চার্লস ফরাসীরাজের একান্ত অনুগত ছিলেন। তিনি তাহার নিকট হইতে নিয়মিত-ভাবে গোপনে অর্থসাহায্য পাইতেন এবং এই সাহায্যের বিনিময়ে বৈদেশিক ব্যাপারে লুই-এর উপদেশ অনুসারে পরিচালিত হইতেন। লুই-এর প্ররোচনায় চার্লস ফরাসীরাজের আশ্রিত পর্ত্তুগালের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের যৌতুকস্বরূপ চার্লস আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত Tangier এবং ভারত-বর্ষের অন্তর্গত 'বোম্বাই' নগর লাভ করেন। ইহাতে ভূমধ্যসাগরে এবং ভারতবর্ষে বৃটিশের বাণিজ্য বিস্তারের পথ সুগম হয়। অতঃপর চার্লস ইংলণ্ডের বাণিজ্যবিষয়ক স্বার্থরক্ষার জন্য হল্যাণ্ডের সহিত প্রথম যুদ্ধে (First Anglo-Dutch War) লিপ্ত হন। দুই বৎসরকাল যুদ্ধ চলিবার পর ব্রেডার সন্ধি (Treaty of Breda) দ্বারা উভয়পক্ষে সাময়িকভাবে শান্তি স্থাপিত হয়।

ইতিমধ্যে ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই-এর ক্রমবর্দ্ধমান উচ্চাভিলাষ দমন করিবার জন্য হল্যাণ্ড ও সুইডেন পরস্পর মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। দ্বিতীয় চার্লস ব্যক্তিগত অনিচ্ছা সত্ত্বেও লর্ড ক্লারেণ্ডন প্রমুখ মন্ত্রিগণের প্ররোচনায় হল্যাণ্ড ও সুইডেনের সহিত যোগদান করিতে বাধ্য হন। এইভাবে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও সুইডেন পরস্পর মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া Triple Alliance গঠন করেন। কিন্তু চার্লস ফরাসীরাজ লুই-কে সন্তুষ্ট করিবার কামনায় মন্ত্রিগণের অজ্ঞাতসারে তাহার সহিত Secret Treaty of Dover নামে এক গোপন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে লুই, হল্যাণ্ড ও স্পেনের বিরুদ্ধে চার্লসকে সাহায্য করিতে সম্মত হন এবং চার্লস এই সাহায্যের বিনিময়ে ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইতে প্রতিশ্রুত হন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই ফরাসীরাজের স্বার্থরক্ষার জন্য চার্লস হল্যাণ্ডের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধ (Second Anglo-Dutch War) ঘোষণা করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিকট এই যুদ্ধপ্রচেষ্টা কোন সমর্থন লাভ করে নাই। দেশে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে বাধ্য হইয়া চার্লস হল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই মিত্রতাবন্ধন দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে চার্লসের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক উইলিয়মের বিবাহ হয়।

হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ

ফ্রান্সের সহিত বশ্যতামূলক মিত্রতা

Dover-এর গোপন চুক্তি

শেষ জীবন—দ্বিতীয় চার্লসের শেষ জীবন অত্যন্ত অশান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাহার ভ্রাতা ইয়র্কের ডিউক জেমস্ (James, Duke of York) উত্তরাধিকারসূত্রে তাহার অবর্ত্তমানে ইংলণ্ডের রাজা হইবার অধিকারী ছিলেন। জেমস্ গোঁড়া ক্যাথলিক ছিলেন। তিনি সিংহাসন লাভ করিলে ইংলণ্ডে পুনরায় ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে এই আশঙ্কায় লর্ড সেফ্‌ট্‌স্‌বারী প্রমুখ কতিপয় প্রোটেষ্ট্যাণ্ট নেতা তাহাকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে Exclusion Bill বা নিষ্কাশন বিল নামে এক আইনেরখসড়া পার্লামেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করেন। এই প্রস্তাবিত আইন বিপুল ভোটাধিক্যে কমন্স সভার সমর্থন লাভ করিলেও লর্ডসভা উহা অগ্রাহ্য করে। শেষ পর্য্যন্ত চার্লস স্বীয় ভ্রাতার স্বার্থরক্ষার জন্য পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেন। এই নিষ্কাশন বিলের সমর্থকদল Whig এবং বিরোধীদল Tory নামে পরিচিত।

Exclusion Bill ১৬৭৯

পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর চার্লস যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্ব এবং অধিকার বলে জনসাধারণের মতামতের প্রতি দারুণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন যে, জীবনের শেষ কয় বৎসর দ্বিতীয় চার্লস যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, প্রথম চার্লস তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের স্বেচ্ছাতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া যাইতে পারিতেন। পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দ্বিতীয় চার্লসের স্বৈরতন্ত্র

দ্বিতীয় জেমস্ (১৬৮৫—১৬৮৮ খ্রীঃ)

অপুত্রক অবস্থায় দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতা ইয়র্কের ডিউক **'দ্বিতীয় জেমস্'** উপাধি ধারণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি তাহার অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল। তিনি অত্যন্ত জেদী প্রকৃতির লোক ছিলেন। সর্ব্বদা তিনি নিজের মতানুযায়ী চালিত হইতেন। জনমতের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাও প্রদর্শন করিতেন না। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব দাবী করিতেন। ইহাতে প্রজাসাধারণের সহিত তাহার তীব্র বিরোধ উপস্থিত হয়। অবশেষে তাহার স্বেচ্ছাচারিতার ফলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় জেম্‌সের চরিত্র

দ্বিতীয় জেমস্-এর রাজত্বের সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা **রক্তশূন্য** (Bloodless) বা **গৌরবজনক বিপ্লব** (Glorious Revolution)। জেমস্ গোঁড়া ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ফরাসী রাজ চতুর্দ্দশ লুই-এর প্ররোচনায় তিনি ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি জানিতেন যে, পার্লামেণ্ট তাহার এই প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং পার্লামেণ্টের অধিকার হরণ করিয়া তিনি রাজকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি দাবী করিলেন যে, রাজা হিসাবে তিনি নিজের ইচ্ছামত যে কোন আইনের প্রয়োগ রহিত করিতে অথবা ব্যক্তি বিশেষকে যে কোন আইনের কবল হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন (Right of suspending a law and power of dispensing with the application of laws).

গৌরবজনক বিপ্লবের কারণ

(১) জেমস্-এর স্বেচ্ছাচারিতা

রাজার ভয়ে বিচারকগণ এই দাবী মানিয়া লইলেন। এই ক্ষমতার বলে জেমস্ Test Act-এর বিধান অগ্রাহ্য করিয়া রোমান ক্যাথলিকগণকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। হাই কমিশন কোর্ট পুনর্জ্জীবিত করিয়া তিনি Jeffrysকে বিচারক সভার সভাপতি-পদে নিযুক্ত করিলেন। এই কোর্টের সাহায্যে একদিকে বিরোধী দলকে শাস্তি দেওয়া এবং অন্য দিকে নিজ ধর্ম্ম-নীতিকে শক্তিশালী করা রাজার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর জেমস্ অক্সফোর্ড এবং ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্পষ্ট নিয়ম ছিল যে, কোন রোমান ক্যাথলিককে উপাধি দেওয়া হইবে না, কিন্তু জেমস্ এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া একজন ক্যাথলিককে উপাধি দিতে আদেশ করেন। অক্সফোর্ডের মডলিন (Magdalene) কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে ক্যাথলিক অধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিতে আদেশ দেন। ফেলোগণ এই আদেশ পালনে অসম্মত হইলে জেমস্ তাহাদিগকে পদচ্যুত করেন। অতঃপর তাহার স্বৈরতন্ত্র অধিকতর শক্তিশালী করিবার অভিপ্রায়ে জেমস্ লণ্ডনের নিকট এক সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেন। এই সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই ছিল ক্যাথলিক্। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে জেমস্ Declaration of Indulgence দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, অতঃপর ক্যাথলিক ও ডিসেণ্টারগণের উপর কোনও বিধিনিষেধ আরোপিত হইবে না এবং এতাবৎ-কাল যে সমস্ত বিধিনিষেধ ছিল তাহাও প্রত্যাহার করা হইল। ইহার পরবৎসর জেমস্ পুনরায় এক ঘোষণা-পত্রের দ্বারা প্রত্যেক ধর্ম্মযাজককে তাহার Declaration of Indulgence পাঠ করিবার আদেশ দেন। ইহাতে দেশের সর্ব্বত্র গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ক্যাণ্টারবারীর আর্চ্চবিশপ Sancroft ও অপর ছয়জন ধর্ম্মযাজক রাজার নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন পত্র পেশ করিলেন যে, তাহাদিগকে এই ঘোষণাপত্র পাঠ করিবার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হউক। জেমস্ এই আবেদন রাজদ্রোহসূচক বিবেচনা করিয়া এই সাতজন ধর্ম্মযাজককে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করিলেন। কিন্তু বিচারে তাহাদের অপরাধ প্রমাণিত হইল না এবং তাহারা মুক্তিলাভ করিলেন। এতদিন যাজক সম্প্রদায় নির্ব্বিবাদে রাজশক্তির সহায়তা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এইবার তাহারা জনশক্তির সহিত মিলিত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত হইল।

(২) ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুন: প্রবর্ত্তনের চেষ্টা

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

Declaration of Indulgence

Trial of Seven Bishops

এই ভাবে প্রজাসাধারণের ব্যক্তিগত এবং ধর্ম্মগত অধিকারসমূহে অন্যায়-ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া দ্বিতীয় জেমস্ সকল শ্রেণীর প্রজারই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। জেমস্ এতকাল অপুত্রক ছিলেন। তাহার উত্তরাধিকারিণী ছিলেন তাহার কন্যা ও হল্যাণ্ডের রাষ্ট্র-নায়ক উইলিয়মের পত্নী মেরী। মেরী প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণ এতকাল মনে মনে এই আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিল যে, মেরী সিংহাসন লাভ করিলে তাহাদের ধর্ম্মমত এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারসমূহ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা এতদিন জেমসের সকল অত্যাচার ও অনাচার সহ্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে জেমস্-এর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তখন সকলের মনেই আশঙ্কা হইল যে, এই পুত্র জেমসের প্রভাবে ক্যাথলিক ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হইবে এবং পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডে স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে। এই বিপদ হইতে ইংরেজ জাতির ধর্ম্ম ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য হুইগ ও টোরীদলের কয়েকজন নেতা সম্মিলিতভাবে জেমস্-এর জামাতা হল্যাণ্ডের শাসনকর্ত্তা উইলিয়মকে ইংলণ্ডের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। উইলিয়ম এই আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিলেন ও শীঘ্রই সসৈন্যে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। সকলে অত্যাচারী জেমস্কে পরিত্যাগ করিয়া উইলিয়মের পক্ষাবলম্বন করিল। জেমস্ অনন্যোপায় হইয়া ফ্রান্সে পলায়ন করিলেন। অতঃপর জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ এক মহাসভায় সমবেত হইয়া মেরী ও উইলিয়মকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। বিনা রক্তপাতে এই পরিবর্ত্তন সম্পন্ন হইল বলিয়া ইহা **Bloodless Revolution** বা **Glorious Revolution** নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় জেমস্-এর পুত্র লাভ

বিপ্লবের ফল—১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত গৌরবজনক বিপ্লব ইংলণ্ডের শাসন-তান্ত্রিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিপ্লবের ফলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল যে, রাষ্ট্রে রাজশক্তি সর্ব্বপ্রধান নহে, পার্লামেণ্টই সার্ব্বভৌম শক্তির প্রকৃত অধিকারী। এই বিপ্লবের ফলে ইহাও সাব্যস্ত হইল যে, রাজা প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের প্রতিনিধিমাত্র। উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে তাহার কোন দাবী থাকিতে পারে না। পার্লামেণ্টের অনুমোদনক্রমেই রাজা নির্ব্বাচিত হইবেন। জেমসের সিংহাসন ত্যাগ এবং উইলিয়ম ও মেরীর সিংহাসনলাভ দ্বারা ইহাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে, পার্লামেণ্টই সিংহাসনের উত্তরাধিকার নির্দ্ধারণ করিবার একমাত্র অধিকারী। এই ব্যবস্থার ফলে

শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের গুরুত্ব

রাজার ক্ষমতা বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও জনমতের প্রতিভূস্বরূপ পার্লামেন্টের ক্ষমতা বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়।

এই বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই পার্লামেন্ট **Bill of Rights** নামে এক আইন জারি করিয়া উহার শক্তিবৃদ্ধি করে। ভবিষ্যতে ইংলণ্ডে যাহাতে স্বেচ্ছাতন্ত্র স্থাপিত না হইতে পারে তজ্জন্য এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এই আইন দ্বারা স্থির হয় যে, রাজা পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক গৃহীত আইনসমূহ রহিত করিতে অথবা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না; পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা কোন নূতন কর ধার্য্য করিতে পারিবেন না; পার্লামেন্টের সম্মতি ব্যতীত রাজা নিজ ক্ষমতাবলে High Commission Court বা অনুরূপ কোন আদালত স্থাপন করিতে পারিবেন না; পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা কোন স্থায়ী সৈন্যদল গঠন বা পোষণ করিতে পারিবেন না; পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনে রাজা কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না; প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অপর কেহ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিবেন না; পার্লামেন্টের সভ্যগণের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার অব্যাহত থাকিবে এবং অভিযোগের প্রতিকার ও আইনের সংশোধন ও সংরক্ষণের নিমিত্ত পার্লামেন্টের ঘন ঘন অধিবেশন হইবে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে রাজা ভবিষ্যতে পার্লামেন্ট আহ্বান না করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন এই প্রকার সম্ভাবনা আর রহিল না। এইরূপে ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তিতে পার্লামেন্টের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল।

Bill of Rights

ইহার সর্ত্তাবলী— পার্লামেন্টের শক্তিবৃদ্ধি

রাজকীয় ক্ষমতা হ্রাস

এই গৌরবজনক বিপ্লবের ফলে কেবলমাত্র শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা নহে। ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ বৈদেশিকনীতি পরিকল্পনা বিষয়েও ইহার সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় চার্লস এবং দ্বিতীয় জেমস্ উভয়েই ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই-এর একান্ত অনুগত ছিলেন। তাহারা লুই-এর নিকট হইতে গোপনে অর্থলাভ করিয়া তাহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করিতেন। তাহাদের নিজস্ব কোনও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। ইংলণ্ডের শুভাশুভের প্রতিও তাহারা দৃকপাত করিতেন না। উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার ফলে এই অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়করূপে

বৈদেশিক নীতির উপর বিপ্লবের প্রভাব

উইলিয়ম ফরাসী রাজের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম চালনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভের পর এই শত্রুতা হ্রাস না পাইয় বরং বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উইলিয়মের রাজত্বকালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল এক শতাব্দীকাল চলিবার পর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ নেপোলিয়নের ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবসান ঘটে। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, "The Glorious Revolution ushered a period of prolonged conflict for Great Britain."

তৃতীয় উইলিয়ম ও মেরী

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে গৌরবজনক বিপ্লবের অবসানে পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে উইলিয়ম ও মেরী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহাদের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই Bill of Rights নামক বিখ্যাত অধিকার-নির্দ্দেশক সনন্দ গৃহীত হয়। ইহার সর্ত্তাবলী যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক শাসনের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। এই 'বিল অব রাইটস্' ব্যতীত উইলিয়মের রাজত্বের প্রথম ভাগে অপর কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় আইনও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে **Mutiny Act** নামে একটি আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইন অনুসারে রাজাকে মাত্র এক বৎসরের জন্য স্থায়ী সৈন্যদল পোষণ করিবার অধিকার দেওয়া হয়; সুতরাং সামরিক প্রয়োজনে রাজা প্রতি বৎসরই নিয়মিতভাবে পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে বাধ্য হইতেন। এতকাল পার্লামেন্ট হইতে রাজার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করা হইত। কিন্তু তৃতীয় উইলিয়মের সিংহাসনারোহণের পর হইতে স্থির হয় যে, অতঃপর প্রত্যেক বৎসর নূতন করিয়া প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ মঞ্জুর করা হইবে। সুতরাং অর্থের জন্যও রাজাকে বৎসরান্তে অন্ততঃ একবার পার্লামেন্ট আহ্বান করিতেই হইত। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত **Toleration Act** অনুসারে ডিসেন্টারগণকে তাহাদের ধর্ম্মমন্দিরে প্রকাশ্যে উপাসনা করিবার অধিকার প্রদান করা হয়। রাজকীয় শক্তি অধিকতর সংযত করিবার উদ্দেশ্যে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট **Triennial Act** নামে এক আইন প্রবর্ত্তন করে। এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে, পার্লামেন্ট তিন বৎসর করিয়া স্থায়ী হইবে এবং এই তিন বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন হইবে।

শাসন সংক্রান্ত পরিবর্ত্তন

Mutiny Act

Toleration Act

Triennial Act

জ্যাকোবাইট বিদ্রোহ—(ক) আয়র্লণ্ড—আয়র্লণ্ডের অধিকাংশ লোকই ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। তাহাদের নিকট প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী তৃতীয় উইলিয়মের সিংহাসনারোহণ মনঃপূত হয় নাই; ক্যাথলিক ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সমর্থক দ্বিতীয় জেমস্-এর প্রতি তাহাদের আন্তরিক অনুরাগ ছিল। মহাবিপ্লবের পর তাহারা জেমস্-এর পক্ষ অবলম্বন করিয়া উইলিয়মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম এই বিদ্রোহ দমন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সসৈন্যে আয়র্লণ্ডে গমন করেন এবং বয়েনের যুদ্ধে (Boyne) শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া বিদ্রোহীদলকে লিমারিকের সন্ধি দ্বারা তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন।

বয়েনের যুদ্ধ

(খ) স্কটল্যাণ্ড—স্কটল্যাণ্ডেও জেমস্-এর সমর্থক দলের অভাব ছিল না। তাহারা লর্ড ডাণ্ডির নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধভাবে উইলিয়মের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে উইলিয়ম সসৈন্যে তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ক্রমাগত দুই বৎসর কাল চেষ্টার ফলে স্কটল্যাণ্ডের বিভিন্ন পার্ব্বত্য উপজাতিকে পরাজিত করিয়া সমগ্র দেশে আপন প্রাধান্য স্থাপন করেন।

স্কটল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দমন

আভ্যন্তরীণ শাসন—তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভা (Cabinet) এবং দলগত শাসনতন্ত্রের (Party Government) উৎপত্তি হয়। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলে এবং ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের অধিকার-নির্দ্দেশের সর্ত্ত অনুসারে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উইলিয়ম জানিতেন যে, পার্লামেণ্টের মনোনয়ন অনুসারেই তিনি ইংলণ্ডের রাজা হইতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই পার্লামেণ্টের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন। পার্লামেণ্টের সহিত তাহার কোন বিষয়েই গুরুতর মতানৈক্য হয় নাই। দ্বিতীয় জেমসের বিরুদ্ধাচরণে Whig দলই অগ্রণী ছিল। সুতরাং তৃতীয় উইলিয়মের সিংহাসন প্রাপ্তির পর স্বভাবতঃই তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উইলিয়ম প্রথমতঃ হুইগ ও টোরী উভয় দল হইতেই মন্ত্রী নিয়োগ করিতেন; কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, হুইগ ও টোরী মন্ত্রীগণের মধ্যে প্রায়ই মতভেদ দেখা যায়। কমন্স সভায় কখনও টোরী দলের, কখনও হুইগ দলের সংখ্যাধিক্য দেখা যাইত। কমন্সসভার অনুমোদন ব্যতীত রাজার ব্যয় মঞ্জুর করান সম্ভব ছিল না। অথচ কমন্স সভায় যখন যে দলের প্রাধান্য থাকিত

দলগত শাসন ও ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব

তখন সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতে মন্ত্রী নিয়োগ করিলে ব্যয় মঞ্জুর করাইতে কোনই অসুবিধা হয় না। এইজন্য উইলিয়ম কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতে মন্ত্রীনিয়োগ করিবার নীতি গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রিগণ সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিতেন। উইলিয়ম কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মন্ত্রী নিয়োগের এই প্রথা হইতেই অষ্টাদশ শতকে দলগত শাসনতন্ত্র (Party Government) এবং মন্ত্রীসভার উদ্ভব হয়।

উত্তরাধিকার-বিষয়ক আইন—১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় মেরীর মৃত্যু হয়। অতঃপর তৃতীয় উইলিয়ম আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। সুতরাং তাহার মৃত্যুর পর কে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে সে সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এই জন্য ১৭০১ খৃষ্টাব্দে **Act of Settlement** নামক আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে, উইলিয়মের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জেমসের কনিষ্ঠা কন্যা **অ্যান** (Anne) ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। নিঃসন্তান অবস্থায় Anne-এর মৃত্যু হইলে প্রথম জেমসের দৌহিত্রী হ্যানোভারের Electress Sophia এবং তাহার প্রোটেষ্ট্যাণ্ট বংশধরগণ ইংলণ্ডে রাজত্ব করিবার অধিকার লাভ করিবেন। এই আইনের বলেই সোফিয়ার বংশধরগণ আজ অবধি ইংলণ্ডে রাজত্ব করিতেছেন।

Act of Settlement -এর বিধানাবলী

জাতীয় ঋণ—উইলিয়মের রাজত্বকালে ফরাসীদেশের সহিত অবিরাম সংগ্রাম চলিবার ফলে রাজকোষ অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় বাধ্য হইয়া রাজা ধনী বণিক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। নিয়মিতভাবে এই ঋণের সুদ দেওয়া হইত বটে, কিন্তু মূল ঋণের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইভাবে ইংলণ্ডে জাতীয় ঋণ বা National Debt-এর সূত্রপাত হয়। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম লণ্ডনের বণিক সম্প্রদায়কে Bank of England নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার অনুমতি দান করেন। বর্ত্তমান জগতে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক।

ইংলণ্ডে জাতীয় ঋণের উদ্ভব

পররাষ্ট্র নীতি—দ্বিতীয় চার্লস এবং দ্বিতীয় জেমস্ ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই-এর পরম অনুগত মিত্র ছিলেন। পররাষ্ট্র নীতিতে তাহারা লুই-এর আদেশ মত পরিচালিত হইতেন; তাহাদের নিজস্ব কোন পররাষ্ট্র নীতি ছিল না। দ্বিতীয় চার্লস ফরাসীরাজকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় জেমস্ লুই-এর হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র

ছিলেন। কিন্তু তৃতীয় উইলিয়মের সিংহাসন আরোহণের পর হইতেই ইংলণ্ডের বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। ইংলণ্ডে আগমন করিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই হল্যাণ্ডের রাষ্ট্র নায়করূপে উইলিয়মের সহিত ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই-এর তীব্র সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছিল। লুই কর্ত্তৃক হল্যাণ্ড জয়ের বাসনা হইতেই এই সংগ্রামের উৎপত্তি হয়। উইলিয়ম ও লুই পরস্পরকে পরম শত্রু জ্ঞান করিতেন। উইলিয়ম ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলে ইংলণ্ডও এই ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে সংগ্রামে জড়িত হইয়া পড়ে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে মহাবিপ্লবের অনতিকাল পরেই লুই দ্বিতীয় জেমসকে পুনরায় ইংলণ্ডের সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য উইলিয়মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধ War of the English Succession নামে পরিচিত। এই সময় অষ্ট্রিয়া প্রমুখ ইউরোপের অপরাপর কয়েকটি দেশের সহিত লুই-এর যুদ্ধ চলিতেছিল। অবশেষে ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে Ryswick-এর সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয় এবং লুই বাধ্য হইয়া উইলিয়মের ন্যায়সঙ্গত দাবী স্বীকার করিয়া লন।

ইংলণ্ড বনাম ফ্রান্সের দীর্ঘকাল ব্যাপী সংগ্রাম

এই যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই পুনরায় ইংলণ্ডের সহিত লুই-এর সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। স্পেনের রাজার নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাহার উইল অনুসারে ফরাসীরাজ লুই-এর পৌত্র Philip স্পেনের সিংহাসন দখল করেন। ইহাতে স্পেনদেশে প্রকৃতপক্ষে চতুর্দ্দশ লুই-এর প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ফরাসী-রাজের প্রাধান্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইলে ইউরোপের ভার-সাম্য (**Balance of Power**) বিনষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় অষ্ট্রিয়া, হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড **Grand Alliance** নামে এক মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করিয়া লুই-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। এই যুদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসে War of the Spanish Succession নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই যুদ্ধে লুই-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার স্বপক্ষে ইংলণ্ডের একাধিক কারণ ছিল। প্রথমতঃ, আমেরিকায় স্পেনের বিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিল। আমেরিকাতে ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া ইংরেজ বণিকদের প্রভূত অর্থাগম হইত। কিন্তু লুই এই বাণিজ্য রহিত করিয়া দেন। ইহার ফলে ইংলণ্ডের ধনাগমের পথ রুদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, চতুর্দ্দশ লুই Ryswick-এর সন্ধি অমান্য করিয়া দ্বিতীয় জেমস্-এর পুত্রকে ইংলণ্ডের সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সকল কারণে উইলিয়ম

স্পেনীয় উত্তরাধি-কারের যুদ্ধ

ফরাসীরাজের বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়া ও হল্যাণ্ডের সহায়তায় যুদ্ধের আয়োজন করেন। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ১৭০২ খৃষ্টাব্দে সহসা উইলিয়ম পরলোকগমন করেন।

অ্যান (Anne), (১৭০২—১৭১৪ খ্রীঃ)

নিঃসন্তান অবস্থায় তৃতীয় উইলিয়মের মৃত্যুর পর Act of Settlement-এর সর্ত্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় জেমসের কনিষ্ঠা কন্যা **অ্যান** ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের তিনিই ছিলেন সর্ব্বশেষ প্রতিনিধি।

আভ্যন্তরীণ শাসন—অ্যানের রাজত্বকাল মাত্র ১২ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তাহার রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসরকাল টোরীদল হইতে মন্ত্রী নিয়োগ করা হইয়াছিল। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব মার্লবরোর চক্রান্তের ফলে টোরী মন্ত্রিসভার পতন হয়। অতঃপর দুই বৎসর হুইগ দল দেশ শাসন করে। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে কমন্স সভার নির্ব্বাচনে টোরীদল সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়া Earl of Oxford এবং Viscount Bolingbroke-এর নেতৃত্বে পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করে। এই মন্ত্রিসভার আমলে উট্রেক্ট-এর সন্ধি দ্বারা ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধের অবসান হয়। ডিসেণ্টারদের বিরুদ্ধে **Schism Act** এবং **Occasional Conformity Act** নামে দুইটি কঠোর শাস্তিমূলক আইনও এই মন্ত্রিসভার আমলে বিধিবদ্ধ হয়।

ডিসেণ্টার বিরোধী আইন

প্রথম জেম্‌সের রাজত্বকালে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড এক রাজার অধীনে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু উভয়দেশের স্বতন্ত্র আইন-কানুন অক্ষুণ্ণ ছিল। অ্যানের রাজত্বকালে শাসনসংক্রান্ত এই বৈষম্য দূর করিয়া উভয় দেশকে এক শাসন-পদ্ধতির অধীনে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে **Act of Union** নামে এক আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড উভয় দেশ এক পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। স্কটল্যাণ্ডের জনসাধারণের ৪৫ জন প্রতিনিধি ইংলণ্ডের কমন্স সভায় এবং স্কটল্যাণ্ডের অভিজাত শ্রেণীর ১৬ জন প্রতিনিধি ইংলণ্ডের লর্ড সভায় সদস্যপদ লাভ করিবেন; উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যবিষয়ক কোন বৈষম্য থাকিবে না এবং স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন আইন ও ধর্ম্মমতের স্বাধীনতা কোনরূপে ব্যাহত হইবে না।

ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মিলন

স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (Spanish Succession War)—তৃতীয় উইলিয়মের জীবিতকালেই স্পেনীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া ফরাসী

ও ইংরেজদের মধ্যে সজ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু সংগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই উইলিয়ম সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার অসম্পূর্ণ কার্য্য পূরণ করিবার দায়িত্ব অ্যানের উপর ন্যাস্ত হইল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই অ্যান—অষ্ট্রিয়া ও হল্যাণ্ডের সহায়তায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অ্যানের পরামর্শদাতা **ডিউক অব মাল বরো** (Duke of Marlborough) এই যুদ্ধে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সেনাদলের প্রধান নায়ক ছিলেন। তিনি ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ব্লেনহিমের যুদ্ধে এবং ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে র‍্যামিলিস্-এর যুদ্ধে ফরাসীদিগকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। জল যুদ্ধেও ইংরেজগণ এই সময় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল। জীব্রাল্টার ও মিনর্কা দ্বীপ ইংরেজদের হস্তগত হওয়ায় ভূমধ্য-সাগরে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার পথ সুগম হয়। এগার বৎসর কাল অবিরাম লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ চলিবার পর উট্রেক্ট-এর সন্ধি (Treaty of Utrecht) দ্বারা বিবদমান শক্তিসমূহের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। চতুর্দ্দশ লুই-এর পৌত্র পঞ্চম ফিলিপ স্পেনের সিংহাসন লাভ করিলেন বটে, কিন্তু স্থির হইল যে, স্পেন ও ফ্রান্স কখনও এক রাজার শাসনাধীনে মিলিত হইতে পারিবে না। অষ্ট্রিয়া স্পেনীয় সাম্রাজ্যের কতকাংশ লাভ করিল। ইংলণ্ড ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত জিব্রাল্টার ও মিনর্কা এবং আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত New Foundland ও Nova Scotia লাভ করিল। ইহার ফলে ভূমধ্যসাগরে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হইল এবং আমেরিকায় ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম হইল। এতদ্ব্যতীত ইংরেজ বণিকগণ আমেরিকার সহিত বাণিজ্য সম্পর্কে অনেক সুবিধা লাভ করে।

উট্রেক্ট-এর সন্ধি ও ইহার সর্ত্তাবলী

Studies and Questions

1. Describe the Protectorate of Cromwell, dwelling mainly upon (a) the powers with which he was invested as Protector, (b) his parliaments and (c) his home policy. (C. U. 1953)

2. Give an account of Cromwell's foreign policy. (C. U. 1914, 1949, 1953)

3. 'Cromwell's greatness at home was a mere shadow of his greatness abroad.' Do you agree? Give reasons for your answer. (C. U. 1921, 1935, 1939, 1947, 1955)

4. "The Commonwealth had done something, at all events, to restore the prestige which England had lost in Europe under the first two Stuarts." Amplify. (C. U. 1943)

5. "England was more warlike during the period of the Commonwealth than she had been at any other time since the Hundred Years' War" Elucidate. (C. U. 1923, 1925)

6. Comment on the constitutional importance of the history of the Commonwealth. (C. U. 1928)

7. Review the career of Oliver Cromwell. (C. U. 1933, 1950)

8. Give your view of Oliver Cromwell as a ruler and account for the downfall of the Protectorate. (C. U. 1930)

9. Explain the verious constitutional changes in English History during the period between 1649 and 1660 A. D. (C. U. 1919)

10. "The restoration of Charles II was not only a restoration of the monarchy but a restoration of Parliament as well.". Elucidate. (C. U. 1924, 1927, 1935)

11. What were the circumstances that led to the English Revolution of 1688? (C. U. 1919, 1921, 1923, 1929)

12. What led to the expulsion of James II? (C. U. 1928, 1936)

13. What were the causes of the Revolution of 1688? (C. U. 1935, 1954)

14. How did James II alienate his subjects? Trace the incidents that led to the Bloodless Revolution of 1688. (C. U. 1940)

15. Give a critical estimate of the effects of the Revolution of 1688. (C. U. 1924, 1929, 1932, 1940)

16. What was the foreign policy of England in William III's reign? (C. U. 1917)

17. "If at the Armada invasion England entered the race for colonial expansion, she won it at the treaty of Utrecht." Discuss (C. U. 1923, 1926, 1945)

18. Write notes on (a) Union with Scotland, (b) Treaty of Utrecht, (c) The Act of Settlement and (d) The Bill of Rights.

দশম অধ্যায়

হ্যানোভেরিয়ান রাজবংশ

প্রথম জর্জ্জ (১৭১৪—১৭২৭)—অ্যানের মৃত্যুর পর Act of Settlement-এর সর্ত্ত অনুযায়ী প্রথম জেমসের দৌহিত্রী Electress Sophia-র পুত্র হ্যানোভারের শাসনকর্তা 'জর্জ্জ' ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি যে বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাহা হ্যানোভেরিয়ান বংশ নামে পরিচিত। এই হ্যানোভেরিয়ান রাজবংশের সিংহাসন প্রাপ্তি সম্পর্কে জনৈক ঐতিহাসিক এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, "The peaceful succession of the House of Hanover is one of the great miracles in our history." বস্তুতঃ, বিদেশীয় হ্যানোভেরিয়ান শাসকগণ বিনা রক্তপাতে যেভাবে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। Act of Settlement-এ যদিও এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে, নিঃসন্তান অবস্থায় উইলিয়ম ও অ্যানের মৃত্যু হইলে ইংলণ্ডের সিংহাসনে Electress Sophia-র বংশধরগণের দাবীই অগ্রগণ্য হইবে, তথাপি টোরী সম্প্রদায় ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বিদেশীয় শাসকবর্গ অধিষ্ঠিত হইবেন, ইহা মানিয়া লইতে পারে নাই।

নিরুপদ্রবে হ্যানোভেরিয়ান রাজবংশের সিংহাসনলাভের কারণ নির্দেশ

অ্যানের রাজত্বকালে কিছুকালের জন্য পার্লামেন্টে টোরীদল প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সুতরাং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, তাহারা Act of Settlement-এর ধারাসমূহের আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া বৈদেশিক রাজবংশের ক্ষমতালাভ অসম্ভব করিয়া তুলিবে। টোরীদলের অধিকাংশ সদস্যই বৈদেশিক হ্যানোভেরিয়ান শাসক অপেক্ষা দ্বিতীয় জেমস্-এর পুত্রকেই ইংলণ্ডের সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় হ্যানোভেরিয়ান শাসকগণের পক্ষে বিনা বাধায় রাজ্যলাভের আশা সুদূরপরাহত ছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে টোরীদলের পক্ষে হ্যানোভেরিয়ান শাসকগণের সিংহাসনলাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। ইহার দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, টোরীদল যাহাকে সমর্থন করিত তিনি (অর্থাৎ জেমস্-এর পুত্র) ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি একনিষ্ঠভাবে অনুগত ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে টোরীদল তাহাকে সমর্থন করিলেও

পার্লামেন্টে টোরীদলের প্রাধান্য

(১) ধর্ম্মবিষয়ক মতানৈক্য

ধর্ম্মনীতির দিক হইতে তাহারা অ্যাংগ্লিকান ধর্ম্মমত সমর্থন করিতেন। তাহারা আশা করিয়াছিলেন যে, জেমস্-এর পুত্র ক্যাথলিক ধর্ম্মমত বিসর্জন দিয়া অ্যাংগ্লিকান মত গ্রহণ করিবেন; কিন্তু তিনি তাহার ধর্ম্মমত ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। ফলে যাহারা প্রথম দিকে রাজনৈতিক কারণে সিংহাসনে তাহার দাবী সমর্থন করিত, তাহারা শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিষয়ক মতানৈক্যের জন্য তাহাকে সমর্থন করিতে পারে নাই। এই কারণে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্মাবলম্বী হ্যানোভেরিয়ান শাসকের পক্ষে বিনা রক্তপাতে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, Act of Settlement-এর বিধান অনুযায়ী সাব্যস্ত হইয়াছিল যে, অপুত্রক অবস্থায় উইলিয়ম ও অ্যানের মৃত্যু হইলে Electress Sophiaর বংশধরগণের দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য হইবে। এই বিধান নাকচ করিতে হইলে একদিকে রাজকীয় সম্মতি এবং অন্য দিকে পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করা আবশ্যক ছিল। টোরীদল যখন পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠদলরূপে অধিষ্ঠিত ছিল তখন টোরীদলপতি Bolingbroke রাণী অ্যানের সম্মতি লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা অ্যানের মৃত্যু হয়। তিনি আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তাহার সম্মতিলাভ করিয়া Bolingbroke Act of Settlement-এর বিধানাবলীর আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিতেন। তাহা হইলে ইংলণ্ডের ইতিহাসের গতি অন্য প্রকার হইত।

(২) অ্যানের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু

আভ্যন্তরীণ ঘটনা—প্রথম জর্জ্জের সিংহাসনারোহণের অত্যল্পকাল পরেই দ্বিতীয় জেমস্-এর পুত্রের সমর্থকগণ (ইহারা Jacobite নামে পরিচিত) ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জনসাধারণ এই বিদ্রোহে যোগদান করে নাই এবং গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া অতি সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইয়াছিল।

জ্যাকোবাইট বিদ্রোহ ১৭১৫

Jacobite বিদ্রোহ দমনের অব্যবহিত পরে হুইগদল Triennial Act রহিত করিয়া **Septennial Act** নামে এক নূতন আইন রচনা করে। এই আইন অনুসারে পার্লামেন্টের কার্য্যকাল সাত বৎসরকাল স্থায়ী হয় এবং প্রতি সাত বৎসর অন্তর সাধারণ নির্ব্বাচন (General Election) হইবে বলিয়া স্থির হয়। ইহার ফলে কমন্স সভার উপর জনসাধারণের প্রভাব কমিয়া যায় এবং পার্লামেন্টে হুইগদলের প্রাধান্য দৃঢ় হয়।

সপ্তবার্ষিক আইন

১৭২০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড এক অভূতপূর্ব্ব আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের ব্যবসায় বাণিজ্য বহুল পরিমাণে প্রসার লাভ করে এবং বিদেশে ব্যাপকতরভাবে বাণিজ্য করিবার জন্য বহু যৌথ কোম্পানী গঠিত হয়। তন্মধ্যে South Sea Company নামক বৃহৎ ব্যবসায় সঙ্ঘ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কোম্পানী প্রধানতঃ দক্ষিণ আমেরিকার সহিত বাণিজ্য করিত এবং ব্যবসায়ে কোম্পানীর যথেষ্ট লাভ হইত। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট এই কোম্পানীকে জাতীয় ঋণ (National Debt) পরিশোধ করিবার ক্ষমতা দান করে। ফলে কোম্পানীর মর্য্যাদা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। কোম্পানীর অংশীদারগণকেও বহু লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। ফলে অংশগুলির মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায়। ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর লোকই প্রচুর লাভের আশায় এই কোম্পানীর অংশ খরিদ করিতে আরম্ভ করে। এই কোম্পানীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরও অনেক নূতন যৌথ ব্যবসায়ী সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী নিতান্ত অসাধু ছিল। ইহারা জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে নানা অসাধু উপায় অবলম্বন করিতে থাকে।

South Sea Bubble

এমন কি সাউথ সি কোম্পানীর পরিচালকগণের এবং উক্ত কোম্পানীর সমর্থক কয়েকজন মন্ত্রীর সাধুতায় সন্দেহ বোধ করিবার কারণ উপস্থিত হয়। লোকের আস্থা কমিয়া যাওয়ায় কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা শীঘ্রই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় এবং বহুলোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ঘটনা South Sea Bubble নামে পরিচিত। এই কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ষ্টানহোপ কারারুদ্ধ হন এবং অপর মন্ত্রী ক্র্যাগ্‌স আত্মহত্যা করেন। স্যার রবার্ট ওয়ালপোলের হস্তক্ষেপের ফলে অবশেষে এই দুর্ঘটনার যথাসম্ভব প্রতিকার হয়।

মন্ত্রিসভার উৎপত্তি—প্রথম জর্জ্জের রাজত্বকাল নিয়মতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম জর্জ্জ ৫৪ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই পরিণত বয়সে বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিবার ধৈর্য্যও তাহার ছিল না। এতদিন পর্য্যন্ত রাজা মন্ত্রিসভায় উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ং উহার কার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু প্রথম জর্জ্জ ইংরেজী জানিতেন না বলিয়া এবং ইংলণ্ডের শাসনকার্য্য সম্পর্কে স্বভাবতঃ উদাসীন থাকায় মন্ত্রিসভার অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকিতেন। শাসনকার্য্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করিয়া তিনি মন্ত্রীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন।

মন্ত্রিসভা হইতে রাজা অনুপস্থিত থাকিতেন বলিয়া মন্ত্রিগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণ তিনিই এই সভায় সভাপতিত্ব করিতে আরম্ভ করেন।

প্রধান মন্ত্রীপদের উৎপত্তি

কালক্রমে মন্ত্রিসভার যোগ্যতম সদস্য প্রধান মন্ত্রী বা Prime Minister নামে পরিচিত হইলেন। এইভাবে নিতান্ত স্বাভাবিক গতিতে প্রধান মন্ত্রীর পদ সৃষ্ট হইল। অবশেষে মন্ত্রিসভা বা Cabinet-ই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ইহা নিজের ক্ষমতা রক্ষার জন্য পার্লামেণ্টের উপর নির্ভরশীল হইতে লাগিল। এই ভাবে ধীরে ধীরে ক্যাবিনেট প্রথার প্রচলন হয়। প্রথম জর্জ্জ ও তাহার পুত্র দ্বিতীয় জর্জ্জের রাজত্বকালে **স্যার রবার্ট ওয়ালপোল** প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই ইংলণ্ডের প্রথম প্রধান মন্ত্রী। এই কারণেই ঐতিহাসিক Macaulay বলিয়াছেন, "The Act of Settlement had given us a foreign sovereign, the presence of a foreign sovereign gave us a Prime Minister."

দ্বিতীয় জর্জ্জ (১৭২৭—১৭৬০ খ্রীঃ)

প্রথম জর্জ্জের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দ্বিতীয় জর্জ্জ ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইংলণ্ড সম্বন্ধে পিতার ন্যায় অত অনভিজ্ঞ না হইলেও শাসনকার্য্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি ৩৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে **স্যার রবার্ট ওয়ালপোল ও উইলিয়ম পিট** সুদক্ষ মন্ত্রীরূপে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

স্যার রবার্ট ওয়ালপোল (Sir Robert Walpole)

প্রথম জীবন—অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিভাশালী নেতা আবির্ভূত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে স্যার রবার্ট ওয়াল-পোলের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জ্জের রাজত্বকালে তিনি হুইগ দলের নেতা ও প্রধান মন্ত্রীরূপে একাদিক্রমে একুশ বৎসর কাল (১৭২১-১৭৪২) শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের এক ধনী পরিবারে ওয়ালপোলের জন্ম হইয়াছিল। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে হুইগদলের প্রার্থীরূপে নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়া তিনি কমন্সসভায় প্রবেশ করেন এবং অচিরেই

ওয়ালপোলের রাজনৈতিক জীবন

স্বীয় কৃতিত্ব ও প্রতিভাবলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথম জর্জ্জের রাজত্বকালে ষ্টানহোপ মন্ত্রিসভায় রাজস্ব সচিবরূপে (Chancellor of the Exchequer) তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বৈদেশিক নীতি পরিচালনায়

ষ্টানহোপের সহিত মতানৈক্য হেতু তিনি পদত্যাগ করিলে ষ্টানহোপ-মন্ত্রিসভা বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অবশেষে যখন South Sea Bubble উপলক্ষে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয় তখন ওয়ালপোলকে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করা হয়। ১৭২১ হইতে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একুশ বৎসরকাল তিনি ইংলণ্ডের শাসনকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়াছিলেন।

নীতি ও কার্য্যক্রম—পার্লামেণ্টে হুইগদলের প্রাধান্য ও নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিরুপদ্রবে দেশ শাসন করাই ছিল ওয়ালপোলের প্রধান লক্ষ্য।

শান্তিরক্ষা—ওয়ালপোলের নীতির প্রধান লক্ষ্য

কমন্স সভার সদস্যগণের উপর তাহার অসাধারণ প্রভাব ছিল। সদস্যগণের সমর্থন লাভের জন্য তিনি উৎকোচ প্রদান এবং দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বৈদেশিক ব্যাপারে তিনি শান্তিপূর্ণ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তিনি আমূল পরিবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য বা অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে এরূপ কোন কার্য্য সাধ্যমত তিনি এড়াইয়া চলিতেন। 'Let the sleeping dog lie'—যাহা যেমন আছে তাহা তেমনই থাকুক—তিনি এই নীতির সমর্থক ছিলেন। শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নতি তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

আভ্যন্তরীণ শাসন—ওয়ালপোল আভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে একমাত্র রাজস্ববিভাগ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন সাধন করেন নাই। মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াই তিনি South Sea Bubble জনিত যে আর্থিক বিপর্য্যয় ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ জীবন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল, তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত স্বীয় শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করেন। এই দুরূহ দায়িত্ব তিনি দক্ষতার সহিত পালন করিয়া আর্থিক জীবনের সমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি

আর্থিক উন্নতিকল্পে অবলম্বিত ব্যবস্থা

অনেক দ্রব্যের উপর শুল্কের হার হ্রাস করিয়াছিলেন। এডাম স্মিথের বহু পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অবাধ বাণিজ্যনীতির সার্থকতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করিয়া তিনি ইংরেজ উপনিবেশসমূহকে সকল দেশের সহিত প্রকাশ্য বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ালপোল পার্লামেণ্টে Excise Bill নামে শুল্ক

সম্পর্কিত একটি আইনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আইনের বিরুদ্ধে এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল যে, শান্তিকামী ওয়ালপোল তাহার প্রস্তাবিত আইন প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। জনমতের প্রতিকূলে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার সৎসাহস তাহার ছিল না।

ধর্ম্ম বিষয়ে ওয়ালপোল উদারনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। স্বাতন্ত্র্যবাদী

ধর্ম্মবিষয়ক নীতি ও কার্য্যক্রম

প্রোটেষ্ট্যাণ্টগণকে তিনি উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। Test Act বা Corporation Act-এর পরিবর্ত্তন সাধন করিবার মত মনের দৃঢ়তা তাহার ছিল না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবাদী প্রোটেষ্ট্যাণ্টদিগকে এই দুইটি আইনের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রতি বৎসর একটি করিয়া Indemnity Act পাশ করিতেন।

পররাষ্ট্র নীতি—পররাষ্ট্রনীতিতে ওয়ালপোল আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন। বিনা যুদ্ধে ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চাহিতেন না। Utrecht-এর

পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য

সন্ধির ফলে ইংলণ্ড যে সকল সুবিধা পাইয়াছিল তাহা রক্ষা করা তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। ষ্টুয়ার্ট রাজবংশ যাহাতে ফ্রান্সের সহায়তায় পুনরায় ইংলণ্ডের সিংহাসন দখল করিতে না পারে সেদিকেও তাহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এই কারণে তিনি সর্ব্বদা ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতেন এবং ইউরোপে অন্যান্য শক্তিবর্গের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইলে তিনি কোন পক্ষেই যোগদান করিতেন না। তাহার এই শান্তিপ্রিয়তা ইংলণ্ডের জনসাধারণের বিশেষ মনঃপূত হয় নাই। এই শান্তিপ্রিয়তাকে তাহারা দুর্ব্বলতারই নামান্তর মনে করিত। অবশেষে জনমতকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ওয়ালপোল ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন। বাণিজ্য বিষয়ক প্রতিদ্বন্দ্বিতা লইয়া স্পেনের সহিত এই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল।

স্পেন ও অষ্ট্রিয়ার সহিত বিরোধ

এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। ইহার এক বৎসর পর অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত প্রাশিয়ার বিবাদ উপস্থিত হইলে ওয়ালপোল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করেন এবং ইহার তিন বৎসর পর পরলোক গমন করেন (১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ)।

ওয়ালপোলের কৃতিত্ব—জনৈক ঐতিহাসিক এই প্রকার মন্তব্য

করিয়াছেন যে, ওয়ালপোলের দীর্ঘ একুশ বৎসরের মন্ত্রিত্বের কোন ইতিহাস নাই। ("The twenty one years of Walpole's administration contain no history.") ওয়ালপোলের নীতি ও কার্য্যক্রম আলোচনা করিলে এই মন্তব্য সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তাহার দীর্ঘকালব্যাপী মন্ত্রিত্বকালে তিনি দেশবাসীকে কোন মহৎ প্রেরণা দান করিতে পারেন নাই, এই সময়ে কোনও যুদ্ধবিগ্রহ হয় নাই, অথবা সাম্রাজ্য বিস্তার বিষয়ক কোন পরিকল্পনাও গৃহীত হয় নাই। তথাপি ইংলণ্ডের ইতিহাসে ওয়ালপোলের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। তিনি দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন। অর্থনীতিতে তাহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অবাধ বাণিজ্যনীতির সার্থকতা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা হইতে ইংলণ্ডকে দূরে রাখিয়া তিনি যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়াই ইংরেজজাতির পক্ষে ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে অপরিসীম প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করা সম্ভব হইয়াছিল। বাণিজ্য বিস্তারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে ইংলণ্ড ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে বড় উইলিয়ম পিটের নেতৃত্বে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এবং সাম্রাজ্য বিস্তার বিষয়ে ইংলণ্ড যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল তাহার মূলে ছিল ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক সম্পদ। এই শৃঙ্খলা ও সম্পদ ওয়ালপোলই দান করিয়াছিলেন। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রেও ওয়ালপোলের অবদান অবিস্মরণীয়। কার্য্যতঃ, তিনিই ইংলণ্ডের প্রথম প্রধান মন্ত্রী এবং তাহার মন্ত্রিত্বকালেই ক্যাবিনেট প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহার শাসনকালেই ঐক্যবদ্ধ মন্ত্রিসভার (Homogeneous Cabinet) উদ্ভব হইয়াছিল; মন্ত্রিসভার সদস্য নির্ব্বাচনকালে তিনি এমন কাহাকেও মনোনীত করিতেন না যাহার সহিত তাহার মতানৈক্যের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকিত। মন্ত্রিসভার সদস্যগণের উপর তিনি পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব রাখিতেন। কমন্স সভাই মন্ত্রিসভার উৎস—এই নীতি ওয়ালপোল গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে তাহাকে ইংলণ্ডের প্রথম প্রধান মন্ত্রী বলা হইয়া থাকে। এই দিক হইতে বিচার করিলে ওয়ালপোলের মন্ত্রিত্ব ঐতিহাসিক গুরুত্ববর্জ্জিত, এই মতবাদ সমর্থন করা যায় না।

ওয়ালপোলের মন্ত্রিত্ব ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্জ্জিত নহে

বড় উইলিয়ম পিট (William Pitt the Elder, Earl of Chatham)

প্রথম জীবন—দ্বিতীয় জর্জ্জের রাজত্বকালে রবার্ট ওয়ালপোল ভিন্ন অপর

যে বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্‌ মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন তিনি উইলিয়ম পিট বা আর্ল অব চ্যাথাম। তাহার ন্যায় বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা ইংলণ্ডের ইতিহাসে অল্পই আবির্ভূত হইয়াছেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে হুইগ দলের মনোনীত সদস্যরূপে তিনি কমন্সসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই চরিত্রবল এবং অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তি দ্বারা তিনি রাজনীতিতে বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। হুইগদলের সমর্থন লাভ করিয়া কমন্স সভায় নির্ব্বাচিত হইলেও পিট অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ছিলেন এবং সকল প্রকার দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। এই কারণে ওয়ালপোলের সহিত তাহার মতানৈক্য ঘটিয়াছিল। তিনি ওয়ালপোলের দুর্নীতিমূলক নীতির কঠোর সমালোচনা করিতেন। ওয়ালপোলের পরবর্ত্তী মন্ত্রী কার্টারেট-এর বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধেও পিট প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পেল্‌হাম মন্ত্রিসভায় পিট স্থান লাভ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রিসভার পতনের পর পিট ডিউক অব নিউক্যাসেল-এর সহায়তায় এক যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু এই মন্ত্রিসভা মাত্র চারি বৎসর কাল স্থায়ী হওয়ার পর যুদ্ধ পরিকল্পনা লইয়া নিউক্যাসল-এর সহিত মতানৈক্য হওয়ার ফলে পিট পদত্যাগ করেন। ১৭৫৭ হইতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই চারি বৎসর কাল পিট যুদ্ধ পরিচালনার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া উহা অতিশয় যোগ্যতার সহিত পালন করিয়াছিলেন।

পার্লামেণ্টে প্রবেশ এবং মন্ত্রীপদ লাভ

পিট ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ—সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে একদিকে ছিল ইংলণ্ড ও প্রাশিয়া এবং অপর পক্ষে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন পিট ইংলণ্ডের পক্ষে এই যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন ইংলণ্ডের সামরিক পরিস্থিতি অতিশয় সঙ্কটজনক ছিল। কিন্তু পিট অতিশয় শক্তিশালী ও আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি জানি আমিই দেশ রক্ষা করিতে পারি, অপর কেহ পারিবে না।" তাহার এই উক্তি নিষ্ফল দম্ভমাত্র নহে। যোগ্য লোক নির্ব্বাচনে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পর হইতেই যুদ্ধের গতি অপ্রত্যাশিতরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি অর্থ দ্বারা প্রাশিয়ারাজ ফ্রেডারিককে এইরূপভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন যে, ফরাসী পক্ষ ইউরোপের রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ চালাইতে সকল শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করিতে বাধ্য হয়। আমেরিকা ও ভারতবর্ষের যে সকল

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চালনায় পিটের নীতি ও কার্য্যক্রম

অঞ্চল ফরাসী অধিকৃত ছিল সেই সকল স্থান রক্ষা করার যথোপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাহাদের সাধ্য ছিল না। পিট এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজ নৌশক্তি ও সামরিক বল নিয়োগ করিয়া ভারতবর্ষ এবং আমেরিকায় ফরাসী প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এল্‌ব নদীর তীরে তিনি কানাডা জয় করিবেন। ("We shall win Canada on the banks of the Elbe.") তাহার এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে কুইবেক এবং পর বৎসর মনট্রিল অধিকার করিয়া ইংরেজবাহিনী ফরাসী অধিকৃত কানাডা অঞ্চল সমগ্রভাবে জয় করিয়া লয়। ভারতবর্ষেও প্রথমে পলাশীর যুদ্ধ পরে বন্দীবাসের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরেজবাহিনী ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের বীজ বপন করে। এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের সকল সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে পিট স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে চাহিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে, ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে গোপন সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে শীঘ্রই স্পেন, ফরাসীজাতির পক্ষ লইয়া ইংলণ্ড ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। কিন্তু এই বিষয় লইয়া তাহার সহিত রাজা তৃতীয় জর্জ্জের গভীর মতানৈক্য হইল।

ইংলণ্ডের সাফল্য

অবশেষে স্বাধীনচেতা পিট পদত্যাগ করিলেন (১৭৬১)। তাহার পদত্যাগের পূর্ব্বেই যুদ্ধের ফলাফল প্রকৃতপক্ষে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে **প্যারিসের সন্ধি** দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ইংলণ্ড কানাডা এবং ভারতবর্ষের ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল লাভ করে। এই সন্ধি ইংলণ্ডের পক্ষে লাভজনক হইয়াছিল সন্দেহ নাই, তথাপি কোন কোন ঐতিহাসিক এই প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন যে, পিট মন্ত্রিপদ ত্যাগ না করিলে ইংলণ্ড আরও সুবিধাজনক সর্ত্তে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে পারিত।

পরবর্ত্তী জীবন—১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগের পর পিট কয়েক বৎসর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। দলীয় রাজনীতিতে তাহার কোন আস্থা ছিল না। বিভিন্ন দল হইতে যোগ্যতা অনুসারে প্রার্থী বাছাই করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করা সঙ্গত, এই মতবাদেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

আমেরিকার প্রতি পিটের সহানুভূতিশীল মনোভাব

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ্জ তাহাকে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দিলে পিট বিভিন্ন দল ও উপদল হইতে প্রার্থী মনোনয়ন করিয়া **Ministry of all Talents** নামে পরিচিত মন্ত্রিসভা গঠন করেন; কিন্তু স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি পূর্ণোদ্যমে কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন নাই। এই সময়ে

আমেরিকায় ঔপনিবেশিকগণের সহিত ইংলণ্ডের বিরোধ চলিতেছিল। এই বিরোধ সম্পর্কে পিটের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল যে, ঔপনিবেশিকগণের সম্মতি ব্যতীত আভ্যন্তরীণ শাসনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাহাদের উপর কর ধার্য্য করা ইংলণ্ডের পক্ষে অসঙ্গত এবং প্রচলিত বিধিবিরুদ্ধ। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা ভুগিবার পর এই কর্ম্মবীরের দেহান্তর হয়।

কৃতিত্ব—অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন নায়ক আবির্ভূত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে উইলিয়ম পিট নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার অধিকারী। তিনি দেশকে যথার্থ আন্তরিকতার সহিত ভালবাসিতেন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তাহার চরিত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার লেশমাত্র ছিল না। স্বদেশের বৃহত্তর

Great Commoner

স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি জনসাধারণের কল্যাণ কামনায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট 'Great Commoner' নামে পরিচিত ছিলেন। যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার সুনিপুণ পরিচালনাগুণে আমেরিকায় এবং ভারতবর্ষে ফরাসী আধিপত্য লুপ্ত করিয়া ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করা সম্ভব হইয়াছিল। এই কারণে তাহাকে নিঃসন্দেহে ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যস্রষ্টা বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় জর্জ্জ (১৭৬০-১৮২০ খ্রীঃ)

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় জর্জ্জের মৃত্যু হইলে তাহার পৌত্র তৃতীয় জর্জ্জ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইংলণ্ডেই তাহার জন্ম ও শিক্ষাদীক্ষা হইয়াছিল; সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জ্জের ন্যায় তিনি

চরিত্র

জার্ম্মাণ ভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি ইংরেজ বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিতেন। তিনি ষাট বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আদর্শ ও নীতি—তৃতীয় জর্জ্জ স্বভাবতঃ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন। কথিত আছে যে, তাহার মাতা তাহাকে প্রায়ই বলিতেন, জর্জ্জ! রাজা হও (George! be a king)। দ্বিতীয় জর্জ্জও একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন 'ইংলণ্ডে মন্ত্রীরাই রাজা'। তৃতীয় জর্জ্জ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ন্যায় দেশের সমস্ত শাসনভার মন্ত্রিগণের উপর ন্যস্ত করিয়া পরম নিশ্চিন্তে

কালাতিপাত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। টোরীদলের প্রসিদ্ধ নেতা Bolingbroke লিখিত 'Ideals of a Patriot king' নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, রাজার পক্ষে মন্ত্রিগণের উপর নির্ভর না করিয়া স্বহস্তে প্রজাপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা সঙ্গত। সুতরাং সিংহাসনলাভ করিয়াই রাজমাতা এবং বোলিংব্রোকের উপদেশানুসারে তিনি মন্ত্রিসভার হস্ত হইতে নিরঙ্কুশ রাজক্ষমতা পুনরুদ্ধার সাধনে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু রাজশক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া তৃতীয় জর্জ্জ পার্লামেন্টের উচ্ছেদসাধন কামনা করেন নাই। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পার্লামেন্টের সহিত সরাসরি সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত হইলে জনসাধারণের বিরাগভাজন হইতে হইবে। সুতরাং পার্লামেন্টের গঠন-বিধিতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করিয়া তিনি রাজকীয় প্রাধান্য স্থাপনে যত্নবান হইলেন। উৎকোচ ও নানা প্রলোভনের সাহায্যে তিনি কমন্স সভার সদস্যগণকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় জর্জ্জের উদ্দেশ্য ও কার্য্যক্রম

তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। শীঘ্রই কমন্স সভায় রাজবন্ধু বা 'King's Friends' নামে পরিচিত একটি দল গঠিত হয়। ইহাদের সহায়তায় তৃতীয় জর্জ্জ নিজের ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম অবস্থায় তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই, কারণ পার্লামেন্টে কিছুকাল হুইগদলের সংখ্যাধিক্য ছিল। অবশেষে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি Lord North নামক তাঁহার একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। ১২ বৎসর কাল লর্ড নর্থ তৃতীয় জর্জ্জের ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে দেশ শাসন করেন। কিন্তু আমেরিকার স্বাধীনতা সমরে ইংলণ্ড অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হইলে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থ ক্ষোভে দুঃখে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে আর্ল অব চ্যাথামের পুত্র William Pitt, the Younger প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। পিট আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন দৃঢ়চেতা পুরুষ ছিলেন। পার্লামেন্টের সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়া এবং রাজার ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া পিট নিয়মানুগতভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। ফলে পিটের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় জর্জ্জের স্বেচ্ছাচারতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ইংলণ্ডে পুনরায় নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমেরিকার স্বাধীনতা সমর—(War of American Independence)—ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের কলহের মূল কারণ তাহাদের

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে নিহিত ছিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে উত্তর আমেরিকায় ফরাসী আধিপত্য লোপ পাইয়াছিল। আমেরিকার পূর্ব্ব-উপকূলে আটলাণ্টিকের তীরে ইংলণ্ডের ১৩টি উপনিবেশ ছিল। এই সকল উপনিবেশের অধিবাসিগণ আভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিত। আইন প্রণয়ন, কর স্থাপন, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা অথবা পার্লামেণ্ট সাধারণতঃ হস্তক্ষেপ করিত না। ফ্রান্সের পরাজয়ের পর হইতে তাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হইয়া উঠে। এদিকে ইংরেজ গভর্ণ-মেণ্ট আমেরিকায় তাহাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে উপকূলভাগে রণতরী মোতায়েন করার প্রয়োজ-নীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের রাজকোষ নিঃশেষিতপ্রায় হইয়াছিল। এই অবস্থায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আমেরিকার উপকূলভাগ রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ আমেরিকা হইতে আদায় করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

স্বাধীনতা সমরের কারণ—অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

তদনুযায়ী ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী গ্রেনভিল (Grenville) Stamp Act নামে এক নূতন আইন প্রবর্ত্তন করেন। এই আইন অনুসারে উপনিবেশসমূহে সম্পাদিত যাবতীয় দলিলের উপর শুল্ক ধার্য্য করা হয়। গ্রেনভিলের উদ্দেশ্য ছিল, এই আইন দ্বারা সংগৃহীত অর্থে আমেরিকায় অবস্থিত সৈন্যদল ও নৌবাহিনী স্থায়িভাবে পোষণ করিবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিকগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহাদের সুস্পষ্ট অভিমত এই ছিল যে, যেহেতু বৃটিশ পার্লামেণ্টে তাহাদের প্রতিনিধি নাই, সুতরাং তাহাদের উপর কোন কর ধার্য্য করিবার অধিকারও পার্লামেণ্টের নাই। তাহারা মনে করিলেন, এই ষ্ট্যাপ অ্যাক্ট দ্বারা তাহাদের স্বাধীনতায় অযথা হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই আমেরিকানগণ অন্যান্য কারণে ইংলণ্ডের প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিল।

আমেরিকার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা কর্ত্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থা

ইংলণ্ড চিরকাল উপনিবেশসমূহকে বাণিজ্য বিষয়ক স্বার্থ-সিদ্ধির ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিত এবং এই স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজগণ ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের উপর বহু বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছিল। Navigation Act ইহাদের অন্যতম। ইংলণ্ডে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইত উপনিবেশসমূহে তাহা প্রস্তুত করা আইনতঃ দণ্ডনীয় ছিল। ঔপনিবেশিকগণ কয়েকটি দ্রব্য ইংলণ্ড ব্যতীত আর কোনও দেশে রপ্তানী করিতে পারিতেন না। এইভাবে

ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট নিজেদের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নানা ভাবে আমেরিকার বাণিজ্যের ক্ষতিসাধন করিতেন। ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় এইরূপ প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল যে, ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে রকিংহাম মন্ত্রীসভা উহা রহিত করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইংলণ্ডের অনেক রাজনীতিবিদ্ এই ব্যাপারে আমেরিকার পক্ষ সমর্থন করিলেন। উইলিয়ম পিট দি এল্ডার এই সমর্থনকারীদের অন্যতম। প্রসিদ্ধ বাগ্মী এডমাণ্ড বার্ক আইনের প্রশ্ন না তুলিয়া ইংলণ্ড আমেরিকার সহিত সম্মানজনক সর্ত্তে আপোষ-মীমাংসা করুক, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু রাজা তৃতীয় জর্জ্জ এবং তাহার মন্ত্রিগণ আমেরিকার উপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কর ধার্য্য করিবার অপ্রতিহত ক্ষমতা আছে, এই অজুহাতে ঔপনিবেশিকগণের দাবী মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলেন। ফলে উভয় দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

রকিংহাম কর্তৃক ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট প্রত্যাহৃত হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার আন্দোলন বিন্দুমাত্র প্রশমিত হইল না। ইহার দুই বৎসর পর চ্যাথাম মন্ত্রি-সভার অন্যতম সদস্য চার্লস টাউনসেণ্ড আমেরিকায় আনীত চা, কাগজ, কাপড় প্রভৃতি কয়েকটি পণ্য দ্রব্যের উপর নূতন শুল্ক ধার্য্য করিলেন। ইহাতে ঔপনিবেশিকগণের অসন্তোষের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতির প্রতিবাদস্বরূপ আমেরিকার অন্তর্গত বোষ্টন সহরে ভয়ানক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। ইহার তিন বৎসর পর লর্ড নর্থ চা ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের উপর শুল্ক নাকচ করিয়া দেন। কিন্তু ইহাতেও আমেরিকাবাসিগণ সন্তুষ্ট হইল না। কয়েকজন আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ানের ছদ্মবেশে একদিন বোষ্টন বন্দরে একখানি চা বোঝাই জাহাজে উঠিয়া সমস্ত চা সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেয়। এই ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বোষ্টন বন্দরের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেন এবং ম্যাসাচুসেটের অধিবাসিগণের স্বায়ত্তশাসনের সনন্দ কাড়িয়া লন।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এই দমননীতির প্রতিবাদকল্পে আমেরিকার ১২টি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ ফিলাডেলফিয়া শহরে সম্মিলিত হইয়া প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে **আমেরিকার স্বাধীনতা সমর** (War of American Independence) আরম্ভ হয়। ঔপনিবেশিকগণের নেতা ছিলেন **জর্জ্জ ওয়াশিংটন**। তাঁহার অসাধারণ চরিত্রবল, পরার্থপরতা এবং অধ্যবসায় জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। তাহার নেতৃত্বে আমেরিকাবাসিগণ

ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেস কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা

অদম্য উৎসাহ লইয়া স্বাধীনতা-যুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে তাহারা প্রকাশ্যে গ্রেট ব্রিটেনের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

প্রথম বৎসরের যুদ্ধে বিদ্রোহী দল বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই, কিন্তু ১৭৭৭ খ্রীঃ হইতে তাহারা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করে। স্যারাটোগা ও ইয়র্কটাউন প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে ইংরেজগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই সময় ফ্রান্স ও স্পেন প্রকাশ্য ভাবে আমেরিকার পক্ষাবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এদিকে একই সময়ে ইউরোপে রাশিয়া, ডেনমার্ক প্রভৃতি শক্তিসমূহ অন্যান্য কারণে ইংলণ্ডের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া শত্রুতা করিতে আরম্ভ করে। আয়ার্লণ্ডেও এই সময়ে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উদ্যোগ দেখা দেয়। চতুর্দ্দিকে এই ভাবে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় ইংলণ্ড আমেরিকার বিদ্রোহ দমনে অকৃতকার্য্য হয়। অবশেষে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বারংবার পরাজিত হওয়ার পর ভার্সাইর সন্ধি (Treaty of Versailles) দ্বারা ইংলণ্ড আমেরিকার পূর্ণ স্বাধীনতা মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। এই সন্ধির ফলে আমেরিকার স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের (United States of America) ভিত্তি স্থাপিত হয়।

আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ

উইলিয়ম পিট ছোট (Pitt the Younger)

সংক্ষিপ্ত জীবনী—উইলিয়ম পিট দি এল্ডার-এর (যিনি পরে Earl of Chatham নামে পরিচিত হইয়াছিলেন) পুত্র ছোট পিট ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিগণের মধ্যে পিট শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার অধিকারী। ১৭৮৩ হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ এবং ১৮০৪ হইতে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৮৩খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাবধি আর কেহ এত অল্পবয়সে এইরূপ গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন নাই।

প্রথম জীবন

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে পিটের জন্ম হইয়াছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি কমন্স সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় প্রতিভা ও অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। শেলবার্ণ মন্ত্রিসভায় কিছুকাল রাজস্ব-সচিব বা Chancellor of the Exchequer-এর পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর তৃতীয় জর্জ্জ তাহাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এই সময়ে পার্লামেণ্টে পিটের সমর্থক-গণের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। কিন্তু শীঘ্রই অসামান্য কৃতিত্বের গুণে পিট

সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেন। তৃতীয় জর্জ্জও তাহার অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মন্ত্রিগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম একাধারে রাজা ও প্রজা সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ব্যক্তিগত প্রভাব ও চরিত্রগুণে প্রধানমন্ত্রীর পদ ও মর্য্যাদা অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ওয়ালপোল ব্যতীত অপর কোন প্রধানমন্ত্রী তাহার ন্যায় একাদিক্রমে দীর্ঘকাল সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন থাকিতে পারেন নাই।

আভ্যন্তরীণ শাসন—১৭৮৩ হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে পিট আঠার বৎসরকাল ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীরূপে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাহার শাসনকাল নানা কারণে ইংলণ্ডের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সময়ে আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্য পরিচালনায় তিনি যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থনৈতিক সংস্কার তাহাতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মনীষী অ্যাডাম স্মিথ প্রণীত Wealth of Nations নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে এ্যাডাম স্মিথ অবাধ বাণিজ্যনীতির অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পিট অনেক দ্রব্যের উপর আরোপিত শুল্কের হার কমাইয়া দিয়া অবাধ বাণিজ্যনীতির পথ সুগম করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের বাণিজ্যের প্রসার কামনায় পিট অবাধ বাণিজ্য নীতির ভিত্তিতে ফ্রান্সের সহিত এক বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। জাতীয় ঋণের পরিমাণ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যেও তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যবস্থার মধ্যে Sinking Fund-এর প্রবর্ত্তন সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। পিটের সংস্কার প্রচেষ্টা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনও তাহার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। পার্লামেণ্টে ভোটদানের প্রসার সাধন অভিপ্রায়ে যে আন্দোলন চলিতেছিল তিনি তাহার প্রতি আন্তরিকভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কায়েমী স্বার্থের প্রতিকূলতায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় সংস্কার সাধন সম্ভবপর হয় নাই।

অর্থনৈতিক সংস্কার

রাজনৈতিক সংস্কার প্রচেষ্টা

ঔপনিবেশিক নীতি—অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট উপনিবেশসমূহের প্রতি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত অনুদার মনোভাবের পরিচায়ক। আমেরিকার স্বাধীনতা সমরের ফলে এই নীতির ত্রুটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। পিট তাহার

স্বভাবসিদ্ধ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বতন নীতি পরিত্যাগ না করিলে বহির্জগতে ইংলণ্ডের প্রভাবপ্রতিপত্তি রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। ঔপনিবেশিক নীতির ত্রুটি দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে **India Act** নামে একটি আইন পাশ করিয়া পিট পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী একটি নিয়ন্ত্রণ সভার উপর ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসনের সর্ব্ববিধ দায়িত্ব অর্পণ করেন। অতঃপর কানাডাতে ইংরেজ ও ফরাসিগণের মধ্যে বিরোধ মিটাইয়া সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পিট **Canada Constitution Act** নামক আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন অনুসারে কানাডাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আংশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার মঞ্জুর করা হয়।

India ও Canada Act

পিট ও আয়র্লণ্ড—মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার অব্যবহিত পর হইতেই পিটকে আয়র্লণ্ডের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। আয়র্লণ্ডের অধিবাসিগণকে নানাপ্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। আইরিশগণ বাণিজ্য বিষয়ে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিত পিট তাহা দূর করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের অসন্তোষ দূরীভূত হয় নাই। আয়র্লণ্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। পার্লামেণ্টে তাহারা নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে পারিত না। ভোটদানের অধিকার হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল। নিরপেক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারও আইরিশ পার্লামেণ্টের ছিল না। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে আইরিশ ক্যাথলিকগণ পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনে ভোটদানের অধিকার লাভ করিল বটে, কিন্তু পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হইল না। এই কারণে আয়র্লণ্ডে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ অনুভূত হইল। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে **Wolfe Tone**-এর নেতৃত্বে আইরিশগণ ফরাসী বিপ্লবিগণের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে পিট তাহাদের দাবী পূরণে অগ্রসর হন। আয়র্লণ্ডকে ইংলণ্ডের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি **Act of Union** নামে এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন অনুসারে আয়র্লণ্ডের স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং স্থির হয় যে, আয়র্লণ্ডের জনসাধারণের ১০০ প্রতিনিধি ইংলণ্ডের কমন্স সভায় এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের ৩২ জন প্রতিনিধি লর্ড সভায় আসন লাভ করিবেন। এই অবস্থায় আয়র্লণ্ডের জাতীয়তাবাদিগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। পিট নিজেও এই ব্যবস্থার

ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের মিলন

অপরিপূর্ণতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। ক্যাথলিকগণকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার দিয়া তাহাদের নির্বাচনপ্রার্থী হইবার যোগ্যতা তিনি স্বীকার করিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু রাজার আপত্তি হেতু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে নাই। ফলে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে পিট পদত্যাগ করেন।

পিট ও ফরাসী বিপ্লব—ফরাসী বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় পিট বিপ্লববাদিগণের প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করুক, ইহা মনে প্রাণে কামনা করিতেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণও ফরাসী বিপ্লবকে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত মহাবিপ্লবের অনুরূপ আন্দোলন মনে করিয়া ইহাকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য মনে করিত। কিন্তু বিপ্লবিগণ যখন বৈধ শান্তিপূর্ণ উপায় ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত হইতে আরম্ভ করিল তখন পিট ক্রমেই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে এডমাণ্ড বার্ক 'Reflections on the French Revolution' নামক তাহার সুবিখ্যাত গ্রন্থে বিপ্লববাদিগণের ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া তাহার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন। বার্কের এই চিন্তাধারা পিটকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

ফরাসী বিপ্লবের প্রতি পিটের মনোভাব

ধ্বংসাত্মক এই বিপ্লববাদের উচ্ছেদ সাধন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি নানা প্রকার কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ফরাসী বিপ্লব দমন না হওয়া পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে সংস্কার নীতি ব্যর্থ হইবে। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে Habeas Corpus Act-এর প্রয়োগ স্থগিত রাখিয়া তিনি কেবল সন্দেহের উপর বিনা বিচারে রাজনৈতিক অপরাধিগণের কারাদণ্ডের বিধান করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে একটি নূতন আইন অনুসারে সরকারী কার্য্যের সমালোচনা রাজদ্রোহকর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। পার্লামেণ্টের সংস্কার প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার এবং সর্ব্বপ্রকারে উদার মতাবলম্বী সম্প্রদায়সমূহের স্বাধীনতা খর্ব্ব করার অভিপ্রায়ে আবশ্যকীয় সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। পিটের আশঙ্কা ছিল যে, শাসন সংস্কারের ফলে ইংলণ্ডেও ফরাসীদেশের ন্যায় বিপর্য্যয় আসিতে পারে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পূর্ব্বেকার উদার নীতি ত্যাগ করিয়া কঠোর দমনমূলক বিধি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

উক্ত মনোভাবের পরিবর্ত্তন

ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ—মন্ত্রিত্বের প্রথম দশ বৎসরকাল পিট ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত যথাসম্ভব সদ্ভাব রক্ষা করিয়া শান্তি বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এই নীতি অনুসারে তিনি ফ্রান্সের সহিত অবাধ বাণিজ্যের

ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন করেন এবং হল্যাণ্ড ও প্রাশিয়ার সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু ফরাসী বিপ্লববাদিগণ যখন ষোড়শ লুইকে হত্যা করিয়া হিংসাত্মক কার্য্যক্রম গ্রহণ করিল তখন পিটের পক্ষে ফ্রান্সের সহিত সদ্ভাব ও শান্তিরক্ষা করা আর সম্ভব হইল না। ফরাসী বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতি দেখিয়া ইংলণ্ডের রক্ষণশীলদলও বিশেষভাবে শঙ্কাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, হল্যাণ্ড, স্পেন প্রভৃতি রাজতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ইংলণ্ড, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধ ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ১৭৯৩ হইতে ১৮০১ এবং পুনরায় ১৮০৪ হইতে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের পক্ষে পিট এই মহৎ যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ চালনায় পিট তাহার পিতার ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তথাপি তিনি যেরূপ দৃঢ়তা ও একাগ্রতার সহিত এই যুদ্ধ চালনা করিয়াছিলেন তাহার ফলেই যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে ইংরেজগণের পক্ষে নেপোলিয়নের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে পরাজিত করা সম্ভব হইয়াছিল।

ফরাসী বিপ্লবিগণের সহিত যুদ্ধের কারণ

ফরাসী বিপ্লবকারিগণের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের নেতৃত্বে First Coalition গঠিত হওয়ার পর প্রথম পর্য্যায়ে ইংরেজগণ নৌযুদ্ধে জয়লাভ করিলেও স্থলযুদ্ধে তাহারা ফরাসিগণের নিকট বারংবার পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। দুই বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর হল্যাণ্ড পরাজিত হইয়া ফ্রান্সের আনুগত্য স্বীকার করে। স্পেন ও প্রাশিয়া, হল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ফ্রান্সের সহিত বশ্যতামূলক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উপর্য্যুপরি এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলেও ইংরেজগণ নিরুৎসাহ হয় নাই। জলযুদ্ধে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রতিহত ছিল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে Cape St. Vincent-এর নৌযুদ্ধে ফরাসী নৌবাহিনী পরাজিত হয়। পর বৎসর ফরাসী সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশর অধিকার করিলে প্রসিদ্ধ ইংরেজ নৌ-সেনাপতি নেলসন নীল নদীর যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করেন ১৮০১ খৃষ্টাব্দে নেলসন ফরাসীদের মিত্র ডেনগণকে কোপেনহেগেনের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নৌযুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে অ্যামিয়েন্সের সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। এই সন্ধি স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। পুনরায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে নেলসন **ট্রাফালগারের যুদ্ধ** জয় করিয়া অবীনশ্বর কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন। কিন্তু ফরাসী স্থলবাহিনী নেপোলিয়নের

স্থলযুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর পরাজয়

নৌযুদ্ধে ইংলণ্ডের সাফল্য

ট্রাফালগারের যুদ্ধ

সুদক্ষ পরিচালনায় Friedland, Jena ও Austerlitz-এর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। Austerlitz-এর যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া পিট ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

পিটের কৃতিত্ব—অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে সকল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা আবির্ভূত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে পিট অন্যতম। তাহার জীবন-চরিত লেখক Lord Roseberyর মতে পিটই ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ প্রধান মন্ত্রী। তিনি যুগসন্ধিক্ষণে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা তাহার অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি। তিনি যে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা সহকারে ফ্রান্সের সহিত আপোষবিহীন মনোভাব লইয়া সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই ইংলণ্ডের পক্ষে নেপোলিয়নের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে পরাজয় করা সম্ভব হইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ শাসন ক্ষেত্রে পিট যে সকল অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রাধান্য স্থাপনের পথ সুগম হইয়াছিল। ঔপনিবেশিক নীতি পরিচালনায় তিনি যে উদার ও দূরদর্শী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার ফলে ভারতবর্ষ এবং কানাডায় বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন সফল হইয়াছিল।

পিট ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ প্রধান মন্ত্রী

নেপোলিয়নের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ—অ্যামিয়েন্স-এর সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই; এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার এক বৎসরকাল মধ্যেই পুনরায় উভয় পক্ষে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিছুকাল পরেই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফ্রান্সের সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন। নেপোলিয়ন অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন। ইটালীর নিকটবর্ত্তী কর্সিকা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। সেনানায়ক হিসাবে তাহার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাহার সুদক্ষ নেতৃত্বাধীনে ফরাসিগণ উপর্য্যুপরি অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া প্রায় সমগ্র ইউরোপে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করে। ১৮০৩ হইতে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেপোলিয়ন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাহার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি ফ্রান্স ব্যতীত হল্যাণ্ড, স্পেন, বেলজিয়ম, প্রাশিয়া ও সুইজারল্যাণ্ডেও তাহার শাসন কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র ইউরোপে স্বীয় অপ্রতিহত প্রভুত্ব স্থাপন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু এই

সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছিল ইংলণ্ড। সুতরাং যে কোন উপায়ে ইংলণ্ডকে দমন করা তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু নৌবলের অভাবে তিনি এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ নৌ-সেনাপতি নেলসন ট্রাফালগারের যুদ্ধে ফরাসীপক্ষকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু জলযুদ্ধে পরাজিত হইলেও নেপোলিয়ন ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রকে পরাজিত করিয়া এবং রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। অতঃপর ইংলণ্ডের ক্ষমতা হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এক নূতন পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ইউরোপের কোন দেশ ইংলণ্ড-জাত কোন পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে না এবং যে দেশ এই আদেশ লঙ্ঘন করিবে তাহাকে ফ্রান্সের শত্রুরূপে গণ্য করা হইবে। ইহাই **Continental System** নামে পরিচিত। নেপোলিয়ন জানিতেন যে, বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটিলে ইংলণ্ড হীনবল হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহার এই আশা পূর্ণ হয় নাই। ইংলণ্ডজাত পণ্য-দ্রব্যের অভাবে মিত্ররাজ্যসমূহের অধিবাসিগণ যারপর নাই অসুবিধা ভোগ করিতে থাকে। তাহারা ফরাসী সম্রাটের এই আদেশের বিরোধিতা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া ইংরেজগণ গোপনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাহাদের পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে থাকে। ফলে বাণিজ্য বিনাশ করিয়া ইংলণ্ডের শক্তি হ্রাস করিবার যে আশা নেপোলিয়ন মনে স্থান দিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

নৌযুদ্ধে ইংলণ্ডের অপরাজেয়তা

Continental System—ইহার ব্যর্থতা

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন স্পেন অধিকার করিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করেন। ইহাতে স্পেনিয়ার্ডগণ অসন্তুষ্ট হইয়া স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার কামনায় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধ Peninsular War নামে পরিচিত। ইংরেজগণ স্যার আর্থার ওয়েলেসলীর (যিনি পরে Duke of Wellington নামে পরিচিত হইয়াছিলেন) নেতৃত্বে স্পেনীয়গণের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়। প্রথম বৎসর Vimieroর যুদ্ধে ফরাসিগণ পরাজিত হয়। অতঃপর Talavera, Busaco, Salamanca ও Vittoria নামক স্থানে যে সকল যুদ্ধ হয় তাহাতে ইংরেজ-গণই জয়লাভ করে। উপর্য্যুপরি এই সকল পরাজয়ের ফলে ফরাসিগণ স্পেন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় হইতে নেপোলিয়নের পতন আরম্ভ হয়।

Peninsular War—ফরাসীবাহিনীর পরাজয়

স্পেনের সহিত যখন নেপোলিয়নের যুদ্ধ চলিতেছিল তখন তিনি সংবাদ পাইলেন যে, রাশিয়ার সম্রাট তাহার সহিত মিত্রতা সম্পর্ক ছিন্ন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন। এই অভিযান উপলক্ষ্যে দারুণ শীতে ও খাদ্যাভাবে তাহার সৈন্যবাহিনী বিনষ্ট হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি Leipzig-এর যুদ্ধে জার্ম্মাণগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী এলবা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হন। অতঃপর ষোড়শ লুই-এর ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই নাম ধারণ করিয়া ফরাসীদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় সিংহাসন অধিকার করেন। অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও ইংলণ্ড সম্মিলিতভাবে পুনরায় তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ওয়াটারলুর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন তাহাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। নেপোলিয়ন ইংরেজগণের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর তাহাকে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের অন্তর্গত সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হয়। ছয় বৎসর পর ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাহার বিচিত্র কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান হয়।

নেপোলিয়নের রুশ অভিযান—ইহার শোচনীয় ব্যর্থতা

ওয়াটারলুর যুদ্ধ

শিল্পবিপ্লব বা Industrial Revolution—অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। এতদিন ইংলণ্ড কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। কিন্তু তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বের শেষার্দ্ধে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে শিল্পজগতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের উৎপাদন প্রণালীতে যন্ত্র অপেক্ষা মানুষের শ্রমের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। দেশের কৃষিকর্ম্ম তখন অবৈজ্ঞানিক প্রথা অনুসারে পরিচালিত হইত। এক জমিতে একাধিক শস্য উৎপন্ন হইত না। কিন্তু প্রথম জর্জ্জের রাজত্বকাল হইতে মন্ত্রী টাউনসেণ্ডের চেষ্টায় একই ভূখণ্ডে পর্য্যায়ক্রমে আগাছা রোপণ ও বীজশস্যের বপন চলিতে থাকে। ফলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কৃষকগণ সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া চাষবাস করিতে সক্ষম হয়। এই সময়েই আবার নানাপ্রকার নূতন নূতন সার আবিষ্কৃত হয়। ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বহুল পরিমাণে বাড়িয়া যায়। বেকওয়েল (Bakewell) নামক এক ব্যক্তি নানা বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিয়া গৃহপালিত জীবজন্তুর উৎকর্ষ বিধান করেন। কৃষিকার্য্যে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পতিত জমির পুনরুদ্ধার সাধন করা হয়। পূর্ব্বে যে সকল জমি পশুচারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত তাহাও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়। তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বকালেই এইরূপে প্রায় ৭০ লক্ষ একর পরিমিত জমি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়। ফলে দেশের কৃষিসম্পদ অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে দরিদ্র কৃষকগণ ছোট ছোট ভূমিখণ্ড চাষ করিত। এখন হইতে ধনী ব্যক্তিগণ জমি ক্রয় করিয়া বৃহৎ শস্যক্ষেত্রে চাষাবাদ করিতে লাগিলেন।

শিল্প বিপ্লবের তাৎপর্য্য

কৃষিবিষয়ক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

কেবলমাত্র কৃষিক্ষেত্রেই এই বিপ্লব সীমাবদ্ধ ছিল না। কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বস্ত্রশিল্পেও অপ্রত্যাশিত উন্নতি লক্ষিত হয়। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে **জন কে** (John Kay) নামক এক ব্যক্তি Flying Shuttle নামক এক প্রকার বৈজ্ঞানিক মাকু তৈয়ার করেন। ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে বস্ত্র বয়ন করা সম্ভব হইত। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে **হারগ্রীভস্** (Hargreaves) নামক জনৈক ব্যক্তি Spinning Jenny নামক এক সূতাকাটার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে **আর্করাইট** (Arkwright) এবং ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে **কার্টরাইট** (Cartwright) উন্নতপ্রণালীর বস্ত্রবয়ন যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই সমুদয় যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে বস্ত্রশিল্পে যুগান্তর উপস্থিত হয়।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারহেতু বস্ত্রশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে **জেমস্ ওয়াট ও জর্জ্জ ষ্টিফেনসন্** বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করিয়া যাতায়াত ও বাণিজ্যদ্রব্য বহনের সুব্যবস্থা করেন। দেশের সর্ব্বত্র নূতন নূতন রাজপথ নির্ম্মিত হয়। জলপথে যাতায়াতের সুবিধার জন্য বহু খাল খনন করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাষ্প-চালিত রেলগাড়ী এবং সমুদ্রগামী জাহাজ প্রচলিত হয়। কয়লা দ্বারা লৌহ গালাইবার উপায় আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে লৌহ-ব্যবসায়েও অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। দেশের নানাস্থানে বহু লৌহ-কারখানা স্থাপিত হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম লৌহ-সেতু নির্ম্মিত হয়। এই সকল আবিষ্কারের ফলে ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিক্রীত হইতে থাকে এবং ইংলণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন সূচিত হয়।

লৌহশিল্পের প্রসার ও যানবাহনের উন্নতি

শিল্প বিপ্লবের ফলাফল—শিল্পবিপ্লবের ফলে মুখ্যতঃ ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এবং গৌণভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল।

(১) অর্থনৈতিক

শিল্প বিপ্লবের ফলে অল্প সময়ে এবং অল্প ব্যয়ে অধিক দ্রব্য উৎপন্ন করিবার সুযোগ লাভ করিয়া ইংরেজগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাণিজ্য বিস্তার করে। দেশের সর্ব্বত্র বৃহৎ কলকারখানা স্থাপিত হয় এবং তাহাতে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইত তাহা বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ড বিশেষ সমৃদ্ধিশালী দেশরূপে গণ্য হয়।

বাণিজ্যের প্রসার হেতু দেশে প্রচুর ধনাগম হইল। কিন্তু এই ধন সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বিতরিত না হওয়ায় নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। ধনী পুঁজিবাদী সম্প্রদায়ের সহিত শ্রমিকগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপার লইয়া বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। ধনী পুঁজিবাদী সম্প্রদায় শ্রমিকগণকে সামান্য মজুরি দিয়া লাভের অধিকাংশ আত্মসাৎ করে, এই ধারণা জনসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল হয়। ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে তীব্র সংগ্রামের সূচনা দেখা দেয়।

(২) সামাজিক

দরিদ্র শ্রমিকগণ সামান্য মজুরিতে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া স্বাস্থ্যহানি করে। তাহাদের সন্তানগণ ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া অধঃপতিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়—এই অভিযোগ হইতেই শ্রমিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শ্রমিক সম্প্রদায়ের দুঃখ ও কষ্ট লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার ফ্যাক্টরী আইন রচিত হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও ধনিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্বের অবসান হয় নাই।

ফ্যাক্টরী শিল্পের প্রবল প্রতিযোগিতায় কুটীর-শিল্প (Cottage Industry) ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় উপনীত হয়। স্বাধীন শিল্পীর বৃত্তি লোপ পায়। সুতরাং দেশে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফ্যাক্টরী শিল্প প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের উত্তরাংশে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়; ফলে ঐ সকল অঞ্চলে বহু কলকারখানা স্থাপিত হয় এবং পরিণামে উত্তর ইংলণ্ডের জনবিরল প্রান্তরে বড় বড় সহরের সৃষ্টি হয়।

কৃষি-বিপ্লবের ফলে দেশের জমিজমা ধনিক সম্প্রদায়ের নিকট হস্তান্তরিত হয়। দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকগণ কৃষিকার্য্য যথেষ্ট লাভজনক নহে বিবেচনা করিয়া দলে দলে কলকারখানায় আসিয়া মজুরের কাজ গ্রহণ করে। ফলে ইংলণ্ডের গ্রামগুলি জনবিরল হইয়া পড়ে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব্বে জমিদারগণই রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সম্মান ভোগ করিবার একচ্ছত্র অধিকারী ছিলেন। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে বহু বণিক ধনলাভ করিয়া রাজনৈতিক

ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হন। শ্রমিকগণও রাজনৈতিক ক্ষমতা-লাভের আশায় অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ হয়। রবার্ট ওয়েনল, ও'কোনর প্রভৃতি নেতার নেতৃত্বে মজুরগণ রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিলে গভর্ণমেণ্ট ক্রমশঃ তাহাদের দাবী পূরণে অগ্রসর হয়।

(৩) রাজনৈতিক

এইভাবে শিল্পবিপ্লব দ্বারা ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা হয়। ইহার গুরুত্ব কেবলমাত্র ইংলণ্ডের ইতিহাসে সীমাবদ্ধ নহে; সমগ্র জগতের ইতিহাসে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অর্থনৈতিক জীবনে মালিক ও মজুরের দ্বন্দ্ব, চিন্তাজগতে যে নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করিল আজিও তাহার অবসান হয় নাই।

তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বের শেষভাগে ইংলণ্ডের অবস্থা।—নেপোলিয়নকে যুদ্ধে পরাজিত করায় আন্তর্জ্জাতিক জগতে ইংলণ্ডের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বের শেষভাগে ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় নানা গোলযোগ দেখা দেয়। বাইশ বৎসরকাল একাদিক্রমে ইংলণ্ড লোক-ক্ষয়কারী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ইহাতে দেশের প্রভূত লোকহানি ও অর্থনাশ হইয়াছিল। জাতীয় ঋণের পরিমাণও বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধবিরতির সুযোগ লইয়া ইউরোপের অন্যান্য জাতি শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হয়। ইহার ফলে বাণিজ্য জগতে ইংলণ্ডের একাধিপত্য বিনষ্ট হয়। অধিকন্তু যুদ্ধ সামগ্রীর চাহিদা কমিয়া যাওয়াতে ইংলণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্যেরও সমূহ ক্ষতি হয়। এতদুপরি ১৮১৬খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফলে জন-সাধারণের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। এদিকে রাজা বৃদ্ধ অবস্থায় দৃষ্টিহীন ও উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র তাহার স্থলবর্ত্তী হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তিনি এতই অকর্ম্মণ্য ও দুশ্চরিত্র ছিলেন যে, প্রজারা তাহাকে একেবারেই শ্রদ্ধা করিত না। আর্থিক অভাব অভিযোগ ব্যতীতও জনসাধারণ রাজনৈতিক জীবনে নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের উত্তরাংশে বহু কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল অঞ্চলে বহু জনাকীর্ণ নগর স্থাপিত হয়। কৃষিপ্রধান দক্ষিণাঞ্চল হইতে দলে দলে লোক আসিয়া উত্তরাংশে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন প্রথার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। জনবিরল দক্ষিণাঞ্চল হইতে

ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিস্থিতি

বহুসংখ্যক সদস্য পার্লামেণ্টে মনোনীত হইত; কিন্তু জনাকীর্ণ উত্তরাংশ হইতে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করার ব্যবস্থা ছিল না। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রতিকার কল্পে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু সংস্কারবিরোধী টোরী গভর্ণমেণ্ট এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য নানা-প্রকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাহাদের আশঙ্কা ছিল যে, এই আন্দোলন দমন না করিলে ফরাসী বিপ্লবের অনুরূপ বিদ্রোহ ইংলণ্ডেও ঘটিবে। এই আশঙ্কায় তাহারা **Six Acts** নামক ছয়টি কঠোর শাস্তিমূলক আইন প্রবর্ত্তন করেন। তৃতীয় জর্জ্জের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই কঠোর দমন-নীতিই অনুসৃত হইয়াছিল।

চতুর্থ জর্জ্জ (১৮২০—১৮৩০ খ্রীঃ)

তৃতীয় জর্জ্জের মৃত্যুর পর ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চতুর্থ জর্জ্জ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার জীবিতকালেই Regent বা রাজ-প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজ্যশাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ইনি অতিশয় অকর্ম্মণ্য, স্বার্থপর ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন। ইহার রাজত্বকাল মাত্র দশ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

চতুর্থ জর্জ্জের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে আভ্যন্তরীণ শাসনবিষয়ক কয়েকটি সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময়ে স্বরাষ্ট্র-সচিব **স্যার রবার্ট পীল** ফৌজদারী আইনের আমূল সংস্কার সাধন করেন। পূর্ব্বে লঘু পাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। পীল এই সকল কঠোর ব্যবস্থা রহিত করেন। অপরাধের তারতম্য অনুসারে দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া ইনি বর্ত্তমান যুগের ফৌজদারী আইনের ভিত্তি রচনা করেন। পীল পুলিশ বিভাগেরও সংস্কার সাধন করেন এবং অপরাধ নিরারণের সুবিধার জন্য লণ্ডনে Metropolitan Force নামক পুলিশবাহিনী গঠন করেন। বাণিজ্য-সচিব **Huskinson** বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কয়েকটি নূতন বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডে অবাধ বাণিজ্যের নীতি দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত এক আইন দ্বারা শ্রমিক-সঙ্ঘ বা Trade Union গঠন করিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কার

১৭৮৩ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত টোরী মন্ত্রিগণের উপরেই রাজ্যশাসনের ভার ন্যস্ত ছিল। টোরীগণ পূর্ব্বে শাসনসংক্রান্ত কোন বিষয়েই পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বকালে তাহারা ক্রমশঃ সংস্কারপন্থী হইয়া উঠেন। এই টোরী মন্ত্রিগণের মধ্যে **George Canning** ও

Duke of Wellington সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ক্যানিং বৈদেশিক নীতিতে উদারনীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই সময়ে ইউরোপের নানাস্থানে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া জনসাধারণ শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই সকল বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও ইংলণ্ড **Quadruple Alliance** নামে এক রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠন করে। ক্যানিং ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার সদস্য হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে অষ্ট্রিয়া এবং অন্যান্য দেশ সর্ব্বপ্রকার উদারনীতিক আন্দোলন দমন করিতে বদ্ধপরিকর। উদার মতাবলম্বী ক্যানিং এই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সর্ব্বত্রই অত্যাচারী শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের পক্ষাবলম্বন করিতেন। তাহার বিরোধিতার ফলেই Quadruple Alliance-এর অপরাপর সদস্যগণ নিজেদের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। তাহার নীতি অনুসরণ করিয়াই ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীকজাতি তুরস্কের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে ইংলণ্ড নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে।

ইংলণ্ড কর্ত্তৃক উদার মনোভাব সম্পন্ন নীতি অবলম্বন

১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত Act of Irish Union আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। পিট নিজেও এই ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। কিন্তু জর্জ্জের বিরোধিতার ফলে তাহার পক্ষে ব্যাপকতর সংস্কার প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে পিট পদত্যাগ করিলে আয়র্লণ্ডে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন **ড্যানিয়েল ও' কোনেল**। ক্যাথলিকগণের উপর তাহার অসামান্য প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ক্যাথলিক হইয়াও ও'কোনেল Clare নামক একটি নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচন প্রার্থী হন এবং প্রবল ভোটাধিক্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেন। তথাপি প্রাচীন আইনের দোহাই দিয়া তাহাকে পার্লামেণ্টে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না। ইহাতে সমগ্র আয়র্লণ্ডব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলন চালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করে ও'কোনেল স্থাপিত **Catholic Association** নামক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। এই সময়ে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ডিউক অব ওয়েলিংটন এবং তাহার প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন স্যার রবার্ট পীল। তাহারা টোরী

Act of Irish Union ইহার সর্ত্তাবলী ও ফলাফল

সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং কেহই ক্যাথলিকগণের দাবী সমর্থন করিতেন না। কিন্তু ক্যাথলিকগণের দাবী অবিলম্বে পূরণ না করিলে বিদ্রোহ অনিবার্য্য, ইহা মনে করিয়া তাহারা অবশেষে সমুদয় শাস্তিমূলক আইন প্রত্যাহার করেন এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদের প্রস্তাবিত এক আইন (Catholic Emancipation Act) দ্বারা ক্যাথলিকগণকে পার্লামেন্টে সদস্য পদ গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়।

চতুর্থ উইলিয়ম (১৮৩০-১৮৩৭ খ্রীঃ)

চতুর্থ উইলিয়ম মাত্র সাত বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বের সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা **প্রথম সংস্কার আইন** বা **First Reform Act**-এর প্রবর্ত্তন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই ইংলণ্ডীয় পার্লামেন্টের নির্ব্বাচন-প্রথার সংস্কার সাধনের নিমিত্ত নানা প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বস্তুতঃপক্ষে প্রচলিত নির্ব্বাচন-প্রথার বহু ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল। মধ্যযুগে এই নির্ব্বাচন-প্রথা যেভাবে প্রচলিত ছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলে বহু কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছিল এবং অনতিবিলম্বে এই সকল অঞ্চলে বহু জনাকীর্ণ নগর ও লোকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই সকল অঞ্চল হইতে পার্লামেন্টে কোন সদস্য প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল না। কৃষি প্রধান দক্ষিণাঞ্চল হইতে দলে দলে লোক আসিয়া উত্তরাঞ্চলে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ফলে দক্ষিণাঞ্চল জনবিরল হইয়া পড়ে। তথাপি এই সকল জনবিরল অঞ্চল হইতে তখনও বহুসংখ্যক সদস্য পার্লামেন্টে নির্ব্বাচিত হইতেন। কিন্তু জনবহুল উত্তরাঞ্চলস্থ নগরসমূহ হইতে পার্লামেন্টে কোন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। ফলে দেশে তীব্র অসন্তোষ সঞ্চারিত হইয়াছিল। গত পাঁচশত বৎসরের ব্যবধানে ইংলণ্ডের জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও তদনুপাতে নির্ব্বাচন-প্রথার কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমজীবিগণের সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ভোটদানের অধিকার ছিল না। উচ্চ হারে কর প্রদান না করিলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সদস্যগণও ভোট দিতে পারিতেন না। ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনী জমিদার স্ব স্ব মনোনীত ব্যক্তিগণকে কমন্সসভায় আসন দান করিতে পারিতেন। এই উপায়ে পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচনে নানা-প্রকার দুর্নীতি ও অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল। এই সকল অব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডে যথার্থ গণতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই।

নির্ব্বাচন প্রথার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এই অব্যবস্থার প্রতি হুইগদলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নির্ব্বাচন প্রথার আমূল সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু নানা কারণে তাহাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হুইগ দলপতি **লর্ড** গ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। শাসনভার গ্রহণ করিয়া হুইগদল মহোৎসাহে এক সংস্কার আইন প্রস্তাব করেন। কমন্সসভায় তাহাদের সংখ্যাধিক্য থাকায় এই প্রস্তাব সহজেই গৃহীত হয়, কিন্তু লর্ড সভায় বিরোধী টোরীদলের সংখ্যাধিক্য থাকায় পুনঃ পুনঃ উহা প্রত্যাখ্যাত হয়। শেষবার লর্ডসভা উহা প্রত্যাখ্যান করিলে লর্ড গ্রে-র পরামর্শ অনুযায়ী রাজা বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া লর্ড সভায় নূতন সদস্য মনোনয়ন করিতে উদ্যোগী হন। এদিকে লর্ড সভার আচরণের বিরুদ্ধে দেশে প্রবল প্রতিবাদ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হয়; কারণ জনসাধারণ মনেপ্রাণে সংস্কারকামী ছিল। নানাবিধ গোলযোগের পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লর্ডসভা সংস্কার-আইন অনুমোদন করেন।

প্রথম সংস্কার আইন, ১৮৩২

প্রথম সংস্কার আইনের ফলে ৪১টি ক্ষুদ্র ব্যুরো প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা হইতে সরাসরি বঞ্চিত হয় এবং অনুরূপ ভাবে ৪০টি ব্যুরোর ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দুইজন প্রতিনিধির পরিবর্ত্তে একজন করিয়া নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। বার্মিংহাম প্রমুখ জনবহুল নূতন সহরগুলিকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হয় এবং ইহাতে ভোটদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে ভোটের অধিকার পরিবর্দ্ধিত হইয়া কার্য্যতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এই ব্যবস্থা দ্বারা প্রকৃত গণ-তন্ত্রশাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলেও কার্য্যতঃ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল।

ইহার সর্ত্তাবলী ও গুরুত্ব

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

University Questions

1. "The peaceful succession of the House of Hanover has been called the greatest miracle in our history." Explain.

2. "The Act of Settlement had given England a foreign sovereign ; the presence of a foreign sovereign gave her a Prime Minister," Amplify (C. U. 1927)

3. Give a sketch of the career and administration of Sir Robert Walpole. (C. U. 1929, 1922, 1935, 1954)

4. What is your estimate of Walpole as an Administrator ? (C. U. 1941)

5. How far is it true to say that Walpole's administration has no history ? (C U. 1924, 1943)

6 "Walpole's administration marks a stage in the evolution of Cabinet Government." How ? (C. U. 1925)

7. "Walpole had been a great minister" Discuss. (C. U. 1948).

8. Review the character and statesmanship of William Pitt the Elder (C. U. 1915, 1621, 1927)

9. Form an estimate of the character and achievements of the Elder Pitt (C. U. 1942)

10. Write a short essay on the Elder Pitt. (C. U. 1934),

11. Discuss the causes of the dispute between Great Britain and her American colonies after the close of the Seven Years' War. Give some account of the various measures of conciliation and coercion by which the British Parliament sought to pacify the colonists and indicate the effects of these measures upon the colonists, (C. U. 1910)

12. What led the American colonies of great Britain to revolt against their mother country ?
(C. U. 1920, 1925, 1927, 1931, 1932, 1936, 1944, 1947)

13. Give a sketch of the administration of the Younger Pitt from 1783—1801. (C. U. 1912, 1925, 1935, 1937).

14. Describe the achievements of the Younger Pitt. (C. U. 1948, 1956)

15. What were the effects of the French Revolution upon Pitt's administration ? Contrast the character of the ministry of the Younger Pitt before and after the French Revolution. (C. U. 1915)

16. Briefly describe the English policy towards Ireland under the first three Georges and mention the circumstances which led to her union with Great Britain. (C. U. 1912)

17. "The Younger Pitt must be reckoned as one among the greatest of Prime Ministers in England." What, in your judgement, are Pitt's claims to greatness ? (C. U. 1923)

18. "Pitt, if not perfect, must be reckoned among the greatest of Prime Ministers." Critically examine this statement. (C. U. 1940)

19. What part did England play in the Napoleonic War ?
(C. U. 1923, 1937, 1952)

20. Give in brief outlines an account of the condition of England after the Napoleonic War. Say what you know of the economic and political condition of England between the years 1815 and 1822. (C. U. 1943)

21. What do you understand by the Industrial Revolution ? What were its effects ? (C. U. 1915, 1924, 1928, 1945, 1948, 1951, 1955)

22. "The effects of the Industrial Revolution were felt not less in political than in other spheres of national life." Discuss, (C. U. 1923, 1925, 1934)

একাদশ অধ্যায়

মহারাণী ভিক্টোরিয়া (১৮৩৭—১৯০১ খ্রীঃ)

নিঃসন্তান অবস্থায় চতুর্থ উইলিয়ম পরলোক গমন করিলে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অব কেণ্টের অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্যা ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬৪ বৎসর ব্যাপী তাহার সুদীর্ঘ রাজত্বকাল ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক বিখ্যাত যুগ।

মেলবোর্ণ মন্ত্রিসভা— মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিবারেল (Liberal) বা উদারনৈতিক দলের নেতা লর্ড মেলবোর্ণ। সমসাময়িক যুগে রাজনীতিবিদ্ এবং বাগ্মীরূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ না করিয়া থাকিলেও মেলবোর্ণ ভিক্টোরিয়ার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তরুণী মহারাণী তাহার নিকট হইতে রাজকার্য্য সম্পর্কে যথোচিত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। মেলবোর্ণের মন্ত্রিত্বকালের ঘটনাবলীর মধ্যে দুইটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে **রোল্যাণ্ড হিল** (Rowland Hill)-এর চেষ্টায় ইংলণ্ডে Penny Postage বা মাত্র এক পেনী খরচে দূরত্ব নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র চিঠি প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার ফলে দরিদ্র জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন লাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানাডায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কানাডা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সাময়িকভাবে ইহাতে সুফল ফলিলেও কানাডাবাসী ইংরেজ ও ফরাসিগণের মধ্যে প্রায়ই

আভ্যন্তরীণ সংস্কার

বিরোধ উপস্থিত হইত। এই বিরোধ উপলক্ষ্য করিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রথমে লোয়ার কানাডায় এবং পরে আপার কানাডায় বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা **লর্ড ডারহাম** (Lord Durham) নামক উদারনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তিকে কানাডার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। বিদ্রোহ অবসান হওয়ার পর লর্ড ডারহাম কানাডার অবস্থা সম্পর্কে এক রিপোর্ট রচনা করেন। ইহাই **Durham Report** নামে খ্যাত। এই রিপোর্ট অনুসারে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আপার ও লোয়ার কানাডা যুক্ত করিয়া তথায় স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তন করা হয় (১৮৬৭ খৃঃ)। পরবর্ত্তীকালে এই ডারহাম রিপোর্ট ভিত্তি করিয়াই ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যনীতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

ডারহাম রিপোর্ট-ঔপনিবেশিক শাসননীতির সংস্কার

স্যার রবার্ট পীল—

প্রথম জীবন—১৮৪১ খৃষ্টাব্দে হুইগ মন্ত্রিসভার পতনের পর স্যার রবার্ট পীল প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌গণের অন্যতম। তাহার পিতা ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পীল ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কমন্স-সভার সদস্যরূপে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। এই সময় হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি কমন্স সভার সভ্যরূপে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার অভিপ্রায় অনুসারে তিনি টোরী দলে যোগদান করেন এবং কালক্রমে টোরী দলের নেতা নির্ব্বাচিত হন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিভারপুলের মন্ত্রিসভার সদস্যরূপে পীল আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ছয় বৎসরকাল এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি কৃতিত্বের সহিত আয়র্লণ্ডের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে Bullion Committee-র সভাপতিরূপে তিনি অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা তাহার পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। টোরী দলভুক্ত হইলেও পীল অন্যান্য সহকর্ম্মিগণের ন্যায় অন্ধ সংস্কার বিরোধী ছিলেন না। চতুর্থ জর্জ্জের রাজত্বকালে প্রচলিত ফৌজদারী আইনের কঠোরতা হ্রাস করিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি আইন সংশোধন করিয়া তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময়ে তিনি Metropolitan Police নামক লণ্ডনের পুলিশবাহিনী

রাজনৈতিক জীবন

আদর্শ ও নীতি

গঠন করেন। এই পুলিশবাহিনী অদ্যাবধি সুখ্যাতি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব ওয়েলিংটনের মন্ত্রিত্বকালে তিনি কমন্স সভায় গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী দলের নেতা (Opposition Leader of the House of Commons) নির্ব্বাচিত হন। এই সময় কার্য্যতঃ পীলই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং ডিউক অব ওয়েলিংটন তাহার পরামর্শ অনুসারে চালিত হইতেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আইরিশ ক্যাথলিকগণের বিরুদ্ধে আরোপিত যাবতীয় শাস্তিমূলক বিধিব্যবস্থা প্রত্যাহার করেন এবং তাহাদিগকে প্রোটেষ্ট্যাণ্টগণের সহিত সমান পর্য্যায়ে উন্নীত করেন। পীল স্বয়ং ক্যাথলিকগণকে রাজনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ও'কোনেলের নেতৃত্বে আয়র্লণ্ডে যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহা দমন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি ক্যাথলিকগণকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে টোরী দলের বহু সদস্য তাহার প্রতি বিরূপ হন। কিন্তু তাহার প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার ফলে দেশের এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ওয়েলিংটন-মন্ত্রিসভার পতন হইলে পরবর্ত্তী ১১ বৎসর কাল হুইগদল ইংলণ্ড শাসন করে। এই সময়ের সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা—প্রথম সংস্কার আইন প্রবর্ত্তন। পীল এবং তাহার টোরী সমর্থকগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই আইনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাহাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর পীল তাহার নীতি পরিবর্ত্তন করেন। কমন্স সভায় তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তাহার দল সংস্কার আইন রদ করিবার কোন চেষ্টা করিবে না এবং দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অন্ধভাবে সর্ব্বপ্রকার সংস্কার-আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিলে টোরীদলের লুপ্ত প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইবে না। বিরোধীদলের নেতারূপে তিনি আপন কার্য্যাবলী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমালোচনাতেই আবদ্ধ রাখেন নাই, যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা দ্বারা গভর্ণমেণ্টের ভ্রান্তি নির্দ্দেশ করা এবং শাসনযন্ত্রের উন্নতি বিধানই তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিরোধী-দলের নেতারূপে তিনি আদর্শ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন।

পীলের সংস্কারপন্থী মনোভাব

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পীল স্বল্পকালের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু সাধারণ নির্ব্বাচনে টোরীদল সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে না পারায় তিনি শীঘ্রই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে পীল **Tamworth Manifesto** নামে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে টোরীদলের প্রগতিপন্থী নূতন মত ও কার্য্যক্রম প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে টোরীদলের নূতন নাম হইল রক্ষণশীল বা Conservative দল।

Tamworth Manifesto রক্ষণশীল-দলের সংস্কার

প্রধান মন্ত্রিত্ব—১৮৪১ হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পীল প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া পীল সর্ব্বপ্রথম আর্থিক সমস্যার সমাধান কল্পে আত্মনিয়োগ করেন। ওয়ালপোল এবং পিট দি ইংয়গার ব্যতীত তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অপর কোন প্রধানমন্ত্রী আর্থিক সমস্যা সমূহে তাহার ন্যায় দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। মেলবোর্ণের মন্ত্রিত্বকাল হইতে ইংলণ্ডে আয়ের পরিমাণে ব্যয় অত্যধিক হইয়া আসিতেছিল। ফলে ইংলণ্ড দেউলিয়া হইবার উপক্রম হয়। এই সম্ভাবনার প্রতিরোধ কল্পে পীল প্রতি পাউণ্ডে সাত পেন্স হিসাবে আয়-কর (Income Tax) নির্দ্ধারণ করেন। এই ব্যবস্থার ফলে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই রাজকোষের বহু টাকা উদ্বৃত্ত হয়। পীল সম্পূর্ণভাবে অবাধ বাণিজ্য নীতি সমর্থন করিতেন না; কিন্তু বাণিজ্যের প্রসারের জন্য শুল্কের হার হ্রাস করা প্রয়োজন, ইহা তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি বহু শুল্কের উপর হইতে কর উঠাইয়া লইয়া অথবা করের পরিমাণ হ্রাস করিয়া বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব করিয়াছিলেন। পীল যে সকল বাজেট পেশ করিতেন তাহার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে Bank Charter Act প্রবর্ত্তন করিয়া পীল অবিনশ্বর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই আইন দ্বারা পীল অবাধ নোট প্রচার বন্ধ করিয়া মুদ্রা-স্ফীতির সম্ভাবনা দূর করিয়াছিলেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার

পীলের প্রধান মন্ত্রিত্বের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শস্য আইন (Corn Law) রহিত করা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদেশী শস্য যাহাতে সহজে ইংলণ্ডে আমদানী না হইতে পারে, তজ্জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ড-জাত শস্য উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত এবং ইহাতে জমির মালিকগণের প্রচুর অর্থাগম হইয়াছিল কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণ অত্যধিক উচ্চমূল্যে স্বদেশজাত শস্য

ক্রয় করিতে বাধ্য হইত। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, এবং শস্য আইনের ফলে জনসাধারণের দুর্দ্দশা চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। ইহার কয়েকবৎসর পূর্ব্ব হইতেই **কবডেন** (Cobden) এবং **ব্রাইট** (Bright) নামক দুইজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী শস্য-আইন রহিত করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। **Anti-Corn-Law-League** নামক এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারা দেশের সর্ব্বত্র প্রচারকার্য্য চালাইতে আরম্ভ করেন। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ তাহাদের প্রচেষ্টা সফল করিবার উদ্দেশ্যে পরম উৎসাহে দলে দলে এই আন্দোলনে যোগদান করে।

শস্য আইন রহিত আন্দোলন

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের ফলে যখন দরিদ্র জনসাধারণ খাদ্যশস্যের অভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতিক্ষা করিতেছিল তখন পীল তাহাদিগকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে শস্য-আইন রহিত করিবার জন্য পার্লামেন্টে এক আইন উপস্থাপিত করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শস্য-আইন রহিত করিয়া সুলভে বিদেশী শস্য আমদানী করিবার ব্যবস্থা না করিলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা যাইবে না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি উদারনৈতিক দলের সহায়তায় শস্য-আইনের উচ্ছেদ সাধন করেন। টোরীদলের অনেকেই তাহার এইব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই। ফলে রক্ষণশীলদল দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। অনেকেই পীলের নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়া বিরোধীদলে যোগদান করেন। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ভুক্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই পীলের মতানুবর্ত্তী হইয়া রহিলেন। ইহারা Peelite বা পীলের অনুচর নামে পরিচিত। নিজেদের দলের নিকট রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করিয়াও পীল দেশের ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ-রক্ষার অভিপ্রায়ে শস্য-আইন রহিত করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই

দলীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়া জাতীয় স্বার্থরক্ষা

পীল ও আয়র্লণ্ড—আয়র্লণ্ডের সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত পীল বিশেষ-ভাবে চেষ্টিত ছিলেন। তাহার মন্ত্রিত্বলাভের পর হইতেই ও'কোনেলের নেতৃত্বে আয়র্লণ্ডের জাতীয়দল স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন চালাইতেছিল। ও'কোনেলের উদ্দেশ্য ছিল আয়র্লণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের মিলন রহিত করা। আয়র্লণ্ডের যুবক সম্প্রদায় Young Ireland নামে এক দল গঠন করিয়া ও'কোনেলকে এই আন্দোলন চালাইতে সাহায্য করে। এই আন্দোলন ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিলে পীল উহা দমন করিতে বদ্ধপরিকর হন। তাহার আদেশক্রমে ও'কোনেল ধৃত ও কারারুদ্ধ

হন। সুযোগ্য নেতার অভাবে আয়র্লণ্ডের আন্দোলন ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে। সুযোগ বুঝিয়া পীল কয়েকটি কঠোর শাস্তিমূলক আইনের সাহায্যে এই আন্দোলন দমন করেন। কিন্তু আন্দোলন দমন করিয়াই পীল নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। আয়র্লণ্ডের জনসাধারণের উন্নতিকল্পে তিনি নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আয়র্লণ্ডের শিক্ষার প্রসার উদ্দেশ্যে সরকারী অর্থ সাহায্যে কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আইরিশ কৃষকগণের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি Devon Commission নামে এক তদন্তকারী কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন।

পীলের কৃতিত্ব

পীলের মন্ত্রিত্ব—পীলের মন্ত্রিত্বকাল ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল স্মরণীয় অধ্যায়। তাহার ন্যায় সুদক্ষ পার্লামেণ্টারী নেতা ইংলণ্ডের ইতিহাসে বিরল। তিনি তাহার অধীনস্থ সকল বিভাগেরই সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান করিতেন। আভ্যন্তরীণ শাসনক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি দেশের সমৃদ্ধির পথ সুগম করেন। তাহার বাজেট ভিত্তি করিয়া পরবর্ত্তীকালে রাজস্ব সচিবগণ স্ব স্ব বাজেট রচনা করিতেন। পররাষ্ট্রনীতিতে তিনি শান্তিকামী ছিলেন। তাহার মন্ত্রিত্বকালে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের মিত্রতা অক্ষুণ্ণ ছিল। আয়র্লণ্ডের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। রক্ষণশীল দলের নেতা হইয়াও তিনি প্রগতিবিরোধী ছিলেন না। দেশের ও দশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি দলগত ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। 'আইরিশ ক্যাথলিক মুক্তি আইন' এবং 'শস্য কর রহিত আইন' তাহার জাতীয় মনোভাবের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

রাসেল মন্ত্রিসভা (১৮৪৮-১৮৫২, ১৮৬৫-১৮৮৮ খ্রীঃ)—১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে পীল পদত্যাগ করিলে উদারনৈতিক দলের অন্যতম নেতা লর্ড জন রাসেল (Lord John Russel) প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হন। জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তিনি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের প্রথম সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার কালে রাসেল তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড গ্রে-কে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

রাসেলের প্রথম মন্ত্রিত্বকালের সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা **চার্টিষ্ট আন্দোলন** (Chartist Movement)। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের প্রথম সংস্কার আইন দ্বারা শ্রমিকগণের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয় নাই। এই কারণে শ্রমজীবী-শ্রেণী বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ ছিল। রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিবার উদ্দেশ্যে

চার্টিষ্টগণের ৬ দফা দাবী

তাহারা দেশব্যাপী এক আন্দোলন উপস্থিত করে। তাহাদের রাজনৈতিক দাবী দাওয়া সমূহ একটি সনন্দ বা Charter-সম্বলিত করা হইয়াছিল বলিয়া এই আন্দোলন Chartist Movement নামে পরিচিত। **Feargus O'connor** নামক জনৈক ব্যক্তি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সনন্দে ছয়টি প্রধান দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল—(১) সর্ব্বসাধারণের ভোটাধিকার (Universal suffrage), (২) পার্লামেণ্টের বাৎসরিক অধিবেশন (Annual Parliament), (৩) ব্যালট প্রথা অনুসারে গোপনে ভোটদানের ব্যবস্থা (Vote by ballot), (৪) পার্লামেণ্টের সদস্যগণকে ভাতা দানের ব্যবস্থা (Payment of allowances to members), (৫) পার্লামেণ্টের সদস্যগণের সম্পত্তি দ্বারা ভোটাধিকার লাভের প্রথার উচ্ছেদ (Abolition of Property Qualification for members), এবং (৬) সর্ব্বত্র সম-আয়তন বিশিষ্ট নির্ব্বাচন কেন্দ্র স্থাপন (Equal Electoral Districts)।

চার্টিষ্ট আন্দোলনের ব্যর্থতা

মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক সিংহাসনারোহণের এক বৎসর কাল মধ্যে লর্ড মেলবোর্ণের মন্ত্রিত্বকালে এই আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড জন রাসেলের মন্ত্রিত্বকালেও ইহা পুনরায় আরম্ভ হয়। চার্টিষ্টগণ তাহাদের দাবীসমূহ পূরণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া বহু স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন পত্র পার্লামেণ্টে উপস্থিত করে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, ঐ সকল স্বাক্ষরের অধিকাংশই জাল। এমন কি, এই আবেদনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, প্রিন্স আলবার্ট ও স্যার রবার্ট পীলের নামও জাল করা হইয়াছিল। ইহার পর এই আন্দোলনের সাফল্য লাভ করিবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। ইতিমধ্যে শস্য আইন রহিত হওয়ার ফলে আপনা হইতেই জনসাধারণের বিদ্রূপের মধ্যে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু আন্দোলন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও উত্তরকালে চার্টিষ্টগণের প্রায় সমুদয় দাবীই আইনে পরিণত করা হইয়াছিল।

লর্ড এবার্ডিনের মন্ত্রীসভা—প্রথম রাসেল মন্ত্রিসভার পতনের পর লর্ড ডার্বি এক টোরী মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সাহায্য না পাওয়ায় কয়েক মাসের মধ্যেই এই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর লর্ড এবার্ডিন রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক এই উভয় দলের নেতৃবর্গকে লইয়া এক মিলিত মন্ত্রিসভা বা Coalition Cabinet গঠন করেন।

এই মন্ত্রিত্বকালের সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা **ক্রিমিয়ার যুদ্ধ** (Crimean War)। তুরস্কের মুসলমান সাম্রাজ্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ

হইতেই ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারে চেষ্টিত হয়। এ বিষয়ে সর্ব্বাধিক অগ্রণী ছিল রাশিয়া। তুরস্ক শাসিত এশিয়া মাইনরের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি স্থানে খৃষ্টানদিগের তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত ছিল। রাশিয়া ও ফ্রান্স উভয় দেশই এই সকল তীর্থস্থানে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারে আগ্রহান্বিত ছিল। কিন্তু তুরস্কের সুলতান রাশিয়ার দাবী অগ্রাহ্য করেন। ফলে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হইলে ভূমধ্যসাগরে এবং ভারতবর্ষপ্রমুখ প্রাচ্যদেশে ইংরেজ একাধিপত্য বিপন্ন হইবে, এই আশঙ্কায় ইংলণ্ড ফ্রান্সের সহিত একযোগে তুরস্ক রক্ষার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ক্রিমিয়া নামক স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ইহা 'ক্রিমিয়ার যুদ্ধ" নামে পরিচিত। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং লর্ড পামারষ্টোনের প্রধান মন্ত্রিত্বকালে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। ইংরেজগণ প্রথমতঃ সেবাস্তোপল অবরোধ করে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে **Alma** নামক রণাঙ্গণে রুশবাহিনী পরাজিত হয়। এই বৎসরেই **Balaclava** নামক স্থানে অপর এক যুদ্ধে রুশসৈন্য পুনরায় পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধ কতিপয় ইংরেজ সৈন্যের (Light Brigade) দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্য বিখ্যাত। ইহার কয়েকদিন পর **Inkerman**-এর যুদ্ধে রুশগণ পুনরায় পরাভূত হয়। উপর্য্যুপরি পরাজিত হওয়ার ফলে রুশগণ বাধ্য হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করে। ফলে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন শক্তিবর্গের মধ্যে আলোচনাক্রমে প্যারিসের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধিবাসী খৃষ্টানগণের উপর অভিভাবকত্বের দাবী ত্যাগ করে। কৃষ্ণসাগরে কোন পক্ষেরই যুদ্ধজাহাজ প্রবেশ করিতে পারিবে না, এই নির্দ্দেশও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থার ফলে রাশিয়ার ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধ পরিচালনায় ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা নিতান্ত অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী রসদ, খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিয়াছিল। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নাম্নী জনৈকা ইংরেজ মহিলা এই যুদ্ধে আহতদিগের সেবাশুশ্রূষা করিয়া অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ

যুদ্ধের প্রধান ঘটনাবলী

যুদ্ধের ফলাফল

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ পরিচালনায় মন্ত্রিমণ্ডলীর অযোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ায়

কমন্স সভায় প্রতিকূল সমালোচনা হয়। ইহাতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এবার্ডিন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।

লর্ড পামারষ্টোন (Lord Palmerston)

প্রথম জীবন—লর্ড এবার্ডিনের পদত্যাগের পর ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড পামারষ্টোন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে তিনি অন্যতম। পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সমগ্র ইউরোপে তাহার খ্যাতি বিস্তৃত ছিল। তাহার ন্যায় নির্ভীক, স্বাধীনচেতা ও আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন রাজপুরুষ ইউরোপে তৎকালে আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। একাদিক্রমে তিনি ৬০ বৎসরকাল পার্লামেণ্টের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথমে তিনি টোরী মন্ত্রিসভায় Secretary of State for War-এর পদে নিযুক্ত হইয়া আপন কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কার বিরোধী টোরী দলের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়া হুইগ দলে যোগদান করেন এবং লর্ড গ্রে-র প্রধান মন্ত্রিত্বকালে পররাষ্ট্র সচিবের পদে নিযুক্ত হন। পুনরায় ১৮৪৬ হইতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাসেল মন্ত্রিসভায় তিনি পররাষ্ট্র সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫২ হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এবার্ডিন মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্র সচিবের কার্য্য করিয়াছিলেন। এবার্ডিন মন্ত্রিসভার পতনের পর ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের শাসনকার্য্য অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৫৯ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পুনরায় তিনি প্রধান মন্ত্রীরূপে দেশ শাসন করিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি দশজন বিভিন্ন প্রধান মন্ত্রীর অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। সুতরাং শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার ন্যায় অভিজ্ঞতা সমসাময়িক যুগের রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে অপর কাহারও ছিল না।

রাজনৈতিক জীবন

আভ্যন্তরীণ শাসন—হুইগদলের নেতা হইয়াও পামারষ্টোন স্বভাবতঃ রক্ষণশীল ছিলেন। ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে তিনি বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে যে সংস্কার-আইন (Reform Act) বিধিবদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে অতিরিক্ত ভোটদানের অধিকার (Franchise) প্রসার করিবার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। পার্লামেণ্টের সংস্কার সাধনের জন্য জনমত প্রবল হইতেছিল, কিন্তু প্রধানতঃ পামারষ্টোনের বিরোধিতার ফলে সংস্কার প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই। তাহার

পামারষ্টোনের সংস্কার-বিরোধী মনোভাব

সহায়তা লাভ করিলে দ্বিতীয় সংস্কার আইন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বেই গৃহীত হইতে পারিত। ইংলণ্ডের বাহিরে অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি পামারষ্টোনের সহানুভূতি ছিল, কিন্তু ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার কোনপ্রকার ব্যাপক পরিবর্ত্তন সাধন করিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদ হইতে ইংলণ্ডের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে নূতন ভাবধারার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা যথাযথভাবে গ্রহণ করিবার মত মানসিক উদারতা তাহার ছিল না। এই কারণে তিনি যতদিন স্বরাষ্ট্রসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হয় নাই।

পররাষ্ট্রনীতি—আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সংস্কার প্রবর্ত্তনের বিরোধী হইয়াও পামারষ্টোন ইউরোপের স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহের প্রতি সর্ব্বদাই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনাক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বদেশের ও স্বজাতির প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখাই তাহার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। বৃটিশ জাতির শ্রেষ্ঠত্বে তাহার অপরিসীম বিশ্বাস ছিল। ইংলণ্ডের সম্মান ও প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য তিনি যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা কংগ্রেসের নির্দ্দেশক্রমে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড এই উভয় রাষ্ট্রকে একত্র করিয়া এক অখণ্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। কিন্তু বেলজিয়ামের অধিবাসিগণ হল্যাণ্ডের সহিত এই মিলনকে বরাবরই বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বাধীনতালাভে বদ্ধপরিকর বেলজিয়ানগণ সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে পামারষ্টোন তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন এবং প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টা এবং সহানুভূতির ফলে বেলজিয়ম স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হয়। এই সময়ে স্পেন ও পর্ত্তুগাল এই উভয় দেশে উদারনৈতিক দলের সহিত স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হইলে পামারষ্টোনের আনুকূল্যে প্রথমোক্ত দলই জয়লাভ করে। স্বাধীনতা-কামী ইটালিয়গণ অষ্ট্রিয়ার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিলে পামারষ্টোন তাহাদের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। এই সকল কার্য্যের জন্য পামার-ষ্টোন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজশক্তির বিরাগভাজন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বাধীনতাকামী জাতি সমূহের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করায় তিনি ইউরোপের একাধিক জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য

বেলজিয়ম, পর্ত্তুগাল, স্পেন ও ইটালীর প্রতি পামারষ্টোনের মনোভাব

ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডবাসীর সম্মান-প্রতিপত্তি রক্ষা সম্পর্কে পামারষ্টোন সর্ব্বদাই সচেতন ছিলেন। চীন কর্তৃপক্ষ বৃটিশ জাতির পতাকার অবমাননা করিয়াছে এই অজুহাতে পামারষ্টোন ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাহার দ্বিতীয়বার মন্ত্রীত্বকালে পুনরায় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চীনদেশের সহিত যুদ্ধ হয়। এই উভয় যুদ্ধেই ইংরেজগণ জয়লাভ করে। ইহার ফলে সুদূর প্রাচ্যে ইংলণ্ডের প্রভাব প্রতিপত্তি অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পায়। এবার্ডিন মন্ত্রিসভার পতনের পর পামারষ্টোনের সুদক্ষ নেতৃত্বাধীনে ইংলণ্ড ক্রিমিয়ায় যুদ্ধ পরিচালনা করে এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা রাশিয়ার ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (American Civil War) আরম্ভ হইলে পামারষ্টোন নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেন। এই সময় মধ্য ইউরোপে প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ রাষ্ট্র-বিদ্ বিসমার্ক (Bismarck)-এর অভ্যুদয় হয়। প্রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপন কামনায় বিসমার্ক যখন অষ্ট্রিয়ার সহায়তায় ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত Schleswig এবং Holstein নামক দুইটি প্রদেশ স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন, তখন পামারষ্টোন প্রাশিয়ার এই স্বেচ্ছাচারী কার্য্যকলাপের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। ইহাতে পররাষ্ট্র-নীতিক্ষেত্রে ইংলণ্ডের সুনাম কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

চীনযুদ্ধ

ইউরোপীয় পরিস্থিতি

ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পামারষ্টোন রাশিয়াকে সর্ব্বাধিক বিপজ্জনক শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া তুরস্কের সহিত Treaty of Unkiar Skelassi নামক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়া কৃষ্ণসাগরে আপন প্রাধান্য বিস্তার করে। রাশিয়ার এই ক্ষমতাবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হইয়া পামারষ্টোন তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা কল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। মিশরের শাসক মহম্মদ আলি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে পামারষ্টোন তুর্কী সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার অভিপ্রায়ে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধি লইয়া লণ্ডন নগরে যে বৈঠক আহূত হয়, ইহার সিদ্ধান্ত অনুসারে মহম্মদ আলি যুদ্ধ করিতে বিরত হন এবং তুর্কী সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষিত হয়। লণ্ডনের এই চুক্তি (Convention of London) লর্ড পামারষ্টোনের কূটনৈতিক সাফল্যের অন্যতম প্রধান নিদর্শন। এই নীতি অনুসরণ করিয়াই পরবর্ত্তীকালে ডিস্‌রেলী বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

রাশিয়া বনাম ইংলণ্ড

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পরিণত বয়সে লর্ড পামারষ্টোন পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়।

তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সংস্কার-বিরোধী অভিজাতগণই প্রকৃত-পক্ষে দেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু পামারষ্টোনের মৃত্যুর পর সংস্কার আন্দোলন শক্তিলাভ করে এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে **দ্বিতীয় সংস্কার আইন** (Second Reform Act) প্রবর্ত্তিত হয়। অতঃপর ইংলণ্ডে যথার্থ গণতন্ত্র-মূলক শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

ডার্ব্বি মন্ত্রিসভা—(১৮৬৬-৬৭)—পামারষ্টোনের মৃত্যুর পর লর্ড জন রাসেল তাহার দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু এই মন্ত্রিসভা মাত্র এক বৎসর-কাল স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কার-আইন প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া রাসেল-গভর্ণমেণ্ট বহু ভোটে পরাজিত হয়। অতঃপর লর্ড ডার্ব্বির নেতৃত্বে রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বেঞ্জামিন ডিসরেলী এই মন্ত্রিসভার প্রধান সদস্য ছিলেন। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই এই মন্ত্রিসভা প্রধানতঃ ডিসরেলীর চেষ্টায় **দ্বিতীয় সংস্কার আইন** নামে এক আইন পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করে।

দ্বিতীয় সংস্কার আইনের সর্ত্তাবলী

রাসেল-এর মন্ত্রিত্বকালে এই আইন ইতিপূর্ব্বে কমন্সসভা কর্ত্তৃক গৃহীত না হইলেও ডিসরেলীর কর্ম্মকুশলতায় ইহা পার্লামেণ্টের অধিক সংখ্যক সদস্যের সমর্থন লাভ করে। এই আইন দ্বারা দরিদ্র গৃহস্থ এবং সহরবাসী শ্রমিকগণকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। কয়েকটি ক্ষুদ্র নগরের প্রতিনিধি সংখ্যা হ্রাস করিয়া লিভারপুল প্রভৃতি কয়েকটি সমৃদ্ধ নগরকে অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার দেওয়া হয়। ইংলণ্ডের জনসাধারণ দেশের শাসনকার্য্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু লর্ড ডার্ব্বি পদত্যাগ করিলে ডিসরেলী প্রধান মন্ত্রীর কর্ম্মভার গ্রহণ করেন।

ডিসরেলী, আর্ল অব বীকন্স্‌ফিল্ড—

প্রথম জীবন—চমকপ্রদ ব্যক্তিত্বপ্রভাবে বেঞ্জামিন ডিসরেলী উনবিংশ শতকের রাজনৈতিক নেতৃগণের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তাহার জীবনকাহিনী ঘটনা-বৈচিত্রে সমৃদ্ধ। তাহার পিতা

বাল্যজীবন

ছিলেন জনৈক ইহুদী সাহিত্যিক। আর্থিক অসচ্ছলতা-হেতু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। পিতার গ্রন্থাগারেই তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছিল। যৌবনে তিনি দালালী ও ওকালতী ব্যবসায় করিতেন। কিন্তু এই দুইটি ব্যবসায়ের কোনটাতেই তিনি বিশেষ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। বাল্যকাল হইতেই তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। উপর্য্যুপরি চারিবার পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি অকৃতকার্য্য হন।

অবশেষে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। প্রথমে কমন্স সভায় বক্তৃতাদানকালে বক্তারূপে তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

পার্লামেণ্টে প্রবেশ ও রাজনৈতিক জীবন

কিন্তু অদম্য অধ্যবসায়, অসীম উৎসাহ এবং অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়গুণে তিনি সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব এবং প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ১৮৫২ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে টোরী দল তিনবার অল্পকালের জন্য শাসন ক্ষমতা অধিকার করিয়াছিল। এই সময়ে টোরীদলের নেতা ছিলেন লর্ড ডার্ব্বি। তাহার প্রধান সহায়ক ছিলেন ডিসরেলী। তিনিই প্রকৃতপক্ষে গভর্ণমেণ্টের নীতি নির্দ্ধারণ করিতেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ নির্ব্বাচনে তাহার সমর্থকদল সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে না পারায় তিনি শীঘ্রই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সাধারণ নির্ব্বাচনে টোরীদল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করায় তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরবর্ত্তী ছয় বৎসরকাল এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

আভ্যন্তরীণ শাসন—আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে ডিসরেলী সংস্কার-পন্থী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পূর্ব্বে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব সচীবরূপে তিনি যে বাজেট পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজস্ব-বিষয়ে তাহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্যার রবার্ট পীলের শস্যকর রহিত করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কৃষি স্বার্থকে শিল্প সংক্রান্ত স্বার্থের উপর আসন দেওয়া যায় না। আভ্যন্তরীণ শাসন ক্ষেত্রে তাহার সর্ব্বপ্রধান কৃতিত্ব—দ্বিতীয় সংস্কার আইন প্রবর্ত্তন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের প্রথম সংস্কার আইন দ্বারা শ্রমিকগণকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয় নাই। ইহাতে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ অনুভূত হইত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভোটদানের অধিকার প্রসার করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড জন রাসেল পার্লামেণ্টে এক আইনের খসড়া উপস্থাপিত করেন। কিন্তু কমন্স সভার সমর্থন না পাওয়ায় এই আইন পরিত্যক্ত হয় এবং রাসেল পদত্যাগ করেন। অতঃপর

ডিসরেলীর সংস্কারপন্থী কর্মপন্থা

ডার্ব্বি-ডিসরেলী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই এই মন্ত্রীসভা প্রধানতঃ ডিসরেলীর চেষ্টায় দ্বিতীয় সংস্কার আইন নামে এক আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন দ্বারা দরিদ্র গৃহস্থ ও সহরবাসী শ্রমিকগণকে ভোটদানের অধিকার

প্রদান করা হয়। কয়েকটি ক্ষুদ্র নগরে প্রতিনিধি-সংখ্যা হ্রাস করিয়া লিভারপুল প্রভৃতি কয়েকটি সমৃদ্ধ নগরকে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার দেওয়া হয়। ইহার ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণ দেশের শাসনকার্য্যে অংশ গ্রহণ করিবার ব্যাপকতর সুযোগ সুবিধা লাভ করে। ১৮৭৫ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি জনহিতকর কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। শিল্প বিপ্লবের ফলে দেশে যে এক ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিশালী শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে ডিসরেলী সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। প্রগতিশীল কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়া রক্ষণশীল দলকে তিনি শক্তিশালী করিয়া পুনর্গঠন করেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে শ্রমিকদের বাসের নিমিত্ত স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নূতন বাসগৃহ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের বৈধতাও স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। শ্রমজীবিগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এই সময়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষক কর্ম্মচারীও নিয়োগ করা হয়।

সাম্রাজ্যবাদ—ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে ডিসরেলীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তিনি সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; সাম্রাজ্য বিস্তার কল্পেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তার কল্পে তিনি মিশরের Khedive বা শাসনকর্ত্তা ইসমাইল পাশার নিকট হইতে সুয়েজ খালের কতকগুলি অংশ ক্রয় করেন। ফলে উত্তরকালে মিশরে ইংলণ্ডের প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশে গমনাগমনের পথ অধিকতর নিরাপদ হয়। এই সময় হইতে মিশরের রাজনীতিতে ইংরেজ প্রভুত্বের সূচনা দেখা দেয় এবং পরে গ্ল্যাডষ্টোনের মন্ত্রিত্বকালে মিশর ইংলণ্ডের অধীনে একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডিসরেলীর পরামর্শ অনুসারে পার্লামেণ্ট হইতে ইংলণ্ডের রাণীকে 'ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী' বা 'Empress of India' এই উপাধি দান করা হয়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার

এই সময়ে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন ডিসরেলীর পরামর্শ অনুযায়ী আফগানিস্থানে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে বাধা দেন এবং ইহার ফলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ডিসরেলী দক্ষিণ আফ্রিকাতে ট্রান্সভাল (Transvaal) দেশ ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

পররাষ্ট্রনীতি—বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় ডিসরেলী বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পামারষ্টোনের ন্যায় তিনিও বৃটিশ জাতির সম্মান ও

প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। ডিসরেলীর মনে রুশ বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল ছিল। রাশিয়ার লোলুপ দৃষ্টি হইতে ভারতস্থিত বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করাই ছিল তাহার বৈদেশিক নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধিবাসী খৃষ্টানগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রাশিয়া তুরস্কের

ইংলণ্ড বনাম রাশিয়া

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তুর্কী সুলতান রাশিয়ার সহিত San Stefano-র সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধি অনুসারে রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী কয়েকটি বন্দর দখল করে। ইহাতে ইংলণ্ডের মিত্র তুরস্ক অধিপতির বিশেষ ক্ষতি হয় এবং ইংলণ্ডের শত্রু রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি পায়। পামারষ্টোনের মন্ত্রিত্বকাল হইতে ইংরেজগণ প্রাচ্যদেশে রাশিয়ার শক্তি বিস্তারের বিরোধী ছিল। সুতরাং ডিসরেলী রাশিয়ার এই শক্তি-বৃদ্ধিতে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। তিনি Dardanelles প্রণালীতে বৃটিশ নৌ-বহর প্রেরণ করিলেন এবং সুয়েজ খালের পথে ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইংলণ্ডকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখিয়া

বার্লিনের বৈঠক ১৮৭৮

রাশিয়া সমস্ত ব্যাপার ইউরোপীয় শক্তিসমূহের দরবারে উপস্থিত করিতে সম্মত হয়। ফলে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে ইউরোপের প্রধান শক্তিবর্গের এক বৈঠক আহূত হয় এবং এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে Treaty of Berlin নামক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির ফলে রাশিয়া তুরস্ক হইতে প্রাপ্ত রাজ্যের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইংলণ্ড সাইপ্রাস (Cyprus) দ্বীপ লাভ করে। ডিসরেলী বার্লিন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঘোষণা করেন যে, তিনি বিনা-যুদ্ধে সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া (Peace with Honour) রাশিয়ার সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। বার্লিন বৈঠকের সিদ্ধান্ত ত্রুটিহীন ছিল না; তথাপি এই বৈঠকে ডিসরেলী প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে কূটনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে ইংলণ্ডের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

গ্ল্যাডষ্টোন—

প্রথম জীবন—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিসরেলী মন্ত্রিসভার পতন হইলে ডিসরেলীর প্রতিদ্বন্দ্বী উদারনৈতিক দলের নেতা গ্ল্যাডষ্টোন প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত

প্রথম জীবন

থাকেন। ইহার পর তিনি আরও তিনবার প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

রাজনীতিবীদ্ ছিলেন। বহুদিন কমন্স সভায় থাকিয়া এবং মন্ত্রীর পদে কার্য্য করিয়া তিনি অসাধারণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

গ্ল্যাডষ্টোন এক ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন। ইটন্ স্কুল এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া অতি অল্প বয়সেই প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সামাজিক পদমর্য্যাদা এবং অর্থবলে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সার রবার্ট পীলের সহকর্ম্মীরূপে তিনি ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

পার্লামেন্টে প্রবেশ

প্রথমে তিনি টোরী দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি উদারনৈতিক দলে যোগদান করিয়া ক্রমশঃ উহার দলপতি নির্ব্বাচিত হন। লর্ড এবার্ডিনের মন্ত্রিসভায় গ্ল্যাডষ্টোন রাজস্ব-সচিবরূপে প্রভূত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৫৯ হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পুনরায় রাজস্ব-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ে ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ শাসন-ক্ষেত্রে তিনি বহু অত্যাবশ্যকীয় বিষয়েগুরুত্বপূর্ণ সংস্কারপ্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্ব্বাচনে টোরীদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় গ্ল্যাডষ্টোন পদত্যাগ করেন। ইহার পর আরও তিনবার গ্ল্যাডষ্টোন প্রধান-মন্ত্রীরূপে ইংলণ্ডের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অন্য কোন রাজনৈতিক নেতার ভাগ্যে চারিবার প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব হয় নাই।

বহুমুখী প্রতিভা

গ্ল্যাডষ্টোন নিষ্ঠাবান খৃষ্টান ছিলেন; ইংলণ্ডীয় চার্চ্চের প্রতি তাহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তাহার পাণ্ডিত্য ও স্বদেশপ্রেম অতুলনীয় ছিল। আর্থিক সমস্যা সমাধানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সমসাময়িক যুগের তিনি শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। তাহার নীতির মূলে উচ্চ আদর্শ ও কর্ম্ম-নিষ্ঠার প্রেরণা ছিল।

আভ্যন্তরীণ শাসন—আভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে গ্ল্যাডষ্টোন অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে তিনি স্যার রবার্ট পীলের মন্ত্রিসভায় রাজস্ব-সচিবরূপে আর্থিক সমস্যা সমূহের সমাধান বিষয়ে অসাধারণ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অতুলনীয় ছিল। এই অভিজ্ঞতা বলে তিনি রাজস্ববিভাগে নানাপ্রকার সংস্কারমূলক বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শাসনবিষয়ক নানাবিধ সুসংস্কারও তাহার মন্ত্রিত্বকালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি আমদানী ও

গ্ল্যাডষ্টোন প্রবর্ত্তিত আভ্যন্তরীণ সংস্কার

রপ্তানীর উপর শুল্কের হার শুধু হ্রাসই করেন নাই, অনেক ক্ষেত্রে শুল্ক উঠাইয়াও দিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায়ই ইংলণ্ডে অবাধ বাণিজ্যনীতির প্রচলন হইয়াছিল। গ্ল্যাডষ্টোন ব্যয়বাহুল্য কমাইবার জন্যও বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাধারণের অর্থের যাহাতে অপচয় না হয় তৎপ্রতি তিনি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। ইংলণ্ডের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি অবাধ বাণিজ্যের চুক্তিতে ফ্রান্সের সহিত এক বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ইংলণ্ডের বাণিজ্য বিস্তারের পথ সুগম হইয়াছিল। অর্থনৈতিক বিষয়ে উনবিংশ শতকে ইংলণ্ডের অপর কোন মন্ত্রী এত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাহার প্রদর্শিত নীতি ও পন্থা অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তীকালের রাজস্বসচিবগণ তাহাদের বাজেট রচনা করিয়াছিলেন।

গ্ল্যাডষ্টোন তাহার প্রথম মন্ত্রিত্বকালে (১৮৬৮-১৮৭৪খ্রীঃ) বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সময়ে শিক্ষার উন্নতির জন্য Education Act of 1870 নামক আইন জারি হয়। এই আইন অনুসারে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয় এবং শিক্ষকগণের নিমিত্ত ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। এই সময় সমরসচিব Cardwell-এর নেতৃত্বে সৈন্যবিভাগও পুনর্গঠন করা হয় এবং সামরিক ব্যয় হ্রাস কল্পে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে সমর-সচিব সৈন্যবিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হন এবং তাহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী সেনানায়কগণকে লইয়া এক পরামর্শ সমিতি গঠন করা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত একটি আইন দ্বারা সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। এই বৎসরেই Ballot Act দ্বারা পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনে গোপনে ভোট দিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে গ্ল্যাডষ্টোন তৃতীয় সংস্কার আইন (Third Reform Act) বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন দ্বারা গ্রামবাসী শ্রমিকগণকে ভোট দানের অধিকার দেওয়া হয়।

Education Act

Ballot Act

তৃতীয় সংস্কার আইন

গ্ল্যাডষ্টোন ও আয়ার্লণ্ড—আয়র্লণ্ডের সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে গ্ল্যাডষ্টোন ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর আয়র্লণ্ডে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষের ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল। Fevian Society নামক এক গুপ্ত সমিতি এই সময়

আয়র্লণ্ডের প্রতি গ্ল্যাডষ্টোনের মনোভাব

প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির সদস্যগণ বিপ্লবপন্থী ছিলেন। তাহারা জমিদার ও রাজকর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং অনেক সময় হিংসাত্মক কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেন। প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াই গ্ল্যাডষ্টোন আয়র্লণ্ডের সমস্যা সমূহের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দমননীতির দ্বারা আয়র্লণ্ডের সমস্যাসমূহের প্রকৃত সমাধান হইবে না। অতএব তিনি উদার-নীতির সাহায্যে আইরিশগণের হৃদয় জয় করিতে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে **Irish Church Act** এবং পর বৎসর **First Irish Land Act** নামক দুইটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। প্রথমোক্ত আইন দ্বারা ব্যবস্থা করা হয় যে, আয়র্লণ্ডে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট চার্চ্চের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় করা হইবে না। দ্বিতীয় আইন অনুসারে স্থির হয় যে, প্রজা নিয়মিতভাবে

শান্তি স্থাপনের চেষ্টা

কর প্রদান করিলে জমিদার তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে না। ইহার কয়েক বৎসর পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গ্ল্যাডষ্টোন **Second Irish Land Act** নামে অপর এক আইন প্রবর্ত্তন করেন। এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে, প্রজাগণ জমি ক্রয় করিতে পারিবে এবং জমিদারগণ যে কর ধার্য্য করিবে তাহা অতিরিক্ত মনে করিলে আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিবে। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থার ফলেও আয়র্লণ্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আইরিশগণ **চার্লস ষ্টুয়ার্ট পার্ণেল** (Charles Stuart Parnell) নামক জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করে এবং স্বায়ত্তশাসন বা Home Rule দাবী করে। গ্ল্যাডষ্টোন অবশেষে দমনমূলক আইনের সাহায্য গ্রহণ করিতে

পার্ণেলের নেতৃত্ব

বাধ্য হন। কিন্তু ইহাতেও আন্দোলন মন্দীভূত না হওয়ায় তিনি অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, স্বরাজ ব্যতীত আয়র্লণ্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গ্ল্যাডষ্টোন পার্লামেণ্টে Home Rule Bill নামে এক আইনের খসড়া উপস্থাপিত করেন। এই বিলে আয়র্লণ্ডে একটি পৃথক পার্লামেণ্ট স্থাপন করিয়া ঐ দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনের ভার উক্ত সভার উপর ন্যস্ত করা হউক, এই মর্ম্মে

Home Rule Bill-এর প্রত্যাখ্যান

প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু রক্ষণশীল দল এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। এমন কি, উদারনৈতিক দলের বহু সভ্যও এই প্রস্তাব সমর্থন না করিয়া রক্ষণশীলদলের সহিত যোগদান করেন। এই প্রস্তাবের বিরোধিগণ Unionist নামে পরিচিত হন।

তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতার ফলে আয়র্লণ্ডে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

পররাষ্ট্রনীতি—পররাষ্ট্রনীতিতে গ্ল্যাডষ্টোন শান্তিকামী ছিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তার বিষয়ে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মিশরের জাতীয় দলের নেতা আরবীপাশা তেল-এল-কবিরের যুদ্ধে (Tel-el-Kabir) পরাজিত হন। মিশরে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও সুদানের অধিবাসিগণ Mahdi নামক জনৈক ধর্ম্মোপদেষ্টার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মিশর সরকার Hicks নামক ইংরেজ সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে হিকস্ পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর Mahdi-র দল ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে। ইংরেজগণ তাঁহাদিগকে দমন করিতে অসমর্থ হয়। অধিকন্তু General Gordon নামে জনৈক ইংরেজ সেনাপতি Khartoum নগরে অতি অসহায়ভাবে পরাজিত ও নিহত হন। এই ঘটনায় গ্ল্যাডষ্টোনের সুনামের যথেষ্ট হানি হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গ্ল্যাডষ্টোনের দ্বিতীয়

প্রথম বুয়র যুদ্ধ

মন্ত্রীসভার আমলে **প্রথম বুয়র যুদ্ধ** (First Boer War) সংঘটিত হয়। মাজুবা পর্ব্বতের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি স্যার জর্জ্জ কোলে বুয়রগণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই পরাজয়ের পরে গ্ল্যাডষ্টোন ট্রান্সভাল প্রদেশ বুয়রদিগকে ফিরাইয়া দিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় গ্ল্যাডষ্টোন বিশেষ কৃতিত্ব

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় Alabama নামক বৃটিশ রণতরী দক্ষিণ আমেরিকার সহায়তা করার ফলে ইংলণ্ড যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষতি-পূরণ দিতে বাধ্য হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া প্যারিস-সন্ধির সর্ত্ত উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণসাগরে রণতরী প্রেরণ করে। ইহাতেও গ্ল্যাডষ্টোন বাধা প্রদান করেন নাই। এই সকল কারণে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছিল যে, গ্ল্যাডষ্টোনের দৃঢ়তার অভাবেই আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে ইংলণ্ডের প্রভাব প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল।

সপ্তম এডওয়ার্ড (১৯০১-১৯১০ খ্রীঃ)

১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিবার পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরলোক গমন করেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠপুত্র 'সপ্তম এড্ওয়ার্ড' এই উপাধি ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতিশয়

শান্তিকামী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের সহিত ইউরোপের অন্যান্য দেশের মিলন এবং সদ্ভাব স্থাপন করিয়া শান্তি সংস্থাপক বা Peace-maker নামে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন। তাহার ৯ বৎসরকাল স্থায়ী রাজত্বের প্রধান প্রধান ঘটনা সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

Education Act of 1902; Anglo Japanese Convention

১৯০২ খৃষ্টাব্দে যখন মিঃ ব্যালফোর প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন Education Act of 1902 নামে শিক্ষাসংক্রান্ত এক আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই বৎসরেই জাপানের সহিত ইংলণ্ডের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মিত্রতা (Anglo-Japanese Convention) স্থাপিত হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে Asquith মন্ত্রিসভার আমলে Old Age Pension Act নামে এক আইন অনুসারে সত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে সপ্তাহে পাঁচ শিলিং হারে বার্দ্ধক্য বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। Asquith-এর মন্ত্রিত্বকালে রাজস্বসচিব Lloyed George বাজেট উপস্থাপিত করিলে উহা কমন্স সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, কিন্তু লর্ডসভার অধিকাংশ সদস্য উহা অগ্রাহ্য করে। ইহাতে উভয় সভার মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়। প্রায় দুই বৎসরকাল বিরোধ চলিবার পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে Parliament Act নামক আইন প্রবর্ত্তিত হয়।

Parliament Act of 1911

এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে, কর স্থাপন সম্পর্কে লর্ডসভা কখনও কমন্সসভার প্রতিকূলতা করিতে পারিবে না। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কমন্সসভা কোন প্রস্তাব অনুমোদন করিলে লর্ড সভা যদি উহা উপর্য্যুপরি তিনবার প্রত্যাখ্যান করে, তবে উহা লর্ড সভার সম্মতি ব্যতীতই আইনে পরিণত হইতে পারিবে।

পঞ্চম জর্জ্জ (১৯১০-১৯৩৬ খ্রীঃ)—

সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তাহার দ্বিতীয় পুত্র পঞ্চম জর্জ্জ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার রাজত্বকালে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (First World War)। এই যুদ্ধের কারণ ও প্রধান ঘটনাবলী নিম্নে আলোচিত হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—পৃথিবীব্যাপী মহাসমর পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারিবৎসরকাল এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। এইরূপ লোকক্ষয়কারী বিরাট যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও হয় নাই। একদিকে জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও তুর্কী,

অপরদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইটালী, সার্ভিয়া, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্র পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল।

জার্ম্মাণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা

কারণ—এই মহাসমরের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই জার্ম্মাণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করিতে হয়। জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করা এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তার করা। এই উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী ইংলণ্ডের ন্যায় প্রবল নৌ-শক্তি গঠন করিতে নিজের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করে। ফলে ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীর মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। অষ্ট্রিয়া ও সার্ভিয়ার মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হইলে জার্ম্মাণী অষ্ট্রিয়ার মিত্ররূপে সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে

বেলজিয়াম আক্রমণ

এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের একটি সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া বেলজিয়াম আক্রমণ করে। এই সন্ধির রক্ষকরূপে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণীর আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে।

ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের ভাব এই মহা যুদ্ধের অপর একটি কারণ। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে ফরাসিগণ জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক পরাজিত হয় এবং সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ফ্রান্সের অন্তর্গত Alsace ও Lorraine নামক দুইটি প্রদেশ জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ফ্রান্সের এই দুইটি প্রদেশ জার্ম্মাণী দখল করিয়া লওয়ার ফলে উভয় দেশের মধ্যে তীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এই বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য হইতেই এই মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

অষ্ট্রিয়া বনাম রাশিয়া

রাশিয়ার সহিত অষ্ট্রিয়ার সদ্ভাব ছিল না। উভয় দেশই তুর্কী সাম্রাজ্যের অবনতির সুযোগ লইয়া রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিল। বিংশ শতকের প্রারম্ভে অষ্ট্রিয়া বলপূর্ব্বক তুরস্কের কিয়দংশ দখল করে। ইহার ফলে রাশিয়ার সহিত অষ্ট্রিয়ার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও রাশিয়া পরস্পর সন্ধিপত্র দ্বারা ঘনিষ্টতর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই অবস্থায় যখন অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়া আক্রমণ করে, তখন মিত্র সার্ভিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য রাশিয়া অগ্রসর হয়।

তুরস্কের সহিত রাশিয়ার চিরকালই শত্রুতা ছিল। পূর্ব্বে রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিহত করিবার জন্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিত। কিন্তু ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স পরস্পর বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ

হয়। ইতিমধ্যে জার্ম্মাণ সম্রাট Kaiser Welhelm II তুরস্কে নানাভাবে জার্ম্মাণ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। ইহার ফলে রাশিয়া ও মিত্রশক্তি সমূহ জার্ম্মাণীকে শত্রু জ্ঞান করিতে আরম্ভ করে। মহাযুদ্ধে তুরস্ক, জার্ম্মাণীর পক্ষে যোগদান করে।

বল্কান উপদ্বীপের আধিপত্য লইয়া অষ্ট্রিয়া এবং সার্ভিয়ার মধ্যে বহুদিন যাবত মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ Archduke Francis Ferdinand বোসনিয়ার অন্তর্গত Serajevo নামক নগরে কয়েকজন সার্ভিয়ান আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হন। অবিলম্বে অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়ার নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী উত্থাপন করে। সার্ভিয়া এই দাবী পূরণে অসম্মত হইলে অষ্ট্রিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই ঘটনা হইতে সমগ্র ইউরোপে মহাসমরের বহ্নি জ্বলিয়া উঠে।

অষ্ট্রিয়া বনাম সার্ভিয়া; Serajevo-র হত্যাকাণ্ড

Serajevo-র হত্যাকাণ্ডকেই এই যুদ্ধের সম্যক কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইলে ভুল করা হইবে। কেবল জার্ম্মাণী বা অষ্ট্রিয়াকে এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করিলেও ভুল করা হইবে। তৎকালীন ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির দরুণ এই মহাসমরের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। ইউরোপের বিভিন্ন শক্তি-সমূহের মধ্যে যে কূট রাজনীতি বহুকাল যাবৎ আপন নাগপাশ বিস্তার করিয়া আসিতেছিল প্রথম মহাযুদ্ধ তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র। কোন আকস্মিক ঘটনাকে বা কোন এক জাতিকে এই মহাসমরের জন্য দায়ী করা সঙ্গত নহে।

ঘটনা—১৯১৪ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারী বৎসর কাল এই মহাযুদ্ধ চলিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে এই মহাসমরের ন্যায় লোকক্ষয়কারী সংগ্রাম আর কখনও হয় নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে অগণিত সৈন্য সংগৃহীত হয়। জার্ম্মাণীও নানারূপ অভিনব ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আপ্রাণ শক্তিতে যুদ্ধ চালনা করে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জার্ম্মাণী জয়লাভ করিতে থাকে। কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগদান করিলে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। মার্ণ, ইপ্রে, ভার্হ্র্ন প্রভৃতি রণক্ষেত্রে যে সকল যুদ্ধ হয় তাহাতে জার্ম্মাণবাহিনী পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর জার্ম্মাণ সম্রাট Welhelm II রাজ্যত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডে পলায়ন করেন। ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ বিরতি (Armistice)

ঘোষিত হয়। অতঃপর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে Versailles সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে জার্ম্মাণীর উপনিবেশসমূহ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপান পরস্পর ভাগাভাগি করিয়া লয়। জার্ম্মাণী Lorraine ও Alsace প্রদেশ ফ্রান্সকে প্রত্যর্পণ করে। এতদ্ব্যতীত ক্ষতিপূরণস্বরূপ জার্ম্মাণী বিভিন্ন কিস্তিতে ইংরেজ ও ফরাসীদিগকে প্রচুর অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হয়। জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি পঙ্গু করা হয় এবং জার্ম্মাণীতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক, বুলগেরিয়া প্রভৃতি পরাজিত শক্তিসমূহের সহিত পৃথক পৃথক সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হয়। পূর্ব্বতন অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের দুইটি প্রদেশ লইয়া প্রাচীন বোহেমিয়ায় Czecho-Slovakia নামক নূতন এক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অপর কয়েকটি প্রদেশ সার্ভিয়ার সহিত সম্মিলিত করিয়া Jugo-slavia গঠন করা হয়। Baltic সাগরের তীরে Esthonia, Latvia, Lithuania, ও Finland নামক চারিটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তুরস্কের সুলতান সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং মুস্তাফা কামালপাশার নেতৃত্বে নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধের ফলাফল

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অন্তর্বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার Czar Nicholas II নিহত হন। অতঃপর Lenin-এর নেতৃত্বে রাশিয়ায় বলশেভিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাযুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে আন্তর্জ্জাতিক জগতে ইংলণ্ডের খ্যাতি প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং আফ্রিকার কয়েকটি স্থানে এবং এশিয়ার অন্তর্গত প্যালেষ্টাইন ও ইরাক প্রদেশে বৃটিশ আধিপত্য স্থাপিত হয়।

অষ্টম এড্ ওয়ার্ড—১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম জর্জ্জ পরলোক গমন করিলে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অষ্টম এড্ওয়ার্ড সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সিংহাসন লাভের কয়েকমাস পরেই তিনি মিসেস্ সিম্পসন্ নামক জনৈক আমেরিকান মহিলার পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাতে মন্ত্রিসভার সহিত তাহার মতানৈক্য হয় এবং তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন।

ষষ্ঠ জর্জ্জ—অপ্রত্যাশিতভাবে অষ্টম এড্ওয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ করিলে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অব ইয়র্ক 'ষষ্ঠ জর্জ্জ' উপাধি ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। **দ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ** তাহার রাজত্বকালের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। এই যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষাও অধিকতর ভয়াবহ। হিটলার-শাসিত নাৎসী জার্ম্মাণীর অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা হইতেই

এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছিল। ভার্সাই সন্ধির উচ্ছেদ কামনায় এবং ইউরোপে পুনরায় জার্ম্মাণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী—অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়া পোলাণ্ড আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পোলাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জার্ম্মাণী অভূতপূর্ব্ব সাফল্য অর্জ্জন করে। পোলাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, এমন কি ফ্রান্স জার্ম্মাণীর নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ইটালী সুযোগ বুঝিয়া জার্ম্মাণীর পক্ষে যোগদান করে। ফলে কিছুকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডকে একক অবস্থায় যুদ্ধ চালনা করিতে হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন পদত্যাগ করিলে রক্ষণশীলদলের অন্যতম নেতা মিঃ উইনষ্টন্ চার্চ্চিল তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। চার্চ্চিলের নেতৃত্বাধীনে বৃটিশ জাতি তাহাদের অজেয় নৌবাহিনী ও বিশাল বিমান ও স্থল বাহিনী লইয়া জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে সমগ্রশক্তি নিয়োগ করে এবং সাফল্যের সহিত জার্ম্মাণীর ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া দেয়। ইহার কিছুকাল পরে জার্ম্মাণীর সহিত রাশিয়ার মতান্তর উপস্থিত হয় এবং জার্ম্মাণী রুশ দেশ আক্রমণ করিলে রাশিয়ার অধিবাসিগণ দুর্জ্জয় সঙ্কল্প লইয়া শত্রু বাহিনীর সম্মুখীন হয়। জার্ম্মাণীর সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অতঃপর আমেরিকা, ইংলণ্ড ও মিত্রপক্ষের সহিত যোগদান করিলে জার্ম্মাণী ক্রমশঃ পরাজিত হইতে থাকে। এই সময় প্রাচ্যদেশেও যুদ্ধ বিস্তারলাভ করে। জাপান জার্ম্মাণীর পক্ষ লইয়া আমেরিকার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত হয়। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জাপান অভূতপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। প্রথমে জার্ম্মাণী ও পরে জাপান আত্মসমর্পণ করিলে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে এই মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রধান ঘটনাবলী

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ

মহাযুদ্ধের অবসানে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রমিকদল জয়লাভ করায় চার্চ্চিলের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে ও শ্রমিক দলপতি ক্লিমেণ্ট এটলির নেতৃত্বে এক শ্রমিক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভার আমলে "ভারতের স্বাধীনতা আইন" গৃহীত হয়। ষষ্ঠ জর্জ্জের রাজত্বের অপর প্রধান ঘটনা ১৯৪৭ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে পার্লামেণ্টে গৃহীত **'ভারতের স্বাধীনতা আইন'**—এই আইন অনুসারে ১৯৪৭ সালের

১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ 'ভারত' ও 'পাকিস্থান' এই দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে। ভারত সংবিধানের ঘোষণানুযায়ী ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারত ইউনিয়ন একটি স্বাধীন সার্ব্বভৌম সাধারণতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে পরিণতি লাভ করে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীলদল সংখ্যাধিক্য লাভ করায় শ্রমিক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে এবং পুনরায় মিঃ চার্চ্চিলের নেতৃত্বে রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ইহার কিছুদিন পর রোগাক্রান্ত হইয়া ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই রক্ষণশীল মন্ত্রিসভাই বর্ত্তমানে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করিতেছে। বার্দ্ধক্যহেতু চার্চ্চিল অবসর গ্রহণ করিলে স্যার এন্থনি ইডেন প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন।

দ্বিতীয় এলিজাবেথ :—

ষষ্ঠ জর্জ্জের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রথমা কন্যা প্রিন্সেস্ এলিজাবেথ 'দ্বিতীয় এলিজাবেথ' উপাধি ধারণ পূর্ব্বক উত্তরাধিকারসূত্রে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ডিউক অব এডিনবারাকে বিবাহ করেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন তাহার রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হয়। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সময় কমনওয়েল্থভুক্ত সমস্ত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং দেশ বিদেশের বহু অভিজাত শ্রেণীর লোকও বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া শান্তিপূর্ণভাবে দেশ শাসন করুন, ইহাই কামনা।

Studies and Questions

1. Mention the circumstances that led to the passing of the Reform Bill in 1832. What were its main provisions? Write notes on the Reform Act of 1832. (C. U. 1924, 1926, 1930)

2. Give a short history of the Chartist Movement. How far did the Chartists foreshadow the later Parliamentary reform? (C. U. 1931) Briefly narrate the history of Chartism. (C. U. 1916, 1920, 1926, 1937)

3. Briefly narrate the history of the Anti-Corn-law league and and repeal of the Corn laws. (C. U. 1918, 1921, 1934, 1941)

4. Sketch the career of Sir Robert Peel and attempt a critical estimate of his reforms. (C. U. 1924, 1934, 1946, 1949)

5. Why is period of Sir Robert Peel's Government of England considered to be one of the most memorable administrations of the 19th century? (C. U. 1940, 1942, 1944, 1949)

6. 'Peel has been called the most liberal of conservatives and the most conservative of liberals. Discuss. (C. U. 1924)

7. "Twice, it was said, Peel had betrayed his party," Do you justify his conduct? Give reasons for your answer. (C. U. 1937)

8. What were the general principles of Lord Palmerston's foreign policy? (C. U. 1942)

9. "Lord Palmerston has been described as a Conservative at home and a Revolutionist abroad." Discuss. (C. U. 1923, 1926, 1932)

10. Give an account of the career, character and statesmanship of Disraeli. (C. U. 1923, 1938, 1944)

11. Sketch the Irish policy of Gladstone. How far was it a success? (C. U. 1930, 1933, 1937, 1940, 1943, 1952)

12. Sketch the career and achievements of Gladstone.

13. What claim has Gladstone to the gratitude of Englishmen? (C. U. 1928)

14. Compare Gladstone with Disraeli. (C.U. 1932, 1936, 1938)

15. Examine the causes of the First Great World War.

পরিশিষ্ট 'ক'

বংশ-তালিকা

অ্যাংলো স্যাক্সন্ বংশ

- এগবার্ট (৮০২-৮৩৯ খ্রীঃ)
  - এথেলউলফ্ (৮৩৯-৫৮)
    - এথেলবল্ড (৮৫৮-৬০)
    - এথেলবার্ট (৮৬০-৬৬)
    - এথেলরেড (৮৬৬-৭১)
    - অ্যালফ্রেড (৮৭১-৮৯৯)
      - এড্‌ওয়ার্ড দি এল্ডার (৮৯৯-৯২৪)
        - এথেলষ্টান (৯২৪-৪০)
        - এডমণ্ড (৯৪০-৪৬)
          - এড্‌উই (৯৫৫-৫৯)
          - এড্‌গার (৯৫৯-৭৫)
            - এড্‌ওয়ার্ড দি মার্টার (৯৭৫-৭৮)
            - এথেলরেড দি আনরেডী (৯৭৮-১০১৬)
              - এডমণ্ড আয়রণ সাইড (১০১৬-১৭)
              - এড্‌ ‘য়ার্ড দি কনফেসর্ (১০৪২-৬৬)
        - এডরেড্ (৯৪৬-৫৫)

নর্ম্মাণ বংশ

- প্রথম উইলিয়ম (১০৬৬-৮৭)
  - দ্বিতীয় উইলিয়ম (১০৮৭-১১০০)
  - প্রথম হেন্‌রী (১১০০-১১৩৫)
    - ম্যাটিল্ডাজেফ্রী
      - দ্বিতীয় হেন্‌রী
  - এডেলাষ্টিফেন:
    - ষ্টিফেন (১১৩৫-৫৪)

প্ল্যাণ্টাজেনেট্ বংশ

- দ্বিতীয় হেন্‌রী (১১৫৪-৮৯)
  - প্রথম রিচার্ড (১১৮৯-৯৯)
  - জন দি ল্যাকল্যাণ্ড (১১৯৯-১২১৬)
    - তৃতীয় হেন্‌রী (১২১৬-৭২)
      - প্রথম এড্‌ওয়ার্ড (১২৭২-১৩০৭
        - দ্বিতীয় এড্‌ওয়ার্ড (১৩০৭-১৩২৭
          - তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড (১৩২৭-৭৭)
            - এড্‌ওয়ার্ড (ব্ল্যাকপ্রিন্স)
            - লাওনেল
            - জন অব গণ্ট
            - এডমণ্ড অব ইয়র্ক

ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান বংশ

- জন অব গণ্ট
  - চতুর্থ হেন্‌রী (১৩৯৯-১৪১৩)
    - পঞ্চম হেন্‌রী (১৪১৩-২২)
      - ষষ্ঠ হেন্‌রী (১৪২২-৬১)

ইয়র্কিষ্ট বংশ

- অ্যান মার্টিমার=রিচার্ড, আর্ল অব কেম্ব্রিজ
  - রিচার্ড ডিউক অব ইয়র্ক
    - (১) চতুর্থ এডওয়ার্ড (১৪৬১-৮৩)
      - (২) পঞ্চম এড্‌ওয়ার্ড (১৪৮৩)
    - (৩) তৃতীয় রিচার্ড (১৪৮৩-৮৫)

টিউডর বংশ

- (১) সপ্তম হেন্‌রী (১৪৮৫-১৫০৯)
  - (২) অষ্টম হেন্‌রী (১৫০৯-৪৭)
    - (৩) ষষ্ঠ এড্‌ওয়ার্ড (১৫৪৭-৫৩)
    - (৪) মেরী (১৫৫৩-৫৮)
    - (৫) এলিজাবেথ্ (১৫৫৮-১৬০৩)
  - মার্গারেট=চতুর্থ জেম্‌স্ (স্কটল্যাণ্ড)
  - মেরী

ষ্টুয়ার্ট বংশ

- (১) প্রথম জেম্‌স্ (১৬০৩-১৬২৫)
  - (২) প্রথম চার্লস (১৬২৫-১৬৪৯)
    - (৩) দ্বিতীয় চার্লস (১৬৬০-১৬৮৫)
    - (৪) দ্বিতীয় জেম্‌স্ (১৬৮৫-৮৭)
      - (৫) মেরী=উইলিয়ম (১৬৮৯-১৭০২)
      - (৬) অ্যান্ (১৭০২-১৪)
  - এলিজাবেথ
    - শোফিয়া
      - প্রথম জর্জ্জ

হ্যানোভেরিয়ান ও উইণ্ডসর রাজবংশ

(১) প্রথম জর্জ্জ
(১৭১৪-২৭)

(২) দ্বিতীয় জর্জ্জ
(১৭২৭-৬০)

(৩) তৃতীয় জর্জ্জ
(১৭৬০-১৮২০)

(৪) চতুর্থ জর্জ্জ
(১৮২০-৩০)

(৫) চতুর্থ উইলিয়ম
(১৮৩০-৩৭)

এডোয়ার্ড, ডিউক অব কেণ্ট

(৬) ভিক্টোরিয়া (১৮৩৭-১৯০১)

(৭) সপ্তম এডোয়ার্ড (১৯০১-১০)

(৮) পঞ্চম জর্জ্জ (১৯১০-৩৬)

(৯) অষ্টম এড্ওয়ার্ড
(১৯৩৬)

(১০) ষষ্ঠ জর্জ্জ
(১৯৩৬-১৯৫২)

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ
(১৯৫২)

পরিশিষ্ট "খ"

প্রসিদ্ধ যুদ্ধসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ডিওরহ্যামের যুদ্ধ, ৫৭৭ খ্রীঃ—স্যাকন জাতি কর্ত্তৃক ইংলণ্ড জয়ের ইতিহাসে ডিওরহ্যামের যুদ্ধ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধে ওয়েসেক্স রাজ Ceawlin ব্রিটনদিগকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের ফলে সেভার্ণ নদীর মোহনা পর্য্যন্ত স্যাক্সন আধিপত্য বিস্তার লাভ করে এবং ওয়েল্স্-এর অধিবাসিগণ দুইটি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া পড়ায় বৃটেনের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে স্যাক্সন-আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম হয়।

চেষ্টারের যুদ্ধ, ৬১৩ খ্রীঃ—ডিওরহ্যামের যুদ্ধের ন্যায় চেষ্টারের যুদ্ধও অ্যাংলো-স্যাক্সন বিজয়ের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধে অ্যাঙ্গল দলপতি Ethelfrith বৃটনগণকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই জয়লাভের ফলে অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রাধান্য Dee নদীর মোহনা পর্য্যন্ত বিস্তার-লাভ করে এবং উত্তর ব্রিটেনে স্যাক্সন আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম হয়। এই যুদ্ধকেই অ্যাংলো-স্যাক্সন বিজয়ের শেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অতঃপর ব্রিটেনদের পক্ষ হইতে স্যাক্সন অগ্রগতির বিরুদ্ধে কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ হয় নাই।

ব্রুনানবার-এর যুদ্ধ, ৯৩৭ খ্রীঃ—এই যুদ্ধ ইংলণ্ড-রাজ এথেলষ্টান এবং তাহার শত্রুপক্ষের মধ্যে সংঘটিত হয়। এই শত্রুপক্ষ স্কটল্যাণ্ড রাজ Constantine, ওয়েলস্-আধপতি এবং ডেন আক্রমণকারীর দল লইয়া গঠিত ছিল। কিন্তু এথেলষ্টান অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই সম্মিলিত বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে এথেলষ্টানের শক্তি ও প্রতিপত্তি অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পায় এবং তিনি Rex totius Britanniae অর্থাৎ 'সমগ্র বৃটেনের অধিপতি' এই উপাধি গ্রহণ করেন।

হেষ্টিংস-এর যুদ্ধ, ১০৬৬ খ্রীঃ—এই যুদ্ধে ইংলণ্ডরাজ হারল্ড এবং নর্ম্মাণ্ডীর ডিউক উইলিয়ম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ডিউক উইলিয়ম নিজেকে ইংলণ্ডের ভূতপুর্ব্ব রাজা সাধু এডোয়ার্ডের মনোনীত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইংলণ্ডের সিংহাসনে তাহার দাবী অগ্রগণ্য এই মর্ম্মে দাবী উত্থাপন করেন। হারল্ড এই দাবী মানিতে অস্বীকৃত হইলে উইলিয়ম

সসৈন্যে ইংলণ্ডের উপকূলে অবতরণ করেন। এই সংবাদ পাইয়া হ্যারল্ড সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। উভয়পক্ষে সেনল্যাক বা হেষ্টিংসের রণক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ হয়। হ্যারল্ডের অনুচরগণ অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। হ্যারল্ড স্বয়ং রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। বিজয়ী উইলিয়ম লণ্ডন অভিমুখে অগ্রসর হইলে উইটানের সভ্যগণ তাহাকে ইংলণ্ডের ন্যায়সঙ্গত রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এইরূপে স্যাক্সন শাসনের অবসান ঘটে ও নর্ম্মাণ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়।

বোভিন্স-এর যুদ্ধ, ১২১৪ খ্রীঃ—ইংলণ্ডের রাজা জন এবং ফরাসী-রাজ ফিলিপের মধ্যে ১২১৪ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। **জন** অতিশয় অত্যাচারী শাসক ছিলেন। ফ্রান্সের অন্তর্গত নর্ম্মাণ্ডী, আঞ্জু প্রভৃতি প্রদেশ ইংলণ্ডের রাজার শাসনাধীনে ছিল। ফরাসীরাজ ফিলিপ জনের অধিকর্ত্তা-রূপে তাহাকে ফরাসী দরবারে তলব করিয়া পাঠান। জন এই আদেশ অমান্য করায় ফিলিপ, জনের অধিকৃত প্রদেশসমূহ বাজেয়াপ্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জন পরাজিত হন এবং ফরাসী-দেশের যাবতীয় ভূসম্পত্তি তাহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়।

ক্রেশীর যুদ্ধ, ১৩৪৬ খ্রীঃ—ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ইতিহাসে ক্রেশীর যুদ্ধ সমধিক প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধে ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে Black Prince বা কৃষ্ণকুমারের অধিনায়কত্বে ইংরেজ সেনাবাহিনী ফরাসী প্রতিপক্ষকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। ক্রেশীর যুদ্ধে অশ্বারোহী অপেক্ষা পদাতিক বাহিনীর সামরিক গুরুত্ব অধিক বলিয়া প্রমাণিত হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে ইংরেজগণ ফরাসীদেশস্থ ক্যালে বন্দর অধিকার করিয়া লয় এবং পরবর্ত্তী দুই শত বৎসর কাল ধরিয়া এই বন্দরে ইংরেজ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

আজিনকোর্টের যুদ্ধ, ১৪১৫ খ্রীঃ—ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের শেষভাগে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তন্মধ্যে আজিনকোর্টের যুদ্ধ সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যদল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও ইংরেজ সেনাবাহিনীর হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে ইংলণ্ডের সামরিক গৌরব অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পায় এবং জার্ম্মাণ সম্রাট Segismund স্বেচ্ছায় ইংলণ্ডের পক্ষে যোগদান করেন।

বসওয়ার্থের যুদ্ধ, ১৪৮৫ খ্রীঃ—গোলাপের যুদ্ধের শেষ যুদ্ধ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে

ইয়র্কিষ্ট বংশের শেষ রাজা তৃতীয় রিচার্ড এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হেন্‌রী টিউডরের মধ্যে বসওয়ার্থের রণক্ষেত্রে সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে তৃতীয় রিচার্ড চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর পার্লামেণ্টের অনুমোদনক্রমে হেন্‌রী টিউডর 'সপ্তম হেন্‌রী' উপাধি ধারণপূর্ব্বক ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইরূপে ইংলণ্ডে ইয়র্কিষ্ট রাজত্বের অবসান এবং টিউডর শাসনের সূত্রপাত হয়।

নেসবীর যুদ্ধ, ১৬৪৫ খ্রীঃ—প্রথম চার্লসের সমর্থক এবং ক্রমওয়েল পরিচালিত নিউ মডেল আর্মির মধ্যে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে নেসবীর রণক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে চার্লসের সমর্থকদল চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধ পরাজয়ের ফলে ভবিষ্যতে চার্লসের পক্ষে কোন যুদ্ধ জয়লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং প্রজাতন্ত্রী দলের জয়লাভের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া ঐতিহাসিক ক্ল্যারেণ্ডন এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নেসবীর রণক্ষেত্রেই রাজা এবং রাজতন্ত্রের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ('The King and the Kingdom were lost at Naseby'.)

বয়েন-এর যুদ্ধ ১৬৯০ খ্রীঃ—ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের পর আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিগণ দ্বিতীয় জেম্‌স্-এর পক্ষাবলম্বন করিয়া প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী রাজা তৃতীয় উইলিয়মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম এই বিদ্রোহ দমন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সসৈন্যে আয়র্লণ্ডে গমন করেন এবং বয়েনের যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন এবং লিমারিকের সন্ধি দ্বারা তাহাদিগকে তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ লইতে বাধ্য করেন।

কুইবেকের যুদ্ধ, ১৭৫৯ খ্রীঃ—সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ উপলক্ষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে কুইবেকের যুদ্ধ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধে ইংরেজ-সৈন্য ফরাসী সেনাবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া ভবিষ্যতে সমগ্র কানাডা অঞ্চলে বৃটিশ প্রভুত্ব স্থাপনের পথ সুগম করে।

নীলনদের যুদ্ধ, ১৭৯৮ খ্রীঃ—নেপোলিয়ন যখন বৃটেনের প্রাচ্য মহাদেশস্থ সাম্রাজ্য উচ্ছেদ কামনায় মিশরে সসৈন্যে অবতরণ করিয়াছিলেন তখন সেনাপতি নেলসনের অধিনায়কত্বে ইংরেজ নৌবাহিনী নীলনদের জলযুদ্ধে ফরাসী রণবহরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া

নেপোলিয়ন বৃটিশ সাম্রাজ্য উচ্ছেদের আশা চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইংরেজ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ট্রাফালগারের যুদ্ধ, ১৮০৫ খ্রীঃ—নেপোলিয়ন ও ইংলণ্ডের মধ্যে জলপথে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে ট্রাফালগারের যুদ্ধ সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। এই যুদ্ধে স্বনামধন্য নেলসনের অধিনায়কত্বে ইংরেজ নৌবহর সম্মিলিত স্পেনীয় ও ফরাসী নৌবাহিনীকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়ন জলপথে ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং ইংলণ্ডের নেতৃত্বে ইউরোপে পুনরায় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গঠিত হয়।

নেভারিনোর যুদ্ধ, ১৮২৭ খ্রীঃ—গ্রীস যখন তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তখন ইংলণ্ড প্রমুখ ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্র আপোষ মীমাংসা দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তুরস্কের সম্রাট আপোষ প্রস্তাবে যখন সম্মত হইলেন না তখন ইংলণ্ড ও রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া নিজ নিজ নৌবহর প্রেরণ করে। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের নৌবহরের সহিত তুর্কী নৌবহরের এক সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। Navarino-র এই জলযুদ্ধে তুর্কী নৌবহর পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ডিউক অব ওয়েলিংটন তুর্কীর নিকট এই যুদ্ধের জন্য ত্রুটী স্বীকার করিলেও ইহার ফল তুর্কী সাম্রাজ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হইয়াছিল। এই পরাজয়ের ফলে তুরস্ক, গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

মাজুবা পর্ব্বতের যুদ্ধ, ১৮৮১ খ্রীঃ—ইংরেজ ও বুয়র প্রতিপক্ষের মধ্যে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যুদ্ধে বুয়র দল ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে এবং ইংরেজ বাহিনীর অধ্যক্ষ জর্জ্জ কোলি রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার ফলে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন ট্রান্সভাল অঞ্চলের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া বুয়রদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন।

পরিশিষ্ট "গ"

প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার

হুইটবীর ধর্ম্মসভা (Synod of Whitby)—ইংলণ্ডের অধিকাংশ অঞ্চলে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিষয়ক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেণ্ট ধর্ম্মপ্রচারকগণের সহিত বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়াপদ্ধতি লইয়া রোমান যাজকদের মধ্যে মতান্তর দেখা দেয়। এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ধর্ম্মজীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিবার কামনায় নর্দাম্বি্রয়া-রাজ অসওই ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে হুইটবী নামক স্থানে এক ধর্ম্ম মহাসভা আহ্বান করেন। রাজার পরামর্শ অনুসারে এই মহাসভা রোমান পদ্ধতি মানিয়া চলার স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দুইটি কারণে এই ধর্ম্মসভার সিদ্ধান্ত ইংলণ্ডের ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ, ইহাতে পরস্পর বিরোধী দুইটি মতবাদ প্রচলিত হওয়ার ফলে ধর্ম্মজীবনে যে অনৈক্যের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল তাহা লোপ পাইল। দ্বিতীয়তঃ, রোমান পদ্ধতি গৃহীত হওয়ার ফলে ইংলণ্ডের সহিত পাশ্চাত্য জগতের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রহিল এবং রোমের সুপ্রাচীন সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণ সভ্যতর জীবন যাপন প্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল।

ওয়েডমোরের সন্ধি—৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যে সন্ধি দ্বারা অ্যালফ্রেড ও ডেনদের মধ্যে যুদ্ধাবসানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ওয়েডমোরের সন্ধি নামে পরিচিত। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী ডেন দলপতি গুথ্রাম এবং তাহার অনুচরবর্গ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন এবং স্থির হইল যে, ইংলণ্ডের উত্তর এবং উত্তর পূর্ব্ব ভাগে ডেন আধিপত্য এবং বাকী অংশে অ্যালফ্রেডের আধিপত্য অব্যাহত থাকিবে। এই সন্ধিপত্র অ্যালফ্রেডের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহার ফলে ডেনগণ সভ্য হইয়া অ্যাংলো-স্যাক্সনগণের সহিত সমপর্য্যায়ে উন্নীত হওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং কালক্রমে তাহারা ইংলণ্ডকেই স্বদেশ জ্ঞান করিয়া তথায় নিরুপদ্রবে বাস করিতে আরম্ভ করে।

ওয়ালিংফোর্ডের সন্ধি, ১১৫৩ খ্রীঃ।

প্রথম হেন্‌রীর মৃত্যুর পর তাহার কন্যা ম্যাটীল্ডার দাবী উপেক্ষা করিয়া

উইটান সভা বিজয়ী উইলিয়মের দৌহিত্র ষ্টিফেনকে ইংলণ্ডের রাজা বলিয়া ঘোষণা করে। ষ্টিফেন সিংহাসনে আরোহণ করিলে ম্যাটিল্ডা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলিবার পর ওয়ালিং-ফোর্ডের সন্ধি অনুসারে উভয়পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয়। তদনুসারে স্থির হয় যে, ষ্টিফেন জীবিতকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর ম্যাটিল্ডার পুত্র হেন্‌রী ইংলণ্ডের রাজা হইবেন। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ১১৫৪ খৃষ্টাব্দে ম্যাটিল্ডার পুত্র 'দ্বিতীয় হেন্‌রী' উপাধি ধারণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ক্ল্যারেণ্ডনের বিধানাবলী (Constitutions of Clarendon), ১১৬৮ খ্রীঃ।

১১৬৪ খৃষ্টাব্দে যাজকগণের বিচারবিষয়ক স্বাতন্ত্র্য হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে দ্বিতীয় হেনরী Constitution of Clarendon নামে এক বিধান জারী করেন। এই বিধান অনুসারে স্থির হয় যে, প্রথমে অপরাধীমাত্রকেই রাজকীয় বিচারালয়ে উপস্থিত করিতে হইবে। যদি অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃতই ধর্ম্মযাজক তবে তাহাকে যাজকদের জন্য সংরক্ষিত আদালতে প্রেরণ করা হইবে। বিচারে তাহার অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহাকে যাজকের পদ হইতে অপসারিত করিয়া পুনরায় রাজকীয় আদালতে আনয়ন করিতে হইবে এবং তথায় সাধারণ রাজকীয় আইন অনুসারে তাহাকে দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে।

অক্সফোর্ডের বিধানাবলী (Provisions of Oxford), ১২৫৮ খ্রীঃ।

তৃতীয় হেনরীর কুশাসন হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে সাইমন ডি মণ্টফোর্টের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ এক মহাসভায় মিলিত হইয়া এক নূতন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা Provisions of Oxford নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয় যে, (ক) রাজার বিদেশীয় অমাত্যবর্গকে অবিলম্বে পদত্যাগ করিতে হইবে; (খ) ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি স্থায়ী সমিতি শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবে; (গ) রাজা এই সমিতির পরামর্শ এবং অনুমোদনক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন এবং (ঘ) প্রয়োজন হইলে ১২জন সভ্য লইয়া গঠিত একটি অস্থায়ী সমিতি গঠন করা হইবে এবং আবশ্যকবোধে এই সমিতি প্রথমোক্ত স্থায়ী সমিতির সভ্যগণকে উপদেশ ও

পরামর্শ দান করিবে। ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে অক্সফোর্ডের বিধানাবলীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। এই ব্যবস্থা দ্বারা অন্ততঃ সাময়িকভাবে রাজশক্তির সর্ব্বময় প্রাধান্যের সঙ্কোচ সাধন করা হয় এবং অভিজাত শ্রেণীর অবিসংবাদী নেতারূপে সাইমন ডি মণ্টফোর্ট শাসনকার্য্য পরিচালনার অধিকার লাভ করেন।

মডেল পার্লামেণ্ট, ১২৯৫ খ্রীঃ—১২৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম এড্‌ওয়ার্ড এক মহাসভা আহ্বান করেন। এই সভায় ধর্ম্মযাজক ও ভূম্যধিকারী ব্যতীত প্রত্যেক শায়ারের দুইজন প্রতিনিধি, প্রত্যেক সহরের দুইজন প্রতিনিধি এবং নিম্নতর ধর্ম্মযাজকগণের প্রতিনিধিও স্থান লাভ করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে এই প্রকার সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক মহাসভা আর আহূত হয় নাই; কারণ নিম্নশ্রেণীর যাজকগণ পরে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা পরিত্যাগ করেন। এই মহাসভা ইংলণ্ডের ইতিহাসে Model Parliament বা আদর্শ মহাসভা নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। যাহাতে সকলের স্বার্থ জড়িত, তাহাতে সকলের অনুমোদন থাকা আবশ্যক—মহাসভার এই অন্তর্নিহিত নীতি অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তীকালের পার্লামেণ্টসমূহ গঠিত হইয়াছে।

Statute of Praemunire, ১৩৫৩ খ্রীঃ (৮১-৮২ পৃষ্ঠা দেখ)।

Court of Star Chamber—উচ্চেপদে অধিষ্ঠিত এবং বিশেষ ক্ষমতা-শালী ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা অপরাধ করিতেন রাজকীয় সাধারণ বিচারালয়ে তাহাদের দোষ প্রমাণিত হইত না। এই সকল ক্ষমতাপন্ন অপরাধিগণকে যাহাতে যথাবিহিত দণ্ডে দণ্ডিত করা যায় তজ্জন্য ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে সপ্তম হেন্‌রী Court of Star Chamber নামক এক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে Chancellor প্রমুখ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও পরে রাজার কাউন্সিলের সদস্যগণ ইহার বিচারকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এই বিচারালয় প্রকৃতপক্ষে রাজকীয় সভার একটি শাখামাত্র ছিল। এই আদালতে জুরীর বিচার হইত না; ইহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলও করা যাইত না। এই বিশেষ আদালত অভিজাতশ্রেণীর স্বেচ্ছাচারিতা খর্ব্ব করিতে এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল।

Pilgrimage of Grace : (১১৫ পৃষ্ঠা দেখ)

Petition of Rights : ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে ইলিয়টের নেতৃত্বে পার্লামেণ্ট Petition of Rights নামে এক আবেদনপত্র

রাজার নিকট উপস্থাপিত করে। এই আবেদন পত্রে বলা হয় যে, (ক) পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা প্রজাসাধারণের উপর কোন কর ধার্য্য করিতে পারিবেন না ; (খ) উপযুক্ত কারণ ব্যতীত রাজা কাহাকেও গ্রেপ্তার অথবা কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবেন না ; (গ) কোন সময়েই সৈন্যগণকে প্রজাদের গৃহে বাস করিতে দেওয়া হইবে না এবং (ঘ) যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে সামরিক আইন প্রবর্ত্তন করা যাইবে না। বিরোধী দলের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে আতঙ্কিত হইয়া চার্লস আবেদন পত্রে উপস্থাপিত সকল দাবী মানিয়া লন।

Grand Remonstrance : (১৪২ পৃষ্ঠা দেখ)

Clarendon Code : (১৫২ পৃষ্ঠা দেখ)

Bill of Rights—১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের অব্যবহিত পরে পার্লামেণ্টে Bill of Rights নামে সুপরিচিত আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে, রাজা পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত আইনসমূহ রহিত অথবা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না ; পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা নিজ ক্ষমতাবলে High Commission Court বা অনুরূপ কোনও আদালত স্থাপন করিতে পারিবেন না ; পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা কোন নূতন কর ধার্য্য করিতে পারিবেন না ; কোন স্থায়ী সৈন্যদল গঠন অথবা পোষণ করিতে পারিবেন না এবং পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনে রাজা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অপর কেহ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিবেন না। পার্লামেণ্টের সভ্যগণের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার অব্যাহত থাকিবে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে ভবিষ্যতে পার্লামেণ্ট আহ্বান না করিয়া রাজা নিজ দায়িত্বে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন এই প্রকার সম্ভাবনা আর রহিল না। এইরূপে ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তিতে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইল।

Act of Settlement 1701 : (১৬১ পৃষ্ঠা দেখ)

Stamp Act, 1765 : (১৭৭ পৃষ্ঠা দেখ)

Continental System : (১৮৫ পৃষ্ঠা দেখ)

প্রথম সংস্কার আইন, ১৮৩২, First Reform Act :—

এই আইনের সর্ত্ত অনুযায়ী ৪১টি ক্ষুদ্র ব্যুরো পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার হইতে সরাসরি বঞ্চিত হয় এবং অনুরূপভাবে আরও ব্যুরোর ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দুইজন প্রতিনিধির পরিবর্ত্তে একজন করিয়া

প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। বার্ম্মিংহাম প্রমুখ শিল্পপ্রধান জনবহুল নূতন সহরগুলিকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় এবং ইহা দ্বারা ভোটদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এইরূপে ভোটের অধিকার পরিবর্দ্ধিত হইয়া কার্য্যতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এই ব্যবস্থা দ্বারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলেও কার্য্যতঃ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল।

Durham Report : (১৯৬ পৃষ্ঠা দেখ)

Anti-Corn Law League : (১৯৯ পৃষ্ঠা দেখ)

SHORT NOTES

Druids—অতি প্রাচীনকালে কেল্ট জাতির যে শাখা ব্রিটেনে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে তাহাদের মধ্যে বহু দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। পুরোহিতগণের সহায়তায় মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে পূজার্চ্চনা হইত। এই পুরোহিতগণই ড্রুইড নামে পরিচিত ছিলেন। তদানীন্তন সমাজে তাঁহাদের অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।

Boadicea—খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যভাগে ইসেনীদের **(Iceni)** রাণী বোডিসিয়া স্বাধীনতা লাভ কামনায় রোমান শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহ প্রথমতঃ প্রবলভাবে দেখা দিলেও রোমানগণ ইহা অচিরেই দমন করে। রাণী বোডিসিয়া ধৃত হইয়া অপমানের ভয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

Danelaw—এথানডুনের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ওয়েসেক্স-রাজ অ্যাল্‌ফ্রেড্ ও ডেননায়ক গুথ্রামের মধ্যে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ইহা ওয়েডমোরের সন্ধি নামে খ্যাত। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ইংলণ্ডের উত্তর-পূর্ব্বভাগে ডেনদিগের আধিপত্য স্বীকৃত হয় ও বাকী অংশে স্যাক্সন আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকে। ডেন-অধিকৃত স্থান Danelaw নামে পরিচিত হয়। কারণ এই স্থানে ডেনগণের আইন কানুন অনুসারেই শাসনকার্য্য চলে। অ্যালফ্রেডের বংশধরগণ এই অঞ্চলের কতকাংশ পুনরুদ্ধার করেন।

Danegeld—খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষভাগে অত্যাচারী ও অকর্ম্মণ্য রাজা এথেলরেডের শাসনকালে ডেনগণ ইংলণ্ডের নানা অঞ্চল আক্রমণ করিতে থাকে। এই সময় ইংলণ্ডের জনসাধারণের বিশেষ বিপদ উপস্থিত হয়। কারণ হীনবল রাজশক্তির ডেন আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা ছিল না। এথেলরেড যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ ডেনগণের সম্মুখীন হইতে সাহসী না হইয়া অর্থদানে তাহাদিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজকোষে যথেষ্ট অর্থ না থাকাতে এথেলরেড প্রজাসাধারণের উপর Danegeld নামক এক নূতন কর ধার্য্য করেন কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয় নাই। কারণ অর্থের লোভে ডেনগণ উত্তরোত্তর অধিক আক্রমণ চালাইতে থাকে। অবশেষে নিরুপায় হইয়া এথেলরেড দেশত্যাগ করেন।

Anglo Saxon Chronicle—এই বিখ্যাত গ্রন্থটি রাজা অ্যালফ্রেডের উৎসাহে ও আনুকূল্যে রচিত হয়। এই গ্রন্থ পাঠেই আমরা প্রাচীন স্যাক্সন রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারি।

Domesday Book–জমির অবস্থা, ভূসম্পত্তির আয় ও প্রজাদের দেয় খাজনার সঠিক পরিমাণ জ্ঞাত হইবার উদ্দেশ্যে প্রথম উইলিয়ম ১০৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশের এক জরিপ প্রস্তুত করান। ইহাই Domesday Book নামে খ্যাত। জমির আয় ব্যতীতও প্রজাগণের স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির আয় অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই জরিপে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এই জরিপ ভিত্তি করিয়া উইলিয়ম প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের কর নির্দ্দিষ্ট করিতে সক্ষম হন।

Salisbury Oath—১০৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম রাজ্যের সকল শ্রেণীর প্রজাকেই সলসবেরী প্রান্তরে এক মহাসভায় আহ্বান করেন। এই স্থানে তাহারা শপথ করে যে, ভবিষ্যতে জমিদারগণ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিলে প্রজারা তাহাদিগকে সমর্থন না করিয়া রাজার পক্ষ অবলম্বন করিবে। এই শপথ গ্রহণের ফলে সামন্তের আদেশে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়।

Magna Carta, Great Charter–See pp. 56-57.

Black Death(কাল মহামারী)– See p. 80.

Peasants' Revolution (কৃষক বিদ্রোহ)—See p. 84.

William Wallace—১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এড্ওয়ার্ড ব্যালিয়লকে পরাজিত করিয়া স্কটল্যাণ্ডে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় স্কটল্যাণ্ডবাসিগণ ইংলণ্ডরাজের বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হন এবং স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তি কামনায় প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহীদলের নায়ক ছিলেন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা স্যার উইলিয়ম ওয়ালেস। তিনি স্কটল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলে ইংরেজ সৈন্যদিগকে পরাজিত করেন। ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফলকার্কে স্কট ও ইংরেজগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ওয়ালেস পরাজিত হন। কিন্তু পরাজিত হইয়াও তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। সাত বৎসর কাল তিনি আত্মগোপন করিয়া স্কটল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন। অবশেষে তাঁহার এক অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতায় ধৃত হইয়া তিনি ইংরেজগণ কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্কটল্যাণ্ডবাসিগণ অদ্যাবধি এই স্বাধীনতার পুরোহিতকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে।

Lords Ordainers—দ্বিতীয় এড্ওয়ার্ডের কুশাসনের প্রতিকারকল্পে ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারণ ও বিশপগণ নিজেদের মধ্য হইতে Lords Ordainers নামধারী ২১ জন সভ্য লইয়া এক পরামর্শ সমিতি গঠন করেন। ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে এই সমিতি Ordinance নামধেয় কতকগুলি আইন প্রণয়ন করিয়া রাজাকে উহাতে সম্মতি দান করিতে বাধ্য করেন। তদনুসারে স্থির হয় যে রাজ্যের প্রধান প্রধান পদগুলিতে ব্যারণগণের পরামর্শ ভিন্ন কেহ নিযুক্ত হইতে পারিবে না এবং ব্যারণগণের সম্মতি ব্যতীত রাজা কোনও যুদ্ধ ঘোষণা করিতে অথবা সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। ১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে ইয়র্কের পার্লামেন্ট কর্তৃক ব্যারণগণের এই কর্তৃত্ব বে-আইনী বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

The Statute of Labourers—কালমহামারীর প্রকোপে ইংলণ্ডে বহু লোকের প্রাণনাশ হওয়ায় মজুরদের সংখ্যা বিশেষভাবে কমিয়া যায়। যে মুষ্টিমেয় শ্রমিক বাঁচিয়া ছিল তাহারা উচ্চতর হার ব্যতীত জমিতে কাজ করিতে অস্বীকৃত হয়। জমিদারগণ তখন নিরুপায় হইয়া পার্লামেন্টের দ্বারস্থ হইলেন। পার্লামেন্ট ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে Statute of Labourers নামক

শ্রমজীবী সংক্রান্ত এক আইন পাশ করেন। এই আইন অনুসারে ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রচলিত মজুরী অপেক্ষা বেশী মজুরী দাবী করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এই আইন কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে শ্রমিকগণ উচ্চতর হার ব্যতীত কাজ করিতে সম্মত হইল না। ফলে জমিদারগণ যথাসম্ভব বর্দ্ধিত হারে শ্রমিক নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন।

Act of Supremacy—১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম হেনরীর শাসনকালে এই আইন বিধিবদ্ধ হয়। তদনুযায়ী অষ্টম হেনরীকে ইংলণ্ডের ধর্ম্মসঙ্ঘের গুরুরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ফলে ইংলণ্ডে পোপের কর্তৃত্বের অবসান হয় এবং ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন প্রবর্তিত হয়।

Babington Plot—১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এন্টনী ব্যাবিংটন নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ক্যাথলিকগণ রাণী এলিজাবেথের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু মন্ত্রিগণের তৎপরতার জন্য এই ষড়যন্ত্র ফাঁসিয়া যায়। এই ষড়যন্ত্রে স্কটল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাণী মেরী ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এই অভিযোগক্রমে মেরীর প্রাণদণ্ড হয়। ইহার পর এলিজাবেথের প্রাণনাশের আর কোন চেষ্টা হয় নাই।

Cardinal Wolsey—See p 108

Gun-powder plot—ক্যাথলিক মেরীর পুত্র প্রথম জেমস্ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলে ক্যাথলিক সম্প্রদায় আশা করিয়াছিল যে, তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার লাভ করিবে। কিন্তু জেমস, এলিজাবেথ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মনীতি অক্ষুণ্ণ রাখেন। ইহাতে ক্যাথলিকগণ অসন্তুষ্ট হয়। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট কেট্সবী নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কয়েকজন ক্যাথলিক রাজাকে হত্যা করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাজা যখন পার্লামেন্ট গৃহে উপস্থিত হইবেন তখন তাহারা বারুদের সাহায্যে সভাগৃহ ধ্বংস করিয়া দিবে এরূপ স্থির হয়। গাই ফক্স নামক এক ব্যক্তির উপর এই অপকার্য্যের ভার ন্যস্ত হয়। ইহা বারুদ ষড়যন্ত্র বা Gun-Powder Plot নামে পরিচিত। সৌভাগ্যক্রমে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। ইহার ফলে জেমস্ ক্যাথলিকগণের প্রতি অধিকতর বিরক্ত হন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতর শাস্তিমুলক বিধান অবলম্বন করেন।

Ship money—পূর্ব্বে জলদস্যুগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী জনপদবাসিগণের নিকট হইতে ইংলণ্ডের রাজারা Ship-money নামক এক বিশেষ কর আদায় করিতেন। ইহা নিয়মিত বার্ষিক কররূপে গণ্য হইত না। আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলেই তীরবর্ত্তী জনপদসমূহের বাসিন্দাগণের নিকট হইতেই এই কর আদায় করা হইত। কিন্তু ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্লস ইংলণ্ডের প্রত্যেক জেলা হইতে এই কর আদায় করিবার এক আদেশ জারী করেন। ইহাতে প্রজাসাধারণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। জন হ্যাম্পডেন নামক এক ব্যক্তি এই কর প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করিলে রাজার আদেশ অনুযায়ী ধৃত হন ও বিচারালয়ে নীত হন। বিচারকগণ রাজার কার্য্যই সমর্থন করেন; কিন্তু ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে রাজার প্রতি বিতৃষ্ণা গভীরতর হইয়া উঠে।

Instrument of Government—১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের শাসনকালে পার্লামেন্ট কর্তৃক Instrument of Government নামে এক নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এই শাসনতন্ত্র

অনুসারে ক্রমওয়েল Lord-Protector উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য Council of State নামক শাসন-পরিষদ গঠিত হয়।

Secret Treaty of Dover—১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই এবং তাঁহার অনুগত ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লসের মধ্যে ডোভারের সন্ধি নামক এক গোপন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে লুই, হল্যাণ্ড ও স্পেনের বিরুদ্ধে চার্লসকে সাহায্য করিতে সম্মত হন এবং চার্লস উক্ত সাহায্যের বিনিময়ে ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইতে প্রতিশ্রুত হন। এই সন্ধিপত্র গুপ্তভাবে স্বাক্ষরিত হইলেও ইহা অল্পকাল মধ্যেই প্রচারিত হইয়া পড়ে এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ হয়।

Exclusion Bill—অপুত্রক দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ইয়র্কের ডিউক সিংহাসনে আরোহণ করিলে ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইবে এই আশঙ্কায় লর্ড সেফটসবারী প্রমুখ কতিপয় প্রোটেষ্টাণ্ট নেতা জেম্‌সকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে Exclusion Bill বা নিষ্কাসন বিল নামক এক আইনের খসড়া পার্লামেন্টের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। কমন্সসভা এই প্রস্তাবিত আইন সমর্থন করিলেও লর্ডসভা উহা অগ্রাহ্য করে। শেষ পর্য্যন্ত চার্লস ভ্রাতার স্বার্থ রক্ষার জন্য পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দেন। এই নিষ্কাসন বিলের সমর্থকগণ Whig এবং বিরোধিগণ Tory নামে পরিচিত হন।

Habeas Corpus Act—১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক Habeas Corpus Amendment Act নামে একটি অতি প্রয়োজনীয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে, কাহাকেও কোন অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব প্রকাশ্য বিচারালয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডে ব্যক্তি স্বাধীনতা দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

Peace of Utrecht—স্পেনীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া ইউরোপীয় শক্তি সমূহের মধ্যে যে মহাসমরের সূত্রপাত হইয়াছিল, ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে উট্রেক্টের সন্ধিদ্বারা তাহার অবসান হয়। এই সন্ধিদ্বারা চতুর্দ্দশ লুই-এর পৌত্র পঞ্চম ফিলিপ স্পেনের সিংহাসন লাভ করেন বটে, কিন্তু স্থির হয় যে, স্পেন ও ফ্রান্স কখনও এক রাজার শাসনাধীনে মিলিত হইতে পারিবে না। অষ্ট্রিয়া, স্পেন সাম্রাজ্যের কতকাংশ লাভ করে। ইংলণ্ড ভূমধ্যসাগরস্থিত জিব্রাল্টার ও মিনর্কা এবং আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও নোভাস্কোশিয়া লাভ করে। ফলে ভূমধ্যসাগরে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং আমেরিকায় ইংলণ্ড সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে।

Peace of Paris—অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও প্রাশিয়ার মধ্যে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল সাত বৎসরকাল চলিবার পর ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা তাহার অবসান হয়। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ফ্রান্স আমেরিকায় ক্যানাডা এবং ভারতবর্ষে কয়েকটি সহর ইংলণ্ডকে প্রদান করে। এই যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ ও আমেরিকায় ইংরেজদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফরাসী প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

Act of Union (1800) ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের মধ্যে চিরস্থায়ী শান্তি ও সদ্ভাব স্থাপন কামনায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইন অনুসারে আয়র্লণ্ডের

পৃথক পার্লামেন্ট ভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয় এবং স্থির হয় যে, আয়র্লণ্ডের জনসাধারণের ১০০ জন প্রতিনিধি ইংলণ্ডের কমন্স-সভায় এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের ৩২ জন প্রতিনিধি লর্ড সভায় আসন লাভ করিবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা আয়র্লণ্ডের জাতীয়তাবাদীদের মনঃপূত হয় নাই। ফলে আয়র্লণ্ডের অসন্তোষ দূরীভূত হয় নাই।

Battle of Waterloo—নেপোলিয়ন ও ইংরেজগণের মধ্যে যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ওয়াটারলুর যুদ্ধেই তাহার সমাপ্তি ঘটে (১৮১৫ খৃঃ)। ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন্ মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় নেপোলিয়নকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নেপোলিয়ন ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে আটলাণ্টিক মহাসাগরের অন্তর্গত সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হয়।

ক্যাথলিক মুক্তি আইন (১৮২৯)—অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরেও আয়র্লণ্ডের জনসাধারণের অসন্তোষ দূরীভূত হয় নাই। বিচক্ষণ ইংরেজ রাজনীতিবিদগণ বুঝিতে পারেন যে, ক্যাথলিকগণের রাজনৈতিক অধিকার প্রসার না হওয়া পর্য্যন্ত দেশে শান্তি-স্থাপন করা অসম্ভব হইবে। আয়র্লণ্ডে সুবিখ্যাত ক্যাথলিক নেতা ড্যানিয়েল ও'কোনেল ক্লেয়ার উপনির্ব্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিলে স্যার রবার্ট পীল প্রমুখ বিচক্ষণ রাজমন্ত্রিগণ বুঝিতে পারেন যে, ক্যাথলিকগণের দাবী পূরণ না করিলে আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। পীল নিজে ক্যাথলিক বিরোধী টোরী সম্প্রদায়ের সদস্য হইয়াও অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ক্যাথলিক মুক্তি আইন দ্বারা আইরিশ ক্যাথলিকগণকেও পার্লামেন্টে আসন গ্রহণ করিবার অধিকার প্রদান করেন।

Municipal Corporation Act—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন অনুসারে ইংলণ্ডে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন পদ্ধতির সংস্কার সাধন করা হয়। এই আইন অনুসারে মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনাভার করদাতাগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-মণ্ডলের উপরে অর্পণ করা হয়।

Chartist Movement—প্রথম সংস্কার আইন দ্বারা ইংলণ্ডের শ্রমিক সাধারণ ভোটাধিকার লাভ না করায় অসন্তুষ্ট হইয়া দেশময় এক আন্দোলন সৃষ্টি করে। তাহারা রাজনৈতিক অধিকারমূলক এক সনন্দ (Charter) দাবী করায় তাহাদের আন্দোলন Chartist Movement নামে পরিচিত। তাহাদের সনন্দে প্রধানতঃ ছয়টি দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল —(১) সর্ব্বসাধারণের ভোটাধিকার ; (২) পার্লামেন্টের বাৎসরিক অধিবেশন ; (৩) ব্যালট প্রথায় ভোটদান ; (৪) পার্লামেন্টের সদস্যগণকে ভাতা দিবার ব্যবস্থা ; (৫) পার্লামেন্টের সদস্যগণের জন্য সম্পত্তিদ্বারা ভোটাধিকার পাইবার প্রথার উচ্ছেদ এবং (৬) সর্ব্বত্র সম-আয়তনের নির্ব্বাচন কেন্দ্র স্থাপন। প্রধানতঃ দক্ষ নায়কের অভাবেই এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই কিন্তু উত্তরকালে চ্যার্টিষ্টগণের প্রায় সমুদয় দাবীই আইনে পরিণত করা হয়।

দ্বিতীয় সংস্কার আইন (Second Reform Act)—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত সংস্কার আইনদ্বারা দরিদ্র গৃহস্থ ও সহরবাসী শ্রমিকগণকে (Urban Labourers) ভোটদানের অধিকার প্রদান করা হয়। কয়েকটি ক্ষুদ্রনগরের প্রতিনিধি সংখ্যা হ্রাস করিয়া লিভারপুল প্রভৃতি কয়েকটি সমৃদ্ধ নগরকে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার দেওয়া হয়। ইহার ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণ দেশের শাসনকার্য্যে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার লাভ করে।

———

...জারের আক্রমণ	৫৫-৪৪ খৃঃ পূঃ
...সের অভিযান	৪৩ খৃষ্টাব্দ
জুলিয়াস এগ্রিকোলার আগমন	৭৮ „
হ্যাড্রিয়ানের ইংলণ্ডে আগমন	১২২ „
রোমান বাহিনীর ইংলণ্ড ত্যাগ	৪০৬-৪১০ „
জুট জাতির আগমন	৪৪৯ „
ডিওরহামের যুদ্ধ	৫৭৭ „
সেণ্ট অগষ্টাইনের আগমন	৫৯৭ „
চেষ্টারের যুদ্ধ	৬০৭ „
হুইটবী ধর্ম্মসভা	৬৬৪ „
অ্যালফ্রেড	৮৭১-৯০১ „
ওয়েডমুরের সন্ধি	৮৭৮ „
ক্যানিউট্‌	১০১৭-৩৫ „
হেষ্টিংসের যুদ্ধ	১০৬৬ „
ডুম্‌সডে বুক সঙ্কলন	১০৮৬ „
প্রথম ধর্ম্মযুদ্ধ	১০৯৭ „
ক্লারেণ্ডনের বিধানাবলী	১১৬৪ „
বেকেটের হত্যা	১১৭০ „
মহাসনন্দ বা Magna Carta	১২১৫ „
অক্সফোর্ডের বিধানাবলী	১২৫৮ „
প্রথম হাউস অব কমন্স	১২৬৫ „
আদর্শ পার্লামেণ্ট	১২৯৫ „
স্কটল্যাণ্ড বিজয়	১৩০৫ „
ব্যানকবার্ণ-এর যুদ্ধ	১৩১৪ „
২য় এড্‌ওয়ার্ডের রাজ্যচ্যুতি	১৩২৭ „
নর্দাম্পটনের সন্ধি	১৩২৭ „
শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ	১৩৩৭ „
ক্রেশীর যুদ্ধ	১৩৪৬ „
ষ্ট্যাটিউট্‌ অব লেবারার্স	১৩৫১ „
পয়টিয়ার্সের যুদ্ধ	১৩৫৬ খৃঃ
ব্রেটিনির সন্ধি	১৩৬০ „
গুড পার্লামেণ্ট	১৩৭৬ „
কৃষক বিদ্রোহ	১৩৮১ „
ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান বিপ্লব	১৩৯৯ „
চতুর্থ হেন্‌রীর রাজ্যলাভ	১৩৯৯ „
লোলার্ডগণকে দগ্ধ করিবার আইন	১৪০১ „
আজিনকোর্টের যুদ্ধ	১৪১৫ „
শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান	১৪৫৩ „
গোলাপের যুদ্ধ	১৪৫৫-৮৫ „
বস্‌ওয়ার্থের যুদ্ধ	১৪৮৫ „
সপ্তম হেন্‌রীর সিংহাসনারোহণ	১৪৮৫ „
কলম্বস কর্ত্তৃক পশ্চিম ইণ্ডিস আবিষ্কার	১৪৯২ „
ভাস্কো ডা গামার উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ	১৪৯৭ „
উলসির পতন	১৫২৯ „
মঠধ্বংস	১৫৩৯ „
প্রথম প্রার্থনা পুস্তক	১৫৪৯ „
দ্বিতীয় প্রার্থনা পুস্তক	১৫৫২ „
স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীর প্রাণদণ্ড	১৫৮৭ „
আর্ম্মাডার পরাজয়	১৫৯৮ „
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন	১৬০০ „
এলিজাবেথের মৃত্যু ও ষ্টুয়ার্টযুগের আরম্ভ	১৬০৩ „
হ্যাম্পটন কোর্ট সভা	১৬০৪ „
বারুদ ষড়যন্ত্র	১৬০৫ „
ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধারম্ভ	১৬১৮ „
পাঁচনাইটের মোকদ্দমা	১৬২৬ „

অধিকারের আবেদন (Petition of Right)	১৬২৮ খৃঃ
হ্যাম্পডেনের বিচার	১৬৩০ „
দীর্ঘ পার্লামেণ্টের আহ্বান	১৬৪০ „
নেসবীর যুদ্ধ	১৬৪৫ „
প্রথম চার্লস-এর প্রাণদণ্ড	১৬৪৯ „
হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ	১৬৫২ „
Humble Petition and Advice	১৬৫৭ „
অলিভার ক্রমওয়েলের মৃত্যু	১৬৫৮ „
দ্বিতীয় চার্লসের প্রত্যাবর্ত্তন	১৬৬০ „
ক্যাভেলিয়ার পার্লামেণ্ট	১৬৬১-৭৯ „
ডোভারের গুপ্তসন্ধি	১৬৭০ „
Test Act	১৬৭৩ „
Habeas Corpus Act	১৬৭৯ „
Declaration of Indulgence	১৬৮৭-৮৮ „
সাত বিশপের মোকদ্দমা	১৬৮৮ „
রক্তপাতহীন বিপ্লব	১৬৮৮ „
Bill of Right	১৬৮৯ „
Act of Settlement	১৭০১ „
ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মিলন	১৭০৭ „
ইউট্রেক্টের সন্ধি	১৭১৩-১৫ „
প্রথম জ্যাকোবাইট বিদ্রোহ	১৭১৫ „
সাউথ সি কোম্পানী	১৭২০ „
ওয়ালপোলের মন্ত্রিত্ব	১৭২১-১৭৪২ „
আয়লা-সাপেলের সন্ধি	১৭৪৮ „
Seven Year's War	১৭৫৬-৬৩ „
প্যারিসের সন্ধি	১৭৬৩ „
ষ্ট্যাম্প আইন	১৭৬৫ „
আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা	১৭৭৬
ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব	১৭৮৯ „
ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ	১৭৯৩-১৮১৫ „
আয়র্লণ্ডের সহিত মিলন	১৮০০ খৃঃ
দাসবিক্রয় প্রথার উচ্ছেদ	১৮০৭ „
ওয়াটার্লুর যুদ্ধ ও ভিয়েনার কংগ্রেস	১৮১৫ „
ক্যাথলিকগণের মুক্তি	১৮২৯ „
প্রথম সংস্কার আইন	১৮৩২ „
শস্য-আইনের উচ্ছেদ	১৮৪৬ „
চার্টিষ্ট আন্দোলন দমন	১৮৪৮ „
দ্বিতীয় সংস্কার আইন	১৮৬৭ „
বার্লিনের সন্ধি	১৮৭৮ „
তৃতীয় সংস্কার-আইন	১৮৮৫ „
বুয়র যুদ্ধ	১৮৮১, ১৮৯৯-১৯০২ „
অষ্ট্রেলিয়ার সাধারণতন্ত্র	১৯১১ „
পার্লামেণ্ট অ্যাক্ট	১৯১১ „
মহাযুদ্ধ আরম্ভ	১৯১৪ „
মহাযুদ্ধে আমেরিকার যোগদান	১৯১৭ „
মহাযুদ্ধের অবসান	১৯১৮ „
ভার্সাইর সন্ধি	১৯১৯ „
জাতিসঙ্ঘ স্থাপন	১৯১৯ „
গভর্ণমেণ্ট অব আয়র্লণ্ড অ্যাক্ট	১৯২০ „
স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার লাভ	১৯১৮, ১৯২৮ „
Statute of Westminster	১৯৩১ „
গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট	১৯৩৫ „
সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ	১৯৩৬ „
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ	১৯৩৯ „
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকার যোগদান	১৯৪১ „
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান	১৯৪৫ „
ভারতের স্বাধীনতা লাভ	১৯৪৭ „

C. U. Questions—1954

1. "It would be a mistake to look upon Dunstan merely as a Churchman. He was more than that. He was a great statesman." Explain.

2. Describe the feudal system as it was introduced in England by William I. What measures did he adopt to make his position secure in England ?

3. Form an estimate of Edward I as a law-giver and as an administrator.

4 Sketch the course of events which led to outbreak of the Hundread Years' War and account for the failure of Edward III in that war towards the close of his reign.

5 Review the foreign and ecclesiastical policy of Henry VIII.

6 What were the causes and effects of the Revolution of 1688 ?

7. Give a sketch of the administration of Sir Robert Walpole.

8. Account for the success of England in her conflict with Napoleon.

9. Summarize the financial measures of Peel and Gladstone ?

10. State what you know of the principal achievements of Disraeli.

11. Write short notes on four of the following :—

(a) The Anglo-Saxon Chronical, (b) The constitutions of Clarendon, (c) Stephen Langton, (d) The Statute of Labourers, (e) The Armada, (f) The Treaty of Utrecht, (g) The reform Act of 1832.

1955

1. Explain the effects of the conversion of the Anglo-Saxons to Christianity.

2. Describe the administrative and judicial reforms of Henry II.

3. Comment on the importance of the Magna Carta with special reference to some of its principal clauses.

4. What were the causes and effects of the Wars of the Roses ?

5. Is it correct to say that Henry VII's reign was "a period of remedy and a period of seed-time" ?

6. "Elizabeth's reign was a long struggle against the Counter-Reformation." Explain.

7. "Cromwell's greatness at home was a mere shadow of his greatness abroad." Do you agree ?

8. Narrate the circumstances leading to the declaration of independence by the American colonies.

9. Write a short essay on the effects of the Industrial Revolution.

10. Discuss some of the principal issues of foreign policy which were dealt with by Palmerston and Disraeli.

11. Why did the Irish demand 'Home Rule' ? What measures did Gladstone propose to take to satisfy that demand ?

23

University Questions

1956

1. Discuss the effects of Roman rule in Britain.

2. "However we look at Alfred, whether as a warrior, as a statesman, as a lawgiver, as a scholar, as a reformer, he appears equally great." Examine this statement.

3. Trace the circumstances leading to the Norman conquest of Britain. How do you account for William's success ?

4. "The Church was advancing claims which the Crown could not grant." Explain this statement with reference to the reigns of Henry I and Henry II.

5. Explain the importance of Simon de Montfort's contribution to constitutional progress in England.

6. What were the causes and effects of the Hundred Years' War ?

7. Write a short essay on the Reformation in England.

8. Give a critical account of Elizabeth's relations with Scotland and Spain.

9. How did the Revolution of 1688 affect constitutional development and foreign policy ?

10. Give an estimate of William Pitt the Younger.

11. Write short notes on the three Reform Acts of the 19th century.

English History—1957

C. U. QUESTIONS

1. Describe the results of the conversion of England to Christianity.

2. What were the distinctive features of the Feudal System established by King William I ? Do you think that the essence of the system had existed in Saxon times ?

3. Enumerate the most valuable provisions of the Great Charter of 1215. Explain how it became one of the great starting points of British national liberties.

4. Describe Edward I's parliamentary experiments. Give a brief account of his chief lagislative measures.

5. Show how Wolsey raised England to an important place in European politics. Why was Wolsey thrown over by Henry VIII ?

6. Give a brief review of England's relations with Scotland under Edward VI, Mary Tudor and Elizabeth.

7. What were the causes of dispute between Charles I and his parliaments ?

8. Show how Cromwell ruled England during the years 1653—'58. Describe his foreign relations in outline.

9. Review the history of the twenty one years of Walpole's administration.

10. What were the achievements of Sir Robert Peel's Conservative Ministry, 1841—'46 ?

11. Write short notes on the Act of Sattlement (1701), the Union between England and Scotland (1707), the Act of Union of 1800 between Great Britain and Ireland,

---